আগাথা ক্রিস্টি-র

ক্যাসল হাউসের খুনি

রূপান্তর:সায়েম সোলায়মান

সেবা প্রকাশনী

BanglaBook.org

অনুবাদ

আগাথা ক্রিস্টি-র

ক্যাসল হাউসের খুনি

রূপান্তর: সায়েম সোলায়মান

ক্যাসল হাউসের খুনি: দুর্ঘটনায় পড়েছে গাড়ি, সাহায্যের আশায় ক্যাসল হাউসে গিয়ে ঢুকল স্টার্কওয়েডার। চমকে উঠতে হলো ওকে। স্টাডিরুমে একটা লাশ, পেছনে রিভলভার হাতে দাঁড়িয়ে নিহতের স্ত্রী। খুনের দায় স্বীকার করল মেয়েটা। কিন্তু স্টার্কওয়েডার তা মানতে নারাজ। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল সে। কিন্তু... আরও কিছু চমক অপেক্ষা করছিল ও-বাড়ির বাসিন্দাদের জন্য।

দি আণ্ডারডগ: এবার বোধহয় হার স্বীকার করতেই হবে দুঁদে গোয়েন্দা এরকুল পয়রোকে। নিজের ম্যানসনে, নিজের ঘরে খুন হয়েছেন স্যর রুবেন অ্যাস্টওয়েল, অথচ খুনিকে ধরতে পারছেন না তিনি। পুলিশ যাকে গ্রেপ্তার করেছে, তাঁর দৃষ্টিতে সে-লোক নির্দোষ। শেষপর্যন্ত সবাইকে জড়ো করলেন তিনি টাওয়ার রুমে, নিষ্পত্তির জন্য।

দ্য কম্প্যানিয়ন: 'এবার ডক্টর লয়েড,' বলল মিস হেলিয়ার, 'এমন কোনো গল্প বলুন আমাদেরকে, যা শুনলে গা ছমছম করবে।' গল্পটা বললেন লয়েড, শুনে সমাধানও বাতলে দিলেন মিস মার্পল, আর হেলিয়ার বলতে বাধ্য হলো, 'আমি যদি গ্রামে থাকতাম তা হলে আমার মাথাটাই খারাপ হয়ে যেত বোধহয়।'

সেবা বই

প্রিয় বই

অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

আগাথা ক্রিস্টি-র

ক্যাসল হাউসের খুনি

রূপান্তর ■ সায়েম সোলায়মান

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-3261-6

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: অনুবাদকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৬

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
mail: alochonabibhag@gmail.com
webpage: facebook.com/shebaofficial

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

CASTLE HOUSE-ER KHUNI
By: Agatha Christie
Trans. By: Sayem Solaiman

একশ' তেইশ টাকা

সূচি

ক্যাসল হাউসের খুনি ৫
দি আণ্ডারডগ ২১৪
দ্য কম্প্যানিয়ন ৩২০

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ক্যাসল হাউসের খুনি

এক

নভেম্বরের কনকনে ঠাণ্ডা এক রাত। বারোটা বাজতে আর অল্প কিছু বাকি। বাতাসে পাক খেয়ে খেয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে ঘন কুয়াশা, আরও যেন বেড়ে গেছে অন্ধকার। দক্ষিণ ওয়েলসের এই সারি সারি গাছে ভরা কান্ট্রি রোডটাকে ভিনগ্রহের কোনো রাস্তা বলে বিবেচনা করা যেত, কিন্তু কাজটা করা যাচ্ছে না আপাতত, কারণ ব্রিস্টল চ্যানেল থেকে একটু পর পর ভেসে আসছে ফগহর্ণের আওয়াজ। একদিক দিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে শব্দটা, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কেঁউ কেঁউ করে নিজের উপস্থিতির জানান দিচ্ছে একটা কুকুর—কারও অমঙ্গল টের পেয়ে কাঁদছে কি না কে জানে। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাতজাগা কোনো পাখির কর্কশ আর্তনাদ—কী হয়েছে ওটার বোঝা যাচ্ছে না ঠিক। রাস্তার দু'পাশে বিচ্ছিন্ন কিছু দ্বীপের মতো, বলা ভালো পুরু কুয়াশার পটভূমিতে ভূতুড়ে কাকতাড়ুয়ার মতো, দাঁড়িয়ে আছে কতগুলো বাড়ি। একটা বাড়ি থেকে আরেকটা বাড়ির দূরত্ব কম করে হলেও সিকি মাইল।

রাস্তার ঠিক উপরে বললে ভুল হবে, বলা উচিত ঝোপঝাড় আর উঁচু উঁচু ঘাসেভরা একটা বিস্তৃত জমিনের পরে দেখা যাচ্ছে তিন তলা বাড়িটাকে। দেখা যাচ্ছে মানে সেটার অস্তিত্ব ঠাহর করা যাচ্ছে আর কী। বিস্তৃত জায়গাটা এককালে সুদৃশ্য লন বা বাগান ছিল হয়তো, ক্রমাগত অযত্ন আর অবহেলায় এই অবস্থা হয়েছে। সীমানাপ্রাচীর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে লম্বা লম্বা তক্তা, পেরেক খুলে

BanglaBook.org

গিয়ে ঝড়ে-ভাঙা গাছের মতো নুয়ে আছে সেগুলোর কোনো কোনোটা।

ও-রকম এক তক্তার পাশে, রাস্তার বড় আর গভীর এক গর্তে, পড়ে গেছে গাড়িটার সামনের বাঁ দিকের চাকা, ভীষণ বেকায়দায় পড়েছে ড্রাইভার। আরও একবার এক্সিলারেটরে পা দাবাল সে, এবং গাড়িটাকে গর্ত থেকে বের করতে ব্যর্থ হলো আবারও। আসলে কারও সাহায্য ছাড়া কাজটা করতে পারবে না। তাই চরম বিরক্ত হয়ে গাল দিতে যাচ্ছিল নিজের ভাগ্যকে, কিন্তু সামলে নিল, ডান হাতে চাঁটি মারল স্টিয়ারিং-এ। তারপর দুষ্টু ছেলের কান মুচড়ে দেয়ার মতো ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে চাবি ঘুরিয়ে বন্ধ করল ইঞ্জিন।

কী করা যায় ভাবছে সে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল তিনতলা বাড়িটার দিকে।

যাবে নাকি ওখানে?

দু'-এক মিনিট পর দরজা খুলে বের হলো সে, দড়াম করে লাগিয়ে দিল দরজাটা, বিরক্তি যায়নি এখনও। অনতিদূরের বাড়িটা যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে ওকে, সেদিকে তাকিয়ে আছে নির্নিমেষ। ওর বয়স পঁয়ত্রিশের মতো, উচ্চতা মাঝারির চেয়ে কিছু বেশি, এককালের বলিষ্ঠ শরীরটাতে ইদানীং চর্বি জমতে শুরু করেছে। মাঙ্কিক্যাপের সীমানা ছাড়িয়ে বেরিয়ে থাকা লম্বা লম্বা চুলগুলো যেন কুয়াশার মতোই ধূসর রঙের। কয়েকদিনের না-কাটা দাড়ি বাদ দিয়ে ভাবলে চেহারাটা সুদর্শন। পরনে বহুল ব্যবহৃত টুইডের স্যুট আর কালো ওভারকোট।

কয়েক কদম হেঁটে গিয়ে গাড়ির ট্রাঙ্ক খুলল সে, বের করল মাঝারি সাইজের একটা টর্চ। ট্রাঙ্কটা আটকে দিয়ে জ্বালাল টর্চটা, পথ দেখে নিচ্ছে। আলগা হয়ে থাকা কয়েকটা তক্তার ফাঁক দিয়ে সাবধানে ঢুকিয়ে দিল শরীরটা, খেয়াল রেখেছে বেরিয়ে-থাকা

BanglaBook.org

কোনো পেরেকের সঙ্গে খোঁচা লেগে যাতে বারোটা না বাজে ওভারকোটের। লন বা বাগান যা-ই বলা হোক, সেটা ধরে এগিয়ে যাচ্ছে বাড়িটার দিকে, ধীরগতিতে। অর্ধেকটা পথ এগোনোর পর থামল, আবারও তাকিয়ে আছে বাড়িটার দিকে। কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়ায় ভূতুড়ে মনে হচ্ছে আঠারো শতকের দালানটা, কিন্তু এমনিতে নকশা বা নির্মাণশৈলীতে কোনো ত্রুটি নেই সম্ভবত। থাকলেও আগন্তুকের মতো প্রকৌশলবিদ্যায় অনভিজ্ঞ কারও পক্ষে তা নির্ণয় করা সম্ভব না। আবার হাঁটতে শুরু করল সে, এবার আগের চেয়েও ধীরে।

ঘুটঘুটে অন্ধকারে ডুবে আছে পুরো বাড়ি, ভেতরের সবাই বোধহয় ঘুমাচ্ছে। আগন্তুকের হাঁটার গতি ধীর হলেও টর্চের আলো স্থির থাকছে না একজায়গায়, একটা ফ্রেঞ্চউইণ্ডোকে জাপটে ধরা একগাদা ঘন কুয়াশায় সেটা পিছলে পিছলে যাচ্ছে যেন। আরেকদফা থামল লোকটা, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল নিজের গাড়ির দিকে। এইটুকু সময়েই কুয়াশা যেন গিলে খেয়েছে ওটাকে, বোঝাই যায় না একদিকের চাকা গর্তে পড়ে কাত হয়ে আছে ওটা।

আরও দূরে সরে গেছে ফগহর্ণের আওয়াজ, কখন যেন বীভৎস ডাক থামিয়েছে কুকুরটা। আগন্তুকের বুকের ভেতরে হাহাকার তুলে দিয়ে আরেকবার চিৎকার করে উঠল রাতজাগা পাখিটা। হয়েছে কী ওটার?

ফ্রেঞ্চউইণ্ডোর দিকে আবার হাঁটা ধরল আগন্তুক। কাছে গিয়ে কাচ হাতড়াল কিছুক্ষণ, গ্লাভসপরা হাত দিয়ে কিছুটা জায়গা ঘষে উঁকি দিল ভেতরে। কোনো নড়াচড়া নেই, কেউ নেই সম্ভবত। তারপরও কাচে কয়েকবার টোকা দিল লোকটা। সাড়া দিল না কেউ। কিছুক্ষণ পর আবার টোকা দিল সে, এবার আগের চেয়ে জোরে। একই অবস্থা—"কে" বলে ডেকে উঠল না কেউ।

Banglabook.org

বেশি জোরে টোকা দিতে ইচ্ছাও করছে না আগন্তুকের—কাচ ভেঙে গিয়ে ক্ষতি হতে পারে ওর নিজেরই। হাতটা সরাতে গিয়ে ফ্রেঞ্চউইণ্ডোর হাতলে বাড়ি লাগল অসাবধানতায়, আপনাআপনি খুলে গেল একদিকের পাল্লা। বিড়বিড় করে কী যেন বলল লোকটা, পাল্লাটা আরেকটু ফাঁক করে ঢুকে পড়ল ভেতরে, হাজির হলো অন্ধকার এক ঘরে।

থামল লোকটা, কোনো শব্দ শোনার চেষ্টা করছে সম্ভবত, অথবা কোথাও কোনো নড়াচড়া আছে কি না বোঝার চেষ্টা করছে হয়তো। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, 'হ্যালো? কেউ আছেন?'

জবাব নেই।

টর্চের আলো এদিক-সেদিক ফেলছে আগন্তুক, দেখছে ঘরটা।

একটা স্টাডিরুমে হাজির হয়েছে সে। ঘরটা বেশ সাজানোগোছানো। দু'দিকের দেয়ালে দামি কাঠের ওয়ালর্যাক আছে, সেগুলোতে থরে থরে রাখা আছে অনেক বই। ঘরের ঠিক মাঝখানে, ফ্রেঞ্চউইণ্ডোর দিকে মুখ করে, একটা হুইলচেয়ারে বসে আছে মধ্যবয়স্ক এক লোক; পরনে দামি স্লিপিংস্যুট, কোলের উপর কম্বলজাতীয় কিছু একটা বিছানো। একদিকে কাত হয়ে আছে লোকটার মাথা, দেখে মনে হচ্ছে ঘুমিয়ে পড়েছে সে বসা অবস্থাতেই।

'হ্যালো?' আবার ডাকল আগন্তুক।

মধ্যবয়সী নিরুত্তর।

'এভাবে ঢুকে পড়তে চাইনি আমি,' সাফাই গাইছে আগন্তুক, 'বুঝতে পারিনি লক করা ছিল না আপনার ফ্রেঞ্চউইণ্ডো। আমি খুবই দুঃখিত। আসলে...বাইরে সাংঘাতিক কুয়াশা...রাস্তার গর্তে পড়েছে আমার গাড়ির চাকা, অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু...। মনে হয় কারও সাহায্য ছাড়া একা কিছু করা সম্ভব না আমার পক্ষে। আমি ঠিক কোন্ জায়গায় আছি এখন, তা-ও জানি না।

BanglaBook.org

ওহ্...তাড়াহুড়োয় উইণ্ডোটা খুলে রেখেই চলে এসেছি...দাঁড়ান, লাগিয়ে দিয়ে আসি,' বলতে বলতে ঘুরল, ফ্রেঞ্চউইণ্ডোটা লাগিয়ে দিয়ে পর্দা টেনে দিল ঠিকমতো, তারপর মধ্যবয়সীর দিকে তাকিয়ে আবার বলতে লাগল, 'হাইওয়ে ধরে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ এই রাস্তাটা দেখতে পেয়ে মনে হলো, এটা ধরে এগোলে শর্টকাটে যেতে পারবো। কিছু না-ভেবেই ঢুকে পড়লাম...'

কিছুই বলছে না মধ্যবয়সী।

'আপনি...ঘুমাচ্ছেন নাকি?'

জবাব নেই।

হুইলচেয়ারে বসা লোকটার উপর টর্চের আলো ফেলল আগন্তুক।

বন্ধ চোখের পাতা খুলল না লোকটা, নড়লও না।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে লোকটার কাঁধে হাত রাখল আগন্তুক, আস্তে করে ধাক্কা দিল।

খানিকটা টলে উঠে আরও কাত হয়ে গেল মধ্যবয়সী।

'ঈশ্বর!' বিড়বিড় করে বলে উঠল আগন্তুক, থমকে গেছে যেন, বুঝেও বুঝতে পারছে না কী হয়েছে।

কয়েক মুহূর্ত পর আবারও টর্চের আলো এদিকওদিক ফেলতে শুরু করল সে—যে-কোনো একটা লাইটের সুইচ খুঁজছে। স্টাডিরুমে ঢোকার দরজার পাশে, দেয়ালের গায়ে, সুইচটা চোখে পড়তে সময় লাগল না। দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে সুইচটা অন করল। আজব ব্যাপার—একটা ডেস্কের উপর, কাচের ঢাকনায় আবৃত একটা লাইট জ্বলে উঠল।

টর্চটা নিভিয়ে দিল আগন্তুক, রাখল ডেস্কটার উপর। আবারও তাকাচ্ছে এদিকওদিক—যে-লাইট জ্বলে উঠেছে, স্টাডিরুমের অন্ধকার দূর করার জন্য তা যথেষ্ট না। কিছুটা দূরে আরেকটা দরজা দেখা যাচ্ছে, পাশের দেয়ালে আরেকটা সুইচ। এগিয়ে

BanglaBook.org

গিয়ে নতুন সুইচটা অন করল সে। এবার জ্বলে উঠল বেশ শক্তিশালী একটা স্ট্যাণ্ডিংল্যাম্প। ঘুরে এগোতে যাচ্ছিল হুইলচেয়ারের দিকে, এমন সময় আরেকদফা থমকাতে হলো ওকে।

ঘরের এককোনায়, ওর মুখোমুখি, বইয়ে ঠাসা একটা বুকশেল্ফের সামনে, স্থির দাঁড়িয়ে আছে অপূর্ব সুন্দরী এক মেয়ে; প্রাণহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে নির্নিমেষ।

মেয়েটার বয়স ত্রিশের কাছাকাছি, পরনে ককটেইল ড্রেস, সঙ্গে ম্যাচকরা জ্যাকেট। সারি সারি বইয়ের পটভূমিতে নির্জীব কাঠপুতুলের মতো দেখাচ্ছে ওকে। দুই হাত পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো ঝুলছে শরীরের দুই পাশে; নড়ছে না, কিছু বলছেও না। এমনকী মনে হচ্ছে দমও নিচ্ছে না।

ওর দিকে একটানা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল আগন্তুক, তারপর হুইলচেয়ারের দিকে ইশারা করে বলল, 'এই ভদ্রলোক...মরে গেছেন!'

'হ্যাঁ,' মেয়েটার চেহারা অনুভূতিশূন্য, কিন্নরী কণ্ঠ আবেগবর্জিত।

'আপনি জানেন?'

'জানি।'

হুইলচেয়ারের দিকে কয়েক কদম এগিয়ে গেল আগন্তুক। 'গুলি করা হয়েছে এই ভদ্রলোকের মাথায়। কে করেছে কাজটা?'

আস্তে করে ডান হাতটা একটুখানি তুলল মেয়েটা, পোশাকের ভাঁজের কারণে সেটা ঠিকমতো দেখা যাচ্ছিল না এতক্ষণ।

একটা রিভলভার দেখা যাচ্ছে মেয়েটার হাতে।

দম আটকে গেল আগন্তুকের।

কিন্তু গুলি করার জন্য না, ভয় দেখানোর জন্যও না, লোকটার প্রশ্নের জবাবে রিভলভারটা দেখাচ্ছে মেয়েটা।

Banglabook.org

ওর দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সে, কাছে গিয়ে নিচু গলায় জানতে চাইল, 'আপনি গুলি করেছেন?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর মেয়েটা বলল, 'হ্যাঁ।'

ওর হাত থেকে রিভলভারটা নিয়ে নিল লোকটা, বাধা দিল না মেয়েটা। ওর কাছ থেকে সরে গেল লোকটা; হুইলচেয়ারের পাশে, ছোট্ট একটা টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল অস্ত্রটা। একটা মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল মৃতদেহটার দিকে, তারপর অনিশ্চিত ভঙ্গিতে এদিকওদিক তাকাতে লাগল—আবারও ভুগছে সিদ্ধান্তহীনতায়।

'ডেস্কের উপর একটা টেলিফোন আছে,' বলল মেয়েটা।

ঘুরল লোকটা। 'টেলিফোন?'

'হ্যাঁ,' এখনও আবেগের ছোঁয়া লাগেনি মেয়েটার কণ্ঠে, অনুভূতির প্রকাশ ঘটেনি চেহারায়। 'ইচ্ছা করলে ফোন করতে পারেন পুলিশকে।'

স্থির দৃষ্টিতে মেয়েটাকে দেখছে লোকটা, মনে হচ্ছে বুঝতে পারেনি কথাটা। কিছুক্ষণ পর মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'করবো, ফোন করবো পুলিশকে। তবে তার আগে বুঝে নিই আসলে কী হয়েছে এখানে। তা ছাড়া...এখনই ফোন করলে কুয়াশার কারণে চট করে আসতেও পারবে না পুলিশ।' ইঙ্গিতে দেখাল হুইলচেয়ারটা। 'ভদ্রলোক কে?'

'আমার স্বামী।'

'কী নাম?'

'রিচার্ড ওয়ারউইক।'

'আর আপনি?'

'লরা ওয়ারউইক। অবশ্য...স্বামীর পদবীটা বোধহয় এখন আর দরকার নেই আমার।'

'আচ্ছা। একটু বসবেন কোথাও?'

BanglaBook.org

লরার কাঠপুতুলের মতো শরীরে প্রাণের সঞ্চার হলো যেন—নড়ে উঠল সে; ধীর, টলমল পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে একটা সোফার দিকে। বসে পড়ে শরীরটা এলিয়ে দিল সেখানে।

'ড্রিঙ্ক এনে দেবো আপনাকে?' জিজ্ঞেস করল লোকটা। 'অথবা অন্যকিছু খাবেন? স্বামীর মৃত্যুতে নিশ্চয়ই...'

বিরক্ত দৃষ্টিতে তাকাল লরা, এতক্ষণে আবেগের প্রকাশ দেখা যাচ্ছে ওর চোখেমুখে। 'নিজের হাতে গুলি করে যাকে মেরেছি, নিশ্চয়ই আশা করতে পারেন না তার মৃত্যুতে বুক চাপড়ে কাঁদবো?'

'আপনাকে দেখে কিন্তু খুনি বলে মনে হচ্ছে না।'

ঠোঁট বাঁকা করে ব্যঙ্গের হাসি হাসল লরা। 'কে খুনি আর কে খুনি না, সেটা তা হলে দেখেই বোঝা যায়?'

'না, তা যায় না। তবে একজন খুনি যে-রকম নির্বিকার থাকে, আপনাকে দেখে...'

'সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আছি আমি, স্বেচ্ছায়-স্বজ্ঞানে স্বীকার করছি খুনের কথা, তারপরও বলছেন আমি নির্বিকার না?'

ভ্রূ কোঁচকাল লোকটা, মনে হচ্ছে ধাঁধায় পড়ে গেছে।

লরা বলল, 'হুইলচেয়ারের পায়ার কাছে ব্র্যাণ্ডির বোতল থাকার কথা। পাশের টেবিলে একটা গ্লাস আছে। ইচ্ছা করলে একটুখানি ব্র্যাণ্ডি দিতে পারেন আমাকে।'

মাঙ্কিক্যাপটা খুলে কাছের একটা আর্মচেয়ারে ছুঁড়ে ফেলল লোকটা, তারপর খানিকটা ব্র্যাণ্ডি নিয়ে এসে দিল লরাকে।

সময় নিয়ে, ছোট ছোট চুমুক দিয়ে গ্লাসটা খালি করল মেয়েটা।

'কী হয়েছে বলুন এবার,' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল লোকটা।

ওর দিকে তাকাল লরা। 'আপনাকে বলার চেয়ে পুলিশে খবর

BanglaBook.org

দেয়াই কি ভালো না?'

'দেখুন, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, আপনার স্বামীর খুনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছি আমি। ফোন করলে প্রথমেই আমার পরিচয় জানতে চাইবে পুলিশ, কী বলবো তখন? জানতে চাইবে, কোত্থেকে বলছি। কী জবাব দেবো?'

'আপনার পরিচয় আমার চেয়ে আপনিই ভালো জানেন। আর কোত্থেকে বলছেন জানতে চাইলে বলবেন, ক্যাসল হাউস'। এই এলাকায় আমাদের বাড়িটা এত পরিচিত যে, এখানে কাউকে ডেকে আনতে চাইলে আর কিছু বলার দরকার হয় না।'

'তা না-হয় বুঝলাম। কিন্তু কেন আপনি গুলি করতে গেলেন আপনার স্বামীকে, কীভাবে ঘটল ঘটনাটা—সেগুলো একটু জানা থাকলে কি ভালো হতো না?' গ্লাভস খুলে ওভারকোটের পকেটে রাখল আগন্তুক, তারপর খুলতে শুরু করল কোটের বোতাম।

'আপনি কে?' লোকটাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে আচমকা জিজ্ঞেস করল লরা। 'হঠাৎ করে এখানে হাজির হলেন কেন? আমার কাছ থেকে ঘটনার বর্ণনা শোনার আগে নিজের পরিচয় দিন।'

BanglaBook.org

দুই

'আমি মাইকেল স্টার্কওয়েডার,' হাত বুলিয়ে চুল ঠিক করার চেষ্টা করছে আগন্তুক, এদিকওদিক তাকাচ্ছে—নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে আর কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না সম্ভবত। একটু পর বলল,

'টুকটাক কিছু ব্যবসা আছে আমার। কার্পেটের একটা দোকান আছে লণ্ডনে; ইরান, তুরস্ক ইত্যাদি দেশ থেকে কার্পেট নিয়ে এসে বেচি। কখনও কখনও নতুন অথবা একটু ফ্যাশনেবল মাল খুঁজে বের করার জন্য নিজেই চলে যাই ওসব দেশে। পাশাপাশি চা-পাতার দালালি করি—প্রধানত ভারতীয় উপমহাদেশের যেসব নতুন ব্যবসায়ী লণ্ডনের বাজার ধরতে চায়, কমিশনের বিনিময়ে তাদেরকে পথ দেখিয়ে দিই।'

বুঝতে পারার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল লরা। 'এখানে এসেছেন কেন?'

'আমার মা'র জন্ম ওয়েলসে, তিনি বড়ও হয়েছেন এখানে। তাঁর দিকের বেশিরভাগ আত্মীয়স্বজন এখনও এখানেই থাকেন। ছোটখাটো একটা বাড়ি কেনা যায় কি না দেখার জন্য এসেছিলাম। একটা বাড়ি মোটামুটি পছন্দ করে ফিরে যাচ্ছিলাম লণ্ডনে,' বিব্রত ভঙ্গিতে হাসল স্টার্কওয়েডার। 'ঘন কুয়াশার কারণে পথ হারিয়ে ফেলেছি। তা ছাড়া মাত্র দু'দিন আগে ফিরেছি ইরান থেকে, ঠিকমতো ঘুম হয়নি—গাড়ি চালানোর সময় কেমন ভারী ভারী লাগছিল মাথাটা, কোন্‌দিক থেকে কোন্‌দিকে চলে এসেছি বলতে পারবো না নিজেও। এখন মনে হচ্ছে গত দু'-তিন ঘণ্টা চক্কর দিয়েছি দক্ষিণ ওয়েলসের বিভিন্ন রাস্তায়, আমার উদ্দেশ্যহীনভাবে গাড়ির-তেল পোড়ানো শেষ হয়েছে একটা গর্তে আটকে গিয়ে। ড্রাইভিংসীটে বসে থেকে দেখলাম আপনাদের বাড়িটা—কী যেন নাম বললেন...ক্যাসল হাউস, কেন যেন মনে হলো এখানে এলে কারও সাহায্য পেতে পারি। গাড়ি থেকে নেমে ঢুকে পড়লাম বাগানে। বিশ্বাস করুন, অনুপ্রবেশের কোনো ইচ্ছা ছিল না আমার, বাগানের তক্তাগুলো ওভাবে ভেঙে পড়ে না-থাকলে হয়তো বাইরে দাঁড়িয়েই, অথবা গাড়িতে বসে থেকে পার করে দিতাম রাতটা, পরে কাল সকালে হয়তো...। ভেবেছিলাম,

Banglabook.org

এই বাড়িতে আসি, আর কিছু না-হোক অন্তত ফোন করে খবর দিতে পারবো কাউকে। কল্পনাও করতে পারিনি লক করা ছিল না ফ্রেঞ্চউইণ্ডোটা। দু'বার নক করলাম, সাড়া না-পেয়ে হাত সরাতে গিয়ে হাতটা কীভাবে যেন লাগল হ্যাণ্ডেলে, খুলে গেল একদিকের পাল্লা। ভেতরে ঢুকে...' কথা শেষ না-করে ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিল হুইলচেয়ারটা।

ওকে একদৃষ্টিতে দেখছে লরা, আবার অনুভূতিশূন্য হয়ে গেছে চোখ দুটো। 'আপনি নক করেছিলেন?'

'হ্যাঁ, করেছিলাম। কেউ সাড়া দেয়নি।'

'ইচ্ছা করেই দিইনি,' নিচু গলায় বলল লরা। 'দেবো কেন? গুলি করে দাঁড়িয়ে ছিলাম চুপ করে, ভাবছিলাম কীভাবে সাজাবো পুরো ঘটনা। আপনাকে ঢুকতে দেখে চট করে সরে গেলাম এককোনায়। ভেবেছিলাম রিচার্ডের লাশটা দেখে ঘাবড়ে যাবেন, দৌড়ে পালাবেন। কিন্তু তা না-করে...'

চোখ পিটপিট করছে স্টার্কওয়েডার, মনে হচ্ছে বুঝতে পারছে না লরার কথা। ঢোক গিলল একবার, একটুখানি ব্র্যাণ্ডি খাবে কি না ভাবল। কিন্তু কাজটা উচিত হবে কি হবে না বুঝতে না-পেরে বাতিল করে দিল চিন্তাটা। আরও একবার দেখল লাশটা, তারপর তাকাল লরার দিকে। 'আসলে...উইণ্ডোটা লক করা ছিল না...' ওর কথা শুনছে না মেয়েটা বুঝে থেমে গেল।

হাতেধরা গ্লাসের দিকে তাকিয়ে আছে লরা। গ্লাসটার তলায় অল্পকিছু ব্র্যাণ্ডি রয়ে গেছে এখনও, দেখছে তরলটুকু। স্বগতোক্তির ঢং-এ বলল, 'দরজা খুলে যায়—আচমকা, নিঃশব্দে, ঢুকে পড়ে অনাকাঙ্ক্ষিত অতিথি, বাইরে তখন মাতাল হাওয়া—প্রকৃতির ফোঁসফোঁসানি, হু হু শব্দে কাঁদছে তরুবীথি। ...পড়েছেন না কবিতাটা?'

কিছু বলল না স্টার্কওয়েডার।

BanglaBook.org

‘কত আগে পড়েছিলাম কবিতাটা, এখনও মনে আছে,’ বলে চলল লরা। ‘কেন মনে আছে, জানেন? কারণ ওটা পড়ে ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। ছোটবেলার সেই ভয় আজও কাটেনি আমার।’ চোখ তুলে দেখল স্টার্কওয়েডারকে। ‘আজও অনাকাঙ্ক্ষিত অতিথিদের ভয় পাই আমি।’

স্টার্কওয়েডার টের পাচ্ছে, একটা অস্বস্তিবোধ যেন ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে ওর পাঁজরের হাড়গুলোতে।

‘দোহাই লাগে, পুলিশকে ফোন করুন আপনি,’ মিনতি করল লরা। ‘বলুন সাংঘাতিক এক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে ক্যাসল হাউসে, হাতেনাতে ধরা পড়েছে খুনি। ওরা আসুক, গ্রেপ্তার করুক আমাকে, সবকিছু শেষ হয়ে যাক।’

‘বললাম তো, ফোন করবো। কিন্তু এত জলদি না। আগে সব জানতে হবে আমার। পুলিশ আসামাত্র জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করবে, তখন যদি ঠিকমতো জবাব দিতে না-পারি ওদের প্রশ্নের, আমার হাতেও হাতকড়া পরবে। এবং সেটা চাই না আমি। কাজেই দয়া করে বলুন কেন আপনি খুন করলেন আপনার স্বামীকে।’

‘কেন খুন করলাম?’ লরার কণ্ঠ শুনে মনে হলো যেন প্রশ্ন করেনি সে, ফণা তুলেছে বিষধর গোখরা। ‘কেন খুন করবো না লোকটাকে, সেটা আগে বলুন। নরক বানিয়ে দিয়েছিল সে আমার জীবনটাকে। ...কেন খুন করেছি, না? শুনুন তা হলে। এক নম্বর কারণ, সে ছিল মদখোর। সবাই যেভাবে পানি খায়, সে সেভাবে মদ খেত। দিনের বেশিরভাগ সময়ই থাকত মাতাল হয়ে। দুই নম্বর কারণ, সে ছিল নিষ্ঠুর। গরু জবাই করার সময় কসাইয়ের মনেও হয়তো কিছু মায়া জাগে, কিন্তু রিচার্ডের মনে ছিটেফোঁটা দয়াও ছিল না। বছরের পর বছর ধরে ওকে ঘেন্না করেছি আমি, ভালোবাসা বলতে কিছুই ছিল না আমাদের দু'জনের মধ্যে।’ ক্রোধেভরা দৃষ্টিতে তাকাল স্টার্কওয়েডারের দিকে। ‘বলুন, একটা

Banglabook.org

মেয়ে হয়ে আপনার মতো একজন আগন্তুকের কাছে এরচেয়ে বেশি কী বলতে পারি?'

'বছরের পর বছর ধরে ঘৃণা করেছেন আপনার স্বামীকে?' বিড়বিড় করল স্টার্কওয়েডার, চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকাল লাশটার দিকে। 'খুনটা তা হলে সেই ঘেন্নারই ফল?'

'হ্যাঁ, খুনটা সেই ঘৃণারই ফল। প্রতি রাতে ঠিক এই ঘরে, ঠিক ওই জায়গায়, ওই হুইলচেয়ারে বসে থাকা ছিল রিচার্ডের স্বভাব; ওর সঙ্গে প্রতি রাতেই থাকত মদের বোতল আর রিভলভার। আজ চুপিসারে ঢুকে পড়ি আমি এখানে, রিচার্ড কিছু টের পাওয়ার আগেই ওর পাশের টেবিল থেকে তুলে নিই রিভলভারটা, তারপর গুলি করে খুন করি ওকে।' নিঃশব্দে হাসল লরা। 'দেখলেন, খুন করা কত সহজ?'

স্টার্কওয়েডার কিছু বলছে না।

'আপনার কাছে জবানবন্দি দিয়ে লাভ কী? আপনি পুলিশের লোকও না, গোয়েন্দাও না। একটু পর ফোন করবেন পুলিশকে, ফাঁসিয়ে দেবেন আমাকে, বাঁচার কোনো উপায়ই থাকবে না আমার। কাজেই আপনাকে এত কথা বলার কী দরকার?'

মাথা নাড়ল স্টার্কওয়েডার। 'ব্যাপারটা যত সহজ মনে করছেন, আসলে তা না।'

'কেন?'

'কারণ আপনি সুন্দরী একটা মেয়েমানুষ। খুবই সুন্দরী।'

দুই চোখ জ্বলে উঠল লরার। 'এই জীবনে ওই অসহ্য কথাটা আর কতবার শুনতে হবে আমাকে?'

থতমত খেয়ে গেল স্টার্কওয়েডার, কিছু বলল না।

কিছুক্ষণ পর লরা বলল, 'আমি সুন্দরী হওয়ায় কী হয়েছে?'

'তাত্ত্বিকভাবে তেমন কিছু হয়নি। কিন্তু বাস্তবিকতার বিচারে,' ওভারকোটটা খুলে ফেলল স্টার্কওয়েডার, আর্মচেয়ারে রাখল,

Banglabook.org

'অনেক কিছু হয়েছে।'

লরার মুখের ভেতরে থুতু জমছে। 'গল্প-উপন্যাসের নায়কদের ভূমিকা পালন করতে চাচ্ছেন নাকি আপনি? বিপদে পড়েছে নায়িকা, তাকে উদ্ধার করার একক দায়িত্ব নিতে চাচ্ছেন নিজের কাঁধে? মিস্টার স্টার্কওয়েডার, যদি সে-রকম কোনো মতলব থেকে থাকে আপনার, স্রেফ ভুলে যান। পুরুষমানুষ কী জিনিস জানা আছে আমার।'

'শুধু শুধু ভুল বুঝছেন আমাকে। আমি নায়কও না, নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার ইচ্ছাও আমার নেই। যা করছি, কৌতূহলের বশে করছি। আমি শুধু জানতে চাচ্ছি, ঠিক কী ঘটেছিল।'

'ইতোমধ্যে বলেছি। এক কথা বার বার বলতে ভালো লাগে না।'

মাথা ঝাঁকাল স্টার্কওয়েডার। 'কেন খুন করেছেন আপনার স্বামীকে, বলেছেন। কীভাবে খুন করেছেন, তা-ও বলেছেন। তারপরও মনে হচ্ছে আমার, কিছুই বলেননি আসলে। মনে হচ্ছে, আরও অনেক কিছু বলার আছে।'

'আরও অনেক কিছু?' ব্যঙ্গের হাসি হাসল লরা, মাথা নাড়ল। 'না, আর কিছু বলার নেই। যদি থাকতও, আমার কথা বিশ্বাস করতেন না আপনি। একজন খুনিকে বিশ্বাস করে না কেউ। যা-হোক, ইচ্ছা হলে ফোন করুন পুলিশকে, যা বলার বলুন। আর ফোন করতে না-চাইলে চলে যান দয়া করে, এখানে একলা বসে নিজেকে কীভাবে বাঁচানো যায় ভাবি আমি। তবে রিচার্ডের ব্যাপারে যা যা বলেছি তার একটা বর্ণও মিথ্যা না—নিষ্ঠুর একটা মানুষ ছিল সে, মানুষ না বলে জানোয়ার বললেই মানায় বেশি, মদ খেয়ে মাতাল হয়ে থাকত প্রায় সারাটা দিন, এবং ওকে নর্দমার কীটের চেয়েও বেশি ঘেন্না করতাম আমি, ঘেন্না করেছি

BanglaBook.org

হয়তো বাসররাত থেকেই।'

ঠোঁট উল্টাল স্টার্কওয়েদার। 'এতই যদি ঘৃণা করবেন, আপনাদের সংসারে যদি এতই অশান্তি থাকবে, তা হলে ডিভোর্স দিলেন না কেন? অন্ততপক্ষে ছেড়ে চলে যেতে পারতেন, তা না করে কেন ঘর করলেন বছরের পর বছর? একটু আগে বললেন, খুন করা খুব সহজ। কিন্তু অপছন্দের মানুষকে ছেড়ে দেয়া কি তারচেয়েও বেশি সহজ না?'

ইতস্তত করছে লরা, উত্তরটা বলবে কি বলবে না ভাবছে হয়তো। শেষে বলেই ফেলল, 'আমার বাবা-মা মারা গেছেন অনেক বছর আগে। এমন কোনো আপনজন নেই, যার বাসায় গিয়ে উঠতে পারতাম রিচার্ডকে ছেড়ে দেয়ার পর। দূরে কোথাও গিয়ে একা একা থাকার মতো টাকাও নেই আমার কাছে। ...একটু আগে সুন্দরী বলছিলেন না আমাকে?' থু করে থুতু ফেলতে গিয়ে সামলে নিল নিজেকে। 'সৌন্দর্যই একটা সুন্দরী মেয়ের সবচেয়ে বড় শত্রু। কারণ এই সৌন্দর্য দেখেই হায়েনার মতো পুরুষরা কাছে আসে, ক্ষতি করতে চায়, এবং সুযোগ পেলে শুধু ক্ষতি না, চরম সর্বনাশ করে ছাড়ে মেয়েটার। রিচার্ডও শুধু ওই কারণেই বিয়ে করেছিল আমাকে—আমি সুন্দরী।'

'আপনার কথা শুনে কিন্তু বোকা বলে মনে হচ্ছে না আপনাকে, অথচ বোকার মতো কথা বলছেন আপনি। ইচ্ছা করলেই আপনার স্বামীর বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নিতে পারতেন। আদালতে যদি প্রমাণ করতে পারতেন তিনি নিষ্ঠুর আচরণ করেন আপনার সঙ্গে, যদি প্রমাণ করতে পারতেন মদ খেয়ে মাতাল হওয়াটা তাঁর প্রতিদিনের অভ্যাস, তা হলে ডিভোর্স, অথবা অন্ততপক্ষে সেপারেশনের অনুমতি পেয়ে যেতেন। সেক্ষেত্রে আপনার সবরকমের খোরপোশ দিতে বাধ্য থাকতেন মিস্টার ওয়ারউইক।'

BanglaBook.org

জবাব দিল না লরা, দিতে পারল না আসলে। শেষ চুমুক দিল ব্র্যাণ্ডির গ্লাসে, তারপর উঠে দাঁড়াল। চেহারার অস্বস্তি ঢাকার জন্য স্টার্কওয়েডারের দিকে উল্টো ঘুরল। ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে গ্লাসটা রাখল ডেস্কের উপর। ফিরে তাকাচ্ছে না।

'ছেলেমেয়ে আছে আপনার?' জিজ্ঞেস করল স্টার্কওয়েডার।

এবার ঘুরল লরা। 'ছেলেমেয়ে?' কিছুটা আঁতকে উঠল যেন। 'ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন এখন পর্যন্ত মা হইনি আমি।'

'তা হলে মিস্টার ওয়ারউইককে ছেড়ে যেতে অসুবিধা কী ছিল?'

মেঝের দিকে তাকাল লরা, ঠোঁট কামড়াচ্ছে বিব্রত ভঙ্গিতে, আবারও ইতস্তত করছে। কিছুক্ষণ পর, মেঝের দিকে তাকিয়েই বলল, 'রিচার্ড মারা যাওয়ায় ওর সব সম্পত্তি আর টাকাপয়সার উত্তরাধিকারী এখন আমি।'

হা হা করে হেসে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল স্টার্কওয়েডার। 'একবার আমাকে বলছেন ফোন করে পুলিশ ডেকে আনতে, ওদের হাতে ধরিয়ে দিতে বলছেন আপনাকে, আরেকবার বলছেন মিস্টার ওয়ারউইকের উত্তরাধিকারী আপনি। ...এত সহজ? খুনির ফাঁসির হুকুম দেয় আদালত, ন্যায্য উত্তরাধিকার দেয় না। এই সামান্য কথাটাও জানেন না?'

চোখ তুলে তাকাল লরা, দৃষ্টিতে একরাশ হতাশা। চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে আস্তে আস্তে ভেঙে পড়ছে সে। বলল, 'কী জানি আর কী জানি না, কেন যেন মনে হচ্ছে তা-ই জানি না আমি।'

'বুঝতে পারছি না কেন বোকার মতো কথা বলছেন আপনি। মিস্টার ওয়ারউইকের টাকাপয়সা যদি পানও, ফাঁসি যদি না-ও হয় আপনার, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হলে সেগুলো কী কাজে লাগাবেন, বলবেন?' আরেকটু আরাম করে বসল স্টার্কওয়েডার। 'মনে

BanglaBook.org

করুন, আমি আসিনি এখানে, নক করিনি আপনার ফ্রেঞ্চউইণ্ডোতে। সেক্ষেত্রে কী করতেন?'

'তাতে কার কী?'

'সম্ভবত কারোরই কিছু না, কিন্তু কেন যেন কৌতূহল বোধ করছি। যদি এখানে না আসতাম, যদি হাতেনাতে ধরে না ফেলতাম আপনাকে, ঘটনা কীভাবে সাজাতেন, বলুন তো? কী বলতেন পুলিশের কাছে—একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে? নাকি বলতেন আত্মহত্যা করেছে আপনার স্বামী?'

'জানি না,' দেখে মনে হচ্ছে বিহ্বলতায় ভুগছে লরা। একটা সোফার দিকে এগিয়ে গেল সে, এমনভাবে বসে পড়ল যাতে চোখাচোখি না হয় স্টার্কওয়েডারের সঙ্গে। 'কোনো ধারণা নেই আমার। চিন্তাভাবনা করার মতো যথেষ্ট সময় পাইনি, আগেও বলেছি সম্ভবত।'

'কীসের চিন্তাভাবনা?'

জবাব দিল না লরা, চুপ করে আছে।

স্টার্কওয়েডার বলে চলল, 'আমার কি মনে হয়, জানেন? মনে হয়, ভেবেচিন্তে খুন করেননি আপনি আপনার স্বামীকে, হঠাৎ করেই ঘটে গেছে ঘটনাটা। হয়তো আপনার স্বামী কিছু একটা বলেছিলেন আপনাকে, কথাটা শুনে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলেন আপনি, তারপর...'

'যেটাই হোক,' মুখ খুলল লরা, 'কিছু যায়-আসে না।'

'আপনার স্বামী কী বলেছিলেন আপনাকে?'

ঘাড় ঘুরিয়ে স্টার্কওয়েডারের দিকে তাকাল লরা, একটানা তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'কথাটা কাউকে বলবো না আমি।'

উঠে দাঁড়াল স্টার্কওয়েডার, এগিয়ে গেল লরা যে-সোফায় বসে আছে সেদিকে, দাঁড়াল মেয়েটার পেছনে। 'একই প্রশ্ন যখন

BanglaBook.org

আদালতে জিজ্ঞেস করা হবে আপনাকে, তখন কী বলবেন?'

'চুপ করে থাকবো,' কেমন নির্দয় হয়ে গেছে লরার চেহারাটা। 'ওরা জবাব দিতে বাধ্য করতে পারবে না আমাকে।'

'কিন্তু...অন্তত আপনার উকিলকে তো বলতেই হবে, তা-ই না? হয়তো...সব হিসাবকিতাব বদলে দিতে পারে কথাটা।'

ঝট্ করে মুখ তুলে স্টার্কওয়েডারের দিকে তাকাল লরা। 'আপনি কি এখনও কিছুই বুঝতে পারছেন না? কোনো আশা নেই আমার। এবং মৃত্যুদণ্ডের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি আমি।'

'প্রস্তুতিটা কেন নিলেন হঠাৎ, সেটাই তো জানতে চাচ্ছি। আমি এখানে ঢুকে পড়েছি বলে? নাকি আপনাকে রিভলভার হাতে দেখে ফেলেছি সেজন্য? কিন্তু যদি না আসতাম?'

'না আসতাম মানে কী? এসেই তো পড়েছেন।'

'হুঁ, ঠিক। তারমানে আমি কি ধরে নিতে পারি, আমাকে দেখে হাল ছেড়ে দিয়েছেন আপনি?'

কোনো জবাব দিল না লরা।

পকেট থেকে সিগারেটকেস বের করল স্টার্কওয়েডার, একটা সিগারেট ঝুলাল নিজের ঠোঁটে, আরেকটা বাড়িয়ে ধরল লরার দিকে। 'নিন।'

কিছু না বলে সিগারেটটা নিল লরা।

'চলুন, কিছুটা পেছনে ফিরে যাই,' বলল স্টার্কওয়েডার। 'অনেকদিন থেকে, হয়তো বিয়ের পর থেকেই আপনার স্বামীকে ঘৃণা করেন আপনি, এবং আজ রাতে তিনি এমন কিছু একটা বলেছেন আপনাকে যার ফলে আপনার সহ্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। ছোঁ মেরে রিভলভারটা তুলে নিলেন আপনি, তাঁর ঠিক পাশেই ছিল সেটা...' হঠাৎ থেমে গেল সে, আড়চোখে দেখল টেবিলের উপর রাখা অস্ত্রটা। 'আচ্ছা, পাশে একটা রিভলভার নিয়ে বসে ছিলেন কেন আপনার স্বামী? ব্যাপারটা কি...খুবই অস্বাভাবিক

Banglabook.org

না?'

'স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করলে অস্বাভাবিক তো বটেই।'

'মানে?'

'রিভলভারটা দিয়ে গুলি করে বিড়াল মারত সে।'

লরার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে স্টার্কওয়েডার, আশ্চর্য হয়ে গেছে। 'বিড়াল?'

লরার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছে যেন সে। বলল, 'যেভাবে জেরা করছেন, মনে হচ্ছে, কতগুলো ব্যাপার ব্যাখ্যা না করলে মুক্তি পাওয়া যাবে না আপনার কবল থেকে। ...শুনুন তা হলে।'

তিন

লম্বা করে দম নিল লরা, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। 'একসময় শিকারী ছিল রিচার্ড, বড় বড় জন্তুজানোয়ার মারত। এবং কেনিয়াতে, ও-রকম এক শিকারে গিয়েই আমার সঙ্গে প্রথম দেখা হয় ওর। তখন সম্পূর্ণ আলাদা ধাঁচের একটা মানুষ ছিল সে। অথবা হতে পারে আমার মন জিতে নেয়ার জন্য নিজের ভালো গুণগুলো প্রকাশ করেছিল, গোপন করে রেখেছিল খারাপগুলো। কয়েকদিনের কথাবার্তার পর কী ভেবেছিলাম আমি ওকে, জানেন? ভেবেছিলাম, সহৃদয় একটা মানুষ সে, আর সাহসী। শুধু সাহসী বললে কম বলা হয় আসলে, বলা উচিত প্রচণ্ড সাহসী। তখন আমি ছিলাম যাকে বলে সহজসরল একটা

BanglaBook.org

মেয়ে, এই জঘন্য দুনিয়ার অনেক কিছুই বুঝতাম না ঠিকমতো; কাজেই আমার মতো একটা মেয়ের মন জিতে নেয়ার জন্য আর তেমন কিছু দরকার ছিল না রিচার্ডের।'

মুখ তুলল সে, ওর সিগারেট জ্বালিয়ে দিল স্টার্কওয়েডার। তারপর জ্বালাল নিজেরটাও। 'থামলেন কেন?' তাগাদা দিল। 'বলে যান।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটানা সিগারেট খাওয়ার পর লরা বলতে শুরু করল, 'বুঝতেই পারছেন, আমাদের পরিচয়টা পরিণয়ে পরিণত হতে বেশি সময় লাগেনি। দেখতে দেখতে কেটে গেল দুটো বছর। ততদিনে রিচার্ডের আসল রূপ কিছুটা হলেও দেখা হয়ে গেছে আমার। তারপর হঠাৎ করেই ঘটল ভয়ঙ্কর এক দুর্ঘটনা। যে-সময়ের কথা বলছি তখন একদিন সিংহশিকারে বেরিয়েছে সে। একটা সিংহ আক্রমণ করল ওকে, কপালগুণে জানে বেঁচে গেল সে, কিন্তু তারপর থেকে একরকমের পঙ্গুত্ব বরণ করে নিতে হলো ওকে। ঘটনাটার পর থেকে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে, 'আর কোনোদিন ঠিকমতো হাঁটতে পারেনি রিচার্ড; বেঁচে থাকলে কোনোদিন পারতও না।' হেলান দিল, দেখে কেন যেন কিছুটা নিরুদ্বিগ্ন বলে মনে হচ্ছে ওকে।

জায়গা ছেড়ে সরে এল স্টার্কওয়েডার, লরার মুখোমুখি বসে পড়ল একটা টুলে।

সিগারেটে একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল লরা। 'অনেকে বলে, দুর্ভাগ্য নাকি মানুষের আচরণ বদলে দেয়। রিচার্ডের বেলায় খাটেনি কথাটা। আপাদমস্তক শিকারী একটা মানুষ ছিল সে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আর মনের সবটুকু সাহস পুঁজি করে বাঘ-ভালুক মারত, সেটাই ছিল ওর পেশা ও নেশা। সব হারিয়ে হুইলচেয়ারে আশ্রয় নিতে হলো ওকে, আর সেই সব হারানোর বেদনা যেন ঝেঁটিয়ে বিদায় করল ওর মনুষ্যত্বকে, মানুষরূপী

BanglaBook.org

একটা পশুতে পরিণত হলো সে। প্রতিহিংসাপরাণতা, ধর্ষকাম, মাত্রাতিরিক্ত মদ খেয়ে সারাদিনের মাতলামি—কী ছিল না ওর মধ্যে? আমার কথা বাদই দিলাম, এই বাড়ির প্রতিটা বাসিন্দার জীবন নরক বানিয়ে ছেড়েছিল সে। তারপরও পঙ্গু মানুষটার চেহারার দিকে তাকিয়ে সব সহ্য করছিলাম আমরা। ...কিন্তু এখন কি মনে হচ্ছে, জানেন? মনে হচ্ছে, ওর কোনো অত্যাচার সহ্য না করাটাই উচিত ছিল।'

'কেন?'

'কারণ আমাদের ভালোমানুষির সুযোগ নিয়েছিল সে। নিজের পোড়াকপালের জন্য দোষী করেছিল আমাদেরকেই, অন্য সবার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা ভাবতে শুরু করেছিল নিজেকে, এবং সে-কারণে হয়তো মনে করত আমাদেরকে নরকযন্ত্রণা ভোগ করানোর অধিকার আছে ওর।' উঠে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল লরা, অ্যাশট্রেতে ছাই ঝাড়ল। 'যে-কাজটা সবচেয়ে বেশি পছন্দ করত রিচার্ড তা হলো, গুলি করা। কিন্তু হুইলচেয়ারে বসে থেকে তো আর বাঘভালুকের উপর গুলি চালানো যায় না। তাই আমরা যখন থাকার জন্য এ-বাড়িতে চলে আসি, প্রতিরাতে সবাই ঘুমাতে যাওয়ার পরে, এখানেই বসে থাকত সে,' ইঙ্গিতে হুইলচেয়ার দেখিয়ে দিল মেয়েটা। 'ওর খাসপরিচারক অ্যাঞ্জেল তখন ব্র্যাণ্ডির বোতল আর ওর অস্ত্রের ভাণ্ডার থেকে একটা অস্ত্র নিয়ে এসে রাখত ওর পাশে। তারপর হাঁ করে খুলে দিত ফ্রেঞ্চউইণ্ডোটা, বাইরের দিকে তাকিয়ে হুইলচেয়ারে বসে থাকত রিচার্ড, ওর ঠিক পাশেই থাকত গুলিভর্তি রিভলভার। অপেক্ষায় থাকত সে—কখন দেখা যায় কোনো বিড়ালের জ্বলজ্বলে চোখ, অথবা ইতস্তত ঘুরে বেড়ানো কোনো খরগোস, অথবা নিদেনপক্ষে কোনো কুকুর। আর সে-রকম কিছু দেখামাত্র...' কথা শেষ না করে সিগারেটে টান দিল আবারও। 'ইদানীং খরগোস খুব একটা দেখা যাচ্ছিল না

BanglaBook.org

এদিকে। রোগটার নাম...কী যেন বলে...মাইক্সোম্যাটোসিস সম্ভবত...যা-ই হোক...ওই রোগে আক্রান্ত হয়ে এখানকার অনেক খরগোস মারা পড়েছে বলে আমার ধারণা। কাজেই গুলি করে বিড়াল মারা ছাড়া উপায় ছিল না রিচার্ডের। কাজটা দিনের বেলাতেও করত সে। ও...আরেকটা কথা...মাঝেমধ্যে পাখিও মারত সে।'

'আপনাদের প্রতিবেশীদের কেউ নালিশ জানায়নি এ-ব্যাপারে?'

'অবশ্যই জানিয়েছে,' পিছিয়ে এসে আবারও সোফায় বসে পড়ল লরা। 'বছর দু'-এক হলো এখানে আছি আমরা। তার আগে থাকতাম নরফোকে, ইস্ট কোস্টে। সেখানেও একই কাজ করত রিচার্ড। ওর গুলি খেয়ে দু'-একটা পোষাপ্রাণী মরেছেও। প্রতিবেশীদের নিত্যদিনের নালিশ শুনতে শুনতে আমাদের তখন কান ঝালাপালা অবস্থা, কিন্তু রিচার্ডের যেন কোনো বিকারই নেই। পরে বাধ্য হয়ে ক্যাসল হাউসে চলে আসতে হয় আমাদেরকে। ...হয়তো খেয়াল করেছেন, এই বাড়িটা এখানকার অন্যান্য বাড়ির থেকে একরকম বিচ্ছিন্ন। আমাদের সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশীর বাড়িটাও এখান থেকে সিকি মাইলের কম দূরে না। এ-রকম নিরালা জায়গা পেয়ে নিজেদের জন্য চমৎকার ঘাঁটি গড়ে তুলেছে কাঠবিড়ালি, পাখি আর বিড়ালের দল; আর ওগুলোকে হাতের নাগালে পেয়ে রিচার্ডেরও সুবিধা হচ্ছিল।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল লরা, তারপর আবার বলতে শুরু করল, 'আসলে...নরফোকে একবার বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল রিচার্ড। একদিন এক মহিলা এসে উপস্থিত হয় আমাদের বাসায়—গ্রামের কী এক সমিতির জন্য চাঁদা নেবে। এসব দু'চোখে দেখতে পারে না রিচার্ড, তাই মহিলা যখন চলে যাচ্ছে ড্রাইভওয়ে ধরে, তখন বেচারীর শরীরের ডানদিক আর বাঁদিক

BanglaBook.org

ঘেঁষে দুটো বুলেট পাঠিয়ে দেয় সে। পরে রিচার্ড আমাদেরকে বলে, মহিলা নাকি খরগোসের মতো ছুট লাগিয়েছিল। কথাটা বলার সময় হা হা করে হাসছিল সে। মনে আছে, রিচার্ড বলেছিল, দৌড়ানোর সময় ওই মহিলার মোটা পাছাটা নাকি জেলির মতো কাঁপছিল। যা-হোক, সোজা পুলিশের কাছে গিয়ে হাজির হয় বেচারী, এবং ঘটনাটা নিয়ে বেশ ঝক্কিঝামেলা পোহাতে হয় আমাদেরকে।'

'বুঝতে পারছি,' শুকনো মন্তব্য করল স্টার্কওয়েডার।

'কিন্তু আইনের হাত গলে ঠিকই বেরিয়ে আসে রিচার্ড। ওর সবগুলো আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স ছিল; পুলিশকে আশ্বস্ত করে সে, সেগুলো শুধু খরগোস মারার কাজেই ব্যবহৃত হতো। "তা হলে মিস বাটারফিল্ডকে গুলি করেছেন কেন?"—পুলিশের এই প্রশ্নের জবাবে একটুও দমে না গিয়ে রিচার্ড বলে, "আমি এত বড় একজন শিকারী, যদি ওই মহিলাকে গুলি করতে চাইতাম তা হলে আমার বুলেট কি ওর গায়ে লাগত না? আসলে মহিলাটা ভীষণ ভীতু প্রকৃতির, নিজে নিজেই ভেবে নিয়েছে ওকে গুলি করেছি আমি, কিন্তু কসম খেয়ে বলছি সে-রকম কোনো ইচ্ছাই ছিল না আমার।" পুলিশকে অজুহাতটা গেলাতে সক্ষম হয় সে, আর পুলিশও কেন যেন বিশ্বাস করে নেয় কথাটা।'

টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল স্টার্কওয়েডার, এগিয়ে গেল রিচার্ড ওয়ারউইকের মৃতদেহের দিকে। বলল, 'কিছু মনে করবেন না, একটা কথা বলি। বিকৃত রসবোধ ছিল আপনার স্বামীর।' হুইলচেয়ারসংলগ্ন টেবিলটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। 'আপনার কথা বুঝতে পারছি এবার। হাতের কাছে একটা রিভলভার নিয়ে বসে থাকা ছিল মিস্টার ওয়ারউইকের প্রতিরাতের রুটিন। কিন্তু আজ রাতে রিভলভার দিয়ে কী করছিলেন তিনি? এত ঘন কুয়াশায় খরগোস বা বিড়ালরা যদি মিছিল করেও যায়,

BanglaBook.org

কেউ দেখতে পাবে না।'

'কথাটা হয়তো ঠিক, কিন্তু তা-ই বলে তো প্রতিদিনের রুটিন বদল করতে পারে না রিচার্ড। বাচ্চারা যেমন কোনো খেলনা নিয়ে বিছানায় যায়, সে-ও তেমন প্রতিরাতে গুলিভর্তি রিভলভার নিয়ে বসে থাকত হাঁ-হয়ে-খুলে-থাকা ফ্রেঞ্চউইণ্ডোর দিকে মুখ করে। ...ও, বলতে ভুলে গেছি, কখনও কখনও দেয়ালেও গুলি করত সে।'

'দেয়ালে গুলি করত মানে?'

মাথা ঝাঁকাল লরা। 'গুলি করার কাজে সে কত পটু, বোঝানোর জন্য বিভিন্ন নকশা বা আকৃতি বানাত। ...ওই যে, নিজেই দেখুন,' ফ্রেঞ্চউইণ্ডোটার দিকে ইশারা করল, 'ওখানে, বাঁ দিকে, পর্দার পেছনে।'

জায়গামতো এগিয়ে গেল স্টার্কওয়েডার, বাঁ দিকের পর্দাটা তুলল, প্যানেলের গায়ে এখন দেখা যাচ্ছে একটা প্যাটার্ন—বুলেটের একসারি গর্ত। 'ঈশ্বর! বুলেট দিয়ে নিজের নামের আদ্যক্ষর লিখেছে লোকটা—আর. ডব্লিউ.। অসামান্য!' পর্দাটা নামিয়ে রাখল, ফিরে এল লরার কাছে। 'সত্যিই, গুলি করে নিশানা ভেদে দারুণ পটু ছিলেন আপনার স্বামী। এ-রকম একটা লোকের সঙ্গে থাকা আসলেই ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার।'

'বুঝতে পেরেছেন তা হলে,' একটু জোর দিয়ে বলল লরা, উঠে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ করেই যেন অসহিষ্ণুতা পেয়ে বসল ওকে। 'আমরা কি এ-ব্যাপারে সারারাত কথা বলতেই থাকবো? আপনি কি এখনও বুঝতে পারছেন না পুলিশকে ফোন করা দরকার?'

'কেন?'

'কেন মানে? এছাড়া আর কোনো উপায় আছে? নাকি চান আমিই করি ফোনটা? ও, ঠিক আছে তা হলে, বুঝতে পারছি

BanglaBook.org

কাজটা আমাকেই করতে হবে।' ফোনের দিকে চটজলদি এগিয়ে গেল লরা।

কিন্তু রিসিভারটা মাত্র হাতে নিয়েছে সে, এমন সময় দ্রুত এগিয়ে এসে ওর হাত ধরল স্টার্কওয়েডার। 'কথা আরও বাকি আছে যে?'

'অনেক কথা হয়েছে, আর না। তা ছাড়া আমার কিছু বলারও নেই।'

'কে বলেছে নেই? এখনও অনেক কথা বলা বাকি। দু'জনে মিলে একটা রাস্তা বের করতে হবে।'

'রাস্তা বের করবেন? আমার জন্য?' লরার কণ্ঠে অবিশ্বাস।

'হ্যাঁ, আপনার জন্য,' জোর করে রিসিভারটা লরার হাত থেকে নিয়ে নিল স্টার্কওয়েডার, নামিয়ে রাখল, তারপর সরে দাঁড়াল কিছুটা। 'আপনার সাহস কেমন?'

'মানে?'

'মানে যদি দরকার হয়, মিথ্যা কথা বলতে পারবেন?'

'কীসের মিথ্যা?'

'আহ্, বলতে পারবেন কি না বলুন না। তবে আগেই বলে রাখি, এমনভাবে বলতে হবে কথাটা, যেন শুনলে মনে হয় সত্যি কথাই বলছেন আপনি।'

স্টার্কওয়েডারের দিকে কিছুক্ষণ একটানা তাকিয়ে থাকল লরা। 'আপনি কি পাগল?'

'সম্ভবত।'

মাথা নাড়ল লরা, দেখে মনে হচ্ছে হতবুদ্ধি হয়ে গেছে সে। 'বুঝতে পারছেন কী করতে চাচ্ছেন আপনি? একজন আত্মস্বীকৃত খুনিকে...'

'কী করছি তা ভালোমতোই জানি আমি,' মেয়েটাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল স্টার্কওয়েডার। 'একজন আত্মস্বীকৃত খুনিকে

BanglaBook.org

বাঁচাতে চাচ্ছি ফাঁসির দড়ি থেকে, তার কৃতকর্মের সহযোগী হতে চাচ্ছি।'

'কিন্তু কেন? কারণটা কী?'

জবাব দেয়ার আগে লরার দিকে একটা মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল স্টার্কওয়েডার। 'আগেও জিজ্ঞেস করেছেন প্রশ্নটা, জবাবও দিয়েছি। আবারও যখন জানতে চাইলেন, তখন আবারও বলছি। আপনি খুবই সুন্দরী, খুবই আকর্ষণীয়। এখন জীবনটাকে উপভোগের সময় আপনার, জেলখানায় আটকে থেকে ধুঁকে ধুঁকে মরার সময় না। যদি খুনের কথা স্বীকার করেন পুলিশের কাছে, ফাঁসির দড়িতে নির্ঘাত ঝুলতে হবে আপনাকে, কিন্তু একটাবার ভালোমতো ভেবে দেখুন তো, আপনার স্বামীর মৃত্যুর জন্য আসলে দায়ী কে? আপনিই বলেছেন আপনাদের, বিশেষ করে আপনার জীবনটা নরক বানিয়ে দিয়েছিল লোকটা। আপনাদের কারও দোষে পঙ্গু হননি তিনি, অথচ আপনাদের সবাইকে মানসিকভাবে পঙ্গু বানিয়ে দিয়েছিলেন। সেই পঙ্গুত্ব থেকে মুক্তি পেতে চাওয়া আইনের চোখে অপরাধ হতে পারে, কিন্তু সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার যে-তাগিদ কাজ করে প্রতিটা মানুষের ভেতরে, সেটা দিয়ে যদি ব্যাখ্যা করতে চান ঘটনাটাকে, তা হলে কী বলবেন? তা ছাড়া, আগেও বলেছি আবারও বলছি, কেন যেন মনে হচ্ছে আমার, নিজের অবস্থা যতটা খারাপ ভাবছেন আপনি, আসলে ততটা না।'

স্টার্কওয়েডারের দিকে তাকিয়ে করুণ হাসি হাসল লরা। 'অল্প কিছুক্ষণের পরিচয় আমাদের, তাতেই বুঝে গেছেন আমার অবস্থা? তাতেই এত বিশ্বাস জন্মে গেছে আমার উপর? এতক্ষণ যা বলেছি আপনাকে তার প্রতিটা কথা যদি মিথ্যা হয়? একসময়-না-একসময় পুলিশ আসবেই এ-বাড়িতে, তখন যদি কায়দা করে সত্যি কথাটা বের করে নেয় ওরা আমার কাছ থেকে? ওদের

BanglaBook.org

ক্রমাগত জেরা সহ্য করতে না পেরে যদি খুনের কথা স্বীকার করে ফেলি আমি?'

'তখনকারটা তখন দেখা যাবে। আপাতত হাল না ছাড়ি আমরা? আর হ্যাঁ, একটা কথা ঠিকই বলেছেন—আপনাকে বিশ্বাস করেছি আমি।'

মুখ ঘুরিয়ে নিল লরা, ধপ করে বসে পড়ল টুলটাতে, ওর পিঠ এখন স্টার্কওয়েডারের দিকে। টানা কয়েকটা মুহূর্ত কিছুই বলল না সে। তারপর আস্তে আস্তে ঘুরল লোকটার দিকে, আশার আলো দেখা দিয়েছে ওর চোখে। মাথা ঝাঁকাল সে, কিন্তু এমন ভঙ্গিতে যে, দেখে মনে হলো না কাজটা করেছে। বলল, 'হ্যাঁ, যদি দরকার হয়, মিথ্যা বলতে পারবো আমি।'

চার

'ভালো,' বলল স্টার্কওয়েডার। 'এবার মুখ খুলুন দয়া করে, এবং যা যা জিজ্ঞেস করবো, যত জলদি সম্ভব জবাব দেবেন।' হুইলচেয়ারসংলগ্ন টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেল সে, অ্যাশট্রেতে ছাই ঝাড়ল সিগারেটের। 'প্রথমেই বলুন, আর কে কে থাকে এই বাড়িতে?'

'রিচার্ডের মা,' একটা মুহূর্ত দ্বিধা করে যন্ত্রচালিতের মতো বলতে শুরু করল লরা। 'আরও থাকে বেনি—মানে মিস বেনেট, আমরা বেনি বলে ডাকি মহিলাকে। সে একইসঙ্গে এই বাসার হাউসকিপার আর সেক্রেটারি। আগে একসময় একটা

BanglaBook.org

হাসপাতালে নার্স হিসেবে কাজ করত। অনেক বছর ধরে আমাদের সঙ্গে আছে সে, রিচার্ডের প্রতি অনুরক্ত। অ্যাঞ্জেল, মানে রিচার্ডের খাসপরিচারকের কথা তো বলেছি আগেই। লোকটাকে পুরুষনার্সও বলা যায়। রিচার্ডের সবরকমের দেখাশোনার দায়িত্ব ছিল ওর উপর।'

'ওরা ছাড়া চাকরবাকরদের মধ্যে আর কেউ কি আছে যারা থাকে এখানে?'

'না, সে-রকম কেউ নেই। মানে, চাকর আরও আছে, কিন্তু ওরা দিনের কাজ দিনে শেষ করে দিয়ে চলে যায়, আমাদের সঙ্গে থাকে না। ও, ভুলেই গিয়েছিলাম, জ্যান থাকে আমাদের সঙ্গে।'

'জ্যান? কে সে?'

ইতস্তত করছে লরা, বোঝা যাচ্ছে অস্বস্তিতে ভুগছে সে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'ছেলেটা রিচার্ডের সৎভাই, এ-বাড়িতেই থাকে।'

'শুনে মনে হচ্ছে জ্যানের ব্যাপারে কিছু একটা লুকানোর চেষ্টা করছেন আমার কাছ থেকে। অথচ ঝেড়ে কাশার কথা ছিল আপনার।'

আবারও কিছুক্ষণ ইতস্তত করল লরা। 'জ্যান এ-বাড়ির আদুরে সন্তান। সবাই খুব আদর করে ওকে, আর ছেলেটাও দেখতেশুনতে খুব মিষ্টি। কিন্তু...কিন্তু সে আর দশটা বাচ্চার মতো না।'

'মানে?'

'মানে...মানসিক প্রতিবন্ধী বলে না? পুরোপুরি না হলেও অনেকটা সে-রকম।'

'ও আচ্ছা,' স্টার্কওয়েডারের কণ্ঠে সমবেদনা। 'আপনি মনে হয় ছেলেটাকে খুব পছন্দ করেন, না?'

'হ্যাঁ, করি। ...জানতে চেয়েছিলেন না কেন রিচার্ডকে ছেড়ে

BanglaBook.org

চলে যাইনি? আপনার প্রশ্নটার আসল জবাব হচ্ছে জ্যান। ওই বেচারার জন্যই এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পারিনি আমি।'

'কেন?'

'কারণ আমি চলে গেলে জ্যানের কী হবে? কে আগলে রাখবে ওকে? রিচার্ড তো পারলে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে ছেলেটাকে, মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে দেয়। আমিই কাজটা করতে দিইনি ওকে কোনোদিন, জ্যানকে যাতে কোথাও না পাঠায় শুধু সেজন্য সব অত্যাচার সহ্য করে গেছি।'

হুইলচেয়ারটা নিজের দিকে আস্তে আস্তে ঘোরাল স্টার্কওয়েডার, রিচার্ড ওয়ারউইককে দেখছে, কী যেন ভাবছে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'ও আচ্ছা। তারমানে জ্যানকে বিদায় করার ভয় দেখিয়ে আপনাকে মুঠোর ভেতরে রাখার চেষ্টা করতেন মিস্টার ওয়ারউইক? মানে আমি বলতে চাচ্ছি, আপনি যদি তাঁকে ছেড়ে চলে যেতেন, তা হলে ছেলেটাকে কোনো প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে দিতেন তিনি?'

'হ্যাঁ। ...ইস্‌স্‌, যদি এমন কোনো কাজ করা যেত যার ফলে কোথাও পালিয়ে গিয়ে পেট চালাতে পারতাম আমার আর জ্যানের, তা হলে...তা হলে...। কিন্তু কী করা যায় সেটাই ভেবে বের করতে পারিনি আমি কখনও। ও, আরেকটা কথা। রিচার্ড কিন্তু জ্যানের আইনসম্মত অভিভাবকও ছিল।'

'ছেলেটার প্রতি কখনও কি দয়ামায়া দেখাতেন আপনার স্বামী? নাকি সবসময়ই...'

'না, সবসময় না। কখনও কখনও ভালো ব্যবহারও করত।'

'আর বেশিরভাগ সময়?'

'সে-কথা বলে কোনো লাভ আছে? বেশিরভাগ সময় তো মাতালই হয়ে থাকত রিচার্ড। তখন কোথায় পাঠিয়ে দেয়া যায় জ্যানকে সেটা নিয়ে কথা বলত। কখনও কখনও ছেলেটাকে

BanglaBook.org

বলত, "কিচ্ছু চিন্তা কোরো না। দেখবে এ-বাড়ির চেয়েও বেশি আদরে থাকবে তুমি সেখানে। ওরা খুব ভালো ব্যবহার করবে তোমার সঙ্গে, যারপরনাই খেয়াল রাখবে তোমার। আর লরা বছরে দু'-একবার যাবে সেখানে, দেখা করবে তোমার সঙ্গে।" কিন্তু এসব শুনতে শুনতে জ্যানের দুশ্চিন্তা পরিণত হয় আতঙ্কে। রিচার্ডকে দেখলেই ভয়ে কুঁকড়ে যেত ছেলেটা, ভিক্ষুকরা যেভাবে ভিক্ষা চায় সেভাবে কোনোকিছু চাইত ওর কাছে, ওর সামনে কথা বলার সময় তোতলাত। আর এসব দেখে সন্তুষ্টির হাসি হেসে আরাম করে হুইলচেয়ারে হেলান দিত রিচার্ড, কখনও কখনও ফেটে পড়ত অট্টহাসিতে। মাথা দুলিয়ে হাসতেই থাকত সে, হাসতেই থাকত...জঘন্য!'

'ও আচ্ছা।'

টুল ছেড়ে দ্রুত উঠে দাঁড়াল লরা, অ্যাশট্রেতে পিষে মারল সিগারেটটা। 'আমার কথা বিশ্বাস করার কোনো দরকার নেই আপনার। কারণ হয়তো ভারবেন, নিজেকে বাঁচানোর জন্য একটা নিষ্পাপ ছেলেকে জড়িয়ে ফেলছি আমার স্বামীর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে।'

'আপনার কথাগুলো বিশ্বাস না করলেও সেটা ভাবতে পারি আমি, তা-ই না? যা-হোক, মিস বেনেট, মানে বেনির কথায় আসি। মহিলা কেমন? চালাকচতুর?'

'চালাকচতুর বলতে যা বোঝাচ্ছেন ঠিক তা না, আবার বোকাও না। নিজের কাজেকর্মে দক্ষ, এবং কাজ করতে পারে।'

'হুঁ। ...আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো, গুলি করে খুন করা হয়েছে আপনার স্বামীকে, অথচ এ-বাড়ির একটা লোকও এখন পর্যন্ত গুলির আওয়াজ শুনতে পেল না কেন? এখনও কেউ আসছে না কেন?'

'যথেষ্ট বয়স হয়েছে রিচার্ডের মা'র, কানে ঠিকমতো শুনতে

Banglabook.org

পান না তিনি। বেনির ঘর বাড়ির আরেক প্রান্তে; এ-ঘরে গুলি কেন, কামান দাগলেও শব্দটা ঠিকমতো শুনতে পাবে কি না সে সন্দেহ। অ্যাঞ্জেলের কোয়ার্টার্স আলাদা, দরজা আটকে দিলে সেখানেও আওয়াজ যায় না খুব একটা। উপরতলার একটা ঘরে ঘুমায় জ্যান, রাত জাগতে পারে না সে, শুয়ে পড়ে তাড়াতাড়ি, আর ওর ঘুম খুব গাঢ়। তা ছাড়া...গুলির আওয়াজ শুনলেই বা কী? বাড়ির যে শুনবে সে-ই ভাববে, খরগোস বা বিড়াল মারছে রিচার্ড। ...আচ্ছা, কী একটা রাস্তা যেন আছে বলছিলেন না? কী সেটা? আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেবেন রিচার্ডের মৃত্যুকে?'

লাশটার দিকে আবার তাকাল স্টার্কওয়েডার। 'না,' মাথা নাড়ল, 'করা যাবে না কাজটা।' কারণ আত্মহত্যা বলতে হলে যেসব আলামত দরকার, সেসব নেই এখানে।' আবারও কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল লাশের দিকে। 'আপনার স্বামী ডানহাতি ছিলেন মনে হয়?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে একটু খেয়াল করে দেখুন, যে-অ্যাঙ্গেলে গুলি লেগেছে তাঁর কপালের বাঁ দিকে, সেভাবে নিজেকে গুলি করতে পারে না একজন ডানহাতি, আর করলেও ব্যাপারটা খুব অস্বাভাবিক হয়ে যায়। আরও কথা আছে। আত্মহত্যা করার জন্য কেউ যখন নিজের কপালে রিভলভার ঠেকিয়ে গুলি করে, প্রচণ্ড তাপে তার কপালের চামড়া কিছুটা ঝলসে যায়। কিন্তু আপনার স্বামীর ক্ষতস্থান বা সেটার আশপাশের চামড়ায় সে-রকম কোনো লক্ষণ নেই।' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল স্টার্কওয়েডার, তারপর আবার বলতে লাগল, 'না, আমি নিশ্চিত কিছুটা দূর থেকে গুলি চালানো হয়েছে আপনার স্বামীর উপর, এবং পুলিশও বুঝতে পারবে সেটা। কাজেই আত্মহত্যা বাদ। তবে আমরা যদি বলি দুর্ঘটনা, তা হলে মোটামুটি কাজ চালানো যেতে পারে। হাজার

হোক, গুলিভর্তি একটা রিভলভার দিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে যেতেই পারে যে-কোনো সময়।'

লরা কোনো মন্তব্য করল না। স্টার্কওয়েডারের মাথায় কী ঘুরপাক খাচ্ছে, বুঝবার চেষ্টা করছে সে।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল স্টার্কওয়েডার, তারপর আবার বলতে লাগল, 'মনে করুন, আজ রাতে এখানে এসেছি আমি। ভুল করে ঢুকে পড়েছি ভেতরে,' ফ্রেঞ্চউইণ্ডোর দিকে এগিয়ে গেল সে, লরার দিকে ঘুরে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ানোর ভঙ্গি করছে। 'রিচার্ড ভাবলেন আমি একটা চোর, সঙ্গে সঙ্গে আমাকে গুলি করলেন তিনি, কিন্তু যে-কোনোভাবেই হোক ফস্কে গেল সেটা। গুলি করায় তাঁর হাত যত পাকাই হোক না কেন, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে নিশানা কি ফস্কাতে পারে না? পারে। তা ছাড়া তিনি ততক্ষণে অনেক মদ খেয়ে ফেলেছেন। যা-হোক, গুলির শব্দ শোনামাত্র হুইলচেয়ারের দিকে ছুটে এলাম আমি, থাবা মেরে রিভলভারটা নিয়ে নিলাম তাঁর হাত থেকে।'

'কী বলতে চান আপনি? থাবা মেরে যখন রিভলভারটা নিচ্ছেন রিচার্ডের হাত থেকে, ধস্তাধস্তির কারণে চাপ লেগে যায় ট্রিগারে, তারপর...তারপর যা হওয়ার হয়েছে?'

'হ্যাঁ,' বলেই চুপ হয়ে গেল স্টার্কওয়েডার, কী যেন ভাবছে আবারও। 'না, কাজ হবে না এতেও। অত কাছ থেকে যে গুলি খাননি আপনার স্বামী, সেটাও বুঝে ফেলবে পুলিশ। অন্য কোনোভাবে চিন্তা করা যাক তা হলে। থাবা মেরে মিস্টার ওয়ারউইকের হাত থেকে নিয়ে নিলাম রিভলভারটা, তারপর চট করে সরে গেলাম দূরে, তারপর...'

'তারপর গুলি করলেন রিচার্ডকে? কিন্তু কেন? কেন আপনি গুলি করতে যাবেন হুইলচেয়ারে বসে থাকা প্রায় পঙ্গু একটা মানুষকে?'

BanglaBook.org

দীর্ঘশ্বাস ফেলল স্টার্কওয়েডার। 'ঠিকই বলেছেন। কেন আমি গুলি করতে যাবো আপনার স্বামীকে? একই কথা জিজ্ঞেস করবে পুলিশও। তারচেয়ে ভালো, থাবা দিয়ে পিস্তল কেড়ে নেয়া আর ধস্তাধস্তি বাদ। আসুন, যা ঘটেছে, চেষ্টা করে দেখি সেটারই অন্য কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যায় কি না।'

'মানে?'

'মানে আমরা দু'জনই মেনে নিই খুন করা হয়েছে আপনার স্বামীকে। খুন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এবং বাইরের কেউ করেছে কাজটা, মানে খুনি ক্যাসল হাউসের কেউ না। ধরে নিই এক বা একাধিক লোক জড়িত আছে সেটার সঙ্গে।' এগিয়ে গিয়ে ফ্রেঞ্চউইণ্ডোর বাঁ দিকের পর্দাটা আবার তুলল স্টার্কওয়েডার, "আর" এবং "ডব্লিউ" অক্ষর দুটো দেখছে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'আচ্ছা, আমরা যদি মিস্টার ওয়ারউইকের একজন শত্রুকে কল্পনা করে নিই, তা হলে কেমন হয়?'

'শত্রু?'

'হ্যাঁ, শত্রু। স্বীকার করছি নাটকীয় হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা, কিন্তু চেষ্টা করেই দেখি না শেষপর্যন্ত কী হয়।'

'ঠিক আছে।'

'নরফোকে যখন থাকতেন, আপনিই বলেছেন, আপনার স্বামীর কারণে আপনাদের উপর যারপরনাই বিরক্ত ছিল প্রতিবেশীরা। ঠিক না?'

'হ্যাঁ, ঠিক।'

'একবার এক মহিলাকে ভয় দেখানোর জন্য গুলি করেছিলেন আপনার স্বামী, এবং সে-কারণে পুলিশ পর্যন্ত এসেছিল আপনাদের বাসায়?'

মাথা ঝাঁকাল লরা।

'গুলি করে প্রতিবেশীদের পোষাপ্রাণীও হত্যা করেছেন তিনি।'

BanglaBook.org

'হুঁ।'

'এ-রকম একটা লোকের শত্রু থাকা কি খুব স্বাভাবিক না?'

'হ্যাঁ, স্বাভাবিক,' স্বীকার করল বটে, তারপরও অনিশ্চয়তার ছোঁয়া আছে লরার নিচু কণ্ঠে। 'কিন্তু...'

'কিন্তুগুলো আপাতত দূরে সরিয়ে রাখি আমরা? রিচার্ডের শত্রুদের ব্যাপারে যা যা জানেন সব বলুন আমাকে। আসুন. আমিই কিছুটা সাহায্য করি আপনাকে। একনম্বর, জেলির মতো দুলতে থাকা মোটা পাছাওয়ালা সেই মহিলা, যাকে ভয় দেখানোর জন্য গুলি করেছিলেন আপনার স্বামী। আমার ধারণা এখনও নরফোকেই থাকে সে। যদি বলি বদলা নেয়ার জন্য আজ এখানে এসেছিল মহিলাটা?'

'তা হলে আমি বলবো প্রতিশোধের নেশায় নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল ওর। কারণ তা না হলে নরফোক থেকে এতদূরে এই ওয়েলসে আসতে যাবে কেন?'

'তা হলে আর কে? আর এমন কে আছে, যার মনে আক্রোশ আছে বা ছিল আপনার স্বামীর বিরুদ্ধে?'

চিন্তায় পড়ে গেছে লরা, একইসঙ্গে দ্বিধার ছাপ পড়েছে ওর সুন্দর চেহারায়। কিছুক্ষণ পায়চারি করে বেড়াল সে, তারপর থেমে দাঁড়িয়ে একটা একটা করে খুলল ওর জ্যাকেটের সবগুলো বোতাম—এত শীতেও গরম লাগছে মনে হয়। 'বছরখানেক আগের কথা। একটা মালি ছিল এই বাড়িতে। বলতে গেলে বিনাকারণে লোকটার চাকরি খায় রিচার্ড, এবং বেচারাকে কোনো রেফারেন্স দিতেও অস্বীকৃতি জানায়। ভীষণ খেপে যায় লোকটা, মুখে যা আসে তা-ই শুনিয়ে দেয় রিচার্ডকে, এমনকী প্রাণনাশের হুমকিও দেয়।'

'তা-ই নাকি? কে সে? স্থানীয় কেউ?'

'হ্যাঁ, স্থানীয়ই বলা চলে; এখান থেকে মাত্র চার মাইল দূরে

BanglaBook.org

থাকে,' জ্যাকেটটা খুলে ফেলল লরা, নামিয়ে রাখল সোফার একটা হাতলের উপর।

ভ্রূ কোঁচকাল স্টার্কওয়েডার। 'কেন যেন মনে হচ্ছে, ওই মালি লোকটাকে ঠিক ফাঁসাতে পারবো না। মনে হচ্ছে, খোঁজ নিলে দেখা যাবে চমৎকার কোনো অ্যালিবাই আছে ওর—কেউ-না-কেউ ওর হয়ে সাফাই গাইবে, বলবে সারারাত নিজের বাসাতেই ছিল সে। আর যদি অ্যালিবাই না-ও থাকে, শুধু হুমকিধমকি দেয়ার অপরাধে একটা গরিব মানুষকে ফাঁসিয়ে দেয়াটা মহাঅন্যায় হবে। তারচেয়ে ভালো অন্যভাবে চেষ্টা করে দেখি। ...মিস্টার ওয়ারউইকের সঙ্গে অনেকদিন ধরে আছেন আপনি, তাঁর অতীতকালের কোনো ঘটনা মনে পড়ে? এমন কি হতে পারে না, কোনো-না-কোনো শত্রু অবশ্যই আছে তাঁর, যে-লোককে খুঁজে বের করাটা মোটামুটি অসম্ভব একটা কাজ?'

আবারও পায়চারি করতে শুরু করল লরা, তবে এবার আগের চেয়ে ধীর গতিতে। দেখে মনে হচ্ছে, মনোযোগ দিয়ে কিছু একটা ভাবছে সে।

'আপনার স্বামীর বাঘভালুক শিকারের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে? কারও সঙ্গে কি কোনো ঝামেলা হয়েছিল তাঁর? কেনিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত—কত জায়গাই তো আছে। এমন কোনো জায়গা, যেখানে আইনের শাসন বলে তেমন কিছু নেই, যেখানে পুলিশ চাইলেই চট করে কিছু করতে পারে না?'

'ভাবছি, কিন্তু সে-রকম কিছু মনে পড়ছে না।'

'বলেন কী! এত বাজে ব্যবহার করতেন আপনার স্বামী, তারপরও পরিবারের বাইরে কারও সঙ্গে খারাপ সম্পর্ক ছিল না তাঁর? লোকটার বিরুদ্ধে আক্রোশ ছিল না এই দুনিয়ার একটা মানুষেরও? যদি তা-ই হয়, তা হলে বলতে বাধ্য হচ্ছি, একটা ফেরেশতার সঙ্গে এতদিন ঘর করেছেন আপনি।'

BanglaBook.org

পায়চারির গতি বেড়ে গেছে লরার, ভ্রূ কুঁচকে ফেলেছে সে, জোর চেষ্টা চালাচ্ছে মনে করার।

'ওই মালি লোকটা বাদে আর কেউ কি হুমকি দেয়নি আপনার স্বামীকে? ফালতু কোনো হুমকির কথা বলছি না আমি। বরং এমন কারও কথা বলছি, যে-লোক সুযোগ পেলে অবশ্যই কোনো-না-কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা করত মিস্টার ওয়ারউইকের।'

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল লরা, মুখ তুলে তাকাল স্টার্কওয়েডারের দিকে। 'মনে পড়েছে! কত আগের ঘটনা...ভুলেই গিয়েছিলাম।'

'কী?'

'রিচার্ডের বিরুদ্ধে আক্রোশ থাকতে পারে এ-রকম একজন লোক ছিল। কারণ ওই লোকের বাচ্চা ছেলেটাকে গাড়িচাপা দিয়েছিল রিচার্ড।'

পাঁচ

লরার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে স্টার্কওয়েডার। 'একটা বাচ্চাকে গাড়িচাপা দিয়েছিল রিচার্ড?' প্রশ্নটা উঁচু গলায় হয়ে গেছে বুঝে উত্তেজনা দমন করে আবার বলল, 'কবে?'

'বছর দু'-এক আগে। আমরা তখন নরফোকে থাকি। বাচ্চাটার বাবা তখন সাংঘাতিক হুমকি দিয়েছিল রিচার্ডকে।'

টুলে বসে পড়ল স্টার্কওয়েডার। 'এতক্ষণে একটা সম্ভাবনা

BanglaBook.org

দেখতে পাচ্ছি বলে মনে হচ্ছে। যা-হোক, ঘটনাটার ব্যাপারে যা যা মনে পড়ে আপনার, সব বলুন আমাকে।'

কিছুক্ষণ কী যেন চিন্তা করল লরা, তারপর বলতে শুরু করল, 'ক্রোমার থেকে গাড়ি চালিয়ে ফিরছিল রিচার্ড। তখন স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি গিলে ফেলেছে সে, অবশ্য ঘটনাটা ওর জন্য নতুন কিছু না। ছোট্ট একটা গ্রামের ভেতর দিয়ে আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে গাড়ি চালাচ্ছিল সে, ঘণ্টাপ্রতি ষাট মাইল গতিতে। একটা সরাইখানাকে যখন পাশ কাটাচ্ছে সে, তখনই ঘটে দুর্ঘটনাটা। সরাইখানার ভেতর থেকে দৌড়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসে একটা বাচ্চা ছেলে, মুহূর্তের মধ্যে চাপা পড়ে রিচার্ডের গাড়ির নীচে। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়।'

'আপনার কথা শুনে আশ্চর্য লাগছে আমার কাছে। চোখের সামনে আপনার স্বামীর লাশ দেখতে পাচ্ছি হুইলচেয়ারে, একটু আগে আপনিই বললেন তিনি ছিলেন প্রায় পঙ্গু, অথচ এখন বলছেন দুর্ঘটনাটা যখন ঘটে তখন গাড়ি চালাচ্ছিলেন তিনি?'

'হ্যাঁ, চালাচ্ছিল।'

'কীভাবে সম্ভব হলো সেটা?'

'প্রথম কথা, সিংহের কামড়ে রিচার্ডের একটা পা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও আরেকটা পা'র প্রায় কিছুই হয়নি। দুই, ওর হাত দুটো সম্পূর্ণ অক্ষত এবং আগের মতোই কর্মক্ষম ছিল। তিন, গাড়ি যাতে চালাতে পারে সেজন্য মেকানিককে দিয়ে গাড়ির কন্ট্রোল মেকানিযমে বিশেষ পরিবর্তন করিয়ে নিয়েছিল সে। যদি মদ না খেত, তা হলে ওর ড্রাইভিং দেখলে কারও বুঝবার সাধ্য ছিল না ওর একটা পা...'

'তারপর কী হলো?'

'তারপর কী হলো মানে?'

'মানে, মদ খেয়ে মাতাল হয়ে গাড়ি চালানো অবস্থায় কাউকে

BanglaBook.org

গাড়িচাপা দিয়ে মারলে সেটা হত্যাকাণ্ডের পর্যায়ে পড়ে—পুলিশ কিছু বলল না রিচার্ডকে?'

'তদন্ত হয়েছিল, কিন্তু,' কেমন যেন ক্লান্ত আর তিতা শোনাল লরার কণ্ঠ, 'সে-বারও পার পেয়ে যায় রিচার্ড।'

'কেন? কোনো প্রত্যক্ষদর্শী ছিল না?'

'ছিল—ওই বাচ্চাটার বাবা। দুর্ঘটনাটা ঘটতে দেখে সে। কিন্তু...জানেন নিশ্চয়ই...অভিযোগকারীর বক্তব্য অভিযোগ হিসেবেই গৃহীত হয়, সাক্ষ্য হিসেবে হয় না। গাড়িতে রিচার্ডের সঙ্গে একটা নার্স ছিল—ওয়ারবার্টন। সে-ও সাক্ষ্য দেয়। ওর বক্তব্য অনুযায়ী, গাড়িটা তখন নাকি মাত্র ত্রিশ মাইল গতিতে চলছিল, ষাট না। এবং রিচার্ড নাকি তখন মাত্র এক গ্লাস শেরি খেয়েছিল। সে বলে, দুর্ঘটনাটা এড়ানোর কোনো উপায়ই ছিল না আসলে, কারণ বাচ্চাটা হঠাৎ করেই ছুটে বেরিয়ে এসে গাড়ির সামনে পড়ে। আদালত ওয়ারবার্টনের কথাই বিশ্বাস করে, অথচ বাচ্চাটার বাবা বার বার বলছিল বেপরোয়াভাবে এবং খুবই বিপজ্জনক গতিতে চালানো হচ্ছিল গাড়িটা।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল লরা। 'লোকটার অসহায় আকুতি যদি দেখতেন তখন! রিচার্ডকে নির্দোষ বলে রায় দেয়া হয়ে গেছে, আমরা বেরিয়ে আসছি আদালতকক্ষ থেকে, তারপরও রীতিমতো ভিক্ষা চাওয়ার ভঙ্গিতে ন্যায়বিচার প্রার্থনা করছে সে। বার বার বলছে, ওর মাসুম বাচ্চাটার কোনো দোষ নেই, সব দোষ রিচার্ডের—পঙ্গু হওয়ার পরও গাড়ি চালানোর খায়েশ যায়নি ওর, যে-রাস্তা দিয়ে কালেভদ্রে গাড়ি যাতায়াত করে সেখান দিয়ে শর্টকাটে আর জলদি যাওয়ার জন্য ঘণ্টাপ্রতি ষাট মাইল গতিতে গাড়ি চালাচ্ছিল সে, তা-ও আবার সম্পূর্ণ মাতাল অবস্থায়; ওর জায়গায় অন্য কেউ থাকলে সময়মতো ব্রেক করতে পারত, মারা পড়ত না বাচ্চাটা।' আবারও দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'কিন্তু কে শোনে কার কথা?

BanglaBook.org

ঈশ্বরের দুনিয়ায় সব বিচার শুধু গরিবদের জন্য, এখানে ধনীদের জন্য বিচারের কোনো বিধান নেই।' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, 'লোকটা যখন বুঝতে পারে কাকুতিমিনতি করে কোনো লাভ হবে না, তখন সাংঘাতিক খেপে যায়। মুখে যা আসে তা-ই বলতে থাকে রিচার্ডকে। ভয়ঙ্কর সব হুমকি দেয়।'

'কিন্তু...আদালত নার্সের কথা বিশ্বাস করল কেন?'

'বিশ্বাস করবে না কেন? মিথ্যা বলার কোনো কারণ আছে একজন নার্সের? ওরা কতখানি নির্ভরযোগ্য তা আমরা সবাই জানি।'

মাথা নাড়ছে স্টার্কওয়েডার, মনে হয় মানতে পারছে না লরার কথা। বলল, 'আপনি ছিলেন না গাড়িতে?'

'না, ছিলাম না। আমি বাসায় ছিলাম।'

"তা হলে জানলেন কী করে ওই নার্স...কী যেন নাম বললেন...সত্যি কথা বলেছে?'

'আমি কিন্তু একবারও বলিনি সত্যি কথা বলেছে ওয়ারবার্টন।'

'মানে!'

'আদালত থেকে ফেরার পরের ঘটনা। আমাদের বাসায় একটা ঘরে নিরিবিলিতে বসে কথা বলছে রিচার্ড আর ওয়ারবার্টন, আমি তখন কী এক কাজে অন্য ঘরে ছিলাম। কাজটা শেষে হাঁটা ধরি যে-ঘরে ছিল ওরা দু'জন সেদিকে। কাছাকাছি পৌঁছে শুনি, ওয়ারবার্টনকে বলছে রিচার্ড, "সাবাস, ওয়ার্বি, সাবাস! দারুণ খেল্ দেখিয়েছ। নির্ঘাত যাবজ্জীবন হয়ে যেত আমার, আমাকে বাঁচিয়েছ তুমি।" মেয়েটা তখন বলল, "হ্যাঁ, আপনাকে বাঁচিয়েছি বটে, কিন্তু এখন বিবেকের দংশন অনুভব করছি। কেন যেন বার বার মনে হচ্ছে, কাজটা করা উচিত হয়নি আমার। আসলেই বিপজ্জনক গতিতে গাড়ি চালাচ্ছিলেন আপনি। ওই বাচ্চা আর

BanglaBook.org

ওর বেচারা বাপটার জন্য এখন খারাপ লাগছে আমার।" রিচার্ড বলল, "ঢং করছ নাকি? টাকা যা দিয়েছি তোমাকে তাতে মন ভরেনি? আরও লাগলে খোলাসা করে বলো, ন্যাকামো করার দরকার নেই। তা ছাড়া...যে-ছোকরা মরেছে আমার গাড়ির নীচে পড়ে তার মতো কোটি কোটি বাচ্চা গিজগিজ করছে সারা দুনিয়ায়, ও-রকম দু'-একজন মারা গেলে কিছুই যায়-আসে না। ওর কপালে যা লেখা ছিল তা-ই হয়েছে। ওর কথা ভেবে নিজের ঘুম নষ্ট করবো নাকি আমি?" '

ঘাড় ঘুরিয়ে রিচার্ড ওয়ারউইকের নিথর দেহটার দিকে তাকাল স্টার্কওয়েডার। 'আপনার স্বামীর ব্যাপারে যত শুনছি, কেন যেন তত মনে হচ্ছে আমার, আজ রাতে যা ঘটেছে তা কোনো খুন না, বরং যৌক্তিক হত্যাকাণ্ড,' কেমন নির্দয়ের মতো শোনাল ওর কণ্ঠ। 'কাজের কথায় আসা যাক। লোকটার নাম কী?'

'কোন্ লোক?'

'গাড়িচাপায় মারা-পড়া বাচ্চাটার বাবা।'

'একটা স্কটিশ নাম...কী যেন...দাঁড়ান চিন্তা করে দেখি...ম্যাক...ম্যাক কী যেন...ম্যাকলিয়ড? নাকি ম্যাকক্রে? নাহ্, মনে করতে পারছি না।'

'কিন্তু নামটা মনে করতে হবে আপনাকে,' জোর দিয়ে বলল স্টার্কওয়েডার। 'মনে করতেই হবে। লোকটা কি এখনও নরফোকেই থাকে?'

'না, না। যতদূর মনে পড়ে ওখানে কারও সঙ্গে দেখা করার জন্য এসেছিল—ওর স্ত্রীর দিকের কোনো আত্মীয়ের সঙ্গে সম্ভবত। যতদূর মনে পড়ে, লোকটা কানাডায় থাকত।'

'কানাডা? তা হলে তো অনেক দূরে! তারমানে লোকটাকে ধাওয়া করে ধরতে অনেক সময় লাগবে। তারমানে...হ্যাঁ...তারমানে এবার একটা উপায় আছে আমাদের।

BanglaBook.org

কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই লাগে লোকটার নাম মনে করার চেষ্টা করুন।' আর্মচেয়ারের উপর রাখা নিজের ওভারকোটের দিকে এগিয়ে গেল স্টার্কওয়েডার, একটা পকেট থেকে বের করে ফেলল ওর গ্লাভস জোড়া, পরল; কীসের খোঁজে যেন এদিকওদিক তাকাচ্ছে। 'খবরের কাগজ আছে নাকি?'

'খবরের কাগজ!' তাজ্জব হয়ে গেছে লরা।

'হ্যাঁ। তবে আজকেরটা না। গতকালের অথবা তারও আগের হলে ভালো হয়।'

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল লরা, এগিয়ে গেল আর্মচেয়ারের পেছনের একটা কাবার্ডের দিকে। 'বেশ পুরনো কিছু পত্রিকা আছে এখানে। আগুন জ্বালানোর কাজে ব্যবহার করার জন্য রাখা হয়েছে ওগুলো।'

এগিয়ে গিয়ে মেয়েটার পাশে দাঁড়াল স্টার্কওয়েডার, কাবার্ডের দরজা খুলে ঘেঁটে ঘেঁটে পুরনো একটা পত্রিকা বের করল। তারিখটা একনজর দেখে বলল, 'চলবে।' লাগিয়ে দিল কাবার্ডের দরজাটা, পত্রিকাটা নিয়ে এগিয়ে গেল ডেস্কের দিকে, ডেস্কটার একটা ড্রয়ার থেকে বের করল একটা কেঁচি।

'কী করবেন?' জিজ্ঞেস করল লরা।

'প্রমাণ তৈরি করবো,' পত্রিকার গায়ে কেঁচি চালাতে শুরু করল স্টার্কওয়েডার।

ওর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লরা, দেখে মনে হচ্ছে হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। 'মানে...আপনি বলতে চাচ্ছেন...ওই লোকটাকে ফাঁসাতে যাচ্ছেন? কিন্তু পুলিশ যদি সত্যি সত্যিই খুঁজে বের করে ফেলে ওকে? তা হলে কী হবে? আমার বদলে একটা নির্দোষ লোক ফাঁসিতে ঝুলবে কেন?'

হাতের কাজ থামিয়ে মেয়েটার দিকে তাকাল স্টার্কওয়েডার। 'লোকটা যদি আসলেই কানাডায় থেকে থাকে, তা হলে ওকে

BanglaBook.org

ধরতে সময় লাগবে পুলিশের, শেষপর্যন্ত ধরতে পারবে কি না তাতেও সন্দেহ আছে। আর ধরতে পারলেও, আমি নিশ্চিত আজ রাতের জন্য কোনো না কোনো অ্যালিবাই বের করে ফেলতে পারবে সে। তাই ওর সাময়িক কিছু হয়রানি ছাড়া বড় কোনো ক্ষতির আশঙ্কা করছি না আমি। সবচেয়ে বড় কথা, ওই লোকটাকে ফাঁসানো ছাড়া আর কোনো উপায় নেই আমাদের হাতে। ডুবে মরার মতো অবস্থা হয়েছে আমাদের, কাজেই সবচেয়ে ভালো যে-খড়কুটোটা পাবো, সেটাই আঁকড়ে ধরতে হবে।'

লরার চেহারায় দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। 'কিন্তু এটা মোটেও পছন্দ হচ্ছে না আমার। নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে একজন নিরপরাধ লোককে...'

'তা হলে আমাকে বলে দিন নিজেকে অন্য আর কোন্ উপায়ে বাঁচাতে পারেন আপনি।'

জবাব দিল না লরা।

'সুতরাং বুঝতেই পারছেন,' কাজ করতে করতে বলল স্টার্কওয়েডার, 'বাছবিচার করার সুযোগ নেই আপনার। এবার দয়া করে মনে করে বলুন লোকটার নাম কী।'

'মনে করতে পারছি না।'

'ম্যাকডুগাল নাকি?' প্রস্তাব দেয়ার ভঙ্গিতে বলল স্টার্কওয়েডার। 'অথবা ম্যাকিনটশ?'

ওর থেকে কয়েক কদম দূরে সরে দাঁড়াল লরা, দু'হাত দিয়ে দু'কান ঢেকেছে। 'থামুন! সব আরও এলোমেলো করে দিচ্ছেন আপনি। আপনার কথা শুনে আমার এখন সন্দেহ হচ্ছে, ওই লোকের নাম আদৌ ম্যাক দিয়ে শুরু হয়েছিল কি না।'

'তা হলে আর কী!' কাঁধ ঝাঁকাল স্টার্কওয়েডার। 'মনে না করতে পারলে তো কিছু করার নেই, নাকি? তারপরও ব্যবস্থা

BanglaBook.org

একটা করতে হবে। আচ্ছা, দুর্ঘটনাটার দিনতারিখ খেয়াল আছে আপনার?'

'হ্যাঁ, তারিখটা খেয়াল আছে। মে মাসের পনেরো।'

দেখে মনে হচ্ছে যারপরনাই আশ্চর্য হয়ে গেছে স্টার্কওয়েডার। 'যে-লোকের বাচ্চা মারা গেল, যে-লোক আদালত পর্যন্ত নিয়ে গেল ঘটনাটাকে, যে-লোক সাংঘাতিক সব হুমকি দিল আপনার স্বামীকে, তার নামটা মনে করতে পারলেন না, অথচ তারিখটা জিজ্ঞেস করামাত্র বলে দিলেন?'

'হ্যাঁ, দিলাম,' আবারও তিতা হয়ে গেছে লরার কণ্ঠ।

'কীভাবে?'

'কারণ মে মাসের পনেরো তারিখ আমার জন্মদিন।'

'ও আচ্ছা। কপাল দেখুন, আমার হাতের এই পত্রিকাটাও পনেরো তারিখের,' বলতে বলতে তারিখটা কেটে আলগা করল স্টার্কওয়েডার পত্রিকা থেকে।

এগিয়ে গিয়ে ওর পাশে দাঁড়াল লরা, ভালোমতো তাকাল খবরের কাগজটার দিকে। বলল, 'কিন্তু...পত্রিকাটা তো নভেম্বর মাসের পনেরো তারিখের, মে মাসের না।'

'হ্যাঁ, তবে তারিখটা যেহেতু মিলে গেছে সেহেতু ধরে নেয়া যায় কাজ অনেকখানি এগিয়ে গেছে আমার। আর মে? মে ছোট্ট একটা শব্দ।-এই যে...একটা "এম"...এবার একটা "এ"...আর সবশেষে একটা ওয়াই হলেই হয়ে যায়।'

'আপনি আসলে কী করছেন বলুন তো?'

জবাব না দিয়ে ডেস্কের সঙ্গের চেয়ারটাতে বসে পড়ল স্টার্কওয়েডার। 'আঠা আছে নাকি?'

ড্রয়ার থেকে আঠার একটা পাত্র বের করতে যাচ্ছিল লরা, কিন্তু ওকে বাধা দিল স্টার্কওয়েডার। 'না, কোনোকিছু ধরবেন না। ফিঙ্গারপ্রিন্ট থাকাটা বিপজ্জনক হতে পারে আমাদের জন্য।'

BanglaBook.org

গ্লাভপরা হাত দিয়ে আঠার পাত্রটা বের করল সে, ঢাকনা সরাল। ওই হাত দিয়েই ড্রয়ার হাতড়ে বের করল একটা নোটপ্যাড, একটা পাতা ছিঁড়ল। পত্রিকা কেটে আলগা-করা অক্ষর আর সংখ্যাগুলো একটা একটা করে নিচ্ছে এবার, আঠা লাগিয়ে আটকে দিচ্ছে নোটপেপারটার সঙ্গে। কাজ শেষে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল কাগজটার দিকে, তারপর লরার দিকে তাকিয়ে পড়ল, ' "১৫ মে। মূল্য পরিশোধ।" কেমন হয়েছে?'

মেয়েটা কিছু বলল না।

কাগজটা হাতে নিয়ে রিচার্ড ওয়ারউইকের নিথর দেহটার দিকে এগিয়ে গেল স্টার্কওয়েডার, কাছে গিয়ে ঝুঁকল। 'লোকটার জ্যাকেটের পকেটে গুঁজে দেবো কাগজটা...ঠিক এভাবে,' কাজ শেষ করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে যাবে, এমন সময় হুইলচেয়ারের চাকার কাছে পড়ে থাকা কিছু একটা দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওর। 'আরে, এটা আবার কী?' নিচু হয়ে একটা পকেটলাইটার তুলে নিল সে।

জিনিসটা দেখামাত্র মৃদু আর্তচিৎকার করে উঠল লরা, প্রায় ছুটে এল স্টার্কওয়েডারের দিকে।

ততক্ষণে মেঝে থেকে লাইটারটা তুলে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখছে স্টার্কওয়েডার।

'ওটা দিয়ে দিন আমাকে!' যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে এমনভাবে বলল লরা। 'দিয়ে দিন বলছি!' লাইটারটা নেয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল সে।

ওর দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে আছে স্টার্কওয়েডার, বুঝতে পারছে না সামান্য একটা লাইটার এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল কেন হঠাৎ।

জিনিসটা দিয়ে দিল সে লরাকে।

'এটা আমার লাইটার,' দরকার না থাকার পরও বলল

BanglaBook.org

মেয়েটা।

'ঠিক আছে, ওটা আপনার লাইটার। কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে এত উত্তেজিত হওয়ার কী আছে?'

কিছু বলল না লরা, অল্প অল্প হাঁপাচ্ছে; দেখে মনে হচ্ছে একটু আগে যেন কোনো ফাঁড়া কেটেছে ওর।

ওর দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে আছে স্টার্কওয়েডার। 'আপনি ঠিক আছেন তো?'

ওর থেকে দূরে সরে গেল লরা, এগিয়ে যাচ্ছে সোফাটার দিকে। হাঁটতে হাঁটতে লাইটারটা ঘষছে স্কার্টের সঙ্গে, দেখে মনে হচ্ছে মুছে ফেলতে চাচ্ছে সম্ভাব্য কোনো ফিঙ্গারপ্রিন্ট, কিন্তু এমনভাবে করছে কাজটা যেন স্টার্কওয়েডারের নজরে না পড়ে। 'হ্যাঁ, ঠিক আছি আমি।'

কিন্তু ঘটনাটা স্টার্কওয়েডারের নজর এড়াল না।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সে রিচার্ড ওয়ারউইকের দিকে। লোকটার জ্যাকেটের কলারের ভাঁজ-করা অংশের নীচে, ব্রেস্টপকেটে গুঁজে দেয়া হয়েছে নোটপেপারটা; দেখে মনে হচ্ছে লোকটাকে খুন করার পর নিজের জিঘাংসা চরিতার্থ করার প্রমাণপত্র রেখে গেছে খুনি আসলেই।

ঘুরে ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেল স্টার্কওয়েডার, আঠার পাত্রের ঢাকনা আটকিয়ে পাত্রটা রেখে দিল জায়গামতো। তারপর খুলে ফেলল গ্লাভস, পকেট থেকে বের করল একটা রুমাল, তাকাল লরার দিকে। 'প্রাথমিক কাজ শেষ। এবার বাকিটা। গ্লাসটা কোথায় রেখেছেন?'

'কোন্ গ্লাস?' প্রশ্নটা বুঝতে পারেনি লরা।

'একটু আগে যে-গ্লাস থেকে...'

'ও, বুঝেছি,' যে-টেবিলের উপর গ্লাসটা নামিয়ে রেখেছিল লরা, সেটার দিকে এগিয়ে গেল সে, লাইটারটা টেবিলের উপর

BanglaBook.org

নামিয়ে রেখে গ্লাসটা তুলে নিয়ে এসে দিল স্টার্কওয়েডারকে।

ওর হাত থেকে ওটা নিল স্টার্কওয়েডার, রুমাল দিয়ে মুছে অদৃশ্য করে দিতে যাচ্ছিল লরার ফিঙ্গারপ্রিন্ট, কিন্তু কী যেন ভেবে থেমে গেল। 'না। বোকার মতো হয়ে যাবে কাজটা।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করল লরা।

'কারণ কোথাও-না-কোথাও কোনো-না-কোনো ফিঙ্গারপ্রিন্ট থাকা উচিত। এ-ঘর থেকে সব ফিঙ্গারপ্রিন্ট উধাও হয়ে গেলে পুলিশ বুঝে যাবে ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। কাজেই গ্লাসেও ফিঙ্গারপ্রিন্ট থাকুক, মদের বোতলেও থাকুক। পুলিশ যদি নমুনা নেয়ার চেষ্টা করে, আমার মনে হয় আপনার স্বামী আর তাঁর খাস চাকরের আঙুলের-ছাপই পাবে বেশিরভাগ জায়গায়। এবার নিজের জন্য একটা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা তৈরি করতে হবে আমাকে। যত যা-ই বলুন, পার্ফেক্ট ক্রাইম বলতে যা বোঝায় সেটা সহজ কোনো বিষয় না, ঠিক না?'

'না, না, ভুলেও এ-কাজ করতে যাবেন না। দয়া করে নিজেকে জড়াবেন না এসবের সঙ্গে। পুলিশ সবার চেয়ে বেশি সন্দেহ করবে আপনাকেই।'

'সবার চেয়ে বেশি সন্দেহ করবে আমাকে!' কণ্ঠ শুনে বোঝা গেল যারপরনাই তাজ্জব হয়ে গেছে স্টার্কওয়েডার। 'কিন্তু ওরা যখন খোঁজখবর করবে তখন জানতে পারবে, কার্পেটব্যবসায়ী হিসেবে আমি মোটামুটি...যাকে বলে...স্বনামধন্য। তা ছাড়া এভাবে গভীর রাতে এ-বাড়িতে হানা দিয়ে মিস্টার ওয়ারউইককে খুন করে আমার লাভ কী? মানে, আমার মোটিভ কী? যাকে চিনি না জানি না, আজকের আগে যাকে কখনও দেখিওনি, যার সঙ্গে আমার শত্রুতা তো পরের কথা কোনো পূর্বপরিচয় পর্যন্ত নেই, তাকে হত্যা করবো কেন? সবচেয়ে বড় কথা, খুন করে যত দূরে সম্ভব পালিয়ে যায় খুনি, পুলিশের কাছে ধরা দেয়ার জন্য বসে

BanglaBook.org

থাকে না। তাই আমার মনে হয় আপনার ধারণাটা ঠিক না। ঘটনাটার সঙ্গে জড়িয়ে গেছি আমি, এবং সেটাই বোঝাতে হবে পুলিশকে।'

'কী বলবেন তা হলে?'

'কী বলবো?' ভ্রূ কুঁচকে কিছুক্ষণ কী যেন চিন্তা করল স্টার্কওয়েডার। 'কী বলবো, তা-ই না? যা ঠিক ঠিকই ঘটেছে সেটাই বলবো। একটু জোরে চালাতে গিয়ে রাস্তার একটা গর্তে পড়ে গেছে আমার গাড়ির চাকা, অত্যন্ত ঘন কুয়াশার কারণে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না তখন, অনেক চেষ্টা করেও চাকাটা বের করতে পারিনি গর্তটা থেকে, কারও সাহায্য ছাড়া একা আমার পক্ষে সম্ভবও না কাজটা। এবং সাহায্য পাওয়া যেতে পারে ভেবে, অনেক রাত হয়েছে জানার পরও, হাজির হই এ-বাড়িতে। আমি কী করে জানবো ইতোমধ্যে কে বা কারা খুন করেছে গৃহকর্তা মিস্টার রিচার্ড ওয়ারউইককে? কী করে জানবো ভেতর থেকে আটকানো ছিল না তার বাগানসংলগ্ন ফ্রেঞ্চউইণ্ডো? বলুন, আপনিই জবাব দিন, আপনার স্বামীকে তার হুইলচেয়ারে মৃত অবস্থায় আবিষ্কার করায়, অথবা আপনাকে এ-ঘরে রিভলভার হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ফেলায় আমার কী দোষ?'

কিছু বলল না লরা। কিন্তু চেহারা দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ভয় পাচ্ছে সে। স্টার্কওয়েডারের দিকে উল্টো ঘুরে আস্তে আস্তে বসে পড়ল টুলটাতে।

ধীর পায়ে হেঁটে গিয়ে ওর মুখোমুখি দাঁড়াল স্টার্কওয়েডার। 'আপনি প্রস্তুত?'

'প্রস্তুত মানে? কীসের জন্য?'

'আপনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন?'

কিন্তু যতটা না ভীত, তারচেয়ে বেশি বিমূঢ় বলে মনে হচ্ছে লরাকে। 'আমি...আমি আসলে...কিছু ভাবতে পারছি না।'

BanglaBook.org

'কিছু ভাবতে হবেও না। যা করতে হবে আপনাকে তা হলো, আমি যা বলবো, যেভাবে করতে বলবো, ঠিক তা করবেন, ঠিক সেভাবে করবেন। এবার বলুন, আমার নীলনকশা শুনতে ও মানতে রাজি আছেন?'

স্টার্কওয়েডারের দিকে তাকিয়ে আছে লরা, কিছু বলছে না।

'এক,' বলে চলল স্টার্কওয়েডার, 'ফার্নেস অথবা ওই জাতীয় কিছু আছে নাকি এ-বাড়িতে?'

'ফার্নেস?' একটা মুহূর্ত ভাবল লরা। 'না, নেই, তবে রান্নাঘরে একটা ওয়াটার বয়লার আছে।'

'ভালো,' ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেল স্টার্কওয়েডার, পত্রিকাটা নিল, বড় দেখে একটুকরো কাগজ আলগা করে সেটা পেঁচাল সুবিধামতো, তারপর লরার কাছে ফিরে এসে ওর হাতে দিল পেঁচানো টুকরোটা। 'প্রথম যে-কাজটা করতে হবে আপনাকে তা হলো, রান্নাঘরে যেতে হবে এবং এই টুকরোটা ঢোকাতে হবে বয়লারের মুখে। তারপর সোজা চলে যাবেন আপনার-ঘরে, এই কাপড় ছেড়ে ড্রেসিংগাউন পরবেন।' থামল, কী যেন ভাবল কিছুক্ষণ, তারপর জানতে চাইল, 'আপনাদের বাসায় অ্যাসপিরিন আছে?'

প্রশ্নটা শুনে আরও একবার বিমূঢ় হতে হলো লরাকে। 'আছে। কেন?'

'আপনার ঘরেই?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে বোতলটা নিয়ে বাথরুমে যাবেন, ফেলে দেবেন সব ওষুধ, খেয়াল রাখবেন যাতে পুরো খালি হয়ে যায় সেটা। তারপর কারও কাছে যাবেন...ধরুন আপনার শাশুড়ির কাছে, অথবা মিস...কী যেন নাম বললেন...বেনেট...হ্যাঁ, মিস বেনেটের কাছে যাবেন, গিয়ে বলবেন ভীষণ মাথা ধরেছে আপনার, অ্যাসপিরিন

BanglaBook.org

না হলে চলছে না। ততক্ষণে, যার সঙ্গেই থাকুন না কেন, আশা করি গুলির আওয়াজ শুনতে পাবেন।'

'কীসের গুলি?'

জবাব না দিয়ে এগিয়ে গিয়ে রিভলভারটা তুলে নিল স্টার্কওয়েডার, অস্ত্রটা উল্টেপাল্টে দেখছে ভালোমতো। 'হুম্‌ম্‌...দেখে তো ওয়ার স্যুভনির বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে,' তাকাল লরার দিকে। 'আসলেই কি তা-ই?'

টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল লরা। 'জানি না। রিচার্ডের ওরকম বেশ কয়েকটা বিদেশি অস্ত্র আছে, মানে ছিল।'

'এটা লাইসেন্স করা কি না জানতে ইচ্ছা করছে,' অনেকটা স্বগতোক্তির ঢং-এ বলল স্টার্কওয়েডার।

'রিচার্ডের সবগুলো আগ্নেয়াস্ত্রেরই লাইসেন্স ছিল, যতদূর জানি।'

'লাইসেন্স থাকার মানে কিন্তু সবগুলো আগ্নেয়াস্ত্র যে রিচার্ডের নামে রেজিস্ট্রি করা, তা না। মজার ব্যাপার কি, জানেন? লোকে একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র রাখে, সেগুলোর লাইসেন্সও করায়, কিন্তু নিজের নামে রেজিস্ট্রি করায় না।'

'তো?'

ঘরের ভেতরে পায়চারি করতে শুরু করল স্টার্কওয়েডার। 'পুরো ঘটনা কীভাবে সাজাতে যাচ্ছি, মন দিয়ে শুনুন। ওই লোকটা...যার বাচ্চা চাপা পড়েছিল রিচার্ডের গাড়ির নীচে, আজ রাতে হঠাৎ করেই হাজির হয় এই বাড়িতে। সে তখন প্রতিশোধের নেশায় পাগল, প্রতিশোধের জন্য বদ্ধপরিকর; তাই সবরকমের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেই এসেছে। মানে, আমি বোঝাতে চাচ্ছি, সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে নিজের রিভলভার। যা-হোক, সুযোগ বুঝে স্টাডিরুমের ভেতরে ঢুকে পড়ল সে একদৌড়ে। ততক্ষণে তন্দ্রামতো এসে গেছে রিচার্ডের, ছুটন্ত পদশব্দ শুনে

BanglaBook.org

চমকে জেগে উঠল সে, ছোঁ মেরে তুলে নিল নিজের রিভলভার। কিন্তু ওকে গুলি করার কোনো সুযোগই দিল না খুনি, একটান মেরে ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিল রিভলভারটা, তারপর গুলি করল।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল লরা, হতাশায় কাঁধ ঝুলে পড়েছে ওর। 'এমনভাবে বলছেন, শুনে মনে হচ্ছে ওই লোক যখন ঢুকেছিল এ-ঘরে...সত্যিই যদি সে-রকম কিছু ঘটে থাকে, তখন আপনিও যেন ছিলেন এখানে।'

বিব্রত ভঙ্গিতে হাসল স্টার্কওয়েডার। 'আমার থাকা-না থাকায় কিছু যায়-আসে না। আসল কথা হচ্ছে, আমরা যা বলবো পুলিশকে, তারা সেটা বিশ্বাস করবে কি না। মানে, আমরা আমাদের কথা পুলিশকে বিশ্বাস করাতে পারবো কি না। যা-হোক, কিছুটা হলেও ঝুঁকি নিতে হবে আমাদেরকে।' হুইলচেয়ারের পাশের টেবিলে রিভলভারটা নামিয়ে রেখে লরার দিকে এগিয়ে গেল সে। 'এবার ঠাণ্ডা মাথায় একটু চিন্তা করে দেখুন। সব কাজ গোছাতে পেরেছি? ...মনে হয়। সবকিছু ভাবা হয়েছে? ...মনে হয়।'

'কিন্তু...পুলিশ যদি মৃত্যুর সময় নিয়ে সন্দেহ করে?'

হাসল স্টার্কওয়েডার। 'এখানে যদির কিছু নেই।'

'মানে?'

'মানে, আসলেই সন্দেহ করবে পুলিশ।'

'তা হলে?'

'পঁচিশ-ত্রিশ মিনিট এদিকওদিক হলে কিছু যায়-আসে না। আর...যে-ঠাণ্ডা পড়েছে, মরদেহ যদি খুব দ্রুত উত্তাপ হারিয়ে ফেলে তা হলে সেটা আশ্চর্য হওয়ার মতো কোনো ঘটনা হবে বলে মনে হয় না। খেয়াল করে দেখুন, রাত যত বাড়ছে কুয়াশাও তত ঘন হচ্ছে যেন; কাজেই খবর পেয়ে এখানে যতক্ষণে হাজির

BanglaBook.org

হবে পুলিশ ততক্ষণে হিমশীতল হয়ে যাবে আপনার স্বামীর শরীর।' ফ্রেঞ্চউইণ্ডোর দিকে এগিয়ে গেল স্টার্কওয়েডার, পর্দা তুলল, দেয়ালের গায়ে বুলেটের ছিদ্রগুলো দেখছে। 'আর. ডব্লিউ.। চমৎকার! শেষের অক্ষরটার পরে একটা ফুলস্টপ বসিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবো আমি।' পর্দাটা নামিয়ে দিয়ে ফিরে এল লরার কাছে। 'গুলির শব্দ শোনার পর—মিস বেনেট যদি তখন আপনার কাছে থাকে তা হলে ভালো, না থাকলে ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকবেন ওকে, অথবা অন্য কাউকে—আপনারা হাজির হবেন এখানে। তখন যে যা-ই বলুক, ঘুরিয়েফিরিয়ে একটা কথাই বলবেন বার বার—কিছুই জানেন না আপনি, কিছুই দেখেননি বা শোনেননি। রোজ রাতের মতো আজও শুয়ে পড়েছিলেন নির্দিষ্ট সময়ে, হঠাৎ করেই ঘুম ভেঙে যায় আপনার, টের পান ভীষণ মাথাব্যথা করছে। আপনার ঘরে অ্যাসপিরিন নেই দেখে বাইরে আসেন। বোঝা গেছে?'

মাথা ঝাঁকাল লরা।

'ভালো,' বলল স্টার্কওয়েডার। 'বাকিটা ছেড়ে দিন আমার উপর। ...এখন কি একটু ভালো লাগছে আপনার?'

'হ্যাঁ...মনে হয়,' ফিসফিস করে বলল লরা।

'তা হলে আর দেরি না করে যান, আমার কথামতো কাজ শুরু করে দিন।'

কিন্তু গেল না লরা, ইতস্তত করছে। 'এই কাজ করাটা উচিত হচ্ছে না আপনার। বিশ্বাস করুন, মন থেকে একদম সায় পাচ্ছি না আমি। যে-অপরাধ আমি করেছি, তার দায় কেন নিতে চাচ্ছেন নিজের কাঁধে? কেন নিজেকে জড়িয়ে ফেলছেন এসবের সঙ্গে?'

'দয়া করে একই আলোচনা নতুন করে শুরু করবেন না। হাতে সময় খুব কম আমাদের, এবং সে-সময় যদি চলে যায়, তা হলে...। তা হলে কী হবে তা নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না

BanglaBook.org

আপনাকে? আরেকটা কথা। পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষেরই বেঁচে থাকার অধিকার আছে। আপনি নিজে বেঁচে থাকার জন্য আপনার স্বামীর সে-অধিকার কেড়ে নিয়েছেন—এটাতে অন্তত আমি দোষের কিছু দেখছি না।' আশ্বাস দেয়ার ভঙ্গিতে হাসল স্টার্কওয়েডার। 'শেষপর্যন্ত বেঁচে থাকার চেষ্টা করে যাবো আমরা, বাকিটা ভাগ্যের উপর। ...যা যা বলেছি সেগুলো ঠিকমতো করতে পারবেন তো?'

মাথা ঝাঁকাল লরা। 'হ্যাঁ।'

'ভালো। ...আরে, আপনার হাতে ঘড়ি আছে দেখা যাচ্ছে! ক'টা বাজে বলুন তো?'

সময় বলল লরা।

ওর বলা সময়ের সঙ্গে নিজের হাতঘড়ির সময় মিলিয়ে নিল স্টার্কওয়েডার। তারপর বলল, 'আমার কথামতো কাজ করতে কতক্ষণ লাগবে আপনার?'

আবারও নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকাল লরা, তারপর অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল। 'মিনিট দশেক?'

'উঁহুঁ, অত সময় দেয়া যাবে না। তিন...না, চার মিনিট সময় দিচ্ছি আপনাকে। এ-সময়ের মধ্যে রান্নাঘরে যাবেন আপনি, বয়লারে ঢুকিয়ে দেবেন কাগজের টুকরোটা, তারপর চলে যাবেন উপরতলায়। জামাকাপড় ছেড়ে একটা ড্রেসিংগাউন পরবেন, তারপর বের হবেন মিস বেনেট অথবা অন্য কারও খোঁজে। বলুন, করতে পারবেন কাজগুলো?'

মাথা ঝাঁকাল লরা।

'বারোটা বাজার ঠিক পাঁচ মিনিট আগে গুলির শব্দ শুনতে পাবেন আপনি। যান এবার, জলদি!'

দরজার দিকে এগিয়ে গেল লরা, কিন্তু সেটা খুলে বের হলো না, বরং ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল স্টার্কওয়েডারের দিকে, তাকিয়েই

BanglaBook.org

থাকল।

এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল স্টার্কওয়েডার। 'আশা করি এমন কিছু করবেন না যাতে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যাই আমরা দু'জনই?'

'না, করবো না,' মৃদু গলায় বলল লরা।

'ভালো।'

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল লরা, এমন সময় স্টার্কওয়েডার খেয়াল করল, সোফার একটা হাতলের উপর পড়ে আছে মেয়েটার জ্যাকেট। চাপা গলায় পিছু ডেকে লরাকে ফেরাল সে, জ্যাকেটটা দিল ওর হাতে।

আর দেরি না করে চলে গেল লরা।

দরজাটা লাগিয়ে দিল স্টার্কওয়েডার।

ছয়

ঠায় দাঁড়িয়ে আছে স্টার্কওয়েডার, যে-কাজগুলো করতে হবে ওকে সেগুলো ভেবে নিচ্ছে। কিছুক্ষণ পর হাতঘড়ি দেখল সে, তারপর একটা সিগারেট বের করল। এগিয়ে গেল আর্মচেয়ারের সঙ্গের টেবিলটার দিকে, চোখে পড়ল লাইটারটা, থমকে দাঁড়াল। কাছে গিয়ে তুলে নিতে যাবে জিনিসটা, এমন সময় একটা বুকশেল্ফে দেখতে পেল লরার একটা ফটোগ্রাফ। লাইটার বাদ দিয়ে এগিয়ে গেল ছবিটার দিকে। তুলে নিল সেটা, দেখল কিছুক্ষণ, মুচকি হাসতে গিয়ে সামলে নিল নিজেকে, টের পেল অদ্ভুত এক আবেগ

BanglaBook.org

খেলা করছে ওর বুকের ভেতরে, ফটোগ্রাফটা রেখে দিল জায়গামতো। তারপর লাইটারটা কাজে লাগিয়ে সিগারেট ধরাল, আগের জায়গায় নামিয়ে রাখল সেটা। পকেট থেকে বের করল রুমাল, ফিঙ্গারপ্রিন্ট উধাও করে দেয়ার জন্য ভালোমতো মুছল আর্মচেয়ারের হাতল আর ফটোগ্রাফটা। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে জায়গামতো নিয়ে গেল চেয়ারটাকে। অ্যাশট্রে থেকে তুলে নিল লরার সিগারেট, হুইলচেয়ারের সঙ্গের টেবিলে থাকা অ্যাশট্রে থেকে তুলল একটু-আগে-খাওয়া নিজের সিগারেটের শেষাংশ। এগিয়ে গেল ডেস্কের দিকে, যত জায়গায় স্পর্শ করেছে বলে মনে পড়ল সব মুছল। কেঁচি আর নোটপ্যাডটা রেখে দিল ড্রয়ারের ভেতরে, ব্লটারটাও রাখল। মেঝের এখানে-সেখানে ভালোমতো খুঁজে দেখল কোথাও কোনো কাগজের-টুকরো পড়ে আছে কি না। ডেস্কের কাছে পড়ে থাকতে দেখল একটা টুকরো, এগিয়ে গিয়ে তুলে নিল সেটা, ঢুকিয়ে ফেলল নিজের ট্রাউজারের পকেটে। দরজার পাশের লাইটের সুইচ থেকে মুছে ফেলল ফিঙ্গারপ্রিন্ট, মুছল ডেস্কচেয়ারটাও; ডেস্কের উপর থেকে তুলে নিল ওর টর্চ, এগিয়ে গেল ফ্রেঞ্চউইণ্ডোটার দিকে। পর্দা তুলল খানিকটা, টর্চটা জ্বালিয়ে আলো ফেলল টেরেসে।

'নাহ্,' বিড়বিড় করে বলল নিজেকে, 'কোনো ফুটপ্রিন্ট খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।'

হুইলচেয়ারের পাশের টেবিলটার উপর নামিয়ে রাখল টর্চ, তুলে নিল রিভলভারটা। ওটা গুলিভর্তি আছে নিশ্চিত হওয়ার পর ডলে ডলে নিশ্চিহ্ন করে দিল সব ফিঙ্গারপ্রিন্ট, টুলটার দিকে এগিয়ে গিয়ে সেটার উপর নামিয়ে রাখল অস্ত্রটা। তারপর আরেকবার নজর বুলাল নিজের হাতঘড়ির উপর। কুলুঙ্গির কাছে এগিয়ে গিয়ে আর্মচেয়ার থেকে তুলে নিল নিজের হ্যাট, স্কার্ফ আর গ্লাভস; পরল। ওভারকোটটা তুলে এক ভাঁজ করে ঝুলিয়ে নিল

BanglaBook.org

হাতে, দরজার কাছে গেল। সুইচ নিভিয়ে দিতে যাবে এমন সময় মনে পড়ে গেল ডোরপ্লেট আর হাতলে লেগে থাকা ফিঙ্গারপ্রিন্টের কথা, মুছল সেগুলোও। তারপর নিভিয়ে দিল লাইট, চলে এল টুলটার কাছে, পরে ফেলল ওভারকোট। তুলে নিল রিভলভারটা, দেয়ালের দিকে নিশানা করে গুলি করতে যাবে এমন সময় খেয়াল করল, পর্দা সরানো হয়নি।

'ধেৎ!' নিজের উপরই বিরক্তি প্রকাশ করল সে, ডেস্কচেয়ারটা তুলে নিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেল জানালার কাছে, পর্দা সরিয়ে আটকে দিল চেয়ার দিয়ে কায়দা করে। তারপর ফিরে এল টুলের কাছে, নিশানা করল আবার, টেনে দিল ট্রিগার। এবার প্রায় ছুটে এল দেয়ালের কাছে, ওর গুলি করার ফল কী হয়েছে দেখল, 'মন্দ না!' বলে অভিনন্দিত করল নিজেকে।

ডেস্কচেয়ারটা সরিয়ে নিয়ে জায়গামতো রাখছে, এমন সময় বাড়ির হলে উত্তেজিত কণ্ঠের আওয়াজ পেল সে। ফ্রেঞ্চউইণ্ডো দিয়ে চট করে চলে এল বাইরে, সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে রিভলভারটা। পরমুহূর্তে আবার ঢুকল ঘরের ভেতরে—ভুলে ফেলে গিয়েছিল টর্চ, ছোঁ মেরে সেটা তুলে নিয়েই নিভিয়ে ফেলল, তারপর উধাও হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর বাড়ির বিভিন্ন জায়গা থেকে স্টাডির দিকে ছুটে এল চারজন মানুষ।

একজন রিচার্ড ওয়ারউইকের মা—লম্বা, কর্তৃত্বপরায়ণ এক বুড়ি, পরনে ড্রেসিংগাউন। দেখে কেমন ফ্যাকাশে আর রুগ্ন মনে হচ্ছে তাঁকে, লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটাচলা করছেন। 'কী হয়েছে, জ্যান?' পায়জামা-পরা নিষ্পাপ চেহারার এক টিনেজ ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, ল্যাণ্ডিং-এ তাঁর ঠিক পেছনেই আছে ছেলেটা। 'এই রাতদুপুরে সবাই ছোটাছুটি শুরু করে দিয়েছে কেন?' ফ্ল্যানেলের ড্রেসিংগাউন-পরা ধূসরচুলো আর মাঝবয়সী

BanglaBook.org

এক মহিলা হাজির হলো এমন সময়, ওকে বললেন, 'বেনি, ঘটনা কী?'

কাছেই আছে লরা। মিসেস ওয়ারউইক বলে চললেন, 'তোমরা কেউ কিছু বলছ না কেন? আক্কেলগুড়ুম হয়েছে নাকি তোমাদের সবার? লরা, কী হয়েছে? জ্যান...জ্যান...কেউ কি আমাকে বলবে কী হচ্ছে এই বাড়ির ভেতরে?'

'বাজি ধরে বলতে পারি কাজটা রিচার্ডের,' বলল ছেলেটা, উনিশের কাছাকাছি বয়স ওর, কিন্তু কণ্ঠ শুনলে আর চালচলন দেখলে আরও অল্পবয়সী মনে হয়। 'রাতবিরেতে আবার গোলাগুলি শুরু করেছে সে।' এরপর কিছুটা বিরক্ত হয়ে বলল, 'ওকে বলে দিয়ো এভাবে গোলাগুলি করে আমাদের ঘুম যাতে আর না ভাঙায়। গভীর ঘুমে ছিলাম আমি, মনে হয় বেনিও। ঠিক না, বেনি? ...সাবধান, লরা, রিচার্ড কিন্তু ভয়ঙ্কর। বেনি, তুমিও মনে রেখো কথাটা।'

ল্যাণ্ডিং-এর জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল লরা। 'বাইরে ঘন কুয়াশা। স্টাডিরুমের ফ্রেঞ্চউইণ্ডো দিয়ে বাইরে কিছুই দেখা যাওয়ার কথা না। এ-অবস্থায় কী নিশানা করে গুলি করছে রিচার্ড, বুঝলাম না। আমার মনে হয় না কাজটা সম্ভব। তা ছাড়া...কেন যেন মনে হচ্ছে একটা চিৎকার শুনেছি আমি।'

হাসপাতালের নার্সের মতোই সতর্ক আর কর্মচঞ্চল মনে হচ্ছে মিস বেনেট ওরফে বেনিকে এত রাতেও; গায়ে পড়ে পরামর্শ দেয়ার ঢং-এ বলল, 'তোমার এত আপসেট হওয়ার কী আছে, বুঝলাম না, লরা। বরাবরের মতোই গুলি ছুঁড়ে মজা নিতে চাচ্ছে রিচার্ড, আর কিছু না। তবে আমি কিন্তু কোনো গুলির আওয়াজ শুনিনি। আমার মনে হয় না কোথাও কোনো ঘাপলা হয়েছে। ...হ্যাঁ, একটা কথা ঠিক, রিচার্ড খুব স্বার্থপর—আমাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে পারে জানা থাকার পরও...। কথাটা বলবো আমি

BanglaBook.org

ওকে,' বলতে বলতে স্টাডির দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল সে। 'আসলেই, রিচার্ড, এত রাতে গোলাগুলি করাটা ঠিক হচ্ছে না। আমরা সবাই ঘাবড়ে গেছি...রিচার্ড!'

লরার পরনে ড্রেসিংগাউন, মিস বেনেটের পিছন পিছন স্টাডিতে ঢুকল সে। লাইট জ্বালিয়ে দিয়ে সোফার দিকে এগোল, ওর ঠিক পিছনেই আছে জ্যান। মিস বেনেটের দিকে তাকাল ছেলেটা, হুইলচেয়ারে নিথর বসে-থাকা রিচার্ড ওয়ারউইককে দেখছে মহিলা।

'কী, হয়েছে, বেনি?' জিজ্ঞেস করল জ্যান। 'ঘটনা কী?'

'রিচার্ড...' আশ্চর্যরকম শান্ত হয়ে গেছে মিস বেনেটের কণ্ঠ, 'আত্মহত্যা করেছে।'

'দেখো, দেখো!' হুইলচেয়ারের সঙ্গের টেবিলটা দেখাল জ্যান উত্তেজিত ভঙ্গিতে। 'উধাও হয়ে গেছে রিচার্ডের রিভলভার।'

'কী হচ্ছে?' বাইরের বাগান থেকে শোনা গেল একটা জোরালো পুরুষকণ্ঠ। 'কোনো সমস্যা?'

কুলুঙ্গির ছোট্ট জানালাটা দিয়ে বাইরে তাকাল জ্যান, তারপর চিৎকার করে বলল, 'শোনো! বাইরে কেউ একজন আছে!'

'বাইরে?' বলল মিস বেনেট। 'কে?' ফ্রেঞ্চউইণ্ডোর দিকে এগিয়ে গেল সে, পর্দাটা সরাতে যাবে এমন সময় হঠাৎ সেখানে হাজির হলো স্টার্কওয়েডার। চমকে উঠে পিছনে সরে গেল মিস বেনেট।

ফ্রেঞ্চউইণ্ডো ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল স্টার্কওয়েডার। 'কী হয়েছে এখানে? ঘটনা কী?' হুইলচেয়ারে নিথর বসে থাকা রিচার্ড ওয়ারউইকের উপর চোখ পড়ল ওর। 'আরে! লোকটা তো মনে হয় মরে গেছে!' ভালোমতো দেখার ভান করে বলল, 'গুলি করা হয়েছে লোকটাকে!' সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখল স্টাডিরুমের প্রত্যেকটা মানুষকে।

BanglaBook.org

'আপনি কে?' জানতে চাইল মিস বেনেট। 'কোত্থেকে এসেছেন?'

'কিছুক্ষণ আগে রাস্তার গর্তে পড়েছে আমার গাড়ির চাকা,' বলল স্টার্কওয়েডার। 'আমি আসলে...একটা কাজে এসেছিলাম এখানে, ঘন কুয়াশায় পথ হারিয়ে ফেলেছি। দুর্ঘটনাটার পর এদিকওদিক তাকিয়ে আপনাদের বাড়িটাই নজরে পড়ল প্রথমে, সাহায্যের আশায় ঢুকে পড়লাম বাগানে, ভেবেছিলাম একটা ফোন করতে দেয়ার জন্য রাজি করাতে পারবো আপনাদেরকে বলেকয়ে। হঠাৎ একটা গুলির শব্দ শুনতে পাই, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কেউ একজন ছুটে আসে আমার দিকে, ওর সঙ্গে জোরে ধাক্কা খাই আমি—কুয়াশার কারণে সে বোধহয় দেখতে পায়নি আমাকে।' রিভলভারধরা হাতটা সামনের দিকে বাড়াল সে। 'আমার সঙ্গে ধাক্কা লাগার কারণে লোকটার হাত থেকে এটা পড়ে গেছে।'

'কোন্‌দিকে গেছে সে?' জিজ্ঞেস করল মিস বেনেট।

'কোন্‌দিক থেকে উদয় হয়েছিল সে সেটাই যখন দেখতে পাইনি কুয়াশার কারণে,' স্টার্কওয়েডারের কণ্ঠে টিটকারির সুর, 'তখন কোন্‌দিকে গেছে সেটা দেখবো কীভাবে? তা ছাড়া আমি তখন ধাক্কা খেয়ে চিৎপটাং, কোনোকিছু দেখার সুযোগ কই?'

লরাকে ছাড়িয়ে রিচার্ডের নিথর দেহটার দিকে এগিয়ে এল জ্যান। চিৎকার করে বলল, 'কেউ একজন গুলি করেছে রিচার্ডকে।'

'দেখে তা-ই মনে হচ্ছে,' একমত হলো স্টার্কওয়েডার। 'আমার মনে হয় দেরি না করে পুলিশে খবর দেয়া উচিত আপনাদের।' হুইলচেয়ারের সঙ্গের টেবিলটার উপর রিভলভারটা নামিয়ে রাখল সে। সোরাহিটা তুলে নিয়ে একটা গ্লাসে ব্র্যাণ্ডি ঢালল। রিচার্ডকে দেখিয়ে বলল, 'কে এই লোক?'

Banglabook.org

'আমার স্বামী,' ভাবলেশহীন গলায় বলল লরা, ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে বসে পড়ল সোফায়।

ব্র্যাণ্ডির গ্লাসে চুমুক দিতে গিয়েও দিল না স্টার্কওয়েডার, বরং এগিয়ে গিয়ে সেটা বাড়িয়ে ধরল লরার দিকে। সহানুভূতির সুরে বলল, 'নিন, খান। স্বামীকে হারিয়েছেন, আপনার মনের অবস্থাটা বুঝতে পারছি আমি।'

ওর হাত থেকে গ্লাসটা নিল লরা।

মেয়েটা ছাড়া কেউ দেখতে পাচ্ছে না স্টার্কওয়েডারের চেহারা, ব্যাপারটা বুঝবার পর একটুখানি হাসল স্টার্কওয়েডার—লরাকে বুঝিয়ে দিতে চাইল অন্তত ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়ে আর কোনো ঝামেলা নেই।

ঘুরল সে, মাথা থেকে খুলে আর্মচেয়ারে ছুঁড়ে ফেলল ওর হ্যাট, তারপর হঠাৎ করেই বুঝতে পারল রিচার্ড ওয়ারউইকের নিথর দেহটার উপর ঝুঁকতে যাচ্ছে মিস বেনেট, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুদ্বেগে এগোল সামনের দিকে। 'না, না, ম্যাডাম, কিচ্ছু স্পর্শ করবেন না দয়া করে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে এটা একটা হত্যাকাণ্ড, এবং যদি সত্যিই তা-ই হয় তা হলে কোনোকিছু স্পর্শ করা যাবে না।'

সোজা হলো মিস বেনেট, আস্তে আস্তে সরে গেল হুইলচেয়ার থেকে কিছুটা দূরে, দেখে কেমন আতঙ্কিত মনে হচ্ছে ওকে। 'খুন? না...হতেই পারে না!'

এতক্ষণ স্টাডির দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন রিচার্ডের মা মিসেস ওয়ারউইক, এবার ধীরে ধীরে ভেতরে ঢুকলেন তিনি, কাছে এলেন। 'কী হয়েছে?'

'গুলি করা হয়েছে রিচার্ডকে!' যেন মজার কোনো ঘটনা ঘটেছে এমনভাবে বলল জ্যান। 'গুলি করা হয়েছে রিচার্ডকে! মরে গেছে সে!'

BanglaBook.org

'চুপ করো, জ্যান,' মিস বেনেটের কণ্ঠে আদেশের সুর।

'কী বললে?' যেন শুনেও শোনেননি মিসেস ওয়ারউইক। 'কী বললে তুমি?'

'লোকটা বলছে,' ইঙ্গিতে স্টার্কওয়েডারকে দেখাল বেনি, 'খুন করা হয়েছে রিচার্ডকে।'

সন্তান যত খারাপই হোক না কেন, পৃথিবীর প্রত্যেক মা'র কাছে সে নাড়িছেঁড়া ধন, তাই মিসেস ওয়ারউইক যেন হতভম্ব হয়ে গেছেন কথাটা শুনে। বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তিনি, ঠোঁট দুটো কাঁপছে তাঁর, কোনোরকমে ফিসফিস করে শুধু বলতে পারলেন, 'রিচার্ড...'

এগিয়ে গিয়ে লাশের উপর কিছুটা ঝুঁকল জ্যান। 'দেখো! দেখে যাও!' ওর খুশি যেন বাঁধ মানছে না, 'রিচার্ডের চেস্টপকেটে কী যেন...একটুকরো কাগজ মনে হয়...কী যেন লিখে রেখে গেছে কেউ!' কাগজের টুকরোটা নেয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল সে।

'থামো!' জোরে ধমক দিল স্টার্কওয়েডার। 'কিচ্ছু ধরবে না বলছি! আর যা-ই করো, লাশের গায়ে হাত দেয়া যাবে না!' হুইলচেয়ারের দিকে এগিয়ে গেল সে, ঝুঁকল লাশের উপর, চেস্টপকেটে রাখা কাগজের টুকরোটা দেখল কিছুক্ষণ, তারপর ধীরে ধীরে কিন্তু উচ্চস্বরে পড়ল, ' "১৫ মে। মূল্য পরিশোধ।" '

'ঈশ্বর!' আস্তে আস্তে পিছিয়ে যাচ্ছে মিস বেনেট, চেহারা দেখে ভীষণ আতঙ্কিত মনে হচ্ছে ওকে—ভয়ঙ্কর কিছু দেখতে পেয়েছে যেন, অথবা ভয়ঙ্কর কিছু মনে পড়ে গেছে হয়তো; আড়াল নেয়ার জন্য সোফাটাকেই একমাত্র উপায় বলে মনে করছে সে, 'ম্যাকগ্রেগর!'

চট করে উঠে দাঁড়াল লরা।

ভ্রূ কোঁচকালেন মিসেস ওয়ারউইক। 'ম্যাকগ্রেগর? মানে ওই বাচ্চাটার বাবা যাকে গাড়িচাপা দিয়েছিল রিচার্ড?'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, ম্যাকগ্রেগর,' বিড়বিড় করে বলল লরা, এগিয়ে গিয়ে আর্মচেয়ারে বসে পড়ল সে।

লাশের উপর আবার ঝুঁকে পড়ল জ্যান। 'দেখো! দেখো! লোকটা একটা পত্রিকা কেটে কেটে অক্ষরগুলো বসিয়েছে কাগজের টুকরোটায়,' টুকরোটা নেয়ার জন্য আবারও হাত বাড়িয়ে দিল সে।

'কোনোকিছু ধরতে না মানা করলাম?' আবারও খেঁকিয়ে উঠল স্টার্কওয়েডার। 'যা করার পুলিশই করবে, এবং সেটা ওদেরকেই করতে দেয়া উচিত।' টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেল সে। 'ফোন করবো?'

'না,' যথেষ্ট স্বাভাবিক গলায় বললেন মিসেস ওয়ারউইক, মনে হচ্ছে নিজেকে কিছুটা হলেও সামলে নিয়েছেন। 'আমি করবো।' পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ নিলেন নিজের হাতে, এগিয়ে গেলেন টেলিফোনের দিকে, ডায়াল করতে শুরু করলেন।

উত্তেজিত ভঙ্গিতে টুলটার দিকে এগিয়ে এল জ্যান, বসে পড়ল সেটার উপর। মিস বেনেটকে জিজ্ঞেস করল, 'যে লোকটা পালিয়ে গেছে, সে-ই কি তা হলে...'

'শ্‌শ্‌শ্‌, জ্যান,' ছেলেটাকে কথা বলতে নিষেধ করল বেনি।

'এটা কি পুলিশ স্টেশন?' শোনা গেল মিসেস ওয়ারউইকের স্পষ্ট কণ্ঠ। 'মিস্টার রিচার্ড ওয়ারউইকের বাড়ি...মানে ক্যাসল হাউস থেকে বলছি। কিছুক্ষণ আগে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে মিস্টার ওয়ারউইককে। গুলি করা হয়েছে ওকে।'

কিছুক্ষণের নীরবতা, সম্ভবত ফোনের ও-প্রান্ত থেকে কিছু একটা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে।

'না,' জবাবে বললেন মিসেস ওয়ারউইক, 'এক আগন্তুক খুঁজে পেয়েছে ওকে।'

আবারও নীরবতা।

BanglaBook.org

'পরিচয়? না, লোকটা কে, জানি না আমরা কেউই। তবে সে বলছে ওর গাড়ি নাকি দুর্ঘটনায় পড়েছে, সাহায্য চাওয়ার জন্য এ-বাড়ির দিকে আসছিল সে...'

নীরবতা।

'ঠিক আছে, বলবো ওকে।'

নীরবতা।

'ঠিক আছে, ফোন করবো সরাইখানায়।'

নীরবতা।

'এখানকার কাজ শেষ হলে আপনারা একটু কষ্ট করে একটা গাড়িতে করে ওখানে পৌঁছে দিতে পারবেন লোকটাকে?'

আবারও নীরবতা।

'ঠিক আছে, রাখছি তা হলে,' রিসিভার নামিয়ে রেখে স্টাডির নীরব শ্রোতাদের দিকে ঘুরলেন মিসেস্ ওয়ারউইক। 'কুয়াশা এত ঘন হওয়ার পরও পুলিশের পক্ষে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছে যাবে এখানে। দুটো গাড়ি নিয়ে আসবে ওরা,' ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিলেন স্টার্কওয়েডারকে, 'সেগুলোর একটা এই ভদ্রলোককে পৌঁছে দেবে গ্রামের সরাইখানায়। ওরা বলছে আগামীকাল থেকে তদন্তের কাজ শুরু করবে, সাক্ষ্যপ্রমাণের ব্যাপার আছে, তাই অন্তত আজকের রাতটা কষ্ট করে গ্রামেই থাকতে হবে ওকে।'

মুচকি হাসল স্টার্কওয়েডার। 'গর্তে পড়ে-যাওয়া গাড়ির ভেতরে সারারাত বসে থেকে ঠাণ্ডায় জমে যাওয়ার চেয়ে কোনো সরাইখানায় রাত কাটানো অনেক ভালো। হাজার হোক, আমার পিঠটা তো দু'-এক ঘণ্টার জন্য হলেও লাগানো যাবে বিছানায়, নাকি?'

কেউ কিছু বলল না।

স্টাডির দরজা খুলে গেল এমন সময়; গোবরাটে দাঁড়িয়ে আছে মাঝারি উচ্চতার এবং মাথাভর্তি একরাশ কালো উসুখুসু

BanglaBook.org

চুলের এক লোক, দেখে মনে হয় ওর বয়স পঁয়তাল্লিশের মতো, ড্রেসিংগাউনের ফিতে বাঁধছে। এক কদম ভেতরে ঢুকল সে, কেমন কাঁচুমাচু হয়ে গেল মিসেস ওয়ারউইককে দেখে। বলল, 'কিছু হয়েছে নাকি, ম্যাডাম?'

জবাব দিলেন না মিসেস ওয়ারউইক।

তাঁকে ছাড়িয়ে পেছনে চলে গেল লোকটার দৃষ্টি, হুইলচেয়ারে অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে বসে থাকতে দেখল রিচার্ডকে, সঙ্গে সঙ্গে যেন আঁতকে ওঠার ভান করে বলল, 'ওহ্, ঈশ্বর!'

'কিছু একটা না,' মুখ খুললেন মিসেস ওয়ারউইক, 'বলতে খারাপই লাগছে, ভয়ঙ্কর কিছু একটা হয়েছে। গুলি করে খুন করা হয়েছে রিচার্ডকে, এবং পুলিশ আসছে।' স্টার্কওয়েডারের দিকে ঘুরলেন তিনি, ইঙ্গিতে দেখালেন মাত্র হাজির হওয়া লোকটাকে। 'এর নাম অ্যাঞ্জেল। সে রিচার্ডের ভ্যালেট, মানে খাস পরিচারক...ছিল।'

বাউ করে স্টার্কওয়েডারকে সম্মান জানাল অ্যাঞ্জেল, কিন্তু দেখে কেমন যেন আনমনা মনে হচ্ছে ওকে। 'ওহ্, ঈশ্বর!' আবারও বলল সে, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হুইলচেয়ারের দেহটার দিকে

BanglaBook.org

সাত

পরদিন।

সকাল এগারোটা। আমূল বদলে গেছে রিচার্ড ওয়ারউইকের

স্টাডির চেহারা। আমূল বদলে গেছে যেন দিনটাও, গতকালের ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন রাতের সঙ্গে কোনো মিলই নেই। ঠাণ্ডা এখনও আছে, তবে দিনটা রৌদ্রোজ্জ্বল, আকাশ পরিষ্কার। পুরোপুরি খুলে দেয়া হয়েছে ফ্রেঞ্চউইণ্ডোটা। কাল রাতেই সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মরদেহ, হুইলচেয়ারটা ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে কুলুঙ্গির গহ্বরে, ঘরের মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটা দখল করেছে আর্মচেয়ারটা। সোরাহি আর অ্যাশট্রে বাদে ছোট টেবিলটা থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে বাকি সবকিছু।

ছোট করে ছাঁটা কালো চুলের, আটাশ-উনত্রিশ বছর বয়সী, সুদর্শন, টুইডের স্পোর্ট জ্যাকেট আর নেভি ব্লু ট্রাউজার-পরা এক লোক বসে আছে আর্মচেয়ারটাতে, একটা কবিতার-বই পড়ছে। কিছুক্ষণ পর উঠে দাঁড়াল সে, বিড়বিড় করে নিজেকেই বলল, 'চমৎকার! যথোপযুক্ত!' ওর কণ্ঠ কোমল আর সুরেলা, উচ্চারণে ওয়েলশ টান আছে।

বইটা বন্ধ করল সে; যেখান থেকে নিয়েছিল সেটা, অর্থাৎ কুলুঙ্গির সঙ্গের বুকশেল্ফে রেখে দিল। তারপর পুরো ঘরে দু'-এক মিনিট নজর বুলানোর পর ফ্রেঞ্চউইণ্ডো দিয়ে বেরিয়ে এল টেরেসে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মাঝবয়সী, গাট্টাগোট্টা, ভাবলেশহীন চেহারার এক লোক হাতে একটা ব্রিফকেস নিয়ে হলওয়ে ধরে ঢুকল ঘরটাতে। টেরেসের দিকে মুখ করে বসানো আর্মচেয়ারের দিকে এগিয়ে গেল সে, ব্রিফকেসটা রাখল সেখানে, জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'সার্জেন্ট ক্যাডওয়ালাডার!'

একটু আগের যুবকটা ঘরে ঢুকল। 'গুড মর্নিং, ইন্সপেক্টর থমাস।' তারপর আবৃত্তি করার ঢং-এ বলল, ' "সিযন অভ মিস্ট্স্ অ্যাণ্ড মেলো ফ্রুটফুলনেস, ক্লোয বুযম ফ্রেণ্ড অভ দ্য মেচারিং সান।" '

ওভারকোট খুলতে শুরু করেছিল ইন্সপেক্টর, সে-কাজ বাদ

Banglabook.org

দিয়ে আড়চোখে তাকাল সার্জেন্টের দিকে, তাকিয়েই থাকল কিছুক্ষণ। 'মানে?'

'কীটস,' সন্তুষ্ট গলায় কবির নাম বলে মানেটা বুঝিয়ে দিল ক্যাডওয়ালাডার।

ওর দিকে কুটিল দৃষ্টিতে তাকাল থমাস, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে খুলে ফেলল ওভারকোট, হুইলচেয়ারের উপর রেখে দিল সেটা, শেষে ফিরে এল নিজের ব্রিফকেসের কাছে।

'গতরাতে যখন এখানে এলাম আমরা,' বলে চলল ক্যাডওয়ালাডার, 'সে-সময়ের সঙ্গে তুলনা করলে এখনকার আবহাওয়াটা কীটসের কবিতার চেয়ে কোনো অংশে কম না। বাপ রে বাপ, কী কুয়াশা! সারাজীবনেও এত ঘন কুয়াশা দেখেছি কি না সন্দেহ! "দ্য ইয়েলো ফগ দ্যাট রাব্‌স ইটস ব্যাক আপন দ্য উইণ্ডো-পেন।" কথাটা কার, জানেন? টি. এস. এলিয়টের।' কথাটা শুনে ইন্সপেক্টর কী বলে শোনার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল সে, কিন্তু কোনো মন্তব্য না পেয়ে বলে চলল, 'কার্ডিফে যে-সড়ক দুর্ঘটনাটা ঘটেছে, সেটার জন্য দোষ দেয়া যাবে না কোনো চালককেই। একজন মারা গেছে, দুটো বাচ্চা গুরুতর জখম হয়েছে। ওদেরকে যখন উদ্ধার করা হয়, তখনও রাস্তায় বার বার আছড়ে পড়ে কাঁদছিল অসহায় মা-টা।'

বিরক্তির ছাপ পড়ল ইন্সপেক্টরের ভাবলেশহীন চেহারায়। 'ফিঙ্গারপ্রিণ্ট সংগ্রহ করার জন্য যারা এসেছিল, তারা কাজ শেষ করেছে?'

ক্যাডওয়ালাডার হঠাৎ করেই বুঝতে পারল, কবিতা কিংবা সড়ক দুর্ঘটনার চেয়ে ক্যাসল হাউসের খুনিকে ধরতেই বেশি আগ্রহ ওর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার। বলল, 'জী, স্যর। ওগুলো একসঙ্গে করে আপনার জন্য সাজিয়ে রেখেছি।' ডেস্কের উপর থেকে একটা ফোল্ডার তুলে নিল সে, খুলল।

BanglaBook.org

ডেস্কচেয়ারে বসে পড়ল ইন্সপেক্টর থমাস, ভালোমতো দেখছে ফিঙ্গারপ্রিন্টের প্রথম পাতাটা। 'বাড়ির ভেতরের লোকদের আঙুলের-ছাপ নিতে কোনো সমস্যা হয়নি তো?'

'সমস্যা মানে?'

'কেউ ওজরআপত্তি করেছিল?'

'না। বলামাত্র রাজি হয়ে যায় প্রত্যেকে। তবে সবার চেহারায় উদ্বেগের ছাপ দেখেছি। এবং সেটা স্বাভাবিক।'

'আমার অভিজ্ঞতা কী বলে, জানো? আমার অভিজ্ঞতা বলে, বেশিরভাগ সময় এ-রকম ঘটনায় বাড়ির সদস্যরা বাড়াবাড়ি করে ফেলে। ওদের ধারণা, পুলিশ যুগের পর যুগ সংরক্ষণ করবে আঙুলের ছাপগুলো, তারপর কোনো একসময় কোনো এক ঘটনার সঙ্গে ফাঁসিয়ে দেবে ওদেরকে। যত্তোসব!' লম্বা করে দম নিল থমাস, টান টান করে দিল দু'হাত, তারপর আবার মনোযোগ দিল ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেখায়। 'কার কার ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে এখানে? মিস্টার ওয়ারউইক—যে-লোকটা মারা গেছে। মিসেস লরা ওয়ারউইক, নিহতের স্ত্রী। মিসেস ওয়ারউইক সিনিয়র, রিচার্ডের মা। জ্যান ওয়ারউইক, মিস বেনেট, আর রিচার্ডের খাস পরিচারক অ্যাঞ্জেল। ঠিক বলেছি? আরও কয়েক সেট প্রিন্ট আছে, এবার সেগুলো দেখা যাক। জানালার বাইরে একটা। সোরাহি আর ব্র্যাণ্ডির গায়ে—রিচার্ড ওয়ারউইক, অ্যাঞ্জেল আর মিসেস লরা ওয়ারউইকের ফিঙ্গারপ্রিন্ট। রিভলভারের গায়ে ওই পাগলাটে আগন্তুক...কী যেন নাম ওর...ও, মনে পড়েছে...স্টার্কওয়েডারের ছাপ। মিসেস ওয়ারউইককে ব্র্যাণ্ডি দিয়েছিল সে, বাগান থেকে কুড়িয়ে এনেছিল রিভলভারটা।'

'মিস্টার স্টার্কওয়েডার,' কেমন চিবিয়ে চিবিয়ে নামটা উচ্চারণ করল ক্যাডওয়ালাডার, কণ্ঠে তীব্র সন্দেহের সুর।

ওর দিকে ঝট করে তাকাল ইন্সপেক্টর, আশ্চর্য হয়েছে। 'ওকে

BanglaBook.org

পছন্দ করো না তুমি?'

'না, করি না।'

'কারণ?'

'সে কী করছে এখানে?'

'কেন, প্রশ্নটার জবাব জানো না?'

'জানি। কিন্তু...বলা নেই কওয়া নেই ওর গাড়ির চাকা পড়ে গেল রাস্তার গর্তে? তা-ও আবার যে-রাস্তা ক্যাসল হাউসের সামনে সেটাতে?'

'একটু আগে কার্ডিফের দুর্ঘটনার খবর বললে, ভুলে গেছ? তুমিই কিন্তু বলেছ, চালকদের কাউকেই দোষ দেয়া যায় না। তা হলে স্টার্কওয়েডারকে কেন শুধু শুধু দোষী করছ? লোকটা বার বার বলেছে, ঘন কুয়াশার কারণে পথ হারিয়ে ফেলেছিল সে, কোন্‌দিকে যাচ্ছিল বুঝতে পারছিল না। কীভাবে হাজির হয়ে গেল ক্যাসল হাউসের সামনে, তা-ও বলতে পারল না।'

'কথায় বলে না, পড়বি তো পড় মালির ঘাড়ে? হাজির হলো তো হলো, এমন এক বাড়িতে হাজির হলো, যেখানে ইতোমধ্যেই একটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে।'

'সেক্ষেত্রে ওর দোষটা কী, বলো তো? সে কী করে জানবে কেউ একজন মিস্টার ওয়ারউইককে গুলি করে পালাচ্ছে? আর ওর গাড়িটা যে আসলেই দুর্ঘটনাবশত পড়েছে রাস্তার গর্তে, সে-ব্যাপারে তুমি-আমি দু'জনই নিশ্চিত, তা-ই না? ঘন কুয়াশায় ও-রকম গর্ত দেখা প্রায় অসম্ভব যে-কারও পক্ষে। তা ছাড়া...কাল রাতের কথা ভুলে গেছ? এখানে যখন আসছিলাম আমরা, ড্রাইভ করছিলে তুমি; আরেকটু হলে তুমিও তো একটা গর্তে ফেলে দিয়েছিলে আমাদের গাড়িটা। ...স্টার্কওয়েডারকে আমাদের পক্ষ থেকে থাকতে বলা হয়েছে বলেই আছে সে, নইলে হয়তো কাল রাতেই, অথবা আজ সকালে চলে যেত। ...কী করছে সে, জানতে

BanglaBook.org

চাইলে না? এখানে ছোটখাটো কোনো বাড়ি বা কটেজ কেনা যায় কি না দেখতে এসেছিল। এটার মধ্যে সন্দেহ করার মতো কী আছে?'

ক্যাডওয়ালাডারের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে না খুব একটা সন্তুষ্ট হয়েছে সে।

'লোকটার এক দূর সম্পর্কের দাদী নাকি আছে এই এলাকায়,' বলে চলল থমাস, 'ছোটবেলা থেকেই ছুটির দিনে ওই মহিলার সঙ্গে দেখা করতে আসে স্টার্কওয়েডার।'

'তা-ই নাকি? আসলেই দূর সম্পর্কের কোনো দাদী থাকলে কিছু করার আছে বলে তো মনে হয় না।' আবৃত্তি করার ঢং-এ ডান হাত তুলল সে, বলতে লাগল, "ওয়ান রোড লিড্স টু লণ্ডন, ওয়ান রোড লিড্স টু ওয়েল্স। মাই রোড লিড্স মি সীওয়ার্ডস, টু দ্য হোয়াইট ডিপিং সেইলস।" ...জন মেইযফিল্ড, চমৎকার একজন কবি। দুঃখের বিষয়, আমাদের তথাকথিত সাহিত্যপ্রেমীরা সবসময় খাটো করে দেখেছে তাঁকে, সে-কারণে কীটস বা টি. এস. এলিয়টের মতো নামকরা হয়নি লোকটা।'

কড়া কিছু বলার জন্য মুখ খুলল ইন্সপেক্টর, কিন্তু বলল না শেষপর্যন্ত, বরং ঠোঁট বাঁকা করে হাসল। 'স্টার্কওয়েডার সত্যি বলছে কি না সে-ব্যাপারে কিছুক্ষণের মধ্যেই নিশ্চিত হওয়া যাবে—অ্যাবাড্যান থেকে রিপোর্ট পাঠানো হবে আমাদের কাছে। ওর ফিঙ্গারপ্রিন্টগুলো ঠিকমতো যোগাড় করেছ না?'

'যে-সরাইখানায় কাল রাতে উঠেছিল বলে দাবি করছে সে, সেখান জোন্সকে পাঠিয়েছি আমি। শুনেছি স্টার্কওয়েডার নাকি গ্যারেজে গেছে, ওর গাড়ির কী অবস্থা দেখতে। ওখানে ফোন করেছে জোন্স, কথা বলেছে লোকটার সঙ্গে। যত জলদি সম্ভব পুলিশ স্টেশনে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে ওকে।'

'ভালো। এবার এসো, যে-ফিঙ্গারপ্রিন্ট সনাক্ত করা যায়নি

BanglaBook.org

সেটা নিয়ে কথা বলি। মরদেহের পাশের টেবিলে, যে-কোনো কারণেই হোক, একটা হাত রেখেছিল অচেনা ওই লোক, আর তার ফলে তৈরি হয়েছে অস্পষ্ট ফিঙ্গারপ্রিণ্ট। একই ফিঙ্গারপ্রিণ্ট আমরা খুঁজে পেয়েছি ফ্রেঞ্চউইণ্ডোর ভেতরে এবং বাইরে।'

'বাজি ধরে বলতে পারি ওটা সেই ম্যাকগ্রেগরের,' তুড়ি বাজিয়ে বলল ক্যাডওয়ালাডার।

'হ্যাঁ, সম্ভবত। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে...রিভলভারের গায়ে আবার প্রিণ্টটা নেই। তারমানে কী?'

'তারমানে...আমি যতদূর বুঝতে পারছি...মিস্টার ওয়ারউইককে গুলি করার আগে গ্লাভস পরে নিয়েছিল লোকটা।'

'কেন? নিজেকে গোপন করার জন্য? তা-ই যদি হবে, তা হলে প্রতিশোধের নোট লিখে...মানে, নোট বানিয়ে রেখে গেল কেন?'

'জানি না। এই লোকটাকে বদ্ধ পাগল বলে মনে হচ্ছে আমার। যতদূর জানতে পেরেছি, ছেলে মারা যাওয়ার পর ওর নাকি মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে, ফলে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে সে। ও-রকম একটা লোক এত বছর পর...নাহ্, কেন যেন বার বার মনে হচ্ছে, কোথাও একটা ঘাপলা আছে।'

'ঘাপলা আছে কি না সেটা নিশ্চিত হওয়ারও চেষ্টা চলছে।'

'কী রকম?'

'ম্যাকগ্রেগরের ব্যাপারে জানতে চেয়ে খবর পাঠানো হয়েছে নরউইচে। আশা করছি জবাব পেয়ে যাবো কিছুক্ষণের মধ্যেই।'

টুলে বসে পড়ল ক্যাডওয়ালাডার। 'তবে একটা কথা স্বীকার করতেই হবে, যেদিক থেকেই দেখুন না কেন, এই ঘটনাটা দুঃখজনক।'

'কেন?'

'মিসেস লরা ওয়ারউইকের ব্যাপারটা একবার ভেবে দেখুন।

BanglaBook.org

কী রূপ! আর বয়সও কম। ঘটি আর বাটি একজায়গায় থাকলে একটু ঠুনঠান আওয়াজ হয়ই; যতদূর জেনেছি স্বামীর সঙ্গে তাঁরও নাকি একটু মনোমালিন্য ছিল, সেটা সবারই থাকে। কিন্তু এভাবে রাতবিরেতে ঘুম থেকে উঠে যদি দেখতে হয় পতিদেবতা মরে পড়ে আছে, তা হলে...'

'তুমি মহিলার রূপ দেখে মজে গেলে নাকি?'

ক্যাডওয়ালাডারের গাল দুটো একটু লাল হলো, মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, 'না, ইয়ে, মানে...'

'আমার কাছে কিন্তু ম্যাকগ্রেগরের ঘটনাটা আরও বেশি দুঃখজনক লেগেছে।'

'কোন্ ঘটনাটা, স্যর?'

'মাত্র কিছুদিন হয়েছিল মারা গিয়েছিল ওর বউ। সে-শোক কাটিয়ে উঠবার আগেই চোখের সামনে মরতে দেখল একমাত্র ছেলেটাকে, তা-ও আবার গাড়িচাপা পড়ে।'

'বেপরোয়া ড্রাইভিং,' মন্তব্য করল ক্যাডওয়ালাডার।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল থমাস। 'আশ্চর্যের ব্যাপার কি, জানো? নরহত্যার অভিযোগ আনা হয়েছিল রিচার্ড ওয়ারউইকের বিরুদ্ধে, কিন্তু বেকসুর খালাস পেয়ে যায় সে। শুধু তা-ই না, ওর ড্রাইভিং লাইসেন্সটা পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করা হয়নি। অথচ তাজ্জব ব্যাপার, ওর ড্রাইভিং লাইসেন্সটা এণ্ডোর্স করা ছিল না।'

'বলেন কী, স্যর? লোকটা তা হলে জায়গামতো ঘুষ দেয়ায় ওস্তাদ ছিল?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল থমাস, হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত অস্ত্রটা বের করল নিজের ব্রিফকেস খুলে।

' "দেয়ার ইয সাম ফিয়ারফুল লাইয়িং গোয অন সামটাইমস," বিড়বিড় করে আবৃত্তি করল সার্জেন্ট ক্যাডওয়ালাডার, "লর্ড, লর্ড, হাউ দিস ওয়ার্ল্ড ইয গিভেন টু

BanglaBook.org

লাইয়িং?" কথাটা শেক্সপিয়ারের।'

ওকে একনজর দেখে নিয়ে ছোট টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেল ইন্সপেক্টর থমাস, হাতে রিভলভারটা। 'টেবিলের উপর অচেনা এক লোকের হাতের ছাপ,' বিড়বিড় করে বলছে সে, 'অদ্ভুত!'

'এই বাড়িতে আসা কোনো অতিথি?' পরামর্শ দেয়ার কায়দায় বলল ক্যাডওয়ালাডার।

'সম্ভবত। কিন্তু মিসেস ওয়ারউইক বলেছেন, এ-বাড়িতে গতকাল কোনো মেহমান আসেনি। আমার মনে হয় অ্যাঞ্জেল আরও ভালো বলতে পারবে এ-ব্যাপারে। ...যাও তো, ডেকে আনো লোকটাকে।'

'জী, স্যর,' বলে বেরিয়ে গেল ক্যাডওয়ালাডার।

ঘরের ভেতরে ইন্সপেক্টর এখন একা। টেবিলের উপর বাঁ হাতটা রাখল সে, তারপর সাবধানে ভর দিল সেটাতে, আস্তে আস্তে ঝুঁকল, দেখে মনে হচ্ছে মেঝেতে পড়ে থাকা অদৃশ্য কোনোকিছু দেখার চেষ্টা করছে। কাজ শেষে সোজা হয়ে দাঁড়াল, এগিয়ে গেল ফ্রেঞ্চউইণ্ডোর দিকে, বাইরে বের হলো, ডানে-বাঁয়ে তাকাচ্ছে। ফ্রেঞ্চউইণ্ডোর লকটা দেখল ভালোমতো, তারপর ক্যাডওয়ালাডার ফিরে এসেছে টের পেয়ে ঢুকল ঘরে।

রিচার্ড ওয়ারউইকের খাস-পরিচারক অ্যাঞ্জেলের পরনে একটা ধূসর অ্যালপ্যাকা জ্যাকেট, সঙ্গে সাদা শার্ট, কালো টাই আর ডোরাকাটা ট্রাউজার্স।

ওকে জিজ্ঞেস করল ইন্সপেক্টর, 'তুমি হেনরি অ্যাঞ্জেল?'

'জী, স্যর,' জবাবে বলল লোকটা।

'বসো ওখানে।'

কিছুটা এগিয়ে গিয়ে সোফায় বসে পড়ল অ্যাঞ্জেল।

'কত বছর ধরে মিস্টার রিচার্ড ওয়ারউইকের নার্স-অ্যাটেণ্ডেন্ট

BanglaBook.org

আর খাস-পরিচারক হিসেবে কাজ করছ?' জিজ্ঞেস করল ইন্সপেক্টর।

'সাড়ে তিন বছর, স্যর,' বলল অ্যাঞ্জেল। মার্জিত আচরণ ওর, কিন্তু কেমন একটা ধূর্ত দৃষ্টি খেলা করছে চোখে।

'কেমন লাগত কাজটা?'

'ভালোই তো।'

'তা-ই? মিস্টার ওয়ারউইকের হয়ে কাজ করতে ভালো লাগত তোমার?'

'আপনি আসলে ঠিক কী বোঝাতে চাচ্ছেন বুঝতে পারছি না, স্যর। মিস্টার ওয়ারউইক একটু রগচটা স্বভাবের ছিলেন, কিন্তু আমি মানিয়ে নিতে পেরেছিলাম।'

'কেন?'

জবাব না দিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল অ্যাঞ্জেল।

'মানে, মানিয়ে নিতে গেলে কেন?' বুঝিয়ে বলল ইন্সপেক্টর।

'কারণ কাজটা করার জন্য মোটা বেতন দেয়া হতো আমাকে।'

'তা হলে তো মিস্টার ওয়ারউইক মারা যাওয়ায় তোমার অসুবিধা হয়ে গেল, না?'

'জী, স্যর। তবে...ভবিষ্যতের কথা ভেবে কিছু কিছু করে টাকা জমাতে শুরু করেছিলাম আমি।'

আর্মচেয়ারে বসে পড়ল ইন্সপেক্টর, পাশের টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল রিভলভারটা। 'এই চাকরি নেয়ার আগে কী করতে?'

'একই কাজ করতাম। মানে, অন্য আরেকজনের নার্স-অ্যাটেণ্ডেন্ট ছিলাম। যদি দেখতে চান তা হলে রেফারেন্সও দেখাতে পারবো। এ-পর্যন্ত যতজনের সেবা করেছি, সবাই আমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, এমনকী মিস্টার ওয়ারউইকও। তবে

BanglaBook.org

সামলানো কষ্টকর, এমন মালিক বা রোগী যে পাইনি আমি, তা কিন্তু না। স্যার জেমস ওয়ালিস্টনের কথাই ধরুন। যতদূর জানি তাঁকে শেষপর্যন্ত একটা মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিতে হয়। তাঁকে সামলাতেই সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয়েছে আমার, স্যার।'

'কেন?'

'ড্রাগস,' একশব্দে জবাব দিল অ্যাঞ্জেল।

'ও, আচ্ছা। মিস্টার ওয়ারউইক তো ড্রাগঅ্যাডিক্ট ছিলেন না, তা-ই না?'

'না, স্যার। তবে...

'তবে?'

'ব্র্যাণ্ডির উপর খুব বেশি মাত্রায় নির্ভরশীল ছিলেন তিনি।'

'অনেক খেতেন?'

'জী, স্যার। আসলে...অনেক শব্দটা বোধহয় উপযুক্ত হয় না তাঁর জন্য। বরং প্রচুর বললে মানায় বেশি। তারপরও তাঁকে মাতাল বলা যাবে না।'

'তা-ই নাকি? একটা লোক প্রচুর ব্র্যাণ্ডি খেত কিন্তু মাতাল হতো না?'

'না, স্যার...যদি আমার কথা বিশ্বাস করেন। মদের কোনো খারাপ প্রভাব তাঁর উপর পড়তে দেখিনি আমি কখনও।'

'ও, আচ্ছা। তা...নিজের বাড়িটাকে তো দেখছি আস্ত এক অস্ত্রাগার বানিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। এত বন্দুক আর রিভলভারের মানে কী? আর রাতেবিরেতে জন্তুজানোয়ারের উপর গুলি করার মানেটাই বা কী?'

'আসলে...এটা তাঁর শখ, স্যার। ইচ্ছা করলে ক্ষতিপূরণও বলতে পারেন।'

'ক্ষতিপূরণ? কীসের?'

'এককালে বড় শিকারী ছিলেন তিনি, বাঘ-সিংহ মারতেন।

BanglaBook.org

সুতরাং নিজের বাড়িটাকে যদি অস্ত্রাগার বানিয়ে থাকেন তিনি, আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তাঁর বেডরুমে আরও অস্ত্র আছে। রাইফেল, শটগান, এয়ারগান, পিস্তল, রিভলভার।'

'আচ্ছা। এই রিভলভারটা দেখো তো।'

উঠে টেবিলের দিকে এগিয়ে এল অ্যাঞ্জেল, দেখল রিভলভারটা, কিন্তু কিছু বলল না, ইতস্তত করছে।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল ইন্সপেক্টর। 'ধরতে ভয় পাচ্ছ? ভাবছ ফিঙ্গারপ্রিন্টের যন্ত্রণায় পড়ে যাবে? ঘাবড়ানোর কিছু নেই, ফিঙ্গারপ্রিন্ট যা নেয়ার ছিল তা ইতোমধ্যে নেয়া হয়ে গেছে আমাদের।'

সাবধানে রিভলভারটা তুলে নিল অ্যাঞ্জেল।

'চিনতে পারছ?' জিজ্ঞেস করল ইন্সপেক্টর।

'বলা মুশকিল, স্যর,' বলল অ্যাঞ্জেল। 'দেখে তো মনে হচ্ছে মিস্টার ওয়ারউইকেরই, কিন্তু আমি আসলে আগ্নেয়াস্ত্র সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানি না। কাল রাতে ঠিক কোন্ অস্ত্রটা নিজের পাশে টেবিলের উপর রেখেছিলেন তিনি, বলতে পারবো না।'

'তিনি কি প্রতিরাতে একই অস্ত্র ব্যবহার করতেন না?'

'না, না, এ-ব্যাপারে তাঁর শখের সীমা ছিল না, স্যর। একেক রাতে একেক অস্ত্র ব্যবহার করতেন তিনি,' রিভলভারটা ইন্সপেক্টরের দিকে বাড়িয়ে ধরল অ্যাঞ্জেল।

ওটা নিল থর্মাস। 'কাল রাতে খুবই ঘন কুয়াশা ছিল, জানো?'

'জী, স্যর, জানি।'

'এত ঘন কুয়াশায়, যেখানে দু'-তিন হাত দূরের জিনিসও দেখা যাচ্ছিল না ঠিকমতো, সেখানে রিভলভার নিয়ে বসে থাকার মানে কী?'

'স্বভাব, স্যর। আসলে, আগ্নেয়াস্ত্র পাশে নিয়ে রাত কাটানোটা মিস্টার ওয়ারউইকের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল।'

BanglaBook.org

'ঠিক আছে। বসো।'

সোফার এককোনায় আবার বসে পড়ল অ্যাঞ্জেল।

রিভলভারের ব্যারেলটা কিছুক্ষণ দেখল ইন্সপেক্টর, তারপর প্রশ্ন করল, 'কাল রাতে শেষ কখন দেখেছিলে মিস্টার ওয়ারউইককে?'

'খুব সম্ভব রাত পৌনে দশটার দিকে, স্যর। তাঁর পাশে এক বোতল ব্র্যাণ্ডি, একটা গ্লাস, আর তাঁর পছন্দ-করা একটা রিভলভার ছিল। বেশ ঠাণ্ডা ছিল গতরাতে, তাই তাঁর জন্য মোটা একটা কম্বল নিয়ে আসি আমি, সেটা দিই তাঁকে, তারপর গুডনাইট জানিয়ে চলে যাই।'

'তিনি কি কোনোরাতেই ঘুমাতেন না?'

'না, স্যর। মানে...বিছানায় ঘুমাতেন না আর কী। যদি ঘুম আসত, হুইলচেয়ারেই ঘুমাতেন বেশিরভাগ সময়। প্রতিদিন ভোর ছ'টার সময় তাঁর জন্য চা নিয়ে আসতাম আমি। তারপর হুইলচেয়ারটা চালিয়ে তাঁকে নিয়ে যেতাম তাঁর বেডরুমে। ওখানে তাঁর নিজের বাথরুম ছিল। সেখানে তিনি গোসল, শেভ ইত্যাদি কাজ করতেন। তারপর ঘুমিয়ে পড়তেন, লাঞ্চটাইমের আগে উঠতেন না প্রায় কখনোই। যতদূর জানি, রাত্রিকালীন অনিদ্রা রোগ ছিল তাঁর, তাই হুইলচেয়ারে বসে থেকে রাত পার করে দেয়াটাই ভালো মনে করতেন তিনি। আমি বলবো, তিনি ভদ্রলোকই ছিলেন, তবে একটু খামখেয়ালি।'

'তুমি যখন গুডনাইট জানিয়ে চলে গেলে, তখন ফ্রেঞ্চউইণ্ডোটা বন্ধ ছিল নাকি খোলা ছিল?'

'বন্ধ, স্যর। যেমনটা বলেছেন আপনি—গতরাতে সাংঘাতিক কুয়াশা ছিল। মিস্টার ওয়ারউইক চাননি ঘরের ভেতরে কুয়াশা ঢুকে পড়ুক।'

'ও আচ্ছা। তারমানে ফ্রেঞ্চউইণ্ডোটা বন্ধ ছিল?'

BanglaBook.org

'জী, স্যর।'

'লক করা ছিল?'

'না, স্যর। ওটা কখনোই লক করা হতো না।'

'কেন?'

'কারণ, যখনই ইচ্ছা হবে মিস্টার ওয়ারউইকের, তখনই যেন সেটা খুলতে পারেন তিনি।'

'হুইলচেয়ারে বসেই?'

'জী, স্যর। নিজে নিজে হুইলচেয়ার চালিয়ে জানালাটার কাছে যেতে পারতেন তিনি। কুয়াশা বা ঝড়বৃষ্টি না থাকলে সেটা খুলে রাখতেন প্রায় সবসময়।'

'ও আচ্ছা। কাল রাতে গুলির আওয়াজ শুনেছ?'

'না, স্যর।'

উঠে দাঁড়াল থমাস, এগিয়ে গেল অ্যাঞ্জেলের দিকে, লোকটার কাছে গিয়ে থামল, ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। 'কী বলছ, বুঝে বলছ তো?'

'জী, স্যর। আমার ঘর এখান থেকে যথেষ্ট দূরে। তা-ও আবার লম্বা একটা প্যাসেজ ধরে যেতে হয়, এবং আমার দরজায় মোটা পশমি কাপড় লাগানো আছে।'

'সেক্ষেত্রে হঠাৎ তোমাকে দরকার হলে, তোমার মনিব ডাকতেন কীভাবে?'

'বেল বাজাতেন তিনি। ঘণ্টাটা আমার ঘরে আছে।'

'কাল রাতে বেল বাজিয়েছিলেন তিনি?'

'না, স্যর। কাজটা যদি করতেন তিনি, সঙ্গে সঙ্গে ঘুম থেকে উঠে পড়তাম আমি, এবং ছুটে আসতাম। বেলটা...যদি কিছু মনে না করেন তা হলে সরাসরিই বলি, খুব জোরালো।'

'তুমি কি...' প্রশ্নটা করা হলো না ইন্সপেক্টর থমাসের, কারণ হঠাৎ বেজে উঠেছে স্টাডিরুমের টেলিফোনটা।

BanglaBook.org

কিছুটা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেল ইন্সপেক্টরের চেহারায়, ঘুরে ক্যাডওয়ালাডারের দিকে তাকাল সে, আশা করছে এগিয়ে গিয়ে ফোনটা ধরবে সে।

কিন্তু দিবাস্বপ্ন যেন পেয়ে বসেছে সার্জেন্টকে, চোখ খোলা রেখে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে কিন্তু নিশ্চিতভাবে বলা যায় দেখছে না কিছুই, বরং নিঃশব্দে কী যেন বলছে একটানা—খুব সম্ভব কোনো কবিতা আবৃত্তি করছে। কিছুক্ষণ পর বুঝতে পারল ইন্সপেক্টর বিষদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে, এবং টেলিফোনটা বাজছে।

বসে ছিল সে, লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল : 'দুঃখিত, স্যর। একটা কবিতা এসে গিয়েছিল মাথায়।' এগিয়ে গিয়ে টেলিফোনের রিসিভার তুলল। 'সার্জেন্ট ক্যাডওয়ালাডার বলছি।'

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা।

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' বলল সার্জেন্ট।

আবারও কিছুক্ষণের নীরবতা।

ঘাড় ঘুরিয়ে ইন্সপেক্টরের দিকে তাকাল ক্যাডওয়ালাডার। 'নরউইচ থেকে ফোন এসেছে, স্যর। পুলিশের লোক।'

এগিয়ে গিয়ে সার্জেন্টের হাত থেকে রিসিভারটা নিল থমাস, বসে পড়ল ডেস্কের উপর। 'কে, এডমাণ্ডসন নাকি? ...আমি থমাস। ...বুঝতে পেরেছি। ...ঠিক আছে। ...হ্যাঁ, ক্যালগারি। ...হ্যাঁ, হ্যাঁ। ...হ্যাঁ, ওর খালা। ...কবে মারা গেছে মহিলা? ...ও, দুই মাস আগে? ...ও, আচ্ছা। ...আঠারো, রোড নম্বর চৌত্রিশ, ক্যালগারি,' অসহিষ্ণু দৃষ্টিতে তাকাল ক্যাডওয়ালাডারের দিকে, ইশারায় নোট করে নিতে বলছে ঠিকানাটা। 'হ্যাঁ। ...ও, তা-ই নাকি? ...হ্যাঁ, একটু আস্তে আস্তে, প্লিয,' আবারও তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল সার্জেন্টের দিকে। 'মাঝারি উচ্চতা। ...নীল চোখ, কালো চুল, গালে দাড়ি আছে। ...হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি বলায় মনে পড়ল

Banglabook.org

আবার, কেসটা কি এত সহজে ভুলবার মতো? ...তা-ই নাকি? তুমি নিশ্চিত কাজটা করেছিল লোকটা? ...কী বললে? খুবই উগ্র প্রকৃতির? ...পাঠাচ্ছ আমার কাছে? ...ঠিক আছে, অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, এডমাগুসন। আচ্ছা, একটা কথা বলো তো। এ-ব্যাপারে তোমার কী ধারণা? ...বলো কী! আগেও দু'-একবার করেছিল? ...ঠিক আছে, আরও চিন্তাভাবনা করো। ...আচ্ছা, রাখি তা হলে, ধন্যবাদ।'

রিসিভারটা জায়গামতো নামিয়ে রাখল থমাস, তাঁকাল সার্জেণ্টের দিকে। 'ম্যাকগ্রেপরের ব্যাপারে কিছু তথ্য জানা গেল।'

ক্যাডওয়ালাডারের চোখেমুখে কৌতূহল ফুটল। 'কী?'

'আপাতত মনে হচ্ছে, স্ত্রী মারা যাওয়ার পর ইংল্যাণ্ড থেকে কানাডায় ফিরে যায় সে, ছেলেকে রেখে যায় ওর স্ত্রীর এক খালার কাছে। মহিলা তখন উত্তর ওয়ালশামে থাকতেন। ছেলেকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারেনি, কারণ তখন আলাস্কায় নতুন একটা চাকরি পেয়েছে সে, ফলে ছেলেটাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার কোনো উপায় ছিল না। ছেলের মৃত্যুতে আসলেই ভীষণ ভেঙে পড়ে সে, অনেকটা অপ্রকৃতিস্থই নাকি হয়ে গিয়েছিল, তার উপর ন্যায্য বিচার পায়নি, তাই ওয়ারউইকের উপর যেভাবেই হোক চরম প্রতিশোধ নেয়ার কসম খায়। ও-রকম একটা ঘটনা বা দুর্ঘটনার পর প্রতিশোধ নেয়ার কসম খাওয়া অস্বাভাবিক কিছু না। যা-হোক, পরে কানাডায় ফিরে যায় সে। ওর ঠিকানা পাওয়া গেছে, জায়গামতো টেলিগ্রাম পাঠানোরও ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। ও, ওর স্ত্রীর সেই খালা, যার কাছে ছেলেকে রেখে গিয়েছিল সে, দু'মাস আগে মারা গেছে।' ঝট করে অ্যাঞ্জেলের দিকে ঘুরল ইন্সপেক্টর থমাস। 'আমার মনে হয় তুমি তখন সেখানে ছিলে, তা-ই না, অ্যাঞ্জেল?'

ঢোক গিলল অ্যাঞ্জেল, মুহূর্তের মধ্যে কালো হয়ে গেছে ওর

BanglaBook.org

চেহারা। 'কোন্ সময়, স্যর?'

'দুর্ঘটনাটা যখন ঘটে।'

'কো...কোন্ দুর্ঘটনা, স্যর?'

'ন্যাকামো কোরো না, অ্যাঞ্জেল, ফল ভালো হবে না। মনে নেই উত্তর ওয়ালশামের কথা? তোমার মনিব যেখানে গাড়িচাপা দিয়ে মেরেছিল একটা ছেলেকে?'

'জী, জী, স্যর, মনে আছে।'

'ঠিক কী হয়েছিল, বলো তো?'

'প্রধান সড়ক ধরে গাড়ি চালাচ্ছিলেন মিস্টার ওয়ারউইক। হঠাৎ একটা বাড়ির ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে ছেলেটা। ওটা...ওটা কোনো সরাইখানাও হতে পারে, আমার আসলে ঠিকমতো মনে নেই। ...হ্যাঁ, সরাইখানাই হবে খুব সম্ভব। মিস্টার ওয়ারউইককে দোষ দিয়ে লাভ নেই আসলে—তিনি যে সময়মতো ব্রেক চাপবেন সে-উপায় ছিল না। তিনি কিছু করার আগেই তাঁর গাড়ির নীচে চাপা পড়ে ছেলেটা।'

'খুব জোরে গাড়ি চালাচ্ছিলেন তিনি তখন, তা-ই না?'

'না, না, স্যর। পরে তদন্তের সময় প্রমাণিত হয়েছে, তিনি আসলে জোরে গাড়ি চালাচ্ছিলেন না। তাঁর গাড়ি...স্পিডলিমিটের ভেতরেই ছিল।'

'তা-ই?'

'জী, স্যর। আর...নার্স ওয়ারবার্টন—তখন যে-নার্স দেখাশোনা করত মিস্টার ওয়ারউইকের, সে-ও জোর দিয়ে বলেছে কথাটা। কারণ গাড়ির ভেতরে মিস্টার ওয়ারউইকের সঙ্গে ছিল সে-ও।'

'দুর্ঘটনাটা যখন ঘটে, তখন স্পিডোমিটার দেখেছিল নার্স ওয়ারবার্টন?'

'আমার মনে হয় দেখেছিল। কারণ পরে সে বলে,

BanglaBook.org

নাকি ঘণ্টাপ্রতি বিশ থেকে পঁচিশ মাইল বেগে চলছিল। যা-হোক, আদালত কিন্তু বেকসুর খালাস দেয় মিস্টার ওয়ারউইককে।'

'বুঝলাম। কিন্তু ছেলেটার বাবা তো মেনে নেয়নি রায়টা?'

'সেটাই কি স্বাভাবিক না, স্যর?'

'একটা কথা সত্যি করে বলো তো, অ্যাঞ্জেল। মিস্টার ওয়ারউইক কি তখন মাতাল অবস্থায় ছিলেন?'

'আগেও বলেছি, আবারও বলছি, মদের খারাপ প্রভাব মিস্টার ওয়ারউইকের উপর তেমনভাবে পড়তে দেখেনি আমি, স্যর। তা ছাড়া যতদূর জানি, দুর্ঘটনাটা যখন ঘটে, তার আগে তিনি নাকি মাত্র এক গ্লাস শেরি খেয়েছিলেন।'

ফ্রেঞ্চউইণ্ডোর দিকে এগিয়ে গেল ইন্সপেক্টর, পকেট থেকে রুমাল বের করে নাক ঝাড়ল। 'ঠিক আছে, তুমি তা হলে এখন যেতে পারো, অ্যাঞ্জেল।'

উঠে দাঁড়িয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল অ্যাঞ্জেল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর ফিরে এল, ইতস্তত করছে। দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে বলল, 'ক্ষমা করবেন, স্যর, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?'

ঘুরে তাকাল থমাস। 'কী?'

'মিস্টার ওয়ারউইককে কি তাঁর রিভলভার দিয়েই গুলি করা হয়েছে?'

'সেটা এখনই বলা যাচ্ছে না, আরও খতিয়ে দেখতে হবে আমাদেরকে।' স্থির দৃষ্টিতে অ্যাঞ্জেলের দিকে তাকাল ইন্সপেক্টর। 'যে-ই গুলি করে থাকুক না কেন মিস্টার ওয়ারউইককে, পালানোর সময় জোরে ধাক্কা খেয়েছে মিস্টার স্টার্কওয়েডারের সঙ্গে। তাব আগে ওই লোকের গাড়ি পড়েছে রাস্তার গর্তে, সাহায্যের আশায় তোমাদের বাড়ির দিকে আসছিল সে। যা-হোক, যে-লোক ছুটে পালাচ্ছিল, প্রচণ্ড ধাক্কার কারণে রিভলভারটা পড়ে যায় তার হাত থেকে। আর সেটাই তুলে আনে মিস্টার

BanglaBook.org

স্টার্কওয়েডার,' ইঙ্গিতে টেবিলের উপর রাখা রিভলভারটা দেখিয়ে দিল সে।

'ও, আচ্ছা। ধন্যবাদ, স্যর,' চলে যাওয়ার জন্য ঘুরল অ্যাঞ্জেল।

'একটা কথা বলো তো,' জেরা শেষ হয়নি ইন্সপেক্টরের। 'কাল কোনো মেহমান এসেছিল এ-বাসায়? বিশেষ করে রাতে?'

কিছুক্ষণ কী যেন চিন্তা করে অ্যাঞ্জেল বলল, 'না, সে-রকম কারও কথা তো মনে করতে পারছি না, স্যর।' আরও কিছু জানতে চাওয়ার আছে ইন্সপেক্টরের ভেবে চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল সে, কিন্তু থমাস কিছু না বলায় চলে গেল একসময়, টেনে দিয়ে গেল দরজাটা।

সার্জেন্টের দিকে তাকাল থমাস। 'লোকটাকে একটুও ভালো লাগেনি আমার কাছে। ওর ভেতরে একটা...কী যেন আছে। ওকে ঠিক সন্দেহ করছি বলবো না, কিন্তু...'

'আমারও একই মত,' বলল ক্যাডওয়ালাডার। 'লোকটা বিশ্বাস করার মতো না। আরও বড় কথা, কেন যেন মনে হচ্ছে আমার, সেই দুর্ঘটনাটার ব্যাপারে কিছু একটা চেপে যাচ্ছে এ-বাড়ির সবাই।'

কিছু বলল না ইন্সপেক্টর, একটু আগে ক্যাডওয়ালাডারের লেখা নোটগুলো পড়ছে। পড়া শেষ হলে তাকাল সার্জেন্টের দিকে। 'আচ্ছা, এমন কি হতে পারে, কাল রাতের ব্যাপারে বিশেষ কিছু জানে অ্যাঞ্জেল, কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক সেটা চেপে গেছে আমাদের কাছে?'

কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুলেছিল সার্জেন্ট, কিন্তু ওকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বলে উঠল ইন্সপেক্টর, 'হ্যালো, হ্যালো, এটা আবার কী? এখানে এটা কী লিখেছ তুমি? "ইট ইয মিস্টি ইন নভেম্বর, বাট সেলডম ইন ডিসেম্বর?" কার কবিতা

BanglaBook.org

এটা? কীটসের না নিশ্চয়ই?'

'না, স্যর,' সার্জেন্ট ক্যাডওয়ালাডারের কণ্ঠে গর্বের সুর, 'ওটা ক্যাডওয়ালাডারের।'

আট

ক্যাডওয়ালাডারের নোটবুকটা ওর দিকে ছুঁড়ে মারল ইন্সপেক্টর, আর ঠিক তখনই খুলে গেল স্টাডির দরজা। ভেতরে ঢুকল মিস বেনেট, সাবধানে আটকিয়ে দিল দরজাটা। 'ইন্সপেক্টর,' বলল সে, 'মিসেস ওয়ারউইক দেখা করতে চাচ্ছেন আপনার সঙ্গে, কী নাকি জরুরি কথা আছে। সকাল থেকেই কেমন অস্থিরতায় ভুগছেন তিনি।'

'কোন্ মিসেস ওয়ারউইক?' জিজ্ঞেস করল থমাস। 'এখানে তো মিসেস ওয়ারউইক দু'জন।'

'মিসেস ওয়ারউইক সিনিয়র, রিচার্ডের মা। ...যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা বলতে চাই।'

'বলুন।'

'একটু আগেও বললাম, খুব অস্থির হয়ে আছেন তিনি। দেখে তেমন একটা সুস্থ বলে মনে হচ্ছে না তাঁকে, যদিও কথাটা মানতে তিনি নারাজ। তাঁর সঙ্গে...একটু সাবধানে কথা বলতে হবে আপনাকে।'

'ঠিক আছে, আমার পক্ষে যতটুকু সাবধানে কথা বলা সম্ভব, বলবো।'

BanglaBook.org

'এখন আসতে বলবো তাঁকে?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। আসতে বলুন।'

দরজাটা খুলল মিস বেনেট, ইশারা করল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকলেন মিসেস ওয়ারউইক।

'সমস্যা নেই,' তাঁকে আশ্বস্ত করল মিস বেনেট, তারপর বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে, লাগিয়ে দিয়ে গেল দরজাটা।

'গুড মর্নিং, ম্যাডাম,' বলল থমাস।

'একটা কথা বলুন তো, ইন্সপেক্টর,' সম্ভাষণের জবাবে কিছু না বলে সরাসরি কাজের কথায় চলে গেলেন মিসেস ওয়ারউইক, 'কী জানতে পারলেন আপনারা?'

'প্রশ্নটার জবাব দেয়ার সময় এখনও আসেনি, ম্যাডাম। তবে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন আপনি, চেষ্টায় কোনো ত্রুটি করছি না আমরা।'

সোফায় বসে পড়লেন মিসেস ওয়ারউইক, তবে লাঠিটা রাখলেন না হাত থেকে। 'ওই ম্যাকগ্রেগর লোকটাকে কি ইদানীং আশপাশে কোথাও দেখা গেছে? ওর কোনো খবর জানে কেউ?'

'সে-ব্যাপারে খোঁজখবর করছি আমরা। তবে...'

'তবে?'

'এই এলাকায় অচেনা কোনো লোকের রিপোর্ট পাওয়া যায়নি এখন পর্যন্ত।'

'বেচারা ছেলেটা!' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিসেস ওয়ারউইক।

'কোন্ ছেলেটা, ম্যাডাম?'

'রিচার্ডের গাড়ির নীচে চাপা পড়ে মরেছে যে-ছেলেটা। ওর বাপটা শেষপর্যন্ত মানসিক ভারসাম্যই হারিয়ে ফেলেছিল। শুনেছি তখন নাকি ভীষণ হিংস্র হয়ে উঠেছিল লোকটা, আজেবাজে অনেক কথা বলেছিল রিচার্ডকে। অস্বাভাবিক কিছু না...একমাত্র সন্তানকে ওভাবে হারালে আমিও হয়তো তা-ই করতাম। কিন্তু

BanglaBook.org

দু'বছর পর? ব্যাপারটা কেমন অবিশ্বাস্য লাগে না?'

'হ্যাঁ, লাগে,' স্বীকার করল থমাস। 'অপেক্ষা করার জন্য দুটো বছর অনেক লম্বা সময়।'

'লোকটা স্কটিশ। সবাই বলে, স্কটিশরা নাকি নাছোড়বান্দা স্বভাবের হয়। ওদের ধৈর্যশক্তি অতুলনীয়।'

'ইদানীং কেউ কোনো হুমকি দিয়েছিল আপনার ছেলেকে?'

'হুমকি?'

'হুঁ, ধরুন কোনো চরমপত্র, অথবা সে-রকম অন্যকিছু?'

'না। আমি নিশ্চিত ও-রকম কোনো চিঠি দেয়নি কেউ ওকে।'

'কথাটা এত জোর দিয়ে বলছেন যে?'

'জোর দিয়ে বলছি, কারণ ও-রকম কিছু পেলে অন্তত আমাকে জানাত রিচার্ড। কারও হুমকিধমকিতে ভয় পাওয়ার মতো মানুষ ছিল না সে। কেউ ও-রকম কিছু বললে সে হেসে উড়িয়ে দিত।'

'তারমানে ম্যাকগ্রেগরের হুমকিও সিরিয়াসলি নেননি তিনি?'

'না, নেয়নি। আসলে...আমার ছেলেটা একটু অন্যরকমের ছিল। বিপদ ভয় পেত না, বরং বিপদ নিয়ে খেলতে মজা পেত। বিপদে পড়লে হাসত,' কণ্ঠ শুনে মনে হলো মিসেস ওয়ারউইক পুত্রগর্বে গর্বিত।

'দুর্ঘটনাটার পর আপনার ছেলে কি ম্যাকগ্রেগরকে কোনোরকম ক্ষতিপূরণ দিতে চেয়েছিলেন?'

'দিতে চাওয়াটাই কি স্বাভাবিক না? রিচার্ড আর যা-ই হোক, কিপ্টে ছিল না কোনোকালে।'

'আপনার ছেলের প্রস্তাবে ম্যাকগ্রেগর কী বলল?'

'সরাসরি মানা করে দিল।'

'স্বাভাবিক।'

'যতদূর শুনেছিলাম, ম্যাকগ্রেগরের বউ নাকি তখন কিছুদিন

BanglaBook.org

আগে মারা গেছে। ছেলেটাই ছিল ওর সব। ব্যাপারটা আসলেই একটা ট্র্যাজেডি।'

'আচ্ছা, আপনি তো একজন মা; একটা কথা বলুন তো, আপনার ছেলের কি আসলেই কোনো দোষ ছিল না?'

জবাব দিলেন না মিসেস ওয়ারউইক।

'আপনার ছেলের তা হলে কোনো দোষ ছিল না?' প্রশ্নটা আবারও জিজ্ঞেস করতে হলো থমাসকে।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর মিসেস ওয়ারউইক বললেন, 'শুনেছি কথাটা।'

'মানে? আপনি বলতে চাচ্ছেন আপনার ছেলের কোনো দোষ ছিল না?'

অস্বস্তির ছাপ পড়েছে মিসেস ওয়ারউইকের চেহারায়, একটা কুশন টেনে নিয়ে সেটার একটা প্রান্ত খুঁটছেন নখ দিয়ে। 'খুব বেশি মদ খেত রিচার্ড। আর সে-রাতেও যে খেয়েছিল সে-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই আমার।'

'কিন্তু মাত্র এক গ্লাস শেরিতে তো কারও নেশা হওয়ার কথা না?'

'এক গ্লাস শেরি?' তিতা হাসি হাসলেন মিসেস ওয়ারউইক। 'প্রচুর মদ খেত সে, প্রচুর। টেবিলের উপর ওই সোরাহিটা আছে না? প্রতিদিন রাতে ওটা কানায় কানায় পূর্ণ করে দেয়া হতো, পরদিন সকালে দেখা যেত একফোঁটা মদও নেই ভেতরে।'

মিসেস ওয়ারউইকের মুখোমুখি, টুলের উপর বসে পড়ল থমাস। 'তারমানে দুর্ঘটনাটার জন্য দোষ দেয়া যায় আপনার ছেলেকে?'

'অবশ্যই যায়। এ-ব্যাপারে কখনও কোনো সন্দেহ ছিল না আমার।'

'অথচ বেকসুর খালাস দেয়া হয়েছিল তাঁকে,' মনে করিয়ে

BanglaBook.org

দেয়ার ঢং-এ বলল থমাস।

হাসলেন মিসেস ওয়ারউইক। 'ঘটনাস্থলে সঙ্গে থাকা কেউ যদি আমার পক্ষে সাফাই গায় তা হলে আদালতের দোষ কী? আপনি বোধহয় ওই নার্সটার কথা বলছেন, না? ওই ওয়ারবার্টন মেয়েটা?'

মাথা ঝাঁকাল থমাস।

'মাথামোটা মেয়েমানুষ কোথাকার!' নাক দিয়ে বিরক্তিসূচক আওয়াজ করলেন মিসেস ওয়ারউইক। 'তবে মেয়েটা পছন্দ করত রিচার্ডকে। আমার ধারণা মিথ্যে বক্তব্য দেয়ার জন্য ওকে মোটা টাকা দিয়েছিল রিচার্ড।'

'ওটা আসলেই আপনার ধারণা, নাকি ঠিক ঠিকই ঘটেছিল ঘটনাটা?'

'জানি না,' খনখনে গলায় বললেন মিসেস ওয়ারউইক, উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন হঠাৎ করেই। 'আমার যা মনে হয়েছে বলেছি আপনাকে।'

কিছু বলল না থমাস, মিসেস ওয়ারউইককে উত্তেজিত করে তুলতে চাচ্ছে না সে।

'আপনি আসলে কী জানতে চাচ্ছেন, বলুন তো?' নিজেকে সামলাতে পারছেন না মিসেস ওয়ারউইক, এতক্ষণে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড অস্থির হয়ে আছেন তিনি। 'ওই ম্যাকগ্রেগর লোকটা রিচার্ডকে খুন করতে পারে কি না? হ্যাঁ, অবশ্যই পারে। লোকটার কোনো মোটিভ আছে কি না? অবশ্যই আছে। তবে আমার কাছে যে-ব্যাপারটা আশ্চর্য লাগছে তা হলো, বদলা যদি নেবেই লোকটা, এত বছর পরে কেন? আরও আগেই কাজটা করতে পারত সে, করল না কেন? নিশ্চয়ই রিচার্ডকে খুঁজে বের করাটা খুব কঠিন কোনো কাজ ছিল না ওর জন্য?'

হাত তুলে মিসেস ওয়ারউইককে শান্ত করার চেষ্টা করল

BanglaBook.org

থমাস। 'ঠিক আছে, এ-ব্যাপারে খোঁজখবর করছি আমরা, যদি দরকার হয় তা হলে পরে আপনার সঙ্গে আবারও কথা বলা যাবে এটা নিয়ে। এবার অন্য প্রসঙ্গে আসি। গতকাল রাতে সন্দেহজনক কোনোকিছু শুনেছিলেন?'

আবারও তিতা হাসি হাসলেন মিসেস ওয়ারউইক। 'আমি কানে একটু কম শুনি, জানেন কি না জানি না। সন্দেহজনক কোনোকিছু...না, শুনিনি। যা শুনেছি তা হলো, কারা যেন কথা বলছিল আমার ঘরের বন্ধ দরজার বাইরে, ছোটাছুটি করছিল। তখন নীচে নেমে আসি আমি। আমাকে দেখতে পেয়ে জ্যান বলে, গুলি করা হয়েছে রিচার্ডকে। আমি...আমি প্রথমে ভেবেছিলাম...আমার সঙ্গে বোধহয় ঠাট্টা করছে ছেলেটা।'

'জ্যান আপনার ছোট ছেলে, না?'

'জ্যান আমার ছেলে না।'

'কী?'

'বললাম, জ্যান আমার ছেলে না।'

'তা হলে? মানে, কার ছেলে সে?'

'অনেক বছর আগে আমার স্বামীকে ডিভোর্স দিই আমি। তখন আবার বিয়ে করে সে। ওই ঘরেই জন্ম হয় জ্যানের,' থামলেন মিসেস ওয়ারউইক, কী যেন ভাবলেন কিছুক্ষণ, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলতে লাগলেন, 'ব্যাপারটা আসলে যতটা না জটিল, শুনতে তারচেয়ে বেশি জটিল লাগে। জ্যানের বাপ মরল, মা-ও মরল কিছুদিন পর, তখন ওকে দেখে রাখার মতো কেউ নেই। তাই আমাদের কাছে চলে এল ছেলেটা। তখন মাত্র বিয়ে হয়েছে রিচার্ড আর লরার। লরা...ওর কথা আর কী বলবো...সবসময় আগলে রাখত জ্যানকে...এখনও রাখে; জ্যানের সঙ্গে ওর ব্যবহার দেখলে কেউ বলবে না, ওর স্বামীর সৎ ভাই জ্যান, বরং বলবে, ছেলেটা ওর আপন ছোট ভাই।'

Banglabook.org

'হুঁ। আপনার ছেলের ব্যাপারে কিছু বলুন।'

'আমার ছেলেকে ভালোবাসতাম আমি, ইন্সপেক্টর। কোন্ মা তার সন্তানকে ভালোবাসে না, বলুন? তারপরও আমি বলবো, আমার ভালোবাসা অন্ধ ছিল না। ওর দোষত্রুটি ধরা পড়ত আমার চোখে, এবং সেগুলো নিয়ে মাঝেমধ্যে কথা কাটাকাটিও হতো ওর সঙ্গে। হয়তো জানেন, একটা দুর্ঘটনায় হাঁটাচলার ক্ষমতা অনেকখানি হারিয়ে ফেলেছিল সে, এবং সে-কারণে ওর প্রতি সহানুভূতি ছিল আমার মনে, তবে সেটা প্রকাশ না করার চেষ্টা করতাম বেশিরভাগ সময়। ...নিজেকে নিয়ে খুব গর্ব করত সে, হাঁটাচলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলার আগে বেশিরভাগ সময়ই বাড়ির বাইরে থাকত, পরে যখন প্রায় পঙ্গু হয়ে যায় তখন ভীষণ মুষড়ে পড়ে—সেটাই স্বাভাবিক। তবে...একটা কথা বলা উচিত...দুর্ঘটনার কারণে ওর চরিত্রের কোনো পরিবর্তন হয়নি।'

'হুঁ, শুনেছি। তাঁর দাম্পত্য জীবন কেমন ছিল? মানে, বিবাহিত জীবনে তিনি কি সুখী ছিলেন?'

'এ-ব্যাপারে ন্যূনতম কোনো ধারণা নেই আমার,' বোঝা গেল ওই বিষয়ে কথা বলতে চান না মিসেস ওয়ারউইক। 'আপনার কি আর কিছু জানতে চাওয়ার আছে, ইন্সপেক্টর?'

'না, ধন্যবাদ, মিসেস ওয়ারউইক,' বলল থমাস। 'তবে মিস বেনেটের সঙ্গে একটু কথা বলা দরকার।'

উঠে দাঁড়ালেন মিসেস ওয়ারউইক, সার্জেন্ট ক্যাডওয়ালাডার এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল তাঁর জন্য। 'হ্যাঁ, অবশ্যই,' বললেন তিনি, 'দরকার হলে কথা তো বলতেই হবে মিস বেনেটের সঙ্গে। আমরা বেনি বলে ডাকি ওকে। আমার মনে হয় এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে সে-ই সবার চেয়ে বেশি সাহায্য করতে পারবে আপনাকে।'

'হত্যাকাণ্ড?' চট করে কথাটা ধরল থমাস। 'এখনই এত

BanglaBook.org

নিশ্চিত হচ্ছেন কীভাবে?'

থতমত খেয়ে গেলেন মিসেস ওয়ারউইক। 'আসলে...সবাই তা-ই বলাবলি করছে...আমিও বললাম। কোনো সমস্যা?'

ভ্রূ কুঁচকে মিসেস ওয়ারউইকের দিকে তাকিয়ে আছে থমাস, জবাব দিল না প্রশ্নটার। 'কতদিন ধরে আপনাদের এখানে কাজ করছে সে?'

'কে?' প্রসঙ্গ হঠাৎ বদলে যাওয়ায় প্রশ্নটা বুঝতে পারলেন না মিসেস ওয়ারউইক। 'কার কথা বলছেন?'

'মিস বেনেট।'

'ওহ্! বছরের পর বছর ধরে আমাদের এখানে আছে সে। সঠিক হিসেবটা বলতে পারবো না আমিও। জ্যান যখন ছোট ছিল তখন ওর দেখাশোনা করত সে। তার আগে টুকটাক কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করত রিচার্ডকে। শুধু ওদের দু'জনের কথা বলছি কেন, বেনি তো আমাদের সবারই দেখাশোনা করে। আমরা...আমরা ওকে খুব বিশ্বাস করি, ইন্সপেক্টর,' বেরিয়ে যাওয়ার জন্য হাঁটা ধরলেন মিসেস ওয়ারউইক, দরজার কাছে পৌঁছে ধন্যবাদ জানানোর জন্য নড করলেন ক্যাডওয়ালাডারের উদ্দেশে।

BanglaBook.org

নয়

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সেটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল ক্যাডওয়ালাডার, তাকিয়ে আছে ইন্সপেক্টরের দিকে। 'রিচার্ড

ওয়ারউইক তা হলে সাংঘাতিক এক মদখোর ছিল? জানেন, ওর সম্বন্ধে কথাটা আগেও শুনেছি আমি।'

'তা-ই নাকি?' কণ্ঠ শুনে মনে হলো না সার্জেণ্টের কথায় খুব একটা আগ্রহ বোধ করছে থমাস। 'আর কী কী শুনেছ ওর ব্যাপারে?'

'ওর ছোটখাটো অস্ত্রাগারের ব্যাপারে শুনেছি। আমার কী মনে হয়, জানেন? আমার মনে হয়, লোকটার মাথায় কিছুটা হলেও ছিট ছিল।'

'হতে পারে। ছিট আমাদের সবার মাথাতেই কমবেশি আছে।'

টেলিফোনটা বেজে উঠল এমন সময়।

ক্যাডওয়ালাডার রিসিভ করবে, ভেবে ওর দিকে তাকাল থমাস। কিন্তু ইতোমধ্যে আর্মচেয়ারের দিকে এগিয়ে গেছে সার্জেণ্ট, বসে পড়েছে সেটাতে, নোটবুকটা খুলে সেটার দিকে তাকিয়ে বিভোর হয়ে গেছে আত্মচিন্তায়, কোনো সন্দেহ নেই নতুন একটা কবিতা এসে গেছে ওর মাথায়, আর সে-কারণে হারিয়ে গেছে সে চিন্তার রাজ্যে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল থমাস, এগিয়ে গেল বেজে-চলা ফোনটার দিকে, রিসিভার তুলল।

'হ্যালো?' বলল সে। 'হ্যাঁ, বলছি। ...স্টার্কওয়েডার এসেছিল? ...ফিঙ্গারপ্রিণ্ট দিয়েছে? ...ভালো। ...কী? ...ও, আচ্ছা, ওকে অপেক্ষা করতে বলো। ...এই ধরো আধ ঘণ্টার ভেতরে ফিরে আসবো আমি। ...হ্যাঁ, ওকে আরও কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই আমি। ...আচ্ছা, ঠিক আছে, গুডবাই।'

কথা শেষ করে রিসিভার নামিয়ে রাখছে সে, এমন সময় ঘরে ঢুকল মিস বেনেট, দাঁড়িয়ে থাকল দরজার পাশে।

মহিলাকে দেখতে পেয়ে আর্মচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল

Banglabook.org

ক্যাডওয়ালাডার, একপাশে সরে দাঁড়াল।

'আমাকে দেখা করতে বলেছেন?' থমাসের দিকে তাকিয়ে বলল মিস বেনেট। 'তবে আগেই বলে রাখি, আমার কিন্তু অনেক কাজ পড়ে আছে।'

'আপনার সেই পড়ে-থাকা কাজগুলোর মধ্যে আমার প্রশ্নের জবাব দেয়াটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এখন। বুঝতে পারছেন?'

কিছু বলল না মিস রেনেট।

'নরফোকের সেই গাড়ি-দুর্ঘটনাটার ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাই আমি,' বলল থমাস।

'অর্থাৎ যে-দুর্ঘটনায় ম্যাকগ্রেগরের ছেলেটা মারা যায়?' বলল মিস বেনেট।

'ঠিক। শুনলাম, কাল রাতে দুর্ঘটনাটার কথা শোনামাত্র নাকি লোকটার নাম মনে করতে পেরেছিলেন আপনি?'

ইন্সপেক্টরের কথায় বিশেষ কিছুর ইঙ্গিত আছে কি না বুঝবার চেষ্টা করল মিস বেনেট, না পেরে কাঁধ ঝাঁকাল, উল্টো ঘুরে লাগিয়ে দিল দরজাটা। বলল, 'হ্যাঁ, নাম মনে রাখার ব্যাপারে আমার স্মরণশক্তি ভালো। শুধু ভালো বললে কম বলা হয় আসলে, বেশ ভালো।'

'তা হলে নিশ্চয়ই ঘটনা মনে রাখার ক্ষেত্রেও আপনার স্মরণশক্তি ভালো?'

কিছু বলল না মিস বেনেট।

'ঘটনাটা নিশ্চয়ই ছাপ ফেলেছিল আপনার মনে?' আবারও জানতে চাইল থমাস।

'ওটা কি ছাপ ফেলার মতো ঘটনা নয়? মানে, ও-রকম কোনো ঘটনা যে-কারও মনেই প্রভাব বিস্তার করবে, তা-ই না?'

'গাড়িতে ছিলেন আপনি তখন?'

সোফায় বসে পড়ল মিস বেনেট। 'না, গাড়িতে ছিলাম না

BanglaBook.org

আমি। তখন মিস্টার ওয়ারউইকের সঙ্গে হাসপাতালের এক নার্স...ওয়ারবার্টন নাম মেয়েটার...ছিল।'

'তদন্ত, জেরা ইত্যাদির মুখোমুখি হতে হয়েছিল আপনাকে?'

'না। তবে ওসব ব্যাপারে অনেক কিছুই জানি।'

'কীভাবে?'

'আদালত থেকে ফিরে এসে জানিয়েছিলেন মিস্টার ওয়ারউইক।'

'কী বলেছিলেন?'

'বলেছিলেন, ছেলেটার বাবা যাচ্ছেতাই বলেছে তাঁকে, এমনকী প্রাণনাশের হুমকিও নাকি দিয়েছে।'

'যেমন?'

'যেমন বদলা না নিয়ে নাকি ছাড়বে না...ইত্যাদি ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, ওই কথার কোনো গুরুত্ব দিইনি আমরা তখন।'

মিস বেনেটের দিকে কিছুটা এগিয়ে গেল ইন্সপেক্টর থমাস। 'দুর্ঘটনাটার ব্যাপারে আপনার ব্যক্তিগত ধারণা কী?'

'কথাটার মানে বুঝলাম না।'

মিস বেনেটের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল থমাস। 'আপনার কি মনে হয় না মাত্রাতিরিক্ত মদ খেয়ে ফেলায় দুর্ঘটনাটা ঘটান মিস্টার ওয়ারউইক?'

অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল মিস বেনেট। 'ওহ্, আমার মনে হয় এ-ব্যাপারে মিসেস ওয়ারউইক আগেই বলেছেন আপনাকে,' নাক টানল সে।

'হ্যাঁ, বলেছেন, তবে আমি আপনার কাছ থেকেও শুনতে চাচ্ছি।'

'তা হলে আমি শুধু বলবো, মিসেস ওয়ারউইকের কথায় খুব বেশি গুরুত্ব দেয়ার দরকার নেই। মদটদ খাওয়া তেমন একটা পছন্দ করেন না তিনি। তাঁর স্বামী, মানে রিচার্ডের বাবাও ছিলেন

BanglaBook.org

বিশিষ্ট মদখোর।'

'কথা প্যাঁচাচ্ছেন কেন? যা বলার সরাসরি বলছেন না কেন?'

'কী বলবো?'

'আপনি বলতে চাচ্ছেন, সে-রাতে স্পিডলিমিটের ভেতরেই ছিল রিচার্ডের গাড়ির গতি? এবং এড়ানো যায়নি বলেই দুর্ঘটনাটা ঘটেছে?'

'কথাটা সত্যি না হওয়ার কোনো কারণ আছে বলে তো মনে হয় না। মিস্টার ওয়ারউইকের হয়ে সাক্ষ্য দিয়েছে নার্স ওয়ারবার্টন।'

'মেয়েটা যা বলেছে তা কি সত্য?'

'মনে হয়,' কিছুটা রুক্ষ স্বরে বলল মিস বেনেট। 'এসব ব্যাপারে মিথ্যা বলে লাভ কী?'

'আমি যা বলতে চাচ্ছি তা বোধহয় বোঝাতে পারিনি। একমাত্র সন্তান মারা গেছে—রাগে, ক্ষোভে, হতাশায় প্রাণনাশের হুমকি দিতে পারে যে-কেউই। কিন্তু সবাই জানে সময় গেলে শরীরের ক্ষত যেমন শুকায়, মনের ঘা-ও তেমনই মিলিয়ে যায়; ম্যাকগ্রেগর হয়তো আস্তে আস্তে বুঝতে পারে, যা ঘটেছে তা নিয়তির লিখন ছাড়া আর কিছু না, দুর্ঘটনাটার ব্যাপারে আসলেই কিছু করার ছিল না রিচার্ডের।'

'হ্যাঁ, হতে পারে।'

ঘরের ভেতরে ধীর পদক্ষেপে পায়চারি করে বেড়াতে লাগল ইন্সপেক্টর থমাস। 'কিন্তু যদি তা না হয়, যদি আসলেই সব দোষ রিচার্ডের হয়ে থাকে, যদি গাড়িটা আসলেই তখন স্পিডলিমিট অতিক্রম করে থাকে, তা হলে...তা হলে নিশ্চয়ই বলা যায় গাড়িটা তখন রিচার্ডের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল?'

'কথাটা কি লরা বলেছে আপনাকে?'

পায়চারি করা থামিয়ে ঘুরল থমাস, তাকাল মিস বেনেটের

BanglaBook.org

দিকে, দৃষ্টিতে স্পষ্ট বিস্ময়। 'কেন বললেন কথাটা? কেন মনে হলো আপনার, মিসেস ওয়ারউইক জুনিয়র কথাটা বলে থাকতে পারেন আমাকে?'

'জানি না। মনে হলো, তাই বললাম।' হাতঘড়ি দেখল মিস বেনেট। 'আপনার জেরা শেষ হয়েছে? আমার অনেক কাজ আছে কিন্তু,' দরজার দিকে এগিয়ে গেল সে, বেরিয়ে যাওয়ার জন্য খুলল সেটা।

'জ্যানের সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি,' মিস বেনেট বেরিয়ে যাওয়ার আগেই বলল থমাস।

ধীরে ধীরে ঘুরল মিস বেনেট। 'জ্যান...আজ সকাল থেকে বেশ...কী বলবো...উত্তেজিত হয়ে আছে সে। যদি কিছু মনে না করেন তা হলে বলবো, ওর সঙ্গে কথা না বললেই ভালো করবেন। ছেলেটাকে শান্ত না করার আগপর্যন্ত...'

'দুঃখিত, দায়িত্ব পালন করতে হবে আমাকে। ছেলেটাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস না করলেই নয়।'

সজোরে দরজাটা আটকে দিল মিস বেনেট, ফিরে এল যে-জায়গায় আগে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে। 'আপনারা ওই ম্যাকগ্রেগর লোকটাকে ধরছেন না কেন? যা জিজ্ঞেস করার ওকে জিজ্ঞেস করছেন না কেন? খুনটা যদি করে থাকে সে, নিশ্চয়ই খুব বেশি দূরে যেতে পারেনি এতক্ষণে?'

'চিন্তা করবেন না, ওকে খুঁজে বের করবো আমরা,' ভ্রূ কোঁচকাল থমাস। 'মনে হচ্ছে, জ্যানের ব্যাপারে কিছু একটা লুকানোর চেষ্টা করছেন আপনি?'

'কী লুকানোর চেষ্টা করবো?' নিজের অজান্তেই চড়ে গেছে মিস বেনেটের গলা। 'লুকানোর মতো কী আছে ওর ব্যাপারে?'

'সেটা তো আমার চেয়ে ভালো আপনার জানার কথা।'

পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে বুঝতে পেরে নিজেকে

BanglaBook.org

নিয়ন্ত্রণ করল মিস বেনেট। 'আশা করছি শীঘ্রিই খুঁজে বের করতে পারবেন ওই লোকটাকে। প্রতিশোধ, না? লোকটা আসলে খ্রিস্টান না।'

'কেন বললেন কথাটা?'

'একজন খাঁটি খ্রিস্টান প্রতিশোধের কথা ভাবতেও পারে না।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' থমাসের গলায় স্পষ্ট ব্যঙ্গ, 'বিশেষ করে দুর্ঘটনাটার ব্যাপারে যখন মিস্টার ওয়ারউইকের কোনো দোষ ছিল না, এবং সেটা এড়ানোরও কোনো উপায় ছিল না, তা-ই না?'

কিছু বলল না মিস বেনেট, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ইন্সপেক্টরের দিকে।

'জ্যানের সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি, প্লিয,' আবারও বলল থমাস।

'ওকে খুঁজে পাবো কি না জানি না,' বলল মিস বেনেট। 'বাইরে গিয়ে থাকতে পারে ছেলেটা,' আর দেরি করল না সে, বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

চট করে সার্জেন্ট ক্যাডওয়ালাডারের দিকে তাকাল থমাস, মিস বেনেটের পিছন পিছন যেতে বলল ইঙ্গিতে। সঙ্গে সঙ্গে আদেশ পালন করল ক্যাডওয়ালাডার।

করিডরে বেরিয়ে কিছুদূর যাওয়ার পর মিস বেনেট যখন টের পেল ওর পিছু পিছু আসছে ক্যাডওয়ালাডার, থেমে দাঁড়িয়ে ঘুরল, তিরস্কারের সুরে বলল, 'ছেলেটাকে নিয়ে এত চিন্তা করতে হবে না আপনাদেরকে।' হুড়মুড় করে আবার গিয়ে ঢুকল স্টাডিতে, অনুযোগের সুরে ইন্সপেক্টরকে বলল, 'আপনারা ওই বাচ্চা ছেলেটাকে নিয়ে এত মাতামাতি করছেন কেন, বুঝলাম না!'

হাসল থমাস। 'যখন কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়, অপরাধীকে ধরার জন্য মাতামাতি করা ছাড়া উপায় থাকে না আমাদের।'

BanglaBook.org

'কী বলতে চাচ্ছেন?' কণ্ঠ শুনে মনে হলো একইসঙ্গে যারপরনাই আশ্চর্য আর মানসিকভাবে আহত হয়েছে মিস বেনেট। 'নিজের ভাইকে খুন করেছে জ্যান?'

'আমি কিছু বলার আগেই আপনি দেখছি উপসংহারে চলে যাচ্ছেন, মিস বেনেট।'

একটু যেন থতমত খেয়ে গেল মহিলা। বলল, 'জ্যানকে...জ্যানকে মানানো খুব সহজ কোনো কাজ না। খুব অল্পতেই উত্তেজিত হয়ে যায় সে, অস্থির হয়ে পড়ে, মেজাজ খারাপ করে।'

ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল থমাস। তারপর বলল, 'খুব অল্পতেই উত্তেজিত হয়ে যায়? অস্থির হয়ে পড়ে? মেজাজ খারাপ করে? তারমানে বলতে চাচ্ছেন, ছেলেটা হিংস্র স্বভাবের? ওর দ্বারা এমনকী খুনখারাপি সম্ভব?'

'না, না, মোটেও সে-রকম না। জ্যান আসলে...আসলে...খুবই লক্ষ্মী একটা ছেলে, খুবই ভদ্র। ওর সঙ্গে একটু ভালো ব্যবহার করবেন, দেখবেন সে আপনার অনুরক্ত হয়ে গেছে।'

'তা-ই? তা হলে ওকে আমার সঙ্গে দেখা করতে দিতে চাচ্ছেন না কেন?'

'আমি আসলে...আসলে...ভেবেছিলাম আপনার কথায় হয়তো কষ্ট পাবে সে...আসলে ভাইয়ের লাশ দেখেছে তো চোখের সামনে, হয়তো ভুলতে পারেনি ঘটনাটা, আপনার জেরার কারণে হয়তো ভেঙে পড়তে পারে সে। খুন, পুলিশের জেরা...এসব আসলে ভালো না বাচ্চাদের জন্য, ঠিক না? তা ছাড়া যত যা-ই হোক, জ্যান তো আসলে বাচ্চা একটা ছেলে।'

একটা ডেস্কচেয়ারে বসে পড়ল ইন্সপেক্টর। 'আপনার এত চিন্তার কিছু নেই, মিস বেনেট। জ্যানের বয়স কত, ওর সঙ্গে কথা

BanglaBook.org

বলার সময় মনে রাখবো সেটা।'

দশ

কথাটা বলে শেষ করেছে কি করেনি থমাস, জ্যানকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকল ক্যাডওয়ালাডার।

ইন্সপেক্টরকে দেখামাত্র ওর দিকে ছুটে এল জ্যান, চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে উত্তেজিত হয়ে আছে। প্রায় চিৎকার করে বলল, 'শুনলাম আমার সঙ্গে নাকি কথা বলতে চান আপনি? লোকটাকে ধরে ফেলেছেন আপনারা? ওর জামাকাপড়ে কি রক্ত লেগে আছে?'

'জ্যান, ঠিকমতো কথা বলো,' ছেলেটাকে সতর্ক করল মিস বেনেট। এই ভদ্রলোক যদি কিছু জানতে চান তোমার কাছে, তা হলে শুধু সেগুলোর জবাব দিয়ো।'

চোখেমুখে একগাদা খুশি নিয়ে মিস বেনেটের দিকে তাকাল জ্যান, পরমুহূর্তে ঝট করে ঘাড় ঘুরাল ইন্সপেক্টরের দিকে। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবশ্যই। কিন্তু আমি কি কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারবো না?'

'অবশ্যই পারবে,' নরম গলায় বলল থমাস।

সোফায় বসে পড়ল মিস বেনেট। 'ওর সঙ্গে যতক্ষণ কথা বলবেন আপনারা, ততক্ষণ এখানে থাকছি আমি।'

চট করে উঠে দাঁড়াল ইন্সপেক্টর, এগিয়ে গেল দরজাটার দিকে, আমন্ত্রণ জানানোর ভঙ্গিতে খুলে ধরল সেটা। কিছুটা কড়া

BanglaBook.org

গলায় বলল, 'না, ধন্যবাদ, মিস বেনেট। আপনাকে দরকার হবে না আমাদের। তা ছাড়া...একটু আগে বলছিলেন আপনার অনেক কাজ পড়ে আছে।'

'এখানে থাকবো আমি,' একগুঁয়ের মতো বলল মিস বেনেট।

'দুঃখিত,' বলল বটে, কিন্তু দেখে বোঝা গেল মোটেও দুঃখিত না ইন্সপেক্টর। 'পুলিশি জেরার কায়দাটা হয়তো জানেন না আপনি, অথবা জানলেও না জানার ভান করছেন। আমরা একসঙ্গে একের বেশি লোকের সঙ্গে কথা বলি না।'

অসহায় দৃষ্টিতে প্রথমে ইন্সপেক্টর, তারপর ক্যাডওয়ালাডারের দিকে তাকাল মিস বেনেট; বুঝতে পারছে কিছুই করার নেই ওর। অধৈর্য ভঙ্গিতে জোরে শ্বাস ফেলল সে, হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে ফিরে এল থমাস, বসে পড়ল সোফায়। নোটখাতাটা খুলে নিয়ে কুলুঙ্গির দিকে সরে গেল ক্যাডওয়ালাডার।

'আমার মনে হয় না গতরাতের আগে,' যেন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছে এমন ভঙ্গিতে শুরু করল থমাস, 'কোনো খুনখারাপি দেখেছ তুমি, না?'

'না, না, দেখিনি,' দু'হাত নেড়ে বলল জ্যান, কোনো দরকার না থাকার পরও হাসল দাঁত বের করে। 'ঘটনাটা খুব...খুব...কী বলবো...চাঞ্চল্যকর, না?' ধপাস করে বসে পড়ল টুলটাতে। 'আপনারা কি কোনো ক্লু পেয়েছেন? যেমন ধরুন কোনো ফিঙ্গারপ্রিন্ট? অথবা রক্তের দাগ? অথবা অন্যকিছু?'

হাসল থমাস, কিন্তু সে-হাসি স্পর্শ করল না ওর চোখ দুটোকে। 'রক্তের ব্যাপারে খুব আগ্রহী মনে হচ্ছে তোমাকে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবশ্যই,' নিমেষে গম্ভীর হয়ে গেছে জ্যান। 'রক্ত পছন্দ করি আমি। রঙটা কেমন...কী বলবো...দারুণ না? টকটকে

Banglabook.org

লাল!' টুল ছেড়ে উঠে গিয়ে বসে পড়ল সোফায়, নার্ভাস ভঙ্গিতে হাসছে। 'জানেন, গুলি করে এটা-সেটা মারত রিচার্ড? পরে দেখতাম, ওগুলোর গা থেকে রক্ত বের হচ্ছে। ব্যাপারটা মজার, না?'

'কেন? মজার কেন?'

'মজার কেন মানে? মজার হবে না কেন? যে-লোক এতদিন গুলি করে এটা-সেটা মেরেছে, একরাতে নিজের উপরই গুলি চালাল সে। ব্যাপারটা মজার না তো কী?'

চেহারা গম্ভীর হলো ইন্সপেক্টরের। 'তারমানে তোমার ভাই যে মারা গেছে তাতে কষ্ট পাওনি তুমি?'

'কষ্ট? রিচার্ড মারা যাওয়ায় কষ্ট পাবো? কেন?'

'পাওয়াটা কি উচিত না? হাজার হোক সে তোমার ভাই ছিল। তুমি নিশ্চয়ই পছন্দ করতে ওকে?'

'পছন্দ!' এমনভাবে বলল জ্যান, শুনে মনে হলো এত আশ্চর্যজনক কথা শোনেনি আগে কখনও। 'আমি পছন্দ করবো রিচার্ডকে? ওই লোকটাকে কেউই পছন্দ করত না। কেউ পছন্দ করতে পারে না।'

'কেউ না? ওর স্ত্রীও না?'

আবারও বিস্ময়ের ছাপ পড়ল জ্যানের চেহারায়, এবং সেটা লুকানোর কোনো চেষ্টাই করল না সে। 'লরা? না, লরাও না। সে তো সবসময় আমার পক্ষে ছিল।'

'তোমার পক্ষে ছিল? মানে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল জ্যান। 'বিশেষ করে রিচার্ড যখন আমাকে পাঠিয়ে দিতে চাইত তখন।'

'পাঠিয়ে দিতে চাইত?'

'ওই যে, ওই সব জায়গায়।'

'কোন্ জায়গায়?'

BanglaBook.org

'ওই যে...যেখানে কাউকে পাঠানো হলে আটকিয়ে রাখে, এবং হাজার চেষ্টা করলেও আর বের হওয়া যায় না। রিচার্ড বলত, আমাকে নাকি পাঠিয়ে দেবে ও-রকম এক জায়গায়। বলত, আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য সেখানে যাবে লরা মাঝেমধ্যে।' কেঁপে উঠল জ্যান, উঠে দাঁড়াল। কিছুটা পিছিয়ে গেল ইন্সপেক্টরের কাছ থেকে। সার্জেন্ট ক্যাডওয়ালাডারের দিকে তাকাল। 'জানেন, কোথাও আটকে থাকতে একটুও ভালো লাগে না আমার। কোথাও আটকে থাকাটা রীতিমতো ঘেন্না করি আমি।' খোলা ফ্রেঞ্চউইণ্ডোটার দিকে এগিয়ে গেল, উঁকি দিয়ে তাকাল টেরেসের দিকে। 'আমি চাই সবকিছু সবসময় খোলামেলা থাকুক। আমি চাই আমার জানালা খোলা থাকবে, দরজা খোলা থাকবে। যাতে যখনই প্রয়োজন হয়, বেরিয়ে যেতে পারি আমি।' ঘুরে তাকাল ইন্সপেক্টরের দিকে। 'এখন তো রিচার্ড মরে গেছে; কেউ আমাকে আর আটকে রাখতে পারবে না, তা-ই না?'

আরও গম্ভীর হয়েছে ইন্সপেক্টরের চেহারা। 'না, পারবে না। অন্তত আমার মনে হয় না।'

জ্যান কিছু বলল না, অদ্ভুত এক দ্যুতি খেলা করছে ওর চোখেমুখে।

'রিচার্ড তা হলে তোমাকে আটকে রাখতে চাইত?' জিজ্ঞেস করল থমাস।

'হ্যাঁ, চাইত। তবে লরা বলেছে, ওসব নাকি আমার সঙ্গে মজা করার জন্য বলত রিচার্ড। বলেছে, আসলে ও-রকম কিছু করবে না রিচার্ড, আর সব নাকি ঠিক হয়ে যাবে একসময়। আরও বলেছে, সে যতদিন আছে এই বাসায়, যেভাবে হোক চেষ্টা করে যাবে আমাকে যাতে আটকাতে না পারে রিচার্ড।' এগিয়ে গিয়ে আর্মচেয়ারের হাতলে বসে পড়ল জ্যান। 'লরাকে ভালোবাসি আমি,' গলা কাঁপছে ওর—যেন অপরাধ স্বীকার করছে, 'অনেক

অনেক ভালোবাসি। জানেন, আমরা দু'জনে একসঙ্গে অনেক সুন্দর সুন্দর সময় কাটিয়েছি। আরও কী কী করেছি, জানেন? একসঙ্গে প্রজাপতির পেছনে ছুটেছি কখনও কখনও, ধরেছিও মাঝেমধ্যে। কখনও আবার চুরি করেছি পাখির ডিম। অনেক খেলা খেলেছি একসঙ্গে। যেমন বিযিক। খেলাটা পারেন আপনি? না পারলে দোষ দেয়া যাবে না আপনাকে—ওটা খেলতে হলে অনেক বুদ্ধি লাগে। আরও কী খেলেছি, জানেন? বেগার-মাই-নেইবার। ওহ্...কী যে ভালো লাগত আমার! আসলেই, লরার সঙ্গে থাকতে পারার মানেই দারুণ মজা।'

'তারমানে রিচার্ড মারা যাওয়ায় একদিক দিয়ে তো লাভই হয়েছে তোমার, না?'

'লাভ?'

'হ্যাঁ। এই যে, আর কেউ বাড়ি থেকে তাড়াতে পারবে না তোমাকে, অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিয়ে আটকিয়ে রাখতে পারবে না।'

'হ্যাঁ, কথাটা ঠিক।'

'রিচার্ড মারা যাওয়ায় আরও একটা লাভ হয়েছে তোমার।'

'যেমন?'

'এখন আর লরার কোনো স্বামী নেই।'

খুশিতে সবগুলো দাঁত বেরিয়ে পড়ল জ্যানের। 'হ্যাঁ, তা-ও ঠিক।'

চোখ দুটো সরু হয়ে এল থমাসের। 'এবার একটা কথা বলো তো। তোমরা যখন নরফোকে থাকতে, বাচ্চা একটা ছেলে রিচার্ডের গাড়ির নীচে চাপা পড়ে মারা গিয়েছিল, জানো?'

'হ্যাঁ, জানি। তখনও পুলিশ এসেছিল আমাদের বাসায়। এটা-সেটা অনেক কথা জিজ্ঞেস করেছিল।'

'বাহ্, তোমার তো দেখছি অনেক কথা মনে আছে। আর কী

কী মনে আছে, বলো তো?'

'সেদিন লাঞ্চে আমরা স্যামন মাছ খেয়েছিলাম,' সঙ্গে সঙ্গে বলল জ্যান। 'একসঙ্গে বাড়ি ফিরে আসে রিচার্ড আর ওয়ার্বি। দেখে কেমন কিংকর্তব্যবিমূঢ় মনে হচ্ছিল ওয়ার্বিকে। কিন্তু রিচার্ড হাসাহাসি করছিল।'

'ওয়ার্বি? মানে নার্স ওয়ারবার্টন?'

'হ্যাঁ। ওকে খুব একটা পছন্দ করতাম না আমি। কিন্তু রিচার্ড করত। আর সেদিন তো...কী বলবো...ওর উপর যারপরনাই খুশি ছিল রিচার্ড। বার বার বলছিল, "দারুণ খেল্ দেখিয়েছ, ওয়ার্বি!"'

দরজাটা খুলে গেল হঠাৎ করে, ভেতরে ঢুকল লরা ওয়ারউইক। ওর দিকে এগিয়ে গেল সার্জেন্ট ক্যাডওয়ালাডার।

জ্যান বলে উঠল, 'হ্যালো, লরা।'

'আমি আপনার কাজে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছি না তো, ইন্সপেক্টর?' জিজ্ঞেস করল লরা।

'না, অবশ্যই না, মিসেস ওয়ারউইক,' বলল থমাস্। 'বসুন না।'

ঘরের আরেকটু ভেতরে ঢুকল লরা। দরজাটা বন্ধ করে দিল ক্যাডওয়ালাডার।

'জ্যান কি...' কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও থেমে গেল লরা। 'মানে, জ্যান...'

হাত তুলে ওকে আশ্বস্ত করল থমাস। 'তেমন গুরুতর কিছু না। এমনি টুকটাক কথা বলছিলাম ওর সঙ্গে।'

'তা-ই?'

মাথা ঝাঁকাল থমাস। 'জানতে চাচ্ছিলাম নরফোকের সেই দুর্ঘটনাটার কথা ওর মনে আছে কি না। ম্যাকগ্রেগরের সেই ছেলেটার কথা...'

BanglaBook.org

জ্যানের দিকে তাকাল লরা। 'ওসব তোমার মনে আছে নাকি, জ্যান?'

'অবশ্যই আছে,' উৎসুক ভঙ্গিতে জবাব দিল ছেলেটা। 'সব মনে আছে আমার।' ইন্সপেক্টরের দিকে ঘুরল। 'আপনাকে বলেছি না?'

প্রশ্নটার জবাব না দিয়ে লরার দিকে তাকাল থমাস। 'দুর্ঘটনাটার ব্যাপারে আপনি কী জানেন, মিসেস ওয়ারউইক? আপনারা কি এসব নিয়ে সেদিন লাঞ্চের সময় কথা বলছিলেন?'

'লাঞ্চের সময়? কোন্‌দিন?'

'যেদিন আপনার স্বামী আদালত থেকে বেকসুর খালাস পেয়ে ফিরে এসেছিল, সেদিন।'

'জানি না...আমি কিছু মনে করতে পারছি না,' প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলল লরা।

চট করে উঠে দাঁড়িয়ে লরার দিকে এগিয়ে এল জ্যান। 'কেন মনে করতে পারছ না? তোমার তো ভুলে যাওয়ার কথা না! কেন, মনে নেই, সেদিন কী বলছিল রিচার্ড? বলছিল, ও-রকম দু'-একটা ছোকরা মরলে নাকি দুনিয়ার কিছুই যায়-আসে না।'

মিনতিভরা দৃষ্টিতে ইন্সপেক্টরের দিকে তাকাল লরা, বলল, 'প্লিয।'

'ঠিক আছে,' আশ্বস্ত করার ঢং-এ বলল থমাস, 'কিন্তু ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আসলে কী ঘটেছিল, সেটা জানাটা জরুরি আমার জন্য। কাল রাতে যা ঘটেছে এ-বাড়িতে, তা আসলেই ম্যাকগ্রেগরের কাজ কি না নিশ্চিত হতে চাচ্ছি আমি।'

'হুঁ,' মৃদু স্বরে বলল লরা।

'আপনার শাশুড়ি বললেন,' বলে চলল ইন্সপেক্টর, 'সেদিন নাকি একটু বেশিই গিলে ফেলেছিলেন আপনার স্বামী।'

'সম্ভবত,' স্বীকার করল লরা। 'তবে ওর মতো একজন

BanglaBook.org

মদখোরের জন্য কোন্‌টা যে বেশি, তা নির্ণয় করা কঠিন কাজ। কারণ যে-হারে মদ খেত সে...'

'আপনি কি...ম্যাকগ্রেগর লোকটাকে দেখেছেন কখনও, মিসেস ওয়ারউইক?' জিজ্ঞেস করল থমাস।

'না।'

'কেন?'

'আদালতে যাইনি আমি।'

'অন্য কোথাও?'

'না, তা-ও না।'

'কেন?'

'কারণ দুর্ঘটনাটার কথা শোনার পর থেকে কেমন যেন লাগছিল আমার। মনে হচ্ছিল, যেন মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম কিছুটা। আসলে...ওই লোকের মুখোমুখি হওয়ার মতো সাহস বা ইচ্ছা কোনোটাই ছিল না আমার।'

'শুনে যা মনে হচ্ছে, লোকটা সাংঘাতিক প্রতিশোধপরায়ণ।'

তিতা হাসি হাসল লরা। 'নিজেকে দিয়ে চিন্তা করুন, হয়তো অতটা সাংঘাতিক মনে হবে না লোকটাকে। একটা মাত্র সন্তান আপনার, আপনারই চোখের সামনে আরেকজনের গাড়ির নীচে চাপা পড়ে মরল বেচারা। গাড়িটা চালাচ্ছিল এমন কেউ, যে, আপনার দৃষ্টিতে, মাত্রাতিরিক্ত মদ খেয়ে মাতাল, ফলে স্পিডলিমিট মানছিল না। এবার বলুন, আপনার সঙ্গে এ-রকম ঘটনা ঘটলে কী করতেন?'

মুচকি হাসল থমাস। 'জানি না।'

'তা হলেই বুঝুন,' বলে চলল লরা। 'যার সঙ্গে ঘটেছে সে-লোক যদি পাগল হয়ে যায়, মানে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে, তা হলে তাকে খুব বেশি দোষ কি দেয়া যায়?'

কথাগুলো শুনছিল জ্যান, আর উত্তরোত্তর উত্তেজিত হচ্ছিল।

BanglaBook.org

মুখ খুলল এবার, 'আমার যদি কোনো শত্রু থাকত, তা হলে ম্যাকগ্রেগর যা করেছে আমিও তা-ই করতাম। লম্বা একটা সময় ধরে অপেক্ষা করতাম, তারপর আমার রিভলভার নিয়ে অন্ধকার এক রাতে চুপিসারে হাজির হয়ে যেতাম জায়গামতো। তারপর...' আর্মচেয়ারটার দিকে হাত দিয়ে নিশানা করে গুলি চালানোর অভিনয় করল, 'দুম! দুম! দুম!'

'চুপ করো, জ্যান!' আদেশ দেয়ার ভঙ্গিতে বলল লরা।

ওর কণ্ঠ শুনে কিছুটা যেন দমে গেল জ্যান। 'তুমি কি আমার সঙ্গে রাগ করেছ, লরা?'

'না, রাগ করিনি। তবে...নিজের উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করো।'

'আমি উত্তেজিত হইনি, লরা,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল জ্যান।

এগারো

ফ্রন্ট হল ধরে যাচ্ছে মিস বেনেট। দেখতে পেল, দরজায় একসঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে স্টার্কওয়েডার আর এক পুলিশ কন্সটেবল।

'গুড মর্নিং, মিস বেনেট,' মহিলাকে সম্ভাষণ জানাল স্টার্কওয়েডার। 'ইন্সপেক্টর থমাসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। বলা উচিত ছিল, ইন্সপেক্টর থমাসের সঙ্গে দেখা করানোর জন্য নিয়ে আসা হয়েছে আমাকে।'

মাথা ঝাঁকাল মিস বেনেট। 'গুড মর্নিং। গুড মর্নিং, কন্সটেবল। স্টাডিতে আছেন তিনি। সেখানে কী হচ্ছে জানি না।'

BanglaBook.org

‘গুড মর্নিং, ম্যাডাম,’ মিস বেনেটের সম্ভাষণের জবাবে বলল কন্সটেবল। ‘ইন্সপেক্টরের জন্য এগুলো নিয়ে এসেছি আমি। তাঁর বদলে সার্জেন্ট ক্যাডওয়ালাডারও যদি গ্রহণ করে এগুলো, অসুবিধা নেই।’

ওদের কথার আওয়াজ পেয়ে উঠে দাঁড়াল ইন্সপেক্টর থমাস, বলল, ‘মনে হয় মিস্টার স্টার্কওয়েডার এসেছেন।’

ঘরে ঢুকল স্টার্কওয়েডার। কন্সটেবলের সঙ্গে কথা বলার জন্য বাইরে চলে গেল ক্যাডওয়ালাডার।

আরাম করে আর্মচেয়ারে বসল জ্যান, পুলিশি কার্যক্রমে যারপরনাই উৎসাহ বোধ করছে সে।

থমাসের কাছে গিয়ে থামল স্টার্কওয়েডার, বিরক্তি প্রকাশ করার কায়দায় বলল, ‘দেখুন, একটা কথা আগেই বলে রাখি। এখানে সারাদিন নষ্ট করার মতো সময় নেই আমার হাতে। এমন কোনো অপরাধও করিনি যার জন্য থানায় বসে থাকতে হবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ফিঙ্গারপ্রিন্ট চেয়েছিলেন আমার, দিয়েছি। তারপর শুনলাম আমার সঙ্গে নাকি কী কথা আছে আপনার। অপেক্ষা করা সম্ভব না—আমি বেকার মানুষ না, তাই নিজেই চলে এলাম। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পেট চালাতে হয় আমাকে। আজ দু'জন বাড়ির-দালালের সঙ্গে দেখা করার কথা আছে আমার।’ হঠাৎ লরাকে দেখতে পেল সে। ‘ওহ্, গুড মর্নিং, মিসেস ওয়ারউইক। যা ঘটেছে তার জন্য আমি যারপরনাই দুঃখিত।’

‘গুড মর্নিং,’ মৃদু গলায় বলল লরা।

স্টার্কওয়েডারের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছিল থমাস, এবার বলল, ‘মিস্টার স্টার্কওয়েডার, গতরাতে কোনো কারণে কি ওই টেবিলের উপর হাত রেখেছিলেন আপনি? তারপর ধাক্কা দিয়ে খুলেছিলেন ফ্রেঞ্চউইণ্ডোটা?’

BanglaBook.org

যে-টেবিলের দিকে ইঙ্গিত করছে থমাস, সেটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল স্টার্কওয়েডার। 'জানি না। হয়তো হাত রেখেছি, হয়তো ধাক্কা দিয়ে খুলেছি জানালাটা। আমি আসলে মনে করতে পারছি না। ...হঠাৎ এই প্রশ্ন, ইন্সপেক্টর? ব্যাপারটা কি গুরুত্বপূর্ণ?'

ঘরের ভেতরে ঢুকল ক্যাডওয়ালাডার, হাতে একটা ফাইল। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এগিয়ে গেল ইন্সপেক্টরের দিকে। 'মিস্টার স্টার্কওয়েডারের ফিঙ্গারপ্রিন্ট, স্যর। কন্সটেবল নিয়ে এসেছে। আর এই হচ্ছে ব্যালিস্টিক রিপোর্ট।'

'আহ্, দাও, জলদি দাও। ওগুলো দেখার জন্য তর আর সহ্য হচ্ছে না আমার!' হাত বাড়িয়ে দিল থমাস। 'হুম্‌ম্! কী বলা হয়েছে রিপোর্টে? যে-গুলিতে মৃত্যু হয়েছে রিচার্ড ওয়ারউইকের সেটা ওর রিভলভার থেকেই বের হয়েছে। আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট? ঠিক আছে, দেখছি।' এগিয়ে গিয়ে ডেস্কচেয়ারে বসে পড়ল সে, ডকুমেন্টগুলো দেখতে লাগল।

কুলুঙ্গির দিকে এগিয়ে গেল ক্যাডওয়ালাডার।

নীরবতা।

কেউ কোনো কথা বলছে না। উসখুস করতে করতে একসময় বলেই ফেলল জ্যান, 'অ্যাবাড্যান থেকে এসেছ তুমি, না?' প্রশ্নটা স্টার্কওয়েডারের উদ্দেশে।

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল স্টার্কওয়েডার।

'জায়গাটা কেমন?'

'খুব গরম সেখানে,' বলে লরার দিকে তাকাল স্টার্কওয়েডার। 'আজ কেমন আছেন, মিসেস ওয়ারউইক? একটু ভালো লাগছে?'

'ওহ্, হ্যাঁ; ধন্যবাদ। ধাক্কাটা কিছুটা হলেও কাটিয়ে উঠতে পেরেছি।'

'ভালো,' বলল স্টার্কওয়েডার।

BanglaBook.org

পড়া শেষ ইন্সপেক্টরের, উঠে দাঁড়াল সে, এগিয়ে এল সোফার দিকে। স্টার্কওয়েডারকে বলল, 'জানালায়, সোরাহিতে, একটা গ্লাসে আর সিগারেট লাইটারে পাওয়া গেছে আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট। আর টেবিলের উপর যে-প্রিন্টটা পাওয়া গেছে সেটা আপনার না। ওটা কার, সে-বিষয়ে এখনও নিশ্চিত হতে পারছি না আমরা; সম্ভবত এমন কারও, যে এই বাড়ির বাসিন্দা না, অথচ...' লরার দিকে তাকাল। 'কাল রাতে কি কোনো মেহমান বা দর্শনার্থী এসেছিল এই বাসায়?'

'না,' বলল লরা।

'আপনি নিশ্চিত?'

'হুঁ।'

'তা হলে তো বলতেই হয়, ওই নিশ্চিত-হতে-না-পারা ফিঙ্গারপ্রিন্ট ম্যাকগ্রেগর ছাড়া অন্য কারও না।'

'ম্যাকগ্রেগর?' ভ্রূ কোঁচকাল স্টার্কওয়েডার। 'কিন্তু...সেটা কি অস্বাভাবিক না?'

'কেন?' পাল্টা প্রশ্ন করল ইন্সপেক্টর। 'এখানে অস্বাভাবিকের কী আছে?'

'লোকটার জায়গায় আমি থাকলে গ্লাভস পরে আসতাম এখানে, খালিহাতে কোনোকিছুই ধরতাম না।'

'ঠিক বলেছেন,' মাথা ঝাঁকাল থমাস। 'গ্লাভস পরে ছিল সে—রিভলভার দিয়ে গুলি করার সময়—আমার তা-ই ধারণা।'

'কথা কাটাকাটির কোনো আওয়াজ পেয়েছেন আপনারা?' লরাকে জিজ্ঞেস করল স্টার্কওয়েডার। 'নাকি গুলির আওয়াজ ছাড়া আর কিছু শোনেননি?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল লরা, দেখে মনে হচ্ছে কিছু একটা বলার চেষ্টা করছে সে কিন্তু ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না, তারপর মুখ খুলল, 'আমি...আমরা...মানে বেনি আর আমি...গুলির আওয়াজ

BanglaBook.org

শুনেছি। কিন্তু...আসলে...অন্যকিছু শুনেছি কি না...'

কুলুঙ্গির ছোট্ট জানালা দিয়ে বাইরের বাগানটার দিকে তাকিয়ে ছিল সার্জেন্ট ক্যাডওয়ালাডার; লন ধরে কাউকে এগিয়ে আসতে দেখল সে, ফ্রেঞ্চউইণ্ডোর একপাশে সরে দাঁড়াল। ঘরে ঢুকল মাঝারি উচ্চতার সুদর্শন এক লোক, বয়স পঁয়ত্রিশের মতো। ওর চুলগুলো পরিপাটি করে আঁচড়ানো, চোখের মণি দুটো নীল। চালচলনে মিলিটারি ভাবভঙ্গি আছে। ফ্রেঞ্চউইণ্ডোর কাছে থমকে দাঁড়াল সে, চেহারায় রাজ্যের দুশ্চিন্তার ছাপ।

ঘরের বাকিদের মধ্যে জ্যানই প্রথম খেয়াল করল লোকটাকে, স্বভাবসুলভ উত্তেজিত গলায় বলে উঠল, 'জুলিয়ান! জুলিয়ান!'

জ্যানের দিকে তাকাল আগন্তুক, তারপর ঘাড় ঘুরাল লরার দিকে। বলল, 'মিসেস ওয়ারউইক! এইমাত্র সব শুনলাম আমি। আমি...আমি...যারপরনাই দুঃখিত।'

'গুড মর্নিং, মেজর ফারার,' আগন্তুককে সম্ভাষণ জানাল ইন্সপেক্টর থমাস।

ইন্সপেক্টরের দিকে ঘুরল জুলিয়ান ফারার। 'আমি তো...বিশ্বাসই করতে পারছি না! বেচারা রিচার্ড!'

'এখানে পাওয়া গেছে ওকে!' হঠাৎ চিৎকার করে উঠল জ্যান। 'ওর হুইলচেয়ারে। এমনভাবে পড়ে ছিল যে, ওর লাশটা প্রথমবার দেখে আমার মনে হয়েছিল, সে বোধহয় দু'টুকরো হয়ে গেছে। জানো, একটুকরো কাগজ পাওয়া গেছে ওর চেস্টপকেটে। কী লেখা ছিল সেটাতে, জানো? লেখা ছিল, "১৫ মে। মূল্য পরিশোধ"।'

'হ্যাঁ,' বিড়বিড় করে বলল জুলিয়ান, মাথা ঝাঁকাচ্ছে। এগিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে চাপড় দিল জ্যানের কাঁধে, শান্ত করার চেষ্টা করছে ওকে।

'ব্যাপারটা দারুণ না?' এখনও শান্ত হয়নি জ্যান।

BanglaBook.org

ওকে পাশ কাটিয়ে আরেকটু এগিয়ে গেল জুলিয়ান। 'হ্যাঁ, অবশ্যই দারুণ।' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে স্টার্কওয়েডারের দিকে।

ইন্সপেক্টর থমাস বলল, 'মেজর ফারার, এই ভদ্রলোকের নাম স্টার্কওয়েডার। মিস্টার স্টার্কওয়েডার, মেজরের নাম নিশ্চয়ই জেনে গেছেন ইতোমধ্যে? আগামী উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তিনি, বিজয়ী হলে হয়তো সংসদ-সদস্য হয়ে যাবেন।'

জুলিয়ান ফারারের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল স্টার্কওয়েডার, মৃদু গলায় বলল, 'কেমন আছেন?'

ওই দু'জনের সামনে থেকে সরে গেল থমাস, ইঙ্গিতে কাছে ডেকে নিল ক্যাডওয়ালাডারকে।

স্টার্কওয়েডার তখন মেজর ফারারের কাছে ব্যাখ্যা করছে, 'আমি আসলে ঘটনাচক্রে ফেঁসে গেছি। ঘন কুয়াশার কারণে পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম গতকাল রাতে, যাচ্ছিলাম এই বাড়ির সঙ্গের রাস্তা দিয়ে। রাস্তার ধারে বিরাট একটা গর্ত আছে, দেখতে পাইনি সেটা, আর সেখানেই পড়ল আমার গাড়ির চাকা। এই বাড়িটা নজরে পড়ল তখন, টেলিফোন করে কারও সাহায্য চাওয়া যায় কি না ভাবতে ভাবতে হাজির হলাম বাগানে। এমন সময় বাড়ির ভেতর থেকে ছুটে বের হলো একটা লোক, সজোরে ধাক্কা খেল আমার সঙ্গে, বলতে গেলে ধরাশায়ী হয়ে গিয়েছিলাম আমি।'

'কিন্তু...লোকটা গেল কোন্‌দিকে?' জিজ্ঞেস করল ফারার।

'কোনো ধারণা নেই,' বলল স্টার্কওয়েডার। 'জাদুকরের ভেল্কিবাজির মতো কুয়াশার ভেতরে মিলিয়ে যায় লোকটা,' ঘুরল সে।

আর্মচেয়ারে আরাম করে বসে ছিল জ্যান, এবার মাথা তুলে বলল, 'জুলিয়ান, তোমার মনে আছে, একদিন রিচার্ডকে বলেছিলে, কেউ-না-কেউ কোনো-না-কোনোদিন গুলি করে মারবে

BanglaBook.org

ওকে?'

অখণ্ড নীরবতা নেমে এল ঘরের ভেতরে—যেন বোমা ফাটিয়েছে জ্যান।

সবাই তাকিয়ে আছে জুলিয়ানের দিকে।

কী যেন চিন্তা করার ভান করছে ফারার। কিছুক্ষণ পর বলল, 'বলেছিলাম নাকি? কী জানি, হবে হয়তো। এখন মনে পড়ছে না।'

'মনে পড়ছে না?' উত্তেজিত হয়ে গেছে জ্যান। 'কিন্তু তুমি বলেছিলে। কখন বলেছিলে তা-ও মনে আছে আমার—একদিন রাতে ডিনারের সময়। তখন কী নিয়ে যেন রিচার্ডের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হচ্ছিল তোমার, রেগে গিয়েছিলে তুমি, হঠাৎ বলে বসলে, "দেখে নিয়ো, রিচার্ড, একদিন কেউ-না-কেউ একটা বুলেট ঢুকিয়ে দেবে তোমার মাথায়।" '

স্থির দৃষ্টিতে ফারারকে দেখছে ইন্সপেক্টর। 'বাহ্, মেজর, চমৎকার ভবিষ্যদ্বাণী করেন তো আপনি!'

ফারারের চেহারায় স্পষ্ট অস্বস্তি। সেটা লুকানোর জন্যই হয়তো একটুখানি সরে দাঁড়াল সে। 'আসলে...রিচার্ড আর ওর পিস্তল-বন্দুকগুলো এখানকার লোকজনের কাছে ছিল একটা উপদ্রবের বিষয়। এখানকার কেউই পছন্দ করত না ওকে, পছন্দ করত না ওর গোলাগুলি।' লরার দিকে তাকাল। 'মিসেস ওয়ারউইক, ওই লোকটার কথা মনে আছে আপনার? আপনাদের সেই মালি...গ্রিফিথ্‌স্ নাম...ওই যে, যার চাকরি খেয়েছিল রিচার্ড। জানেন, একদিন আমাকে একা পেয়ে কী বলেছিল গ্রিফিথ্‌স্? বলেছিল, "যদি কখনও সুযোগ পাই, নিজের পিস্তলটা নিয়ে হাজির হয়ে যাবো আর গুলি করে মারবো মিস্টার ওয়ারউইককে।" '

'ওহ্, ওই কাজ করার মানুষ গ্রিফিথ্‌স্ না,' চট করে বলল

Banglabook.org

লরা। 'সে যা বলেছে হয়তো রাগের মাথায় বলেছে, ও-রকম কথা অনেকেই বলে, কিন্তু...'

'না, না, আমি বলছি না গ্রিফিথ্‌স্‌ই খুন করেছে রিচার্ডকে। এখানকার লোকজন রিচার্ডের ব্যাপারে কী বলত না বলত সেটা জানানোর জন্য কথাটা বললাম।' লরা সোজাসুজি মানা করে দিয়েছে, তাই অস্বস্তিতে পড়ে গেছে ফারার, সেটা গোপন করার জন্য নিজের সিগারেটকেস বের করল সে, সেটা খুলে বের করল একটা সিগারেট।

ডেস্কচেয়ারে বসে পড়ল ইন্সপেক্টর, দেখে চিন্তিত মনে হচ্ছে ওকে। কুলুঙ্গিটার কাছে একটা কোনায় দাঁড়িয়ে আছে স্টার্কওয়েডার; ওর পাশেই জ্যান, কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখছে ভবিষ্যতের সংসদ-সদস্যকে।

'ইস্‌স্‌, ভুল হয়ে গেছে আসলে,' ফারারের কণ্ঠে আক্ষেপ। 'যদি কাল রাতেই হাজির হতে পারতাম!'

'হাজির হলে কী করতেন?' আক্ষেপ লরার কণ্ঠেও। 'আর হাজির হতেনই বা কীভাবে? যে-কুয়াশা পড়েছিল গতরাতে! আপনি তো বাসা থেকে বেরই হতে পারতেন না।'

'তা অবশ্য ঠিক,' মেনে নিল ফারার। 'কাল রাতে আমাদের কমিটির কয়েকজন সদস্যকে দাওয়াত করেছিলাম নিজের বাসায়, ডিনারে। কুয়াশার অবস্থা দেখে তাড়াতাড়িই চলে যায় সবাই। তখন একবার ভেবেছিলাম আসি আপনাদের এখানে, দেখা করে যাই। কিন্তু কুয়াশার অবস্থা দেখে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে ভুগতে শেষপর্যন্ত...' পকেট হাতড়াচ্ছে সে, কী যেন খুঁজছে, একইসঙ্গে তাকাচ্ছে এদিকওদিক। 'কারও কাছে ম্যাচ হবে নাকি? আমার লাইটারটা খুঁজে পাচ্ছি না।' গতরাতে যে-টেবিলের উপর লাইটারটা রেখে গিয়েছিল লরা, সেটার উপর চোখ পড়ল হঠাৎ, দেখতে পেল কাঙ্ক্ষিত বস্তুটা। সঙ্গে সঙ্গে হাঁটা ধরল সেদিকে,

BanglaBook.org

কাছে গিয়ে তুলে নিল জিনিসটা। 'ওহ্, পেয়েছি! মনেই করতে পারছিলাম না কোথায় রেখেছিলাম।'

ঘুণাক্ষরেও টের পেল না সে, ওকে একদৃষ্টিতে লক্ষ করছে স্টার্কওয়েডার।

'মিস্টার ফারার...' শুরু করেই থেমে গেল লরা।

'বলুন?' লরার দিকে ঘুরল ফারার, একটা সিগারেট অফার করল মেয়েটাকে।

সিগারেটটা নিল লরা।

'মিসেস ওয়ারউইক, আবারও বলছি, আমি যারপরনাই দুঃখিত,' একগাদা ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল ফারার, 'আপনাদের জন্য কিছু করার থাকলে বলুন, চেষ্টা করে দেখি...'

'ঠিক আছে, কোনোকিছু দরকার হলে বলবো,' ঠোঁটে-গোঁজা সিগারেটটা জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য ফারারের দিকে নিজের মাথাটা একটু বাড়িয়ে দিল লরা।

ওর সিগারেটটা ধরিয়ে দিল ফারার।

হঠাৎ স্টার্কওয়েডারকে উদ্দেশ্য করে জ্যান বলল, 'আপনি কি গুলি চালাতে পারেন, মিস্টার স্টার্কওয়েডার?' জবাবের জন্য অপেক্ষা না করে আবার বলল, 'জানেন, আমি কিন্তু পারি। রিচার্ড কখনও কখনও রিভলভার ধরিয়ে দিত আমার হাতে, গুলি করতে বলত। অবশ্য...ওর মতো ভালো গুলি চালাতে পারিনি কখনোই।'

ফারারের উপর থেকে চোখ সরিয়ে জ্যানের দিকে তাকাল স্টার্কওয়েডার। 'তা-ই নাকি? ঠিক কী ধরনের রিভলভার ব্যবহার করতে দিতেন তিনি তোমাকে?'

জ্যানের সঙ্গে স্টার্কওয়েডারের কথোপকথন ঘরের বাকিদের মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে টের পেয়ে ফারারের আরেকটু কাছে সরে গেল লরা, সিগারেটের একগাদা ধোঁয়া ছেড়ে নিজের চেহারাটা আড়াল করে খুবই নিচু গলায় বলল, 'তোমার সঙ্গে

BanglaBook.org

জরুরি কথা আছে, জুলিয়ান। খুবই জরুরি।'

'সাবধান!' একইরকম নিচু গলায় লরাকে সতর্ক করল ফারার।

'... বেশিরভাগ সময় পয়েন্ট টু টু,' জ্যান তখন বলছে স্টার্কওয়েডারকে, 'তবে একেবারেই যে খারাপ গুলি চালাতাম আমি, তা কিন্তু না। তা-ই না, জুলিয়ান?' মেজরের দিকে এগিয়ে গেল সে। 'তোমার মনে আছে, একবার আমাকে মেলায় নিয়ে গিয়েছিলে? গুলি করে দুটো বোতল গুঁড়িয়ে দিয়েছিলাম আমি, মনে আছে?'

'আছে, জ্যান,' ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল ফারার। 'তোমার নিশানা দারুণ! তুমি ক্রিকেটও ভালো খেলতে পারো। গেল গ্রীষ্মে যে-খেলাটা খেললাম না আমরা...উফ্, রীতিমতো উত্তেজনাকর!'

হাসছে জ্যান, চেহারায় নিখাদ সন্তুষ্টি।

নীরবতা। কেউই কিছু বলছে না।

ডেস্কের ধারে বসে ডকুমেন্টগুলো দেখছে ইন্সপেক্টর।

নিজের জন্য একটা সিগারেট বের করল স্টার্কওয়েডার, লরাকে বলল, 'আমি ধূমপান করলে কিছু মনে করবেন?'

'অবশ্যই না,' বলল লরা।

ফারারের দিকে তাকাল স্টার্কওয়েডার। 'আপনার লাইটারটা একটু দেবেন?'

'অবশ্যই,' বলল ফারার। 'নিন।'

জিনিসটা হাতে নিল স্টার্কওয়েডার, আড়চোখে দেখছে লরাকে। সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, 'আহ্, লাইটারটা চমৎকার!'

কিছু একটা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল লরা।

'হ্যাঁ, নিজের লাইটারের প্রশংসা শুনে খুশি হয়েছে ফারার, 'অন্য যে-কোনো লাইটারের চেয়ে বেশ ভালো কাজ করে ওটা।'

BanglaBook.org

ওকে বিড়বিড় করে ধন্যবাদ দিয়ে লাইটারটা ফিরিয়ে দিল স্টার্কওয়েডার, আরও একবার আড়চোখে তাকাল লরার দিকে।

এবার ইন্সপেক্টরের দিকে এগিয়ে গেল জ্যান, গিয়ে থামল লোকটার ঠিক পেছনে। 'অনেক রকমের আগ্নেয়াস্ত্র ছিল রিচার্ডের। কয়েক ধরনের এয়ারগানও ছিল। একটা বন্দুক ছিল, যেটা দিয়ে গুলি করে হাতি মেরেছে সে আফ্রিকায়। দেখতে চান? তা হলে আমার সঙ্গে আসতে পারেন। আমি জানি কোথায় আছে সব—রিচার্ডের বেডরুমে।'

'ঠিক আছে,' উঠে দাঁড়াল ইন্সপেক্টর। 'আমাদেরকে দেখাও ওগুলো। একটা কথা স্বীকার না করে পারছি না, জ্যান। পুলিশের কাজে কিন্তু দারুণ সাহায্য করছ তুমি! তোমাকে পুলিশফোর্সে নেয়া উচিত আমাদের,' জ্যানের কাঁধে হাত রেখে দরজার দিকে এগিয়ে গেল সে।

এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল ক্যাডওয়ালাডার।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে হলে যাওয়ার আগে একটু থামল ইন্সপেক্টর থমাস, ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'আপনাকে আমাদের আপাতত দরকার নেই, মিস্টার স্টার্কওয়েডার। দু'জন দালালের সঙ্গে না দেখা করার কথা আছে আপনার? ইচ্ছা করলে দেখা করতে যেতে পারেন ওদের সঙ্গে। তবে খেয়াল রাখবেন, দরকার হলে যাতে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি আমরা।'

'ঠিক আছে,' বলল স্টার্কওয়েডার।

জ্যানকে নিয়ে বেরিয়ে গেল থমাস, বেরিয়ে গেল ক্যাডওয়ালাডারও।

যাওয়ার সময় দরজাটা টেনে দিয়ে গেল সে।

BanglaBook.org

বারো

স্টাডির ভেতরে অস্বস্তিকর নীরবতা।

ফারারের সঙ্গে কথা বলা দরকার লরার, কিন্তু স্টার্কওয়েডারের উপস্থিতিতে কিছু বলতে পারছে না। একই অবস্থা ফারারেরও। এদিকে, চলে যেতে বলেছে ইন্সপেক্টর, অথচ বাড়ির মালকিন কিছু বলছে না, তাই স্টার্কওয়েডার ভুগছে দ্বিধাদ্বন্দ্বে। শেষপর্যন্ত সে-ই মুখ খুলল প্রথমে, 'আমার মনে হয় এখন যাওয়া উচিত আমার। গিয়ে দেখি গর্ত থেকে আমার গাড়িটা তুলতে পারল কি না ওরা।' খোলা ফ্রেঞ্চউইণ্ডোটার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, 'দিনের বেলায় সব কেমন অন্যরকম দেখায়!'

ঘর থেকে সে বের হয়েছে কি হয়নি, সঙ্গে সঙ্গে লরা আর জুলিয়ান ঘুরল একজন আরেকজনের দিকে।

'জুলিয়ান!' যেন দম আটকে আসছে এমন ভঙ্গিতে বলল লরা, 'লাইটারটা! আমি বলেছি ওটা আমার!'

'কী? ওটা তোমার? কার কাছে বলেছ কথাটা? ইন্সপেক্টরের কাছে?'

'না। ওই লোকটার কাছে।'

'কোন্ লোক?'

আঙুল তুলে স্টার্কওয়েডারের গমনপথের দিকে দেখিয়ে দিল লরা।

BanglaBook.org

‘ওই লোক?’ শিয়াল দেখলে যেভাবে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবে বাঘ, সেভাবে বলল ফারার। ‘কে সে? পূর্বপরিচয় আছে?’

‘না, না। আমি চিনি না ওকে। দুর্ঘটনায় পড়েছে ওর গাড়ি, ফেঁসে গেছে বেচারা...কী হয়েছে তা তো ওর কাছ থেকে শুনেছই। গতরাতে এসেছে সে...ঠিক যখন...’

হাত বাড়িয়ে লরার একটা হাত ধরল ফারার। ‘এত ভয় পাচ্ছ কেন তুমি, লরা? সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি আছি না? ভালোমতোই জানো, তোমার জন্য যা যা করা সম্ভব সবই করবো আমি।’

ওর সেই আশ্বাসবাণীতে কোনো কাজ হয়েছে বলে মনে হলো না। ডাঙায় তোলা মাছের মতো খাবি খেতে খেতে লরা বলল, ‘জুলিয়ান! ফিঙ্গারপ্রিন্ট!’

‘কীসের ফিঙ্গারপ্রিন্ট?’

‘টেবিলের উপর ফিঙ্গারপ্রিন্ট! উফ্, তুমি কিছু বুঝতে পারছ না কেন? কী হয়েছে তোমার?’

‘আমি আসলেই কিছু বুঝতে পারছি না। কী বলছ তুমি আবোলতাবোল?’

‘আবোলতাবোল না, জুলিয়ান, যা বলছি ঠিকই বলছি। টেবিলের কাচের উপর ফিঙ্গারপ্রিন্ট পেয়েছে পুলিশ। ওটা কি তোমার?’

থতমত খেয়ে গেছে ফারার, জবাব দিতে পারছে না প্রশ্নটার।

‘কী হলো?’ আবারও প্রশ্ন করল লরা। ‘কিছু বলছ না কেন? টেবিলের কাচের গায়ে ফিঙ্গারপ্রিন্ট কি তোমার?’

‘মনে হয়...আমারই।’

‘ওহ্, ঈশ্বর!’ দেখে মনে হলো লরার সব আশা-ভরসা শেষ। ‘এখন কী করবো আমরা?’

‘কেন, কী হয়েছে?’ কণ্ঠ শুনে বোঝা গেল ফারারের বিরক্তি

BanglaBook.org

উত্তরোত্তর বাড়ছে। 'খুলে বলছ না কেন?'

'এ-বাড়ির সবার ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়েছে পুলিশ, এমনকী মিস্টার স্টার্কওয়েডারেরও। স্টাডির যেসব জায়গায় ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেছে, কোন্‌টা কার সেটা ইতোমধ্যে মিলিয়ে দেখে মোটামুটি নিশ্চিত হয়েছে পুলিশ। শুধু ওই কাচের গায়ের যে-প্রিন্টের কথা বলছি, সেটার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারেনি ওরা এখনও। ওদের ধারণা, ওটা ম্যাকগ্রেগরের।'

'ম্যাকগ্রেগর?'

'উফ্, জুলিয়ান, তুমি কি সব ভুলে বসে আছো? ম্যাকগ্রেগরের কথা মনে নেই তোমার?'

'ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তা হলে ওই ধারণা নিয়েই থাকতে দাও ওদের। পুলিশকে বিশ্বাস করতে দাও ম্যাকগ্রেগরই খুন করেছে রিচার্ডকে।'

'কিন্তু ধরো...'

'ধরাধরির সময় নেই এখন,' হঠাৎ যেন জরুরি কিছু মনে পড়ে গেছে এমন ভঙ্গিতে বলল ফারার। 'যেতে হবে আমাকে, ভুলেই গিয়েছিলাম একজনের সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।' হাত বাড়িয়ে আলতো করে চাপড় দিল লরার কাঁধে। 'চিন্তা কোরো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। আর...তোমার যাতে কিছু না হয় সেটা দেখবো আমি।'

হতভম্ব হয়ে গেছে লরা। ফারারের সঙ্গে কথা বলাটা ভীষণ জরুরি ছিল, অথচ ওকে এভাবে ফেলে রেখে চলে যাচ্ছে লোকটা? ইন্সপেক্টর থমাস ধূর্ত লোক, সে যদি ঘুণাক্ষরেও টের পায়...

লরার মনে হচ্ছে ওর দম যেন আটকে আসছে। মনে হচ্ছে, ফাঁসির দড়িটা শক্ত হয়ে এঁটে বসছে ওর গলায়।

ফ্রেঞ্চউইণ্ডো খুলে বেরিয়ে যাচ্ছিল ফারার, এমন সময় চমকে উঠল সে, চমকে উঠল লরাও।

BanglaBook.org

স্টার্কওয়েডারকে দেখা যাচ্ছে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক বাইরেই। হয়তো ঢুকতে যাচ্ছিল স্টাডিতে, আরেকটু হলে ধাক্কা লেগে যেত ফারারের সঙ্গে।

একপাশে সরে দাঁড়াল ফারার।

'চলে যাচ্ছেন নাকি?' ওকে জিজ্ঞেস করল স্টার্কওয়েডার।

'হ্যাঁ,' বলল ফারার। 'আসলে একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছি ইদানীং। সপ্তাহখানেকের মধ্যে নির্বাচন আসছে...আমিও এসবের সঙ্গে আছি আর কী।'

'কিছু মনে না করলে একটা কথা জিজ্ঞেস করি?'

'না, মনে করার কী আছে? জিজ্ঞেস করুন।'

'আপনি কোন্ দলের সমর্থক? কনযারভেটিভ?'

'না, লিবারেল।'

'কী মনে হয় আপনার? ওরা জিততে পারবে এবার?'

লম্বা করে দম নিল ফারার, উত্তর দিল না প্রশ্নটার, স্টার্কওয়েডারকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

ওর গমনপথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল স্টার্কওয়েডার, তারপর ঘরে ঢুকল। রাগে দু'চোখ জ্বলছে ওর। 'এ-ই তা হলে ঘটনা?' দাঁতে দাঁত চেপে বলল সে লরাকে। 'তলে তলে তা হলে এসব করছিলেন আপনি? ছি! সবার সামনে আপনি-আপনি করে কথা বলা, মিস্টার-মিসেস সম্বোধনে ডাকা, অথচ...'

'কী...কী বলতে চান আপনি?' গলায় জোর নেই লরার।

'কী বলতে চাই? বলতে চাই, আপনি তা হলে পরকীয়া করছেন মেজর জুলিয়ান ফারারের সঙ্গে? লোকটা আপনার বয়ফ্রেণ্ড?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল লরা, তারপর হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'হ্যাঁ, জুলিয়ান আর আমার মধ্যে পরকীয়ার সম্পর্ক আছে।'

BanglaBook.org

একটানা বেশ কিছুক্ষণ মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকল স্টার্কওয়েডার। তারপর বলল, 'তারমানে গতরাতে সব কথা বলেননি আপনি আমাকে। তারমানে, আমার কাছে অনেক কিছুই চেপে গেছেন আপনি। অথচ...অথচ আপনাকে ভালোমানুষ মনে করে, অসহায় মনে করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম আমি। ছি! এখন রীতিমতো ঘেন্না হচ্ছে আমার। সুন্দরী মেয়েমানুষ মানেই কি...' কথা শেষ না করে থেমে গেল সে।

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে লরা, ফোঁপাচ্ছে কি না বোঝা যাচ্ছে না ঠিক।

'বলুন,' রাগ যায়নি স্টার্কওয়েডারের, বরং আরও বেড়েছে মনে হচ্ছে, 'কেন কাল রাতে ছোঁ মেরে লাইটারটা নিয়ে নিলেন আমার হাত থেকে? কেন বললেন ওটা আপনার? আপনার তথাকথিত বয়ফ্রেণ্ডকে গোপন করার জন্য, না? ছি!' কিছুক্ষণ পায়চারি করে বেড়াল সে। 'কতদিন হলো লোকটার সঙ্গে এসব করে বেড়াচ্ছেন আপনি?'

ভিজে যাওয়া চোখ দুটো মুছল লরা, জোর খাটিয়ে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে ঠোঁট দুটোর কাঁপুনি। 'বেশ কিছুদিন।'

'পরকীয়ার কী দরকার ছিল? রিচার্ডকে ছেড়ে চলে গেলেই তো পারতেন? সে নিশ্চয়ই শেকল দিয়ে বেঁধে রাখেনি আপনাকে?'

'না, পারতাম না। যদি জানাজানি হতো আরেকজনের বউকে ভাগিয়ে নিয়ে গেছে জুলিয়ান, তা হলে ওর রাজনৈতিক ক্যারিয়ার নষ্ট হয়ে যেত।'

'ও...লোকটার কাছে তা হলে একজন মানুষের চেয়ে, বলা ভালো একটা অসহায় মেয়েমানুষের চেয়ে নিজের রাজনৈতিক ক্যারিয়ার বড়? থুতু দেয়া উচিত এসব মানুষের মুখে।' আবারও কিছুক্ষণ পায়চারি করে বেড়াল সে। তারপর বলল, 'আপনার

BanglaBook.org

সঙ্গে প্রেমের খেলা শুরু করার আগে নিজের ক্যারিয়ারের কথা মনে ছিল না লোকটার?'

জবাব দিল না লরা।

রাগ আরও বাড়ল স্টার্কওয়েডারের, আবারও কিছুক্ষণ পায়চারি করার পর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বসে পড়ল সোফায়। লরাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'বাহ্, পরকীয়া, ব্যভিচার এসব এখন কত সহজ হয়ে গেছে! ইচ্ছা করলেই যার-তার সঙ্গে, যখন-তখন করা যায় ওসব। ঠিক না?'

লজ্জায় লাল হয়ে গেল লরা, এখনও মুখ তুলে তাকাতে পারছে না সে স্টার্কওয়েডারের দিকে। 'অপরাধ করেছি আমি, পাপ করেছি; আপনার যা ইচ্ছা বলতে পারেন আমাকে। কিন্তু দয়া করে মনে রাখবেন, আমারও কিছু বলার থাকতে পারে।'

'আপনি আর কী বলবেন? একজন ব্যভিচারিণীর কথা শোনার দায় পড়েনি এ-সমাজের।'

'তা হয়তো পড়েনি, তারপরও কয়েকটা কথা বলতে চাই আমি। যেমন, আমার পক্ষ থেকে একতরফাভাবে ঘটেনি ব্যাপারটা। রিচার্ডের ঘনিষ্ঠ বন্ধু জুলিয়ান, মানে ছিল আর কী, সে-সুবাদে এ-বাসায় নিয়মিত যাতায়াত ছিল ওর, সে-ই আস্তে আস্তে পাপের পথে নিয়ে গেছে আমাকে। তা ছাড়া...তা ছাড়া...সিংহের কামড়ে শুধু হাঁটাচলার ক্ষমতাই না, আরও কিছু হারিয়েছিল রিচার্ড। এবং আমি একজন মানুষ, রক্তমাংসের মানুষ, আমারও কামনা-বাসনা থাকতে পারে।'

'ও আচ্ছা আচ্ছা, তা-ই তো! স্বামীর বন্ধুর কাছে গেছি, কারণ স্বামীর কাছে সুখ পাই না—অনেক ব্যভিচারিণীর মুখেই শোনা গেছে খোঁড়া যুক্তিটা।'

এগিয়ে গিয়ে টুলটাতে বসে পড়ল লরা, হাঁটুতে মাথা রেখে ভেঙে পড়ল নিঃশব্দ কান্নায়, কাঁদতে কাঁদতেই বলল, 'আপনি

Banglabook.org

কিন্তু যারপরনাই অপমান করছেন আমাকে।'

'কারণ সে-অপমান পাওনা হয়েছেন আপনি,' এমনভাবে বলল স্টার্কওয়েডার, শুনে মনে হলো যেন বিষ উগলে দিচ্ছে রাজগোখরা।

কিছু বলল না লরা, মাথাও তুলল না, আগের মতোই নিঃশব্দে কাঁদছে।

'ওই লুচ্চা মেজরের সঙ্গে যা করেছেন তা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার,' বলে চলল স্টার্কওয়েডার, 'সে-ব্যাপারে আমার মতো একজন আগন্তুকের কিছু বলাটা ঠিক না। কিন্তু কাল রাতে মিথ্যা বললেন কেন আমার কাছে?'

কান্না থামিয়ে এবার মুখ তুলল লরা; কাঁদার কারণে ফুলে গেছে ওর চোখ, লাল হয়ে গেছে নাক—আরও সুন্দর লাগছে ওকে। 'কাল রাতে পরিচয় হয়েছে আপনার সঙ্গে, যা হয়েছে সেটাকে পরিচয় বলাটাও ঠিক হবে কি না জানি না, সত্যি বলতে কী এখনও আপনাকে ঠিকমতো চিনি না আমি; এ-অবস্থায় আমার এসব গোপন আর বীভৎস কথাগুলো কীভাবে বলতাম আপনাকে, বলুন তো?'

ওর উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিল স্টার্কওয়েডার। 'এবার বলুন...এবং দয়া করে মিথ্যা বলবেন না, গতরাতে যখন গুলি চালালেন আপনার স্বামীর উপর তখন ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে ছিলেন আপনি?'

দেখে মনে হলো প্রশ্নটা শুনে যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেছে লরা। 'কোথায় দাঁড়িয়ে ছিলাম?'

'জী, সে-প্রশ্নটাই জিজ্ঞেস করেছি আমি।'

কিছুক্ষণ কী যেন চিন্তা করল লরা, তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে ফ্রেঞ্চউইণ্ডোটা দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'ওখানে।'

'ঠিক আছে। এবার উঠুন, যেখানে দাঁড়িয়ে গুলি

Banglabook.org

চালিয়েছিলেন সেখানে গিয়ে দাঁড়ান।'

উঠে দাঁড়াল লরা, কিন্তু ফ্রেঞ্চউইণ্ডোটার কাছে গেল না, বরং নার্ভাস ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ হাঁটল ঘরের ভেতরে। 'আমি আসলে...ঠিক মনে করতে পারছি না। এবং দয়া করে মনে করতে বলবেন না আমাকে। আমি...যারপরনাই আপসেট।'

'এসব বললে কোনো কাজ হবে না এখন। আসুন, আমি সাহায্য করি আপনাকে। আপনার স্বামী কিছু একটা বলেছিলেন আপনাকে, কথাটা শুনে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন আপনি, ছোঁ মেরে রিভলভারটা তুলে নেন হাতে। মনে আছে?' সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল স্টার্কওয়েডার, এগিয়ে গেল আর্মচেয়ারটার দিকে, নেভাল সিগারেটটা। 'টেবিলটাও আছে জায়গামতো, রিভলভারটাও আছে—দেখুন ইন্সপেক্টর থমাস আমাদের কতখানি বিশ্বাস করেন, খুনের কাজে যে-রিভলভার ব্যবহৃত হয়েছে বলে ধারণা করছে সে সেটা রেখে গেছে, সঙ্গে করে নিয়ে যায়নি। এবার কল্পনা করুন, ঝগড়া করছেন আপনারা। রিভলভারটা তুললেন আপনি...নিন, ওটা তুলবার অভিনয় করুন।'

'পারবো না। আমাকে দিয়ে এখন ওসব হবে না।'

'হবে না মানে? হতেই হবে। এক শ'বার হবে। যা বলছি করুন!'

রিভলভারটা নিল লরা, জায়গামতো গিয়ে দাঁড়িয়ে সেটা তুলবার অভিনয় করল।

'না, হয়নি,' মাথা নাড়ল স্টার্কওয়েডার। 'এ-রকম মড়ার মতো রিভলভার তোলেননি আপনি, ছোঁ মেরে তুলেছেন। তারপর গুলি করেছেন আপনার স্বামীকে। ঠিক কীভাবে করেছেন কাজটা, সেটাই দেখতে চাই।'

'আমি...আমি...' কিছু একটা বলতে চাচ্ছে লরা, কিন্তু বলতে পারছে না।

Banglabook.org

‘কী হলো? দেখান!’

‘পারবো না! গুলি বেরিয়ে যাবে!’

‘বোকার মতো কথা বলবেন না! খুব ভালোমতোই জানেন একটা বুলেটও নেই রিভলভারটার ভেতরে। নিন, এখন গুলি করুন!’

রিভলভারটা তুলল লরা, কিন্তু লক্ষ্য স্থির রাখতে পারছে না কিছুতেই। হাত ভীষণ কাঁপছে ওর, মনে হচ্ছে যেন রিভলভার না একটা কামান ধরে আছে; মনে হচ্ছে যে-কোনো মুহূর্তে ওটা খসে পড়ে যাবে।

এগিয়ে গিয়ে ছোঁ মেরে অস্ত্রটা ছিনিয়ে নিল স্টার্কওয়েডার লরার হাত থেকে। ধূর্ত, নিঃশব্দ হাসি হাসতে হাসতে বলল, ‘যা ভেবেছিলাম আমি! ঠিক যা ভেবেছিলাম!’

ফারারের সঙ্গে পরকীয়া করার সময় রিচার্ডের কাছে ধরা পড়লে যে-অবস্থা হতো লরার, এখন ঠিক সে-অবস্থা হয়েছে মেয়েটার; একইসঙ্গে ভয়ার্ত আর বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে স্টার্কওয়েডারের দিকে।

‘আপনি রিভলভার চালাতে জানেন না,’ শান্ত গলায় বলল স্টার্কওয়েডার। ‘শুধু তা-ই না, আজকের আগে, বলা ভালো গতরাতের আগে জীবনে কখনও হাতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়েছেন কি না তাতেও সন্দেহ আছে আমার। তাই গুলি করার আগে সেফটি ক্যাচ রিলিয করার কথা মাথাতেই আসেনি আপনার।’

কিছু বলল না লরা, দাঁড়িয়ে আছে মূর্তির মতো।

রিভলভারটা জায়গামতো রেখে দিয়ে সোফায় ফিরে এল স্টার্কওয়েডার, তাকাল লরার দিকে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, ‘তারমানে, আপনার স্বামীকে গুলি করেননি আপনি।’

‘করেছি,’ বলল বটে, কিন্তু কণ্ঠে জোর নেই লরার।

Banglabook.org

'না, করেননি।'

ভাবান্তর হয়েছে লরার চেহারায়—স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ভয় পেয়েছে সে। 'তা হলে...তা হলে আমি কেন বলতে যাবো...'

'রিচার্ডকে গুলি করেছেন আপনি, তা-ই তো?' লম্বা করে দম নিল স্টার্কওয়েডার, আরাম করে হেলান দিল সোফায়। 'উত্তরটা খুব সহজ মনে হচ্ছে আমার কাছে। লাইটার নিয়ে মিথ্যা বলেছেন আপনি, প্রমাণ করে দিয়েছেন আপনি মিথ্যুক, এবং যে-মানুষ একবার মিথ্যা বলে সে বার বার মিথ্যা বলতে পারে। তা ছাড়া আপনি নিজেই স্বীকার করেছেন ওই লুচ্চা মেজরের উপস্থিতি গোপন করার চেষ্টা করছিলেন গতরাতে। তাই আমি যদি বলি ওই মেজরকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন আপনি, যদি বলি সে-ই খুন করেছে আপনার স্বামীকে, তা হলে বোধহয় ভুল হবে না।'

'না,' প্রায় চিৎকার করে বলে উঠল লরা।

'হ্যাঁ।'

'না।'

'আমি বলছি হ্যাঁ।'

'যদি কাজটা জুলিয়ানের হয়ে থাকে, তা হলে আমি কেন...'

'স্বীকার করতে যাবেন রিচার্ডকে গুলি করেছেন আপনি, তা-ই তো? লোকটা আপনার পিরিতের নাগর, ওকে বাঁচানোর চেষ্টা আপনি করবেন না তো কে করবে? ...ছি, আমি আসলে একটা বোকা। নিজেকে বাঁচানোর জন্য আমাকে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন আপনি, বুঝতে পারিনি কাল রাতে। কিন্তু আর না! এবার সব ফাঁস করে দেবো আমি। ওই লুচ্চা মেজরের গলা যাতে কোনোভাবেই নিষ্কৃতি না পায় ফাঁসির দড়ি থেকে, সে-ব্যবস্থা করবো।'

নীরবতা।

চুপ করে আছে লরা, কী যেন ভাবছে।

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ পর, স্টার্কওয়েডারকে যারপরনাই আশ্চর্য করে দিয়ে, একটুকরো হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটের কোনায়। এগিয়ে এসে একটা সিগারেট ধরাল সে, স্টার্কওয়েডারের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আরাম করে ধোঁয়া ছাড়ল। বলল, 'ফারারের গলা যাতে ফাঁসির দড়ি থেকে নিষ্কৃতি না পায়, সে-ব্যবস্থা করবেন, তা-ই না?'

'হ্যাঁ, তা-ই।'

'পারবেন না।'

'মানে?'

'মানে, একবার যে-বক্তব্য দিয়েছেন পুলিশের কাছে, তা কি ফিরিয়ে নিতে পারবেন?'

'কী?' থতমত খেয়ে গেছে স্টার্কওয়েডার।

আবারও একগাল ধোঁয়া ছাড়ল লরা। 'আসল ঘটনা আপনি জানুন অথবা না জানুন, পুলিশকে যা বলেছেন সেটা থেকে সরে আসতে পারবেন না কিছুতেই। যদি করেন কাজটা তা হলে...। তা হলে কী হতে পারে তা আমার চেয়ে ভালো আপনিই জানেন।'

প্রায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল স্টার্কওয়েডার, জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লরার দিকে, মেয়েটাকে কিছু একটা বলতে গিয়েও সামলে নিল নিজেকে। দুদ্দাড় করে এগিয়ে গেল ফ্রেঞ্চউইণ্ডোর দিকে, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে একটাবার দেখল লরাকে, তারপর যেন উল্কাবেগে ধেয়ে গেল বাগানটার দিকে।

ফ্রেঞ্চউইণ্ডোর কাছে গিয়ে দাঁড়াল লরা, চুপচাপ সিগারেট খাচ্ছে। ধোঁয়া গিলছে, নাকমুখ দিয়ে ছাড়ছে, আর দেখছে স্টার্কওয়েডারকে। অক্ষম ক্রোধে বাগানে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে লোকটা।

পাগলাটে লোকটাকে ডাকবে নাকি মেয়েটা? কিছু একটা বলে শান্ত করার চেষ্টা করবে?

BanglaBook.org

থাক, দরকার নেই। হিতে বিপরীত হতে পারে।

নিঃশব্দে সরে এল লরা ফ্রেঞ্চউইণ্ডোটার কাছ থেকে।

তেরো

বিকেলটা মরে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, আর কিছুক্ষণ পরই সন্ধ্যা নামবে।

স্টাডিতে নার্ভাস ভঙ্গিতে পায়চারি করছে জুলিয়ান ফারার। ফ্রেঞ্চউইণ্ডোটা খোলা। সূর্য ডুবতে বসেছে, সোনালি আলোয় ভরে গেছে বাইরের লনটা।

ফারারকে ডেকে পাঠিয়েছে লরা, বলেছে ওর সঙ্গে দেখা করাটা খুব জরুরি। মেয়েটার জন্য অপেক্ষা করছে ফারার, আর একটু পর পর নিজের হাতঘড়ি দেখছে।

দেখে খুব আপসেট আর বিক্ষিপ্তচিত্ত বলে মনে হচ্ছে ফারারকে। পায়চারি করতে করতে ফ্রেঞ্চউইণ্ডোটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে, উঁকি দিয়ে কী যেন দেখল টেরেসে, তারপর আবার ফিরে এল ঘরের প্রায় মাঝখানে, হাতঘড়ি দেখল। হঠাৎ খেয়াল করল, আর্মচেয়ারের সঙ্গে টেবিলটার উপরে একটা পত্রিকা আছে। এগিয়ে গিয়ে সেটা তুলে নিল সে।

পত্রিকাটা স্থানীয়, নাম "ওয়েস্টার্ন ইকো"। প্রথম পৃষ্ঠার শিরোনামে ছাপা হয়েছে রিচার্ড ওয়ারউইকের মৃত্যুর খবর:

রহস্যময় হামলাকারীর আবির্ভাব, বিশিষ্ট স্থানীয় অধিবাসী খুন

আর্মচেয়ারে বসে পড়ল ফারার, পড়তে শুরু করল খবরটা।

BanglaBook.org

কিন্তু কিছুক্ষণ পড়ার পরই উৎসাহ হারিয়ে ফেলল, বিরক্ত হয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল পত্রিকাটা, উঠে আবার গিয়ে দাঁড়াল ফ্রেঞ্চউইণ্ডোর কাছে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল, লরা এখনও আসছে না দেখে বেরিয়ে এল লনে। হাঁটতে হাঁটতে বাগানের প্রায় মাঝখানে চলে এসেছে, এমন সময় পেছনে শব্দ শুনতে পেয়ে ঘুরল। লরা এসেছে ভেবে না দেখেই বলে উঠল, 'লরা, আমি দুঃখিত...আমি...' কথা শেষ না করে থেমে গেল সে, যারপরনাই হতাশ হয়েছে।

যে-মানুষটা হেঁটে আসছে ওর দিকে সে অ্যাঞ্জেল, লরা ওয়ারউইক না।

'অ্যাঞ্জেল, তুমি?' বলার ঢং-এ বোঝা গেল কতখানি হতাশ ফারার।

ফারারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল অ্যাঞ্জেল। 'জী, স্যর, আমি। মিসেস ওয়ারউইক পাঠিয়েছেন আমাকে। আপনাকে বলতে বলেছেন, তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই আসবেন এখানে।'

ফারার কিছু বলল না।

'স্যর, যদি কিছু মনে না করেন, আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?'

কিছুটা আশ্চর্য হলো ফারার। 'আমার সঙ্গে? আচ্ছা, ঠিক আছে, বলো।'

ঘাড় ঘুরিয়ে বাড়ির দিকে তাকাল অ্যাঞ্জেল, কেউ ওদেরকে দেখছে কি না—সে-ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চায় যেন। তারপর নিচু গলায় বলল, 'আসলে...এ-বাড়িতে আমার থাকা না-থাকা নিয়ে চিন্তার মধ্যে পড়ে গেছি, স্যর। তাই ভাবলাম, আপনার সঙ্গে কথা বলি।'

ফারার নিজের ঝামেলা নিয়েই অস্থির, অ্যাঞ্জেলের সমস্যা শুনবার মতো অবকাশ বা মানসিক অবস্থা কোনোটাই নেই ওর।

BanglaBook.org

তারপরও, ভদ্রতার খাতিরে বিরক্তি চেপে রেখে বলল, 'কী সমস্যা?'

কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল অ্যাঞ্জেল, তারপর বলল, 'মিস্টার ওয়ারউইকের মৃত্যু, স্যর। ঘটনাটার কারণে তো বেকার হয়ে গেলাম আমি।'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই। কিন্তু...তুমি তো অভিজ্ঞ লোক, ইচ্ছা করলেই অন্য কোনো জায়গায় ও-রকম চাকরি জুটিয়ে নিতে পারো।'

'ঠিকই বলেছেন, স্যর—আমি অভিজ্ঞ। ইচ্ছা করলে গিয়ে যোগ দিতে পারি কোনো হাসপাতালে, অথবা কারও বাসায় কাজ করতে পারি। কথাটা জানি আমি।'

'তা হলে তো আর কোনো সমস্যাই নেই তোমার, নাকি আছে?'

'আছে, স্যর।'

'যেমন?'

'চাকরিটা যেভাবে হারালাম, আসলে...ব্যাপারটা ঠিক পছন্দ হচ্ছে না আমার।'

'মানে কী? খুনখারাপির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছ—সেটা পছন্দ হচ্ছে না তোমার?'

'হ্যাঁ, সেটা বলা যেতে পারে।'

'ভালো। তবে...কিছু মনে কোরো না, ওই ব্যাপারে কারও কিছু করার নেই। যদি রেফারেন্সের দরকার হয়, মিসেস ওয়ারউইককে বোলো,' নিজের সিগারেটকেস খুলে একটা সিগারেট বের করল ফারার। সিদ্ধান্ত নিল, বাগানে দাঁড়িয়ে অ্যাঞ্জেলের সঙ্গে গুরুত্বহীন কথা বলে সময় নষ্ট করবে না আর, ফিরে যাবে বাড়ির ভেতরে।

'সেটা খুব একটা কঠিন কোনো কাজ হবে বলে মনে হয় না,

BanglaBook.org

স্যর। মিসেস ওয়ারউইক খুবই ভালো একজন মানুষ,' এরপর সুর একটু পাল্টে যোগ করল অ্যাঞ্জেল, 'এবং খুবই আকর্ষণীয় একজন মহিলা।'

যাওয়ার জন্য এক পা বাড়িয়েছিল ফারার, অ্যাঞ্জেলের শেষ কথাটা শুনে থমকে গেল। 'মানে?'

'মিসেস ওয়ারউইককে কোনো ঝামেলায় ফেলা উচিত না আমার।'

সিগারেটকেসটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখল ফারার। 'তোমার কথা আসলে বুঝতে পারছি না আমি। কী বোঝাতে চাচ্ছ? লরার যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সেজন্য এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চাচ্ছ না আপাতত?'

'কথাটা ঠিক, স্যর। মিস্টার ওয়ারউইক নেই, এখন এ-বাড়ির অন্যান্য টুকিটাকি কাজ করছি। তবে আপনি যা বললেন, সেটা বোঝাতে চাইনি আমি।'

'তা হলে কী বোঝাতে চেয়েছ?' অস্থিরতা বাড়ছে ফারারের, অ্যাঞ্জেলের উপর ক্রমেই বিরক্ত হচ্ছে সে।

ব্যাপারটা হয়তো টের পেল অ্যাঞ্জেল, অস্বস্তি ফুটল ওর চোখেমুখে। 'আসলে...আমার অসুবিধার কথা আপনাকে বোঝাতে পারবো কি না জানি না, স্যর। আর বুঝলেও আপনি শেষপর্যন্ত কী করতে পারবেন, তা-ও জানি না।'

'ঝেড়ে কাশো, অ্যাঞ্জেল,' খনখনে গলায় বলল ফারার।

'আমি আসলে পুলিশের কাছে আমার তথ্যপ্রমাণ দেয়ার কথাটা বলতে চাচ্ছিলাম।'

'বলো। কান খোলা আছে আমার।'

'এ-দেশের নাগরিক হিসেবে পুলিশকে তাদের কাজে সাহায্য করা আমার কর্তব্য। আবার একইসঙ্গে, যাঁরা আমার নিয়োগকর্তা তাঁদের প্রতিও বিশ্বস্ত থাকতে চাই আমি।'

BanglaBook.org

সিগারেটটা ধরাল ফারার। 'তো? ওই দুটো কাজ একসঙ্গে করতে গিয়ে তোমার কোনো সমস্যা হচ্ছে নাকি?'

'জী, স্যর, হচ্ছে।'

'তুমি আসলে ঠিক কী বলতে চাচ্ছ, অ্যাঞ্জেল, বলো তো?'

'আমি বেশিদূর পড়াশোনা করিনি, স্যর, তাই অনেক কিছু জানি না। তবে আমার মনে হয়, যখন কোনো খুন হয়, কে খুন করল, কীভাবে খুন করল—সেসবের উপরই বেশি জোর দেয় পুলিশ; খুনের পেছনের ঘটনাটা কী সেটা নিয়ে তেমন একটা মাথা ঘামায় না। তা ছাড়া...ইদানীং আমার অনিদ্রা রোগটা ভীষণ ভোগাচ্ছে আমাকে, বেশিরভাগ রাতেই ঘুমাতে পারি না ঠিকমতো।'

'অনিদ্রা রোগে ভুগবার কারণেই কি সব ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে তোমার? কী বলতে কী বলো তার ঠিক থাকে না? সেক্ষেত্রে বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমি একজন মেজর, ডাক্তার না।'

'জানি, স্যর,' মসৃণ গলায় বলল অ্যাঞ্জেল। 'কাল রাতেও, প্রায় প্রতিদিনের মতো, জলদি শুয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু ঘুমাতে পারিনি।'

'ও, আচ্ছা। খারাপ লাগল কথাটা শুনে।'

'আমার বেডরুমটা এমন এক জায়গায়, যেখান থেকে কাল রাতে এমন কিছু শুনেছি বা দেখেছি, যা এখনও জানে না পুলিশ...মানে...জানানো হয়নি ওদেরকে।'

সিগারেট টানা বন্ধ হয়ে গেল ফারারের। 'কী বলতে চাও?'

'অসুস্থ আর প্রায় পঙ্গু একজন লোক ছিলেন মিস্টার ওয়ারউইক। এ-অবস্থায়...মিসেস ওয়ারউইকের মতো একজন আকর্ষণীয়া মহিলা যদি...কীভাবে যে বলি, স্যর...অন্য কোথাও...মানে যোগাযোগ রক্ষা করেন...' কথা শেষ না করে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে থেমে গেল অ্যাঞ্জেল।

Banglabook.org

'ও, এটাই তা হলে তোমার আসল কথা? বলতে বাধ্য হচ্ছি, কথাটা পছন্দ হয়নি আমার।'

'না, না, স্যর, তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না প্লিয। একটু চিন্তা করুন, স্যর, আমার অসুবিধাটা বুঝতে পারবেন হয়তো। আবারও বলছি, এমন কিছু একটা জানতে পেরেছি আমি, যা এখনও বলিনি পুলিশকে, অথচ কর্তব্যবোধ ভুলে থাকতে পারছি না—বার বার মনে হচ্ছে কথাটা জানানো উচিত ওদেরকে।'

অ্যাঞ্জেলের দিকে শীতল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ফারার। 'আমার কী মনে হচ্ছে, জানো? মনে হচ্ছে, আসলে তেমন কিছুই জানো না তুমি, অথচ নিজের গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য কথা প্যাঁচাচ্ছ। কী বোঝাতে চাচ্ছ? এমন কিছু একটা জানো যা জানাজানি হলে আহামরি কিছু একটা ঘটে যাবে, কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক ঘটনাটা চেপে রাখতে চাচ্ছ তুমি? কেন?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল অ্যাঞ্জেল। 'একটু আগে বলেছেন, স্যর, আমি একজন যোগ্যতাসম্পন্ন নার্স-অ্যাটেণ্ডেণ্ট। কিন্তু প্রতিটা মানুষের জীবনেই মাঝেমধ্যে সুযোগ আসে, তা-ই না? আমার মনে হয় সে-সুযোগের সদ্ব্যবহার করা উচিত সবারই। তা না করলে কী হবে, জানেন? তা না করলে উপরে উঠতে পারবে না কেউই। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, উপরে উঠবার ইচ্ছা আছে আমারও। নিজের মালিকানায় একটা নার্সিংহোম চাই আমি—খুব বড় না হলেও চলবে, ছোটখাটো হলেও অসুবিধা নেই। এই ধরুন পাঁচ-ছ'জন রোগী হলেই চলে যাবে আমার। আর হ্যাঁ, কমপক্ষে একজন সহকারী লাগবে। এবার আসুন, বলি, কী রকম রোগী চাই আমি। মদ যাদেরকে পেয়ে বসেছে তাদেরকেই দরকার আমার—যারা মদ না খেয়ে, বলা ভালো যারা মদ খেয়ে মাতাল না হয়ে থাকতে পারে না, আবার যাদের যন্ত্রণায়

Banglabook.org

তাদের বাড়িতে কোনো মানুষ থাকতে পারে না। কিন্তু মুশকিল হলো, বেশকিছু টাকা জমানোর পরও এ-রকম একটা নার্সিংহোম খুলবার সামর্থ্য নেই আমার। তাই ভাবছিলাম...' কথা শেষ না করে আবারও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে থেমে গেল সে।

'তাই ভাবছিলে, আমি আর মিসেস ওয়ারউইক মিলে যদি তোমার এই তথাকথিত উপরে উঠবার ইচ্ছায় কোনো সাহায্য করতে পারি, নাকি?'

'ঠিক, স্যর। যদি সাহায্যটা করেন, সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো আপনাদের প্রতি, আপনাদের দয়া ভুলবো না কোনোদিন।'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই,' ফারারের কণ্ঠে তীব্র শ্লেষ।

'একটু আগে বললেন, আমি নাকি এমন কিছু একটা জানি যা জানাজানি হলে আহামরি কিছু একটা ঘটে যাবে, কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক ঘটনাটা চেপে রাখতে চাচ্ছি। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানের কারণে বুঝতে যদি ভুল না হয়, আপনি বোধহয় স্ক্যাণ্ডাল বোঝাতে চেয়েছেন, না? কিন্তু আসলে তা না, স্যর। কোনোরকম স্ক্যাণ্ডাল ঘটানোর অথবা কোনোরকম স্ক্যাণ্ডালের সঙ্গে জড়ানোর বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই আমার।'

'তা হলে আসলে কীসের সঙ্গে জড়াতে চাচ্ছ তুমি?' চিৎকার করে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল ফারার, ধৈর্য হারিয়ে ফেলছে সে।

জবাব দেয়ার আগে একটুখানি হাসল অ্যাঞ্জেল। তারপর আগের মতোই নরম গলায় কিন্তু প্রতিটা শব্দের উপর জোর দিয়ে বলতে লাগল, 'যেমনটা বলেছি, স্যর, কাল রাতে ঠিকমতো ঘুমাতে পারছিলাম না। শুয়েছিলাম, কিন্তু ঘুম আসছিল না, শুনছিলাম ফগহর্ণের একটানা বুম বুম আওয়াজ। হঠাৎ কেন যেন মনে হলো, কোথাও একটা খড়খড়ি খুলবার বা লাগানোর শব্দ

BanglaBook.org

শুনতে পেয়েছি। ঘুমানোর চেষ্টা করছে কেউ, এমন সময় যদি ও-রকম কোনো শব্দ শোনে, তা হলে কি আর ঘুম আসবে? উঠে বসলাম তখন, নামলাম বিছানা থেকে, এগিয়ে গেলাম জানালার কাছে, সেটা খুলে গোবরাটে ভর দিয়ে তাকালাম বাইরে। মনে হলো, আমার ঘরের ঠিক নীচেই প্যান্ট্রির যে-জানালা আছে, সেটা খুলেছে কেউ।'

'তারপর?' উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না ফারার।

'ঠিক করলাম, নীচে গিয়ে দেখবো ঘটনা কী। ঘর থেকে বের হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছি, ঠিক তখনই একটা গুলির-শব্দ শুনতে পেলাম,' আরও একবার উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে থামল অ্যাঞ্জেল।

মূর্তির মতো স্থির হয়ে গেছে ফারার, চোখের পলক পর্যন্ত পড়ছে না ওর, দম নিচ্ছে কি না কিংবা নিতে পারছে কি না তাতেও সন্দেহ আছে।

'তখন ওই শব্দ শুনে আশ্চর্য হইনি খুব একটা,' বলে চলল অ্যাঞ্জেল। 'ভেবেছিলাম, কুকুর বা খরগোস কিছু একটা দেখতে পেয়েছেন মিস্টার ওয়ারউইক, সঙ্গে সঙ্গে গুলি করেছেন। কিন্তু আমার মাথাতেই আসেনি, কাল রাতে যে-কুয়াশা ছিল, তার ফলে দু'-তিন হাত দূরের জিনিস দেখা যাওয়া প্রায় অসম্ভব, বাগানের কুকুর-খরগোসের কথা তো বাদই দিলাম। যা-হোক, গিয়ে ঢুকলাম প্যান্ট্রিতে, খড়খড়িটা লাগালাম ঠিকমতো, দাঁড়িয়ে থাকলাম ওখানেই। ততক্ষণে অদ্ভুত এক অনুভূতি পেয়ে বসেছে আমাকে, যে-কোনো কারণেই হোক অস্বস্তি বোধ করছি। হঠাৎ টের পেলাম, বুকের ভেতরে ধুকপুকানি টের পাচ্ছি, কারণ অত রাতে কিছু একটা অথবা কেউ একজন হাঁটছে জানালাটার ঠিক বাইরের পথ ধরে।'

'মানে...' কথাটা শেষ না করে বাগানের যে-পথটার কথা বলছে অ্যাঞ্জেল সেদিকে তাকাল ফারার।

BanglaBook.org

'জী, স্যর। টেরেস থেকে শুরু হয়েছে পথটা, বাড়ির একটা কোনা ঘুরে ঢুকে গেছে ভেতরের দিকে, ওখানকার কয়েকটা ঘর নিজের অফিসের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছিলেন মিস্টার ওয়ারউইক। কিন্তু ইদানীং সেখানে যাওয়া প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলেন তিনি, তাই পথটা ব্যবহৃত হতো না খুব একটা। তবে, স্যর, আপনি যখন এ-বাসায় আসেন অথবা এখান থেকে চলে যান, খেয়াল করেছি, পথটা ব্যবহার করেন, কারণ আপনার বাড়িতে যাওয়ার জন্য ওটা একটা শর্টকাট,' থামল অ্যাঞ্জেল, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ফারারের দিকে।

সিগারেট খাওয়া অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে ফারারের, ওর দু'আঙুলের ফাঁকে পুড়ে পুড়ে শেষ হচ্ছে ওটা, সে-ও একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অ্যাঞ্জেলের দিকে। 'তারপর?' যেন কোলাব্যাঙের ডাক বের হলো ওর গলা দিয়ে।

'একটু আগে বললাম, অদ্ভুত এক অনুভূতি পেয়ে বসেছিল আমাকে, অস্বস্তি বোধ করছিলাম। পায়ের আওয়াজটা যে-রকম ভারী, প্রথমে ভাবলাম বড় কোনো জন্তু বোধহয় ঢুকে পড়েছে বাগানের ভেতরে। পরমুহূর্তেই সন্দেহ হলো, না, জন্তুজানোয়ার না, নির্ঘাত কোনো চোর। কিন্তু খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে যখন দেখলাম প্যান্ট্রির জানালাটা পার হয়ে যাচ্ছেন আপনি, তখন কী স্বস্তি যে পেলাম বলে বোঝাতে পারবো না। দেখলাম, দ্রুত পায়ে নিজের বাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন আপনি।'

নীরবতা। চুপ করে আছে ফারার, কথা খুঁজে পাচ্ছে না সম্ভবত। কিছুক্ষণ পর কিছুটা সামলে নিয়ে, অপরাধ স্বীকার করার ঢং-এ বলল, 'তুমি আসলে কী বলতে চাও, অ্যাঞ্জেল?'

ক্ষমা প্রার্থনার কায়দায় কাশল অ্যাঞ্জেল। 'কাল রাতে আপনি যে মিস্টার ওয়ারউইকের সঙ্গে দেখা করার জন্য এসেছিলেন, সেটা কি বলেছেন পুলিশের কাছে? যদি না বলে থাকেন, আর যদি

BanglaBook.org

প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করে ওরা আমাকে...'

'ব্ল্যাকমেইল করার শাস্তি কী, জানো?'

'ব্ল্যাকমেইল, স্যর? আপনি কী বলতে চাচ্ছেন বুঝতে পারছি না। আমি কি একবারও সে-রকম কিছু বলেছি আপনাকে? কী করা উচিত আমার সেটা শুধু জানতে চেয়েছি আপনার কাছে। পুলিশ...'

'পুলিশ? তুমি আমাকে পুলিশের ভয় দেখাচ্ছ? মিস্টার ওয়ারউইককে কে খুন করেছে সে-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই ওদের মনে। ওই লোক শুধু খুনই করেনি, অপরাধটা পর্যন্ত স্বীকার করে গেছে। কাজেই তোমাকে আর কোনোকিছু জিজ্ঞেস করার জন্য আসবে না পুলিশ।'

'স্যর, আমি...' সতর্ক করার ঢং-এ শুরু করল অ্যাঞ্জেল, কিন্তু শেষ করতে পারল না কথাটা।

'থামো! আর কিছু বোলো না আমাকে। শালা ব্ল্যাকমেইলার! কী ভেবেছিলে? ভয় দেখিয়ে কাবু করে ফেলবে? এত সহজ? একটু আগে নিজেই বললে, কাল রাতে যে-কুয়াশা ছিল, তার ফলে দু'-তিন হাত দূরের জিনিস দেখা যাওয়া প্রায় অসম্ভব; তা হলে আমাকে চিনতে পারলে কীভাবে? এসব আসলে তোমার কল্পনা। একটা গল্প বানিয়ে নিয়ে এসেছ আমার কাছে যাতে...' কথা শেষ করতে পারল না ফারারও—বাড়ির ভেতর থেকে বাগানে বেরিয়ে এসেছে লরা, আসছে এদিকেই।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

চোদ্দ

'কিছু মনে করবেন না, মিস্টার ফারার,' হাঁটতে হাঁটতে বলল লরা, 'বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রাখলাম আপনাকে।' দেখে মনে হচ্ছে আশ্চর্য হয়েছে সে—অ্যাঞ্জেল আর ফারার নিরালায় কথা বলছে, হয়তো সে-কারণে।

'স্যর, এ-বিষয়ে পরে কথা বলবো আপনার সঙ্গে,' নিচু গলায় বলে সরে গেল অ্যাঞ্জেল, একটুখানি বাউ করল লরাকে, তারপর দ্রুত পায়ে হেঁটে এগিয়ে গেল বাড়ির একটা কোনার দিকে।

ওর গমনপথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ফারারের দিকে ঘুরল লরা। 'জুলিয়ান...'

ওকে থামিয়ে দিল ফারার, বিরক্ত গলায় বলল, 'আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ কেন?'

'ডেকে পাঠিয়েছি কেন মানে?' আবারও আশ্চর্য হয়েছে লরা। 'সারাটাদিন অপেক্ষা করেছি তোমার জন্য, তারপরও যদি তুমি না আসো তা হলে কী করবো?'

চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ফারারের বিরক্তি আরও বেড়েছে। 'আমার তো কিছু-না-কিছু কাজ আছে, নাকি? সামনে নির্বাচন আসছে, ভালোমতোই জানো তুমি। ওটা নিয়ে সারাদিন মিটিং করে বেড়াতে হয়। আর...তুমি বুঝতে পারছ কি না জানি না...এখন আমাদের দেখাসাক্ষাৎ যত কম হয় তত ভালো।'

'কিন্তু...তোমার সঙ্গে বলার মতো খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনো কথা

BanglaBook.org

কি থাকতে পারে না আমার?’

হাত বাড়িয়ে লরার একটা হাত আলতো করে ধরল ফারার, আরেকটু দূরে নিয়ে গেল ওকে। ‘তুমি কি জানো অ্যাঞ্জেল আমাকে ব্ল্যাকমেইল করতে চাচ্ছে?’

‘অ্যাঞ্জেল?’ নিজের অজান্তেই গলা চড়ে গেল লরার। ‘তোমাকে?’

‘হ্যাঁ,’ নিজের অস্বস্তিবোধ চাপা দেয়ার চেষ্টা করল না ফারার। ‘তোমার-আমার ব্যাপারে মনে হয় সবকিছু জানে সে। এবং সে এটাও জানে, অথবা যেভাবেই হোক অনুমান করেছে, কাল রাতে এখানে এসেছিলাম আমি।’

ভয়ের একটা স্রোত নেমে গেল লরার মেরুদণ্ড বেয়ে, ঢোক গিলল সে। ‘মানে...তোমাকে দেখেছে সে?’

‘বলল তো তা-ই।’

‘কিন্তু...এত ঘন কুয়াশার মধ্যে...’

‘বলল, একটা শব্দ শুনে ওর ঘর থেকে বের হয়ে গিয়ে ঢুকেছিল প্যান্ট্রিতে, খড়খড়ি আটকানোর সময় দেখেছে আমাকে, আমি নাকি তাড়াহুড়ো করে ফিরছিলাম আমার বাসায়। আরও বলেছে, একটা গুলির শব্দ নাকি শুনেছে সে—আমাকে দেখার কিছুক্ষণ আগে, তবে যখন শুনেছে শব্দটা তখন নাকি ঠিক বুঝতে পারেনি কী হয়েছে।’

‘ঈশ্বর! কী ভয়ঙ্কর! এখন কী করবো আমরা?’

মেকি সান্ত্বনা দেয়ার উদ্দেশ্যে লরাকে জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিল ফারার, কিন্তু স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করে বুঝতে পারল কাজটা করা উচিত হবে না; ক্যাসল হাউসের দিকে চট করে তাকিয়ে নিবৃত্ত করল নিজেকে। স্থির দৃষ্টিতে তাকাল মেয়েটার দিকে। ‘কী করবো জানি না। ভাবতে হবে।’

‘ব্ল্যাকমেইলিং-এর কথা বলছিলে না? তুমি কি কোনো

Banglabook.org

টাকাপয়সা দেবে অ্যাঞ্জেলকে?'

'না, না। আমাদের কাছ থেকে একবার কিছু খসাতে পারলে...দেখবে আর কখনও আমাদের পিছু ছাড়বে না সে, বার বার চাইতেই থাকবে।' কপাল চুলকাল ফারার। 'আমার মনে হয় না কেউ জানে কাল রাতে এখানে এসেছিলাম আমি। আমি নিশ্চিত আমার হাউসকিপার জানে না। এখন কথা হচ্ছে, অ্যাঞ্জেল কি আসলেই দেখেছে আমাকে, নাকি দেখার ভান করছে...মানে, মিথ্যা বলছে?'

'সে যদি পুলিশের কাছে বলে দেয় কথাটা, তা হলে?'

'তা হলে তো সর্বনাশ ছাড়া আর কিছু দেখছি না আমাদের দু'জনের জন্য।' পায়চারি করতে শুরু করল ফারার। 'ধরো মিথ্যা কথা বলছে সে। ধরো, যে-কোনোভাবেই হোক প্রমাণ করতে পারলাম, কাল রাতে নিজের বাসাতেই ছিলাম আমি, বের হইনি একটাবারের জন্যও...'

'কিন্তু ফিঙ্গারপ্রিন্ট?'

'কীসের ফিঙ্গারপ্রিন্ট?'

'কেন, ভুলে গেছ? টেবিলের উপর তোমার আঙুলের-ছাপ পাওয়া গেছে। পুলিশ ভাবছে ওটা ম্যাকগ্রেগরের। কিন্তু মনে করো অ্যাঞ্জেল গেল ইন্সপেক্টর থমাসের কাছে, আর বলে দিল তোমাকে এখানে দেখেছে কাল রাতে, তা হলে কোনো সন্দেহ নেই তোমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংগ্রহ করা হবে। তারপর...উফ্, জুলিয়ান...তারপর কী হবে ভাবতে গেলেও সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে আমার!'

দুশ্চিন্তার ছাপ পড়েছে ফারারের চেহারায়। 'হুঁ, টেবিলের ফিঙ্গারপ্রিন্টের সঙ্গে আমার আঙুলের-ছাপ যদি একবার মেলাতে পারে ওই ধূর্ত ইন্সপেক্টর, তা হলে...। বাকি সব বাদ দিলাম, নির্বাচনে আর জিততে হবে না আমাকে—একজন সন্দেহভাজন

BanglaBook.org

খুনিকে ভোট দেবে না কেউই। ...কী করা যায়, বলো তো? আমি নিজেই যাবো নাকি পুলিশের কাছে? গিয়ে স্বীকার করবো কাল রাতে এখানে এসেছিলাম?'

'তা হলে ওরা প্রথমেই জানতে চাইবে, কেন এসেছিলে।'

'কেন? ধরো, যদি বলি, রিচার্ডের সঙ্গে দেখা করার জন্য? জরুরি একটা কথা মনে পড়ে গিয়েছিল, ওর সঙ্গে আলোচনা করার দরকার ছিল।'

'সেক্ষেত্রে যেভাবেই হোক বিশ্বাস করাতে হবে পুলিশকে, তুমি এখান থেকে চলে যাওয়ার আগপর্যন্ত কিছু হয়নি রিচার্ডের।'

'আরে, তুমি তো দেখছি ধরেই নিচ্ছ আমাকে যেতে হবে পুলিশের কাছে, কাল রাতে এখানে আসার কথা স্বীকার করতে হবে ওদের কাছে?'

'ধরে না নিয়ে উপায় কী? যদি সেটা না করো তা হলে অ্যাঞ্জেলকে ঠেকাবে কী করে?'

আনমনা হয়ে গেছে ফারার, বিড়বিড় করে বলল, 'টেবিলের উপর হাত রাখলাম আমি, ঝুঁকে পড়ে দেখলাম...' ঢোক গিলল সে, মনে পড়ে যাচ্ছে কাল রাতের কথা। 'শালার ম্যাকগ্রেগর!' দাঁতে দাঁত পিষল। 'পত্রিকা কেটে কেটে ওই মেসেজটা বানানোর কী দরকার ছিল তোমার, বলো তো? আমার তো এখন মনে হচ্ছে নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে করে ফেলেছ তুমি।'

'নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে মানে? কী বলতে চাও?'

কিছু একটা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল ফারার, চুপ করে থাকল।

'ওই মেসেজটা আমি বানিয়েছি—কে বলল তোমাকে?'

'কেউ বলেনি, আমি স্রেফ অনুমান করে নিয়েছি। তুমি কি বলতে চাও ওটা তোমার কাজ না?'

BanglaBook.org

'না, আমার না।'

'তা হলে কার?'

'মাইকেলের।'

'মাইকেল?'

'মাইকেল স্টার্কওয়েডার।'

'স্টার্কওয়েডার? মানে ওই পাগলাটে লোকটা? সে তোমাকে সাহায্য করেছে বলতে চাও?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ! সে-কারণেই বার বার দেখা করতে চাচ্ছিলাম তোমার সঙ্গে। সে-কারণেই সব খুলে বলতে চাচ্ছিলাম তোমাকে।'

পায়চারি করা আগেই থামিয়েছে ফারার, এবার ধীর পায়ে হেঁটে এগিয়ে এল লরার দিকে। 'মাইকেল?' ওর কণ্ঠে স্পষ্ট ঈর্ষা। 'মাত্র একরাতের পরিচয়, আর তাতেই লোকটাকে ওর খ্রিস্টান নামে ডাকতে শুরু করেছ?'

থতমত খেয়ে গেল লরা, জবাব দিতে পারল না।

'কুত্তার বাচ্চাটা গতরাতে ঠিক কী করেছে, বলো তো?' আবারও দাঁতে দাঁত পিষল ফারার। 'খবরদার, একটা মিথ্যা কথাও বলবে না!'

'তুমি কিন্তু আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছ, আমাকে সন্দেহ করছ। আর...ওই লোকটাকে গালি দিচ্ছ কেন? তোমার কী ক্ষতি করেছে সে?'

'ফালতু কথা বাদ দাও!' লরাকে জোরে ধমক দিল ফারার। 'যা জিজ্ঞেস করেছি সেটা বলো!'

লম্বা করে দম নিল লরা। টের পাচ্ছে রেগে যাচ্ছে সে-ও, কিন্তু একইসঙ্গে বুঝতে পারছে মাথা গরম করার সময় না এখন। বলল, 'লোকটা হঠাৎ করেই ঢুকে পড়ে স্টাডিতে। আর ঢুকেই দেখে রিচার্ডের রিভলভারটা নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে আছি আমি।'

BanglaBook.org

'বাহ্, চমৎকার!' তীব্র শ্লেষ ফারারের কণ্ঠে, প্রচণ্ড বিরক্তির কারণে কিছুটা সরে গেল লরার কাছ থেকে। 'তারপর? কী বলে যাদুটোনা করল সে তোমাকে, শুনি?'

'সে আমাকে যাদুটোনা করেনি। বরং আমিই লোকটাকে...' হঠাৎ নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারাল লরা, এগিয়ে গেল ফারারের দিকে, 'ওহ্, জুলিয়ান...' দু'হাতে ফারারের গলা পেঁচিয়ে ধরতে চাইল সে।

ধাক্কা দিয়ে মেয়েটাকে সরিয়ে দিল ফারার। 'বলেছি তো তোমার জন্য যা যা করা সম্ভব করবো। বিশ্বাস হয় না আমার কথা? ...কাজ তো বাড়িয়ে বসে আছো। নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে পুরোপুরি ফাঁসিয়ে দিয়েছ আমাকে।'

ফারারের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লরা। 'আমি তোমাকে ফাঁসিয়ে দিয়েছি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমিই ফাঁসিয়েছ আমাকে। প্রথমে তোমার রূপের মোহে, তারপর তোমার যৌনক্ষুধায়, শেষে তোমার স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে। তুমি...তুমি আসলে একটা...'

দেখে মনে হচ্ছে লরার উপর বজ্রপাত হয়েছে যেন। চোখের পলক পড়ছে না ওর, একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারছে না সে, এমনকী নড়ছেও না। শুধুই তাকিয়ে আছে।

বাড়ন্ত ক্রোধ আর বিরক্তি সামলাতে দাঁতে দাঁত পিষল ফারার। 'আগে যদি জানতাম এত বড় ক্ষতি হবে আমার, তা হলে...তা হলে...'

'রিচার্ডের মৃত্যু তোমাকে রাতারাতি বদলে দিয়েছে, জুলিয়ান,' যেন কোনোরকমে বলতে পারল লরা।

'একই কথা মনে হচ্ছে আমারও। রিচার্ডের মৃত্যু তোমাকেও বদলে দিয়েছে রাতারাতি। ...বাদ দাও এসব কথা। এসো কাজের কথা বলি। তোমাকে রিভলভার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ওই

BanglaBook.org

কু...স্টার্কওয়েডার। তারপর? তারপর কী করল সে?'

'কিছু করেনি। আসলে তুমি যা ভাবছ সে-রকম কিছুই হয়নি আমার আর স্টার্কওয়েডারের মধ্যে, হওয়া সম্ভবও না। মাত্র এক রাতের পরিচয়ে ওসব করে না কেউই, জানো নিশ্চয়ই। যদি হতো, তা হলে একসঙ্গে বিছানায় যেতে এতদিন সময় লাগত না আমাদের। ...আসলে আমার কী মনে হয়, জানো? আমার মনে হয়, রিচার্ডের বিশ্বাস ভেঙেছি তো, তাই তোমার বিশ্বাস পাইনি কোনোদিন, কখনও পাবোও না। ভালোই হলো একদিক দিয়ে—কথাটা আজকের আগে কল্পনাও করিনি, আজ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে।'

'ন্যাক্রামো রাখো! কাল রাতে স্টার্কওয়েডারের সঙ্গে কী করেছ, সেটা বলো। কিছু যদি না-ই করে থাকবে, রাতারাতি ওর খ্রিস্টান নামে ডাকতে শুরু করলে কেন ওকে?'

'ডাকতে শুরু করেছি, কারণ একজন আগন্তুক হয়েও খাঁটি বন্ধুর মতো সাহায্য করতে চেয়েছে সে আমাকে আমার ভীষণ বিপদের সময়। অথচ রিচার্ডের লাশটা দেখামাত্র ইচ্ছা করলে পালিয়ে যেতে পারত, অন্ততপক্ষে চিৎকার-চেঁচামেচি করে লোক জড়ো করার চেষ্টা করতে পারত। কিন্তু আমি বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে পারি ভেবে কোনোটাই করেনি।'

'বাহ্, তোমার জীবনে তা হলে শেষপর্যন্ত একজন দেবদূতের আগমন ঘটেছে! অভিনন্দন!'

ফারারের অপমান গায়ে মাখল না লরা। আবারও লম্বা করে দম নিয়ে বলল, 'আমাকে যখন দেখে ফেলল সে, তখন ওর কাছে স্বীকার করলাম, রিচার্ডকে খুন করেছি আমি নিজেই।'

নিখাদ অবিশ্বাসে ভরে গেছে ফারারের চেহারাটা। 'তুমি...তুমি কথাটা বলতে পারলে স্টার্কওয়েডারকে?'

'হ্যাঁ, পারলাম।'

BanglaBook.org

‘এবং...তারপরও...তোমাকে সাহায্য করার জন্য রাজি হয়ে গেল লোকটা? ওর মতো একজন আগন্তুক...। সত্যি করে বলো তো, লরা, ওর সঙ্গে আগে থেকেই পরিচয় ছিল তোমার, না?’

রাগে ফেটে পড়তে ইচ্ছা করল লরার, কিন্তু আরও একবার জোর করে নিজেকে সামলাল সে। ‘মুখে যা আসে তা-ই বলে ফেলো না দয়া করে, পরিস্থিতি খারাপ হয়ে যেতে পারে।’

‘কিন্তু...চেনো না জানো না এমন একটা লোক...সে আসলেই পাগল! তা না হলে...না হলে...’

তা না হলে কী, সেটা শোনার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল লরা, কিন্তু ফারার কথাটা শেষ করছে না দেখে বলল, ‘সে পাগল কি না জানি না, তবে যা করেছে গতরাতে, আমাকে বাঁচানোর জন্যই করেছে।’

‘ও...আচ্ছা! চব্বিশ ঘণ্টাও যায়নি, তার আগেই এত মায়া পড়ে গেছে লোকটার উপর? চমৎকার!’

‘তুমি কিন্তু অপমান করছ আমাকে, জুলিয়ান।’

‘নিজের মান তুমি নিজেই রাখতে পেরেছ কি না সেটা আগে জিজ্ঞেস করে দেখো নিজেকে, তারপর আমার কাছ থেকে সম্মান পাওয়ার আশা কোরো।’

অপমানে চেহারা কালো হয়ে গেল লরার।

‘স্টার্কওয়েডার যা করেছে, তোমাকে বাঁচানোর জন্য করেছে, না?’ বলে চলল ফারার। ‘ফালতু কথা, একটুও বিশ্বাস করি না আমি। আসলে তোমার সৌন্দর্য দেখে গলে গেছে লোকটা। তোমার রূপ-যৌবন উপেক্ষা করার শক্তি আছে কার?’

‘লোকটাকে যা বলেছি আমি, হঠাৎ করেই বলেছি, কোনো চিন্তাভাবনা করিনি। ধরে নাও, ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলেছি রিচার্ডকে খুন করেছি আমি।’

‘এবং কথাগুলো এখন আর ফিরিয়ে নেয়ারও উপায় নেই,’

BanglaBook.org

হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে বলল ফারার।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর লরা বলল, 'লাইটারের গায়েও কিন্তু তোমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেছে।'

'হুঁ,' ফারারের কণ্ঠে বিরক্তি, 'ঝুঁকে পড়ে যখন দেখছিলাম রিচার্ডকে তখন ওটা কোনোভাবে পড়ে গেছে আমার পকেট থেকে, উত্তেজিত থাকায় টের পাইনি।'

'স্টার্কওয়েডার জানে ওটা তোমার।'

'তো?'

'তো কিছু না। মানে, জানলে কিছু করতে পারবে না সে আসলে। পুলিশের কাছে নিজের বক্তব্য দিয়ে ফেলেছে সে। সেটা যদি বদল করতে চায় তা হলে নিজেই ঝামেলায় পড়বে।'

কিছু বলল না ফারার, তাকিয়ে আছে লরার দিকে, একদৃষ্টিতে দেখছে মেয়েটাকে, অদ্ভুত এক দ্যুতি খেলা করছে ওর দু'চোখে। কিছুক্ষণ পর সিনেমার নায়কদের ঢং-এ বলল, 'যা-হোক, বলেছি তোমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করবো, এবং যখন বলেই ফেলেছি কথাটা তখন করবো কাজটা। নিশ্চিন্ত থাকো, যদি ফেঁসে যাই আমরা, সব দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়ে নেবো আমি।'

'না, আমি সেটা চাই না,' ফারারের একটা হাত চেপে ধরল লরা, তারপর চট করে বাড়ির দিকে তাকিয়ে ছেড়ে দিল সেটা। 'বিশ্বাস করো, সেটা চাই না আমি!'

'কিন্তু আমি চাই। যে-অপরাধ তুমি করেছ, তোমার-আমার সম্পর্কের খাতিরে সেটার দায় নিজের উপর নিতে চাই আমি।'

বিস্ময়ে মুখ হাঁ হয়ে গেল লরার। 'কী? যে-অপরাধ আমি করেছি মানে? একটু আগেও কথাটা বলেছ একবার। কী বলতে চাও আসলে, বলো তো? তুমি কি বলতে চাও, রিচার্ডকে গুলি করেছি আমি?'

'হয়তো...খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলে তখন...' প্রশ্নটার

BanglaBook.org

জবাব ঘুরিয়ে দিল ফারার, 'হাতের নাগালে রিভলভার দেখতে পেয়ে...ছোঁ মেরে তুলে নিলে সেটা, তারপর...হয়তো তখন জানতেও না কী করতে যাচ্ছ...'

'জুলিয়ান!'

'এত উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছ কেন? বললামই তো সব দোষ নিজের উপর নেয়ার জন্য প্রস্তুত আছি আমি।'

'কিন্তু সেটা কোনো কাজের কথা না, কারণ তাতে তোমার-আমার কারোরই বিশেষ কোনো লাভ হবে না। অবস্থাটা এখন এমন এক পর্যায়ে চলে গেছে যে, তুমি ফাঁসলে আমি ফাঁসবো, আবার আমি ফেঁসে গেলে বাঁচতে পারবে না তুমিও। তা ছাড়া...তুমি কিন্তু বলেছ তুমি নাকি জানো ঘটনাটা ঠিক কীভাবে ঘটেছে।'

চট করে কিছু বলল না ফারার, কিন্তু ওর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে আবারও ধৈর্যহারা হয়ে পড়ছে সে। কিছুক্ষণ উসখুস করার পর বলল, 'শোনো, লরা, আমার মনে হয় না ইচ্ছাকৃতভাবে কাজটা করেছ তুমি। আমার মনে হয় না ঘটনাটা পূর্বপরিকল্পিত। রিচার্ডকে খুন করেছ তুমি কারণ...'

'আমি খুন করেছি রিচার্ডকে? জেনেবুঝে বলছ কথাটা?'

রাগে-বিরক্তিতে লরার দিকে উল্টো ঘুরল ফারার। 'ঈশ্বরের দোহাই লাগে অভিনয় করা বন্ধ করো, লরা। আমরা যদি একজন আরেকজনের সঙ্গে ক্রমাগত মিথ্যা বলতে থাকি তা হলে সমস্যাটার সমাধান করা অসম্ভব।'

চিৎকার করতে গিয়েও স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনায় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করল লরা, কিন্তু স্পষ্টভাবে এবং জোর দিয়ে বলল, 'ফারার, তুমি খুব ভালোমতোই জানো আমি গুলি করিনি রিচার্ডকে।'

ওর দিকে ধীরে ধীরে ঘুরল ফারার। 'তা হলে কে করেছে

BanglaBook.org

কাজটা?' হঠাৎ করেই যেন বুঝতে পারল এতক্ষণ ধরে কী বোঝানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে মেয়েটা। বলল, 'লরা! তুমি কি বলতে চাও আমি গুলি করেছি রিচার্ডকে?'

জবাব দিল না লরা।

যা বুঝবার বুঝে নিল ফারার।

বেশ কিছুক্ষণের নীরবতার পর লরা বলল, 'গুলির শব্দ শুনেছি আমি, জুলিয়ান,' বাকিটা বলার আগে লম্বা করে দম নিল। 'গুলির শব্দ শুনেছি আমি। মিথ্যা বলেনি অ্যাঞ্জেল—তাড়াহুড়ো করে বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলে তুমি, নিশুতি রাতে তোমার পায়ের-আওয়াজ পৌঁছে গেছে আমার কান পর্যন্তও। কী হয়েছে দেখার জন্য চট করে নেমে আসি আমি। তখন মৃত অবস্থায় দেখতে পাই রিচার্ডকে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল ফারার, তারপর বলল, 'লরা, একটা কথা কান খুলে শুনে রাখো, তোমাকে তোমার স্বামীর কাছ থেকে চুরি করেছি আমি, তোমার-আমার মধ্যে বিয়ের সম্পর্ক না থাকার পরও সব রকমের শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছি—স্বীকার করছি উদ্যোগটা আমার পক্ষ থেকেই ছিল, কিন্তু তোমার স্বামীকে খুন করিনি আমি।' আকাশের দিকে তাকাল সে—যেন সাহায্য বা অনুপ্রেরণা চাচ্ছে, তারপর মুখ নামিয়ে তাকাল লরার দিকে। 'তবে হ্যাঁ, কাল রাতে দেখা করতে এসেছিলাম রিচার্ডের সঙ্গে, বার বার স্বীকার করছি কথাটা।'

'কেন এসেছিলে?'

আরও একবার প্রচণ্ড বিরক্তি খেলে গেল ফারারের চেহারায়। 'ন্যাকা সেজো না, বুঝলে? কেন এসেছিলাম সেটা আমি যেমন জানি, তুমিও তেমন জানো। এবং তোমার প্ররোচনাতেই আসতে হয়েছিল, কারণ যে-কথাটা তুমি বার বার চেষ্টা করেও বলতে পারছিলে না রিচার্ডকে, সেটা বলার উদ্যোগ নিতে হয়েছিল

BanglaBook.org

আমাকেই। লোকটাকে বলতে এসেছিলাম, নির্বাচনের পর কোনো একটা ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে ওর সঙ্গে ডিভোর্স হয় তোমার। কথাটা এমনভাবে বলার উদ্দেশ্য ছিল যে, এই ডিভোর্সের মামলায় আমার জড়িত থাকার ব্যাপারটা যাতে ঘুণাক্ষরেও টের না পায় সে। কিন্তু...'

'কিন্তু?'

'এখানে পৌঁছানোর ঠিক আগে একটা গুলির শব্দ শুনতে পাই আমি। তখন ভেবেছিলাম, কুকুর-বিড়ালের উপর গুলি চালানোর শখটা পেয়ে বসেছে রিচার্ডকে। যদি জানতাম...। যা-হোক, স্টাডিতে ঢুকি আমি, দেখি ততক্ষণে মরে গেছে লোকটা। বুঝতে পারছ আমার কথা? আমি স্টাডিতে ঢোকার আগেই মরে গেছে তোমার স্বামী। তবে...তবে...ওর গা-টা গরম ছিল তখনও।'

'গরম ছিল? মানে?'

'মানে আমি স্টাডিতে ঢুকবার এক মিনিট, বেশি হলে দু'মিনিট আগে গুলি করা হয় ওকে। ...একটা কথা খোলাসা করে বলি তোমাকে, লরা, এখন আর লুকোচুরির কিছু নেই। আমার বিশ্বাস আসলে তুমিই গুলি করেছ রিচার্ডকে। তা না হলে আর কে করতে যাবে কাজটা, বলো?'

'জানি না...বুঝতে পারছি না।'

'ঘটনাটা আত্মহত্যা হতে পারে না?' যেন প্রচণ্ড হতাশায় আশার আলো দেখতে পেয়েছে এমনভাবে বলল ফ্যারার। 'মনে করো আমরা যদি পুলিশকে বোঝাতে পারি...'

মাথা নাড়ল লরা। 'সম্ভব না। কারণ...' কথাটা শেষ করতে পারল না সে।

একটানা চিৎকারের শব্দ ভেসে আসছে বাড়ির ভেতর থেকে।

চেঁচাচ্ছে জ্যান।

কিছু একটা হয়েছে।

BanglaBook.org

পনেরো

স্টাডির দিকে ছুট লাগাল ফারার আর লরা।

ফ্রেঞ্চউইণ্ডো পার হয়ে ঢুকছে ওরা, আরেকটু হলে ধাক্কা লেগে যেত জ্যানের সঙ্গে—ছেলেটাও তখন বেরিয়ে আসছিল উত্তেজিত ভঙ্গিতে।

জ্যানের একটা হাত ধরে ওকে স্টাডিতে নিয়ে গেল লরা।

'লরা,' স্বভাবসুলভ উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলছে জ্যান, 'রিচার্ড তো মরে গেছে, না? তা হলে ওর সব পিস্তল আর বন্দুক এবং ওর যা যা ছিল আমার পাওয়া উচিত না? আমি ওর ভাই, আমিই এখন এই পরিবারের...যাকে বলে গৃহকর্তা!'

ওই দু'জনের পিছন পিছন স্টাডিতে ঢুকে পড়ল ফারার, এগিয়ে গিয়ে ধপাস করে বসে পড়ল আর্মচেয়ারটাতে।

'কী হয়েছে, জ্যান?' নরম গলায় জানতে চাইল লরা।

'রিচার্ডের পিস্তল-বন্দুকগুলো নিতে চাইলাম, কিন্তু বেনি বাধা দিল। ওগুলো সব সরিয়ে ফেলেছে শয়তান মহিলাটা, নিয়ে গিয়ে তালা দিয়ে রেখেছে একটা কাবার্ডের ভেতরে। কিন্তু সে মানা করলেই হবে নাকি? ওগুলো আমার! ওগুলোর উপর আমার অধিকার আছে! যাও, গিয়ে ওকে বলো জিনিসগুলো যেন দিয়ে দেয় সে আমাকে। তা না হলে ভালো হবে না কিন্তু!'

'শোনো, জ্যান, এ-রকম করতে হয় না...' থেমে যেতে হলো লরাকে, কারণ হলের দিকে ছুট লাগিয়েছে জ্যান।

দরজার কাছে গিয়ে থামল সে, ঝট করে ঘুরে তাকাল লরার দিকে। 'আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করে বেনি, দেখলে যে-কেউ ভাববে আমি একটা বাচ্চা। কিন্তু আর না! আমি এখন অনেক বড় হয়ে গেছি, অনেক বড়! আমি এখন একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ! আমার বয়স উনিশ! রিচার্ডের যা যা ছিল সব এখন আমার। রিচার্ড যা যা করত, সব এখন আমি করবো। এখন থেকে গুলি করে কাঠবিড়ালি, পাখি আর বিড়াল মারবো আমি।' হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মতো হা হা করে হাসল। 'দরকার হলে মানুষ মারবো—অবশ্য যাদেরকে পছন্দ করি না শুধু তাদেরকে।'

'তুমি কিন্তু বেশি উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছ, জ্যান,' সাবধান করার ঢং-এ বলল লরা।

'মোটেও না। একটুও উত্তেজিত হচ্ছি না আমি। ...সব বুঝতে পারছি আমি, সব। পরিস্থিতির শিকার বানানোর চেষ্টা করা হচ্ছে আমাকে। কিন্তু আমি সেটা মেনে নেবো কেন?' ঘরের ভেতরে ফিরে এল জ্যান, দাঁড়াল প্রায় মাঝামাঝি একটা জায়গায়। 'আমি এখন এই বাড়ির প্রভু! আমি যা বলবো তা-ই করতে হবে এই বাড়ির সবাইকে।' ঘুরে তাকাল ফারারের দিকে। 'আমি তো ইচ্ছা করলে একজন সংসদ-সদস্যও হতে পারি, না?'

'আমার...মনে হয় সংসদ-সদস্য হওয়ার জন্য তোমার বয়সটা একটু কম হয়ে যাচ্ছে,' নরম গলায় বলল ফারার।

কী আর করা ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল জ্যান, তাকাল লরার দিকে। 'বাচ্চাদের সঙ্গে যেভাবে ব্যবহার করে লোকে, আমার সঙ্গে সেভাবে ব্যবহার করো তোমরা সবাই। কিন্তু আর না! রিচার্ড মরেছে...আর কী লাগে আমার?' খুশিতে সব দাঁত বের করে দিল সে, লাফিয়ে পড়ল সোফায়, টান টান করে মেলে দিল পা দুটো। 'আমার মনে হচ্ছে এখন অনেক টাকাপয়সা আমার, ঠিক না? এখন এই বাড়িটা আমার। এখানে এখন যতদিন ইচ্ছা, যেভাবে

BanglaBook.org

ইচ্ছা থাকতে পারবো আমি, কেউ কিচ্ছু বলতে পারবে না। কেউ ভয় দেখিয়ে বলতে পারবে না, আমাকে পাঠিয়ে দেবে দূরে কোথাও। ওই বোকা বুড়ি বেনি আর শাসন করতে পারবে না আমাকে। শয়তান মহিলাটা যদি তারপরও শাসন করতে চায় আমাকে, তা হলে...তা হলে...আমি জানি কী করতে হবে আমাকে।'

ওর দিকে এগিয়ে গেল লরা, নরম গলায় বলল, 'শোনো, জ্যান, আমরা সবাই এখন খুব চিন্তার মধ্যে আছি। আর...উকিলরা না আসা পর্যন্ত, রিচার্ডের জিনিসগুলো কে পাবে সে-সিদ্ধান্ত না দেয়া পর্যন্ত, ওর কোনোকিছুই আমাদের কারও না। ওর উইল দেখতে হবে, সে কাউকে কিছু দিয়ে গেছে কি না জানতে হবে। কেউ যখন মারা যায় তখন তার সম্পত্তির ভাগবাটোয়ারা এভাবেই হয়। কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আমাদের সবাইকে, দেখতে হবে কী হয় না-হয়। বুঝতে পেরেছ?'

কথাগুলো শুনে কিছুটা যেন শান্ত হলো জ্যান, দু'হাতে জড়িয়ে ধরল লরার কোমর। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি, লরা। আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি।'

'হ্যাঁ, জ্যান, আমিও তোমাকে ভালোবাসি।'

'আচ্ছা, লরা, রিচার্ড মারা যাওয়ায় তুমি কি খুশি?'

জ্যানের প্রশ্নটা শুনে কিছুটা যেন চমকে উঠল লরা, তাড়াহুড়ো করে বলল, 'না, না, অবশ্যই না।'

'কেন মিথ্যা বলছ, লরা? আমি জানি তুমি খুশি। কারণ এখন তুমি জুলিয়ানকে বিয়ে করতে পারবে।'

ঝট করে জুলিয়ান ফারারের দিকে তাকাল লরা। জ্যানের কথা শুনে দাঁড়িয়ে গেছে লোকটা।

'অনেক দিন থেকেই জুলিয়ানকে বিয়ে করতে চাচ্ছ তুমি,

BanglaBook.org

লরা,' বলে চলল জ্যান। 'কেউ না জানলেও আমি জানি ব্যাপারটা। সবাই ভাবে, আমি কিছুই বুঝি না, কিছুই জানি না। কিন্তু আসলে তা না। যা-হোক, রিচার্ড মারা গেছে, তোমাদের পথের কাঁটা দূর হয়েছে, এখন ইচ্ছা করলেই বিয়ে করতে পারো তোমরা। দেখো, ভাগ্য তোমাদের জন্য সব কীভাবে ঠিক করে দিল! তোমাদের তো খুশি হওয়ার কথা! এবং আমার মনে হয় মুখে যতই বলো তোমরা খুশি না, আসলে...'

কথা থামাতে বাধ্য হলো সে, কারণ বাইরের করিডরে তখন ওর নাম ধরে জোরে ডাকছে বেনি, 'জ্যান? জ্যান? কোথায় তুমি?'

'উফ্ফ্,' বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকে গেল জ্যানের, 'ওই ছাগীটার যন্ত্রণায় আর পারলাম না। ওকেও যদি রিচার্ডের মতো খতম করে দেয়া যেত...' কথা শেষ না করে আবারও থেমে গেল সে।

'এভাবে বলতে হয় না, জ্যান,' ছেলেটাকে শান্ত করার চেষ্টা করল লরা। 'তোমাকে খুব ভালোবাসে বেনি, সবসময় তোমার দেখাশোনা করে। যাও, দেখো কেন তোমাকে খুঁজছে সে। এখন এই বাড়ির কর্তা তুমিই, অনেক কিছু করার আছে তোমার।'

সোফা ছেড়ে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেল জ্যান। সেটা খুলল, কিন্তু বেরিয়ে যাওয়ার আগে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল লরা আর জুলিয়ানের দিকে। বলল, 'ঠিক আছে।' বেরিয়ে গেল, আটকে দিল দরজাটা, তারপর চিৎকার করে বলল, 'বেনি!'

লরার দিকে কয়েক কদম এগিয়ে এল জুলিয়ান ফারার।

মেয়েটা বলল, 'বুঝতে পারছি না আমাদের ব্যাপারে জ্যান এতকিছু জানল কী করে।'

'জ্যানের মতো মানুষদের নিয়ে এই এক সমস্যা,' বলল ফারার। 'ওরা যে কী জানে আর কী জানে না, ঠাহর করা মুশকিল। ভেবেছিলাম ছেলেটাকে মুঠোর ভেতরে রাখাটা কোনো ব্যাপারই হবে না, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে...'

BanglaBook.org

'হুঁ, আমাদের এতগুলো সমস্যার সঙ্গে আরেকটা সমস্যা যুক্ত হলো নতুন করে। চট করে উত্তেজিত হয়ে যায় ছেলেটা, মুখে যা আসে তা-ই বলে ফেলে। তবে...আমার মনে হয় এখন যেহেতু রিচার্ড নেই, এখন অনেক বেশি স্বাধীনতা পাবে সে, নিজের খেয়ালখুশিমতো কাজ করতে পারলে স্বাভাবিক হয়ে আসবে আস্তে আস্তে।'

ফারারকে দেখে মনে হচ্ছে না লরার কথাটা মানতে পারছে। 'জানি না, আসলে...' থেমে গেল সে, কারণ ফ্রেঞ্চউইণ্ডোতে হঠাৎ আবির্ভূত হয়েছে স্টার্কওয়েডার।

'হ্যালো, গুড ইভনিং!' বলল স্টার্কওয়েডার, কণ্ঠ শুনে মনে হচ্ছে যে-কোনো কারণেই হোক খুশি সে।

'ওহ্...হ্যাঁ...গুড ইভনিং,' বলল বটে, কিন্তু বলার ভঙ্গিতে একটুও আন্তরিকতা নেই ফারারের।

'কেমন চলছে সবকিছু?' জানতে চাইল স্টার্কওয়েডার। 'চমৎকার, না?' একবার তাকাচ্ছে ফারারের দিকে, আরেকবার দেখছে লরাকে। হাসল হঠাৎ। 'নিজেকে কেন যেন কাবাবের হাড্ডি বলে মনে হচ্ছে আমার।' ঢুকল ঘরের ভেতরে। 'আমার বোধহয় বার বার এভাবে ফ্রেঞ্চউইণ্ডো দিয়ে আসাটা ঠিক হচ্ছে না। আমার জায়গায় কোনো ভদ্রলোক থাকলে সামনের দরজায় যেত, ঘণ্টা বাজাত, তারপর...। ঠিক না? কিন্তু সমস্যাটা কী, জানেন? সমস্যাটা হলো, আমি ভদ্রলোক না।'

'ওহ্, প্রিয়...' শুরু করেই থেমে যেতে হলো লরাকে, কারণ ওকে থামিয়ে দেয়ার জন্য হাত তুলেছে স্টার্কওয়েডার।

'ভদ্রতা করার সময় নেই এখন,' বলল স্টার্কওয়েডার, 'এবং সেটা করতে আসিওনি আমি। এসেছি দুটো কারণে। এক, বিদায় বলতে এসেছি। চলে যাচ্ছি আমি। মিস্টার রিচার্ড ওয়ারউইকের হত্যাকাণ্ড বা মৃত্যু যা-ই বলুন না কেন সেটার সঙ্গে আমাকে

BanglaBook.org

জড়াতে পারেনি পুলিশ, পারবেও না, কাজেই আইনের চোখে আমি একদম পরিষ্কার। আমার ব্যাপারে জানতে চেয়ে যোগাযোগ করা হয়েছিল অ্যাবাড্যানের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে, এবং আমি কে, কী করি ইত্যাদি সবই জানা গেছে। কাজেই চলে যেতে এখন আর কোনো বাধা নেই আমার।'

'আপনি...আপনি চলে যাচ্ছেন?' স্টার্কওয়েডারের কথাটা যেন বিশ্বাস করতে পারছে না লরা।

'জী, যাচ্ছি।'

'আসলে...ভাবতে পারিনি এত তাড়াতাড়ি চলে যাবেন,' কণ্ঠ শুনে মনে হচ্ছে কিছুটা হলেও আশ্চর্য হয়েছে লরা।

'সেটা আপনার বদান্যতা,' স্টার্কওয়েডারের কণ্ঠে শ্লেষ। 'আপনার পরিবারে একটা খুনের ঘটনা ঘটেছে, যেভাবেই হোক ঘটনাটার সঙ্গে জড়িয়ে গেছি আমি, পুলিশ যখন বলছে আমাকে দিয়ে কোনো কাজ নেই ওদের তখন এসব...কী বলবো...জঘন্য ঘটনার সঙ্গে জড়িত থেকে লাভ কী? যা-হোক, ফ্রেঞ্চউইণ্ডো দিয়ে আসার দ্বিতীয় কারণ, পুলিশ তাদের গাড়িতে করে এখানে নিয়ে এসেছে আমাকে; ঠোঁটে কুলুপ এঁটে বসে ছিল ওরা সারাটা রাস্তায়, কিন্তু কেন যেন বার বার মনে হচ্ছিল আমার, কিছু একটা জানতে পেরেছে লোকগুলো।'

আতঙ্কের ছাপ পড়ল লরার চেহারায়। 'পুলিশ আবার এসেছে?'

'হ্যাঁ,' বলল স্টার্কওয়েডার।

'আমি...সকালে যখন চলে গেল ওরা, ভেবেছিলাম কাজ শেষ ওদের,' লরার গলায় জোর নেই।

ওর দিকে ধূর্ত দৃষ্টিতে তাকাল স্টার্কওয়েডার। 'সেজন্যই তো বললাম কিছু একটা জানতে পেরেছে ওরা।'

করিডরে কয়েকটা উত্তেজিত কণ্ঠ শোনা গেল এমন সময়।

অমঙ্গল আশঙ্কায় দরজার দিকে মুখ করে আরও কাছে ঘেঁষে দাঁড়াল জুলিয়ান ফারার আর লরা, সম্ভবত নিজেদের অজান্তেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই খুলে গেল দরজাটা, ভেতরে ঢুকলেন রিচার্ডের মা, আগের মতোই কর্তৃত্বপরায়ণ মনে হচ্ছে তাঁকে, এবং আগের মতোই লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটছেন। 'তুমি এখানে, লরা? তোমাকে খুঁজছিলাম আমরা।'

এগিয়ে গিয়ে মিসেস ওয়ারউইককে ধরল ফারার, আর্মচেয়ারটাতে বসতে সাহায্য করল তাঁকে।

'তুমি কত ভালো, জুলিয়ান!' বললেন মিসেস ওয়ারউইক। 'এত কাজ তোমার, তারপরও আমাদের কথা ভেবে এসেছ এখানে।'

'আরও আগেই আসতাম, মিসেস ওয়ারউইক,' বলল ফারার, 'কিন্তু আসলে কাজের এত চাপ যে...কী আর বলবো। আমার পক্ষে যা যা করা সম্ভব...' দরজা দিয়ে মিস বেনেটের পিছু পিছু ইন্সপেক্টর থমাসকে ঢুকতে দেখে থেমে গেল সে।

ইন্সপেক্টরের হাতে একটা ব্রিফকেস। ঘরের ঠিক মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল সে।

একটা ডেস্কচেয়ারে বসে পড়ল স্টার্কওয়েডার, সিগারেট ধরাল।

অ্যাঞ্জেলকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকল সার্জেন্ট ক্যাডওয়ালাডার। দরজাটা আটকে দিয়ে সেটাতে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল অ্যাঞ্জেল।

'জ্যানকে কোথাও খুঁজে পেলাম না, স্যর,' ফ্রেঞ্চউইণ্ডোর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল সার্জেন্ট।

'বাইরে গেছে সে,' বলল মিস বেনেট, 'হাঁটতে।'

'কোনো ব্যাপার না,' বলল ইন্সপেক্টর, একে একে তাকাচ্ছে ঘরে উপস্থিত লোকগুলোর দিকে। ওর আচারআচরণে কেমন একটা পরিবর্তন এসেছে বলে মনে হচ্ছে; চেহারায় নির্মমতার

BanglaBook.org

আভাস পাওয়া যাচ্ছে যেন।

চুপ করে আছে সবাই।

'আমাদেরকে জিজ্ঞেস করার মতো আরও প্রশ্ন আছে আপনার, ইন্সপেক্টর থমাস?' কিছুক্ষণের নীরবতা ভাঙলেন মিসেস ওয়ারউইক।

'হ্যাঁ, মিসেস ওয়ারউইক, আছে।'

হতাশ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিসেস ওয়ারউইক। 'তারমানে ওই ম্যাকগ্রেগর লোকটার কোনো খবরই যোগাড় করতে পারেননি আপনারা?'

'পেরেছি।'

'পেরেছেন! তারমানে পাওয়া গেছে লোকটাকে?'

'হ্যাঁ।'

উত্তেজনার ছাপ পড়েছে ঘরের সবার চেহারায়।

চোখেমুখে অবিশ্বাস নিয়ে লরা আর ফারার তাকাল একজন আরেকজনের দিকে।

চেয়ার ঘুরিয়ে নিয়ে ইন্সপেক্টরের মুখোমুখি বসল স্টার্কওয়েডার।

'তারমানে লোকটাকে গ্রেপ্তার করেছেন আপনারা?' উত্তেজনা চেপে রাখতে না পেরে বেশ জোরেই বলে ফেলল মিস বেনেট।

মহিলার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল থমাস জবাব দেয়ার আগে। তারপর বলল, 'ওকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব না, মিস বেনেট।'

'সম্ভব না!' তাজ্জব হয়ে গেছে মিস বেনেট। 'কেন?'

'কারণ অনেক আগেই মারা গেছে লোকটা।'

BanglaBook.org

ষোলো

অস্বাভাবিক নীরবতা নেমে এসেছে স্টাডিরুমের ভেতরে। ইন্সপেক্টর থমাসের কথাটা শুনে থতমত খেয়ে গেছে সবাই।

ইতস্তত করতে করতে লরা বলল, 'কী...কী বললেন?' কণ্ঠ শুনে মনে হলো ঘাবড়ে গেছে সে।

'বললাম, ম্যাকগ্রেগর লোকটা মারা গেছে। এবং সেটা অনেকদিন আগের ঘটনা।'

কেউ কিছু বলল না। কেউ কিছু বলার সাহস পেল না আসলে।

'লোকটার পুরো নাম জন ম্যাকগ্রেগর,' বলে চলল ইন্সপেক্টর। 'বছর দু'-এক আগে আলাস্কায় মারা গেছে সে। ঘটনাটা...' বাকি কথা বলার আগে তাকিয়ে নিল এদিকওদিক, 'ওর ইংল্যাণ্ড থেকে কানাডায় ফিরে যাওয়ার খুব বেশিদিন পরে না।'

'মারা গেছে!' এখনও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না লরা। 'তারমানে...' বেশি বলা হয়ে যাচ্ছে বুঝে কথা শেষ না করে থেমে গেল সে।

ইন্সপেক্টরের কথা শুনে সবাই এতই আশ্চর্য হয়ে গেছে যে, বাইরের টেরেসে কখন চুপিসারে হাজির হলো জ্যান, তারপর উধাও হয়ে গেল, টেরই পেল না কেউ।

'তারমানে হিসাবকিতাব সব এলোমেলো হয়ে গেল, না?' বলল ইন্সপেক্টর। 'তারমানে প্রতিশোধের যে-চিরকুট পাওয়া গেছে

Banglabook.org

মিস্টার ওয়ারউইকের চেস্টপকেটে, সেটা জন ম্যাকগ্রেগর লেখেনি। তারমানে পুলিশের নজর অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য ওটা বানিয়ে জায়গামতো রেখে দেয়া হয়েছে, এবং এমন কেউ করেছে কাজটা, যে সব জানে ম্যাকগ্রেগরের ব্যাপারে, সব জানে নরফোকের সেই দুর্ঘটনাটার ব্যাপারে। তারমানে...' আরও একবার এদিকওদিক তাকাল সে, 'খুনি এই বাড়িরই কেউ-না-কেউ।'

'না!' চেঁচিয়ে উঠল মিস বেনেট। 'না...এটা...এটা...'

ওর দিকে ঝট করে তাকাল ইন্সপেক্টর থমাস। 'হ্যাঁ, মিস বেনেট, বলুন?'

কিন্তু আর কিছু বলল না মিস বেনেট। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। সরে গেল সে-জায়গা ছেড়ে, এগিয়ে গেল ফ্রেঞ্চউইণ্ডোর দিকে।

রিচার্ডের মা'র দিকে তাকাল থমাস। 'এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কেন আপনাদেরকে নতুন করে জিজ্ঞাসাবাদের দরকার হয়েছে আমার?'

'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি,' গলা দিয়ে যেন আওয়াজ বের হচ্ছে না মিসেস ওয়ারউইকের। কষ্ট করে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, সময় লাগল কাজটা করতে। 'আমার কি থাকতে হবে এখানে?'

'আপাতত না।'

'ধন্যবাদ,' বিড়বিড় করে বলে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন মিসেস ওয়ারউইক।

তাড়াহুড়ো করে দরজাটা খুলে দিল অ্যাঞ্জেল।

আগেরবারের মতোই মিসেস ওয়ারউইককে ধরল ফারার দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল তাঁকে। তিনি বেরিয়ে যাওয়ার পর ঘরে ফিরে এল সে, আর্মচেয়ারের পেছনে দাঁড়াল, চেহারাটা কেমন বিষণ্ন দেখাচ্ছে ওর।

ততক্ষণে নিজের ব্রিফকেস খুলে ফেলেছে ইন্সপেক্টর থমাস

BanglaBook.org

একটা রিভলভার বের করল সে।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য দরজার দিকে পা বাড়িয়েছিল অ্যাঞ্জেল, পিছন থেকে ডেকে ওকে চমকে দিল ইন্সপেক্টর, 'অ্যাঞ্জেল?'

একটা মুহূর্তের জন্য যেন অবশ হয়ে গেল লোকটা, তারপর সময় নিয়ে ঘুরল, বোঝা গেল চেহারার ভাব গোপন করেছে এই সময়ে। 'জী, স্যর?'

ওর দিকে এগিয়ে গেল থমাস, হাতে ধরে রেখেছে রিভলভারটা, বোঝা যাচ্ছে খুনের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে অস্ত্রটা। 'এটার ব্যাপারে সকালে জিজ্ঞেস করেছিলাম তোমাকে, ঠিকমতো জবাব দিতে পারোনি তুমি। এবার সত্যি করে বলো তো, এটা কি মিস্টার ওয়ারউইকের?'

'আমি...আমি কীভাবে বলবো?' ঢোক গিলল অ্যাঞ্জেল, ভয় পাচ্ছে সে। 'এতগুলো অস্ত্র ছিল তাঁর...সেগুলোর মধ্যে কোন্‌টা...'

'কিন্তু এই রিভলভারটা তো তোমার চেনার কথা? এটা একেবারেই অন্যরকম, তা-ই না? ভালোমতো দেখলে যে-কেউ বুঝবে, এটা একটা ওয়ার স্যুভনির।'

ইন্সপেক্টরের উপর মনোযোগ সবার, তাই আগেরবারের মতো কেউই খেয়াল করল না, টেরেসে আবার দেখা যাচ্ছে জ্যানকে; তবে এবার ওর হাতে একটা রিভলভার, এবং সেটা লুকানোর চেষ্টা করছে সে।

থমাসের হাতে-ধরা রিভলভারটার দিকে তাকাল অ্যাঞ্জেল। 'মিস্টার ওয়ারউইকের বেশ কয়েকটা বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র ছিল, স্যর। শুধু সেগুলোরই না, তাঁর প্রত্যেকটা অস্ত্রের দেখভাল তিনি নিজেই করতেন। ওগুলো কখনোই ধরতে দিতেন না আমাকে। তাই...'

BanglaBook.org

জুলিয়ান ফারারের দিকে এগিয়ে গেল থমাস। 'মেজর ফারার, আপনি সেনাবাহিনীর লোক, ওয়ার স্যুভনিরের সঙ্গে আপনার পরিচয় থাকার কথা।' উঁচু করে ধরল রিভলভারটা। 'ভালোমতো দেখে বলুন তো, এটা পরিচিত মনে হয় কি না।'

কিন্তু ভালোমতো না, রিভলভারটা একবার দেখেই দৃষ্টি সরিয়ে নিল ফারার। 'না, পরিচিত মনে হচ্ছে না।'

মুচকি হাসল থমাস, রিভলভারটা ঢুকিয়ে রাখল ব্রিফকেসে। 'মিস্টার ওয়ারউইকের তথাকথিত অস্ত্রাগার দেখতে যাবো আমি আর সার্জেন্ট ক্যাডওয়ালাডার। যতদূর জানি, প্রত্যেকটা আগ্নেয়াস্ত্রের জন্য অনুমতি ছিল তাঁর।'

'জী, স্যর, ছিল,' বলল অ্যাঞ্জেল। 'অনুমতিপত্রগুলো সব আছে...তাঁর বেডরুমের একটা ড্রয়ারে। আর গান কাবার্ডে আছে সবগুলো আগ্নেয়াস্ত্র আর অন্যান্য অস্ত্র।'

'সবগুলোর অনুমতিপত্র আছে—জানলে কী করে?' অ্যাঞ্জেলের কথাটা ধরল থমাস। 'একটু আগে না বললে তুমি সবগুলো আগ্নেয়াস্ত্র চেনো না?'

থতমত খেয়ে গেল অ্যাঞ্জেল, কিছু বলতে পারল না।

দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল সার্জেন্ট ক্যাডওয়ালাডার, কিন্তু সে সেটা খুলে বেরিয়ে যাওয়ার আগে মিস বেনেট বলে উঠল, 'দাঁড়ান! এক মিনিট! এভাবে হুট করে গেলে অস্ত্রগুলো দেখতে পারবেন না আপনারা। গান কাবার্ডের চাবি লাগবে,' বলতে বলতে পকেট থেকে একটা চাবি বের করল।

ঝট করে মিস বেনেটের দিকে তাকাল থমাস। 'চাবি? আপনি তালা মেরে রেখেছেন কাবার্ডে? কেন?'

'তালা মেরে রাখবো না কেন?' তীক্ষ্ণ গলায় পাল্টা প্রশ্ন করল মিস বেনেট। 'সবাই জানে ওখানে রাখা সবগুলো অস্ত্র আর গোলাবারুদ বিপজ্জনক—দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে যে-কোনো

BanglaBook.org

সময়,' কাবার্ডের চাবিটা বাড়িয়ে দিল সার্জেন্টের দিকে।

হাসতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল ক্যাডওয়ালাডার, চাবিটা নিল মিস বেনেটের হাত থেকে, এগিয়ে গেল দরজার দিকে। গোবরাটে থেমে দাঁড়াল, ইন্সপেক্টর থমাস আসছে কি না ওর সঙ্গে দেখল।

থমাস তখন অ্যাঞ্জেলকে বলছে, 'তোমার সঙ্গে আবার কথা বলতে হবে আমাকে।'

কথাটা বলে ব্রিফকেস নিয়ে চলে এল করিডরে, সোজা হাঁটা ধরল রিচার্ডের বেডরুমের দিকে।

দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছে অ্যাঞ্জেল, ইন্সপেক্টরের পিছু পিছু যাবে কি না ভাবছে। লরার দিকে তাকাল সে। ভ্রূ কুঁচকে মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা, কী যেন ভাবছে। আস্তে আস্তে ফারারের দিকে এগিয়ে গেল অ্যাঞ্জেল, কাছে গিয়ে নিচু গলায় বলল, 'আমার প্রস্তাবটা নিয়ে কিছু ভেবেছেন, স্যর? ওটার একটা নিষ্পত্তি হওয়া দরকার না?'

প্রচণ্ড বিরক্ত হলো ফারার, কিন্তু সেটা চেপে রাখার চেষ্টা করল। 'না, ভাবিনি, তবে ভুলেও যাইনি। দেখি কী করা যায়।'

'ধন্যবাদ, স্যর,' মুচকি মুচকি হাসছে অ্যাঞ্জেল, 'অনেক অনেক ধন্যবাদ।' দরজার দিকে এগিয়ে গেল সে, বেরিয়ে যাবে স্টাডি থেকে।

দরজার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে সে, এমন সময় পিছন থেকে ওকে ডাকল ফারার; 'এক মিনিট দাঁড়াও তো!'

ফারার কী বলতে চায় শুনবার জন্য পিছন ফিরে তাকাল অ্যাঞ্জেল।

কিন্তু হলওয়েতে ইন্সপেক্টরকে দেখতে পেয়ে মত বদল করল ফারার, অ্যাঞ্জেলকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বলে উঠল, 'ইন্সপেক্টর থমাস! এত জলদি কাজ শেষ হয়ে গেল আপনার?'

BanglaBook.org

গোবরাটে দেখা গেল থমাসকে। 'না, হয়নি। একটা কথা মনে পড়ে গেল, তাই ফিরে এলাম।'

'ভালো করেছেন,' বলল ফারার। 'আপনি ব্যস্ত হয়ে পড়ার আগে আপনাকে একটা কথা বলা দরকার, পরে ভুলে গেলে ঝামেলা হতে পারে। আমার মনে হয় কথাটা বলেছিলাম আপনাকে আজ সকালে...আসলে বলেছিলাম কি না মনে করতে পারছি না ঠিক। কারণ...তখন এত বেশি আপসেট ছিলাম যে...। কিছুক্ষণ আগে ল...মিসেস ওয়ারউইকের কাছ থেকে জানতে পারলাম, এ-ঘরে বিশেষ একটা ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেছে, যা নাকি চিন্তায় ফেলে দিয়েছে আপনাকে। ওই যে...ওই টেবিলের উপর নাকি পাওয়া গেছে ওটা।' থামল সে, যেন মনের গুরুভার লাঘব করার জন্য দম নিল লম্বা করে, তারপর বলল, 'ওটা আমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট, ইন্সপেক্টর।'

আবারও হঠাৎ করে নীরবতা নেমে এসেছে স্টাডিতে।

ফারারের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে থমাস, সে-দৃষ্টিতে কী আছে তা অনুমান করে নিতে খুব বেশি কষ্ট হয় না।

ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকল থমাস, এগিয়ে যাচ্ছে ফারারের দিকে। শান্ত গলায়, কিন্তু অভিযোগের সুরে বলল, 'তারমানে, আপনি বলতে চাচ্ছেন, কাল রাতে এখানে ছিলেন আপনি, মেজর ফারার?'

'হ্যাঁ, ছিলাম। রিচার্ডের সঙ্গে দেখা করতে কাল এখানে এসেছিলাম আমি। মাঝেমধ্যেই কাজটা করতাম, বিশেষ করে ডিনারের পর। আমরা দুই বন্ধু একসঙ্গে বসে গল্পগুজব করতাম আর কী।'

'তা...এসে কী দেখলেন? বেঁচে ছিল আপনার বন্ধু?'

'ছিল।'

'কী করছিলেন তিনি তখন?'

'কী করছিল? না, তেমন কিছু না...তবে...মেজাজ বেশি

BanglaBook.org

ভালো ছিল না ওর। আর...ওকে দেখে আমার মনে হয়েছে দুশ্চিন্তায় ভুগছিল সে। তাই বেশিক্ষণ থাকিনি এখানে।'

'তখন ঠিক ক'টা বাজছিল, মেজর ফারার?'

কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল ফারার, তারপর বলল, 'আমি আসলে ঠিকমতো মনে করতে পারছি না। দশটা হতে পারে। আবার সাড়ে দশটাও হতে পারে।'

ওর দিকে আবারও কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল থমাস। 'তারমানে...সময়টা ঠিকমতো মনে করতে পারছেন না আপনি?'

'দুঃখিত, আমি আসলেই মনে করতে পারছি না।'

আবারও কিছুক্ষণের নীরবতা। তারপর মুখ খুলল থমাস, 'মেজাজ বেশি ভালো ছিল না মিস্টার রিচার্ডের...তারমানে আপনাদের মধ্যে কোনোকিছু নিয়ে কি ঝগড়া হয়েছিল? অথবা কথা কাটাকাটি? অথবা সে-রকম অন্যকিছু?'

'না, না, একটুও না,' ঝট করে হাতঘড়ি দেখল ফারার। 'কিছু মনে করবেন না, ইন্সপেক্টর, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। টাউন হলে একটা মিটিং আছে আমার, সেখানে যোগদান না করলেই নয়। ওদেরকে অপেক্ষা করিয়ে রাখলে...বুঝতেই পারছেন...সময়টা নির্বাচনের।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' শ্লেষ টের পাওয়া গেল থমাসের বলার কায়দায়, 'সময়টা নির্বাচনের, টাউন হলের লোকগুলোকে অপেক্ষা করিয়ে রাখতে পারেন না আপনি। কিন্তু, মেজর ফারার, আপনিও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, কাল রাতে আপনার এখানে আসা এবং এখান থেকে চলে যাওয়ার ব্যাপারে আপনার পক্ষ থেকে পূর্ণাঙ্গ একটা বিবৃতি দিতে হবে পুলিশকে। আজ আপনার কাজ আছে বলছেন, ঠিক আছে, যান তা হলে। কিন্তু কাল সকালে ঠিকই হাজির হবো আপনার কাছে, তখন যেন আবার মিটিং-এর কথা

BanglaBook.org

বলবেন না।'

কিছু বলল না ফারার, চেহারা কালো হয়ে গেছে ওর।

থমাস বলে চলল, 'আশা করি জানেন, কিন্তু যদি না জেনে থাকেন তা হলে বলছি, ওই বিবৃতি দেয়ার ব্যাপারে পুলিশের পক্ষ থেকে কোনো জোরাজুরি নেই আপনার উপর। যা বলবেন, সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায়-স্বজ্ঞানে বলবেন, এবং তখন ইচ্ছা করলে একজন উকিলকে রাখতে পারবেন আপনার সঙ্গে।'

স্টাডিতে ঢুকলেন মিসেস ওয়ারউইক, কিন্তু ইন্সপেক্টর থমাসের শেষের কথাগুলো শুনে দাঁড়িয়ে পড়লেন দরজার কাছে।

থমাসের কথা শুনে দম বন্ধ হয়ে আসতে চাচ্ছে ফারারের, বুঝতে পারছে অ্যাঞ্জেলের কবল থেকে বাঁচার জন্য যা বলেছে ইন্সপেক্টরের কাছে তার পরিণতি কী হতে পারে। কিন্তু চেহারায় একটা বেফিকির ভাব বজায় রাখার জন্য মাথা ঝাঁকাল সে, বলল, 'কাল তা হলে সকাল দশটার সময় দেখা করি আপনার সঙ্গে? আর, সঙ্গে একজন উকিল রাখার চেষ্টা করবো আমি,' ঘুরে এগিয়ে গেল ফ্রেঞ্চউইণ্ডোর দিকে, বেরিয়ে গেল টেরেসে।

লরা ওয়ারউইকের দিকে তাকাল থমাস। 'গতকাল রাতে মেজর ফারার যখন এসেছিলেন, আপনি দেখেছিলেন তাঁকে?'

'আমি...আমি...আসলে...' কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না লরা, ইন্সপেক্টর প্রশ্নটা হঠাৎ জিজ্ঞেস করায় ঘাবড়ে গেছে।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল স্টার্কওয়েডার, বলতে গেলে ছুটে গিয়ে দাঁড়াল ইন্সপেক্টর আর লরার মাঝখানে। 'আমার মনে হয় শারীরিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ বোধ করছেন না মিসেস ওয়ারউইক। আমার মনে হয় না আপনার প্রশ্নের জবাব দেয়ার মতো অবস্থায় আছেন তিনি এখন। কাজেই, ইন্সপেক্টর থমাস, আপনাকে অনুরোধ করছি, অন্তত এই ভদ্রমহিলাকে কোনো প্রশ্ন করবেন না আপাতত।'

Banglabook.org

সতেরো

স্টার্কওয়েডারের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ইন্সপেক্টর থমাস। কিছুক্ষণ পর বলল সে, 'কী বললেন আপনি, মিস্টার স্টার্কওয়েডার?'

'বললাম, দয়া করে এখন কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন না মিসেস ওয়ারউইককে। আমার মনে হচ্ছে শারীরিকভাবে অসুস্থ বোধ করছেন তিনি।'

'তা-ই নাকি? তিনি অসুস্থ বোধ করলে আপনার সমস্যাটা কী, জানতে পারি?'

লাঠিতে ভর দিয়ে কিছুটা এগোলেন মিসেস ওয়ারউইক। 'আমারও মনে হয় না লরা পুরোপুরি সুস্থ। গতকাল থেকে অনেক ধকল যাচ্ছে বেচারীর উপর দিয়ে।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে লরার দিকে তাকাল থমাস।

মেঝের দিকে তাকিয়ে থেকে বিড়বিড় করে কোনোরকমে বলল লরা, 'আসলেই, আপাতত আর কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিলে ভালো হয় আমার জন্য।'

আত্মতৃপ্তি নিয়ে ইন্সপেক্টরের দিকে তাকাল স্টার্কওয়েডার, হাসিতে ভরে গেছে ওর চেহারা।

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল থমাস, রেগে গেছে। গটগট করে হেঁটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে, ওর পিছন পিছন গেল সার্জেন্ট ক্যাডওয়ালাডার। অ্যাঞ্জেলও গেল, যাওয়ার সময় লাগিয়ে দিয়ে

BanglaBook.org

গেল দরজাটা।

ওটা বন্ধ হয়েছে কি হয়নি, সঙ্গে সঙ্গে ফুঁপিয়ে উঠল লরা, 'কিন্তু...কিন্তু...লোকটাকে সব বলা উচিত আমার...বলা উচিত...'

আরেকটু এগোলেন মিসেস ওয়ারউইক। 'মিস্টার স্টার্কওয়েডার ঠিকই বলেছেন, লরা। এখন যত কম কথা বলবে তুমি, তোমার জন্য ততই ভালো। কারণ এখন তোমার মনের অবস্থা ভালো না—কী বলতে কী বলে বসবে, আর সেটাই খপ্ করে লুফে নেবে পুলিশ। তারপর...' কথা শেষ না করে শরীরের বেশিরভাগ ভর ছেড়ে দিলেন লাঠির উপর। 'আমার কি মনে হয়, জানো? আমার মনে হয়, আর দেরি না করে মিস্টার অ্যাডামসের সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত তোমার এখনই।' স্টার্কওয়েডারের দিকে ঘুরলেন তিনি, ব্যাখ্যা দেয়ার ঢং-এ বললেন, 'মিস্টার অ্যাডামস আমাদের পারিবারিক উকিল।' তাকালেন মিস বেনেটের দিকে। 'লোকটাকে ফোন করো তো, বেনি।'

মাথা ঝাঁকাল মিস বেনেট, এগিয়ে গেল টেলিফোনের দিকে।

কিন্তু কী ভেবে ওকে থামতে বললেন মিসেস ওয়ারউইক। 'না, এখান থেকে না, উপরতলায় গিয়ে ওখানকার এক্সটেনশনটা ব্যবহার করো। লরা, বেনির সঙ্গে যাও তুমি।'

'কিন্তু...'

হাত তুলে লরাকে থামিয়ে দিলেন মিসেস ওয়ারউইক। 'এত চিন্তার কিছু নেই। যা করতে বলছি, করো।'

তবুও কিছুক্ষণ ইতস্তত করল লরা, তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল হলে, ওর পিছন পিছন যাচ্ছে মিস বেনেট।

ওই দু'জন চলে যাওয়ার পর স্টার্কওয়েডারের মুখোমুখি হলেন মিসেস ওয়ারউইক। জরুরি কণ্ঠে বললেন, 'আমাদের হাতে ঠিক কত সময় আছে জানি না,' চট করে একবার তাকিয়ে নিলেন দরজার দিকে। 'তাই তোমার সাহায্য চাই আমি।'

Banglabook.org

আশ্চর্য হয়ে গেছে স্টার্কওয়েডার। 'কী সাহায্য?'

'তোমাকে দেখে বেশ চালাকচতুর বলে মনে হয়েছে আমার। তা ছাড়া তুমি একজন আগন্তুক, মানে আমাদের পরিবারের কেউ না, ঘটনাক্রমে জড়িয়ে গেছ আমাদের সঙ্গে। তোমার ব্যাপারে আমরা কেউই কিছু জানি না। আমাদের কারও ব্যাপারে তোমারও করার মতো কিছু নেই।'

'অনাকাঙ্ক্ষিত অতিথি?' আনমনা হয়ে গেল স্টার্কওয়েডার, গতরাতে লরার বলা কবিতাটা আউড়াল নিচু গলায়, 'দরজা খুলে যায়—আচমকা, নিঃশব্দে; ঢুকে পড়ে অনাকাঙ্ক্ষিত অতিথি...বাইরে তখন মাতাল হাওয়া—প্রকৃতির ফোঁসফোঁসানি, হু হু শব্দে কাঁদছে তরুবীথি।'

'কী বললে?'

পিছিয়ে গিয়ে সোফার হাতলের উপর বসে পড়ল স্টার্কওয়েডার। 'বললাম, আমার ব্যাপারে অনাকাঙ্ক্ষিত অতিথি শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে আগেও।'

'কাজটা কেউ করে থাকলে ভুল করেনি। তুমি আসলেই একজন আগন্তুক, এবং তোমার আগমন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। যা-হোক, আমার একটা উপকার করতে পারবে?' জবাবের অপেক্ষা না করে এগিয়ে গিয়ে ফ্রেঞ্চউইণ্ডো দিয়ে বের হলেন মিসেস ওয়ারউইক, এদিকওদিক তাকিয়ে দেখে নিলেন কেউ আছে কি না টেরেসে। তারপর আবার স্টাডিতে ঢুকে মুখোমুখি হলেন স্টার্কওয়েডারের; কিন্তু কিছু বললেন না, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।

স্টার্কওয়েডার বলল, 'আপনি আসলে কী বলতে চাচ্ছেন আমাকে?'

'কিছুক্ষণ আগ পর্যন্তও,' আবারও জরুরি গলায় বলছেন মিসেস ওয়ারউইক, 'যে-ট্র্যাজেডি ঘটেছে এ-বাড়িতে সেটার

BanglaBook.org

একটা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা ছিল। আমরা সবাই জানতাম, একটা দুর্ঘটনার কারণে যে-লোকের ছেলে মরেছে আমার ছেলের গাড়ির নীচে পড়ে, সে-লোক শোধ নিয়েছে—যেভাবেই হোক হাজির হয়েছে এখানে গতকাল রাতে, যেভাবেই হোক গুলি করে মেরেছে রিচার্ডকে। কিন্তু এখন আমরা জানি, ওই লোক নাকি মারা গেছে অনেকদিন আগেই। তারমানে...তারমানে কোনো সন্দেহ নেই, এই পরিবারেরই কেউ-না-কেউ খুন করেছে আমার ছেলেকে।' আর্মচেয়ারটার দিকে কয়েক কদম এগিয়ে গেলেন তিনি। 'এ-বাড়িতে এমন দু'জন আছে, যারা করতে পারে না জঘন্য কাজটা। ওরা কারা, জানো? এক, রিচার্ডের বউ, লরা। আর দুই, বেনি। যখন গুলি চালানো হয় আমার ছেলের উপর, তখন একসঙ্গে ছিল ওরা—নিজচোখে দেখেছি আমি।'

মুচকি হাসতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল স্টার্কওয়েডার, কিছু বলল না।

'লরা যদি বেনির সঙ্গে না-ও থাকত, তবুও আমি বিশ্বাস করতাম না, স্বামীকে খুন করেছে সে। কারণ লরা হচ্ছে সে-ধরনের মেয়ে, যারা সব সহ্য করতে পারে, যাদেরকে সব সহ্য করে যেতে হয়। তারপরও, আমার ধারণা, এ-হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে মেয়েটা পরোক্ষভাবে জড়িত। কীভাবে, জানো? আমার ধারণা, লরা জানে খুনটা কে করেছে, কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক সেটা চেপে যাচ্ছে সে।'

'পরোক্ষভাবে জড়িত মানে?' গতরাতের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে স্টার্কওয়েডারের। 'আপনি আসলে ঠিক কী বলতে চাচ্ছেন, বুঝতে পারছি না। আপনি কি বলতে চাচ্ছেন, মিসেস লরা ওয়ারউইক আর মিস্টার জুলিয়ান ফারার মিলে করেছেন খুনটা?'

বিরক্তির ছাপ পড়ল মিসেস ওয়ারউইকের চেহারায়। 'না, সেটা বলতে চাইনি আমি।' চট করে আরেকবার তাকালেন

BanglaBook.org

দরজার দিকে, তারপর বলে চললেন, 'জুলিয়ান ফারার গুলি করেনি আমার ছেলেকে।'

সোফার হাতল থেকে উঠে দাঁড়াল স্টার্কওয়েডার। 'জানলেন কীভাবে?'

'কীভাবে জানলাম সেটা বড় কথা না, আমি জানি এবং সেটাই আসল কথা।' স্টার্কওয়েডারের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন মিসেস ওয়ারউইক। 'তুমি একজন আগন্তুক হওয়ার পরও তোমাকে এখন এমন একটা কথা বলবো, যা আমার পরিবারের কেউ জানে না।'

কিছু বলল না স্টার্কওয়েডার, অপেক্ষা করছে।

'কথাটা হলো,' বলে চললেন মিসেস ওয়ারউইক, 'বেশিদিন বাঁচবো না আমি।'

এবার আর মুচকি না হেসে পারল না স্টার্কওয়েডার। 'কে কতদিন বাঁচবে না-বাঁচবে...'

হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিলেন মিসেস ওয়ারউইক। 'তোমার করুণা বা সহমর্মিতা পাওয়ার জন্য কথাটা বলিনি তোমাকে। কথাটা বলেছি, আমার পরের কথাগুলো যাতে সহজে ব্যাখ্যা করতে পারি তোমার কাছে, সেজন্য। ...একটা কথা তুমি জানো কি না জানি না। একজন মানুষ যখন টের পায় তার মরার সময় হয়েছে, তখন এমন কিছু সিদ্ধান্ত নিতে পারে, যা, যদি ওই মানুষটার হাতে আরও কয়েক বছর সময় থাকত তা হলে নিতে পারত না।'

'যেমন?'

'বলছি। তবে তার আগে আমার ছেলের ব্যাপারে দু'-একটা কথা বলা দরকার তোমাকে।' এগিয়ে গিয়ে সোফায় বসে পড়লেন মিসেস ওয়ারউইক। 'রিচার্ড ভালো বা খারাপ যা-ই হোক, মানুষ বা শয়তান যা-ই হোক, ওকে ভালোবাসতাম আমি। খুবই

BanglaBook.org

ভালোবাসতাম। যখন সে ছোট ছিল, যখন একজন পরিপূর্ণ যুবক হিসেবে বেড়ে উঠছিল, তখন অনেক ভালো গুণ ছিল ওর। তখন সে ছিল হাসিখুশি, সাহসী, সফল, বিভিন্ন ধরনের কাজে পটু, এবং সঙ্গী হিসেবে এককথায় চমৎকার। কিন্তু বিশেষ করে সিংহের কবলে পরার পর বলতে গেলে আমূল বদলে যায় সে। অনেক কিছু হারায় সে, এবং সেই হারানোর শোক সহ্য করতে পারেনি। একটু একটু করে অবনতি ঘটেছে ওর আচারআচরণের, এবং সবই দেখেছি আমি, দেখতে হয়েছে।'

স্টার্কওয়েডার ঠিক বুঝতে পারছে না আসলে কী প্রসঙ্গে কথা বলছেন মিসেস ওয়ারউইক। ভদ্রমহিলার দিকে মুখ করে টুলটাতে বসে পড়ল সে।

'মানব থেকে দানবে পরিণত হয়েছিল আমার ছেলে। প্রচণ্ড কষ্ট পেয়েছিল সে জীবনের কাছ থেকে, সেটা সহ্য করতে না পেরে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল একই রকম কষ্ট দেবে ওর কাছের মানুষগুলোকেও। তাই আমরা, এই পরিবারের সদস্যরা ভুগতে শুরু করি। বুঝতে পারছ?'

'মনে হয়,' নিচু গলায় বলল স্টার্কওয়েডার।

'লরা মেয়েটাকে খুব পছন্দ করি আমি, হয়তো টের পেয়েছ ইতোমধ্যেই, অথবা হয়তো আগেও বলেছি। ওর মনটা অনেক বড়, ওর মতো এত ধৈর্যশক্তি আর কারও ভেতরে দেখিনি আমি...' বাইরে কী একটা শব্দ হলো, থেমে গেলেন মিসেস ওয়ারউইক, যেদিক থেকে এসেছে শব্দটা তাকালেন সেদিকে।

স্টার্কওয়েডার মনে মনে বলল, 'হ্যাঁ, ধৈর্যশক্তি অনেক বেশি বলেই তো স্বামীকে ছেড়ে স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে...'

'একেবারে প্রথমদিকের কথা বাদ দিলে আমার মনে হয় না রিচার্ডকে কখনও মন থেকে ভালোবাসতে পেরেছে মেয়েটা,' বলে চললেন মিসেস ওয়ারউইক। 'সেজন্য অবশ্য তেমন দোষও দেয়া

BanglaBook.org

যায় না ওকে। ওর জীবনটা নরক বানিয়ে ছেড়েছিল রিচার্ড। তাই মেয়েটা যদি আমার ছেলেকে বাদ দিয়ে অন্য কারও প্রতি আকৃষ্ট হয়, অন্য কারও প্রেমে পড়ে, তা হলেও মনে হয় খুব বেশি দোষ দেয়া যায় না ওকে। আর ওর যে-রূপ, যে-কোনো লোক আকৃষ্ট হতে পারে ওর প্রতি, না?'

চিন্তার ভাঁজ পড়ল স্টার্কওয়েডারের কপালে। 'এসব কী বলছেন আমাকে? আর কেনই বা বলছেন?'

'কারণ তুমি একজন আগন্তুক। আমাদের এই পরিবারের, বলা ভালো ক্যাসল হাউসের এসব প্রেম-ভালোবাসা, রাগ-ঘৃণা, কিংবা দুঃখ-কষ্টের কথা বছরের পর বছর ধরে নিজের ভেতরে চেপে রেখেছি আমি, বলতে পারিনি কাউকেই, কিন্তু বলা উচিত ছিল; যে-দুর্বিষহ বোঝা প্রতিদিন একটু একটু করে আমার জীবনীশক্তি কমিয়ে দিয়েছে, কথাগুলো কাউকে বলে সে-বোঝা মন থেকে নামিয়ে দিয়ে হালকা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু পারিনি, কারণ কথাগুলো বলার মতো পাইনি কাউকেই। আজ তোমাকে পেয়েছি। তোমাকে বলা যেতে পারে এসব কথা, কারণ তুমি এই পরিবারের কেউ না। তোমার কাছে কথাগুলোর কোনো মানে নেই। এগুলো বিচলিত করবে না তোমাকে, এবং এখান থেকে চলে যাওয়ার পর সহজেই সব ভুলে যেতে পারবে তুমি। ঠিক না?'

'সম্ভবত।'

'যা-হোক, যা বলছিলাম। এমন একটা সময় এল এ-পরিবারে, যখন রিচার্ডের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে গেলাম আমরা সবাই। তখন শুধুই মনে হতো, একটাই মাত্র সমাধান সমস্যাটার—রিচার্ডের মৃত্যু।'

'রিচার্ডের মৃত্যু?'

'হ্যাঁ।'

BanglaBook.org

নীরবতা।

স্টার্কওয়েডার কিছু বলছে না, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মিসেস ওয়ারউইকের দিকে।

মিসেস ওয়ারউইকও কিছু বলছেন না, তিনিও তাকিয়ে আছেন নির্নিমেষ; ভাবখানা এমন—যা বলার ছিল তা বলে ফেলেছেন, অথবা যা ইঙ্গিতে বোঝানোর ছিল তা বুঝিয়ে দিয়েছেন, স্টার্কওয়েডার সেটা বুঝতে পেরেছে কি না তা বুঝতে চাচ্ছেন হয়তো।

অস্থির ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল স্টার্কওয়েডার, পায়চারি করে বেড়াল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ থামল, নাটকীয় ভঙ্গিতে ঘুরে মুখোমুখি হলো মিসেস ওয়ারউইকের। 'ঠিক কী বলতে চাচ্ছেন আপনি, বলুন তো? আপনি কি বলতে চাচ্ছেন, আপনার ছেলেকে আপনি নিজেই খুন করেছেন?'

আঠারো

কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন মিসেস ওয়ারউইক। তারপর খনখনে গলায় বললেন, 'মিস্টার স্টার্কওয়েডার, আমিই বরং একটা প্রশ্ন করি তোমাকে। কী মনে হয় তোমার—মা হয়ে নিজের সন্তানকে খুন করতে পারি আমি?'

আবার পায়চারি করা শুরু করল স্টার্কওয়েডার। 'মা হয়ে নিজের সন্তানকে খুন করা কিন্তু বিচিত্র কিছু না। ও-রকম অনেক ঘটনা আছে। এবং কারণগুলোও খুব জঘন্য আর নোংরা।

BanglaBook.org

ইন্সুরেন্সের টাকা আদায় করতেই হবে? এবং সেটার জন্য আর কোনো উপায় নেই? ব্যস, দিল বাচ্চাকে শেষ করে। আগের দু'-তিনটা বাচ্চা আছে? নতুন আরেকটাকে সামাল দেয়ার কায়দা নেই? দিল সবচেয়ে ছোটটাকে সরিয়ে। এ-রকম ঘটনা কি আমাদের সমাজে অহরহ ঘটছে না?' আরও একবার নাটকীয় কায়দায় ঘুরল সে, মুখোমুখি হলো মিসেস ওয়ারউইকের। 'আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো। ছেলের মৃত্যুতে আপনি কি আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন?'

'না, হইনি।'

নিজেকে শান্ত করল স্টার্কওয়েডার। 'যা বলা উচিত না, তা-ই বলছি আমি, কিছু মনে করবেন না। আসলে নিজের ঠোঁটকাটা স্বভাবের জন্য সবজায়গায়ই...। থাক, আসল কথায় আসি। কী যেন বলতে চাচ্ছিলেন আমাকে?'

একটু যেন হতাশার ছাপ পড়ল মিসেস ওয়ারউইকের চেহারায়। 'তুমি কি এখনও বুঝতে পারোনি?'

'আসলে...ঠিক কী বুঝতে পারা উচিত আমার, বলুন তো? আমি কি ধরে নেবো যা বলছেন সেটা আপনার কোনো অনুমান? নাকি স্বীকারোক্তি?'

'অনুমানও না, স্বীকারোক্তিও না। আমি আসলে তোমাকে বলতে চাচ্ছি, যে-কোনো সময় জরুরি কোনো প্রয়োজন দেখা দিতে পারে; তখন যদি না থাকি আমি, তা হলে অন্তত তুমি যেন ঠিক কাজটা করার সিদ্ধান্ত দিতে পারো।''

'কিন্তু আমি কেন...' মিসেস ওয়ারউইককে পকেট থেকে একটা এনভেলপ বের করতে দেখে থেমে গেল স্টার্কওয়েডার।

ওর দিকে এনভেলপটা বাড়িয়ে দিলেন মিসেস ওয়ারউইক।

ওটা নিল স্টার্কওয়েডার। 'ঠিক কাজটা করার সিদ্ধান্ত দিতে পারি মানে? আমি তো এখানে অনির্দিষ্টকাল থাকার জন্য আসিনি।

Banglabook.org

কাজ আছে আমার, এবং যত জলদি সম্ভব অ্যাবাড্যানে ফিরে যেতে হবে আমাকে।'

হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করলেন মিসেস ওয়ারউইক, উড়িয়ে দিলেন স্টার্কওয়েডারের কথাটা। 'এমন কোথাও নিশ্চয়ই যাবে না তুমি যে-জায়গা এখনও সভ্যতাবঞ্চিত? অ্যাবাড্যানে নিশ্চয়ই পত্রিকা আছে? রেডিয়ো আছে? দুনিয়ার হালহকিকত জানার মতো আরও উপায় নিশ্চয়ই আছে?'

'হ্যাঁ, আছে।'

'তা হলে দয়া করে রেখে দাও এনভেলপটা। ঠিকানাটা দেখেছ?'

এনভেলপটার দিকে তাকাল স্টার্কওয়েডার। 'দ্য চিফ কন্সটেবল। বুঝলাম। কিন্তু যেটা বুঝলাম না সেটা হলো, আপনার মনের ভেতরে কী আছে। একটু আগে আমাকে চালাকচতুর বললেন, কিন্তু আমার মনে হয় না আমি এতটা বুদ্ধিমান যে, কেউ কিছু না বললে শুধু চেহারা দেখে বুঝে নেবো তার মনের কথা। ...কিছু মনে করবেন না, একটা কথা বলি। গোপন কথা গোপন রাখতে খুব পারদর্শী আপনি। আমার কি মনে হয়, জানেন? হয় আপনি নিজেই খুন করেছেন আপনার ছেলেকে, অথবা জানেন কে করেছে কাজটা। ঠিক না?'

আরেকদিকে তাকালেন মিসেস ওয়ারউইক। 'এ-বিষয়ে কথা বলতে চাচ্ছি না আমি।'

আর্মচেয়ারটাতে বসে পড়ল স্টার্কওয়েডার। 'তারপরও আমি জানতে চাই আপনার মনে ঠিক কী আছে।'

'সেক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে বলতে হবে, কথাটা বলবো না তোমাকে। কারণ আমি হয়তো আসলেই গোপন কথা গোপন রাখতে খুব পারদর্শী।'

অন্যভাবে চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নিল স্টার্কওয়েডার। 'আচ্ছা,

BanglaBook.org

ওই ভ্যালেট লোকটা, আপনার ছেলের দেখাশোনা করত যে...' ইচ্ছাকৃতভাবে থামল সে, নামটা মনে করার ভান করছে।

'অ্যাঞ্জেল? কী হয়েছে?'

'লোকটাকে পছন্দ করেন আপনি?'

'না, করি না। তবে লোকটা নিজের কাজে পটু। তা ছাড়া...রিচার্ডের মন যুগিয়ে কাজ করতে পারাটা মুখের কথা না।'

উঠে দাঁড়াল স্টার্কওয়েডার, আবার পায়চারি করা শুরু করল। কিছুক্ষণ পর থেমে দাঁড়িয়ে বলল, 'লোকটার ব্যাপারে কি কিছু জানতেন আপনার ছেলে?'

'লোকটার ব্যাপারে? কোন্ লোক? অ্যাঞ্জেল? ওর ব্যাপারে কী জানবে রিচার্ড? ও, বুঝতে পারছি—এমন কিছু জানত কি না যা জানাজানি হলে অসুবিধায় পড়তে পারে অ্যাঞ্জেল?'

'হ্যাঁ।'

কিছুক্ষণ কী যেন চিন্তা করলেন মিসেস ওয়ারউইক, তারপর বললেন, 'না, সে-রকম কিছু মনে হয় না আমার। আসলে...সে-রকম কিছু জানি না আমি। তুমি কী বলতে চাও? খুনটা অ্যাঞ্জেল করেছে কি না? উঁহুঁ, মনে হয় না।' লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। 'ধন্যবাদ, মিস্টার স্টার্কওয়েডার। তোমার সঙ্গে কথা বলে ভালো লাগল।' হ্যাণ্ডশেক করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন।

তাঁর বাড়ানো হাতটা ধরে ঝাঁকুনি দিল স্টার্কওয়েডার। ভদ্রতা দেখানোর জন্য এগিয়ে গিয়ে খুলে দিল দরজাটা, লাঠিতে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে এসে সেখান দিয়ে বেরিয়ে গেলেন মিসেস ওয়ারউইক।

ভদ্রমহিলা চলে যাওয়ার পর দরজাটা লাগিয়ে দিল স্টার্কওয়েডার, তাকাল হাতেধরা এনভেলপটার দিকে। মুচকি হেসে বিড়বিড় করে বলল, 'কী সাংঘাতিক মহিলা!' করিডরে

BanglaBook.org

কারও দ্রুত পায়ের-আওয়াজ পেয়ে এনভেলপটা চট করে ঢুকিয়ে ফেলল পকেটে।

দরজা খুলে স্টাডিতে ঢুকল মিস বেনেট।

একপাশে সরে দাঁড়াল স্টার্কওয়েডার।

'আপনার সঙ্গে কী নিয়ে কথা বলছিলেন মিসেস ওয়ারউইক্?' পুলিশ যেভাবে জেরা করে, সে-ভঙ্গিতে জানতে চাইল মিস বেনেট।

'কেন?' পাল্টা প্রশ্ন করল স্টার্কওয়েডার।

'মিসেস ওয়ারউইক...কী নিয়ে কথা বলছিলেন আপনার সঙ্গে?' আবারও জানতে চাইল মিস বেনেট।

'আপনাকে এত আপসেট দেখাচ্ছে কেন?' এড়িয়ে যেতে চাচ্ছে স্টার্কওয়েডার।

'আপসেট দেখাবে না? আপসেট দেখানোর মতো যথেষ্ট ঘটনা কি ঘটেনি? তা ছাড়া...কিছুক্ষণ আগে আপনার সঙ্গে কথা বলে গেলেন মিসেস ওয়ারউইক। আমি জানি তিনি কী করতে পারেন।'

'কী করতে পারেন? খুন?'

এক কদম আগে বাড়ল মিস বেনেট। 'তারমানে এতক্ষণ এসব নিয়েই আপনার সঙ্গে কথা বলছিলেন মিসেস ওয়ারউইক। তা, কী বলেছেন তিনি, শুনি? নিজের ছেলেকে নিজেই খুন করেছেন?'

'যদি বলি হ্যাঁ?'

'তা হলে আমি বলবো, সাংঘাতিক ভুল হচ্ছে আপনার।'

'জানলেন কীভাবে?'

'জানি। এ-বাড়ির কোন্ ঘটনাটা আমি জানি না, বলুন? অনেকদিন ধরে আছি আমি এখানে, অনেকদিন।' আর্মচেয়ারটাতে বসে পড়ল মিস বেনেট। 'এ-বাড়ির সবার জন্য দরদ আছে

আমার মনে, সবার জন্য।'

'এমনকী খুন-হওয়া রিচার্ড ওয়ারউইকের জন্যও?'

দেখে মনে হলো একটা মুহূর্তের জন্য কী এক চিন্তায় হারিয়ে গেছে মিস বেনেট। তারপর বলল, 'একসময় লোকটাকে খুব ভালো জানতাম আমি।'

টুলে বসে পড়ল স্টার্কওয়েডার। 'থামলেন কেন? বলে যান।'

'আস্তে আস্তে বদলে যায় লোকটা...অনেকখানি। বিকৃত মানসিকতার মানুষ বলে একটা কথা আছে না? শেষেরদিকে সে-রকমই হয়ে গিয়েছিলেন মিস্টার রিচার্ড। আমূল বদলে গিয়েছিল তাঁর মন। যদি জিজ্ঞেস করেন তা হলে বলবো, শুধু শয়তানের সঙ্গেই তুলনা করা যেত তাঁকে।'

'এ-ব্যাপারে এ-বাড়ির সবাই দেখছি একই কথা বলছে।'

'মিস্টার রিচার্ডকে দেখলে আপনিও সেটাই বলতেন।'

'না, মনে হয় না।'

'কেন?'

'কারণ আমি বিশ্বাস করি না আমূল পরিবর্তন ঘটতে পারে একটা মানুষের।'

'কিন্তু মিস্টার রিচার্ডের হয়েছিল।'

'না, হয়নি,' পায়চারি করতে শুরু করল স্টার্কওয়েডার। 'বাজি ধরে বলতে পারি, মিস্টার রিচার্ডের বেলায় একই ভুল করছেন আপনারা সবাই। একটা মানুষ কখনোই এতটা খারাপ হতে পারে না, যার ফলে শুধু শয়তানের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে তাকে। ...শয়তানের সঙ্গে তুলনা করার মতো দোষ আমাদের সবার ভেতরেই কমবেশি আছে।'

উঠে দাঁড়াল মিস বেনেট। 'আপনার মতো একজন আগন্তুকের কাছ থেকে অন্তত মিস্টার রিচার্ডের ব্যাপারে জ্ঞান নেয়ার মতো সময় নেই আমার। আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো।

BanglaBook.org

আপনি এখনও আছেন কেন? আপনার না চলে যাওয়ার কথা ছিল?'

'হ্যাঁ, ছিল, কিন্তু এই পরিবারের একবার এর পরেরবার ওর সঙ্গে কথা বলতে গিয়েই বার বার দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমার সবচেয়ে বড় ভুলটা কী, জানেন? আমার সবচেয়ে বড় ভুল হচ্ছে, মিস্টার রিচার্ডের মৃতদেহটা সবার আগে দেখে ফেলা। আর সেই ভুলের মাশুল...'

'কী?' চোখ বড় বড় হয়ে গেছে মিস বেনেটের। 'কী বললেন? মিস্টার রিচার্ডের মৃতদেহ সবার আগে আপনি দেখেছেন? কাল রাতে এত পরে এলেন আপনি, অথচ মিস্টার রিচার্ডের মৃতদেহ দেখেছেন সবার আগে? তারমানে, কাল রাতে এবং আজ সকালে পুলিশের কাছে মিথ্যা বলেছেন? তারমানে হত্যাকাণ্ডটার সঙ্গে আপনি জড়িত? নাকি...লরা করেছে খুনটা? নাকি...ওটা আপনাদের দু'জনের কাজ?'

উনিশ

হাসল স্টার্কওয়েডার। দেখে যতটা মনে হয়, আসলে ততটা বোকা না আপনি।'

ওর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মিস বেনেট। 'কাজটা করতে লরাকে সাহায্য করেছেন আপনি, তা-ই না?'

হেঁটে কিছুটা দূরে চলে গেল স্টার্কওয়েডার। 'আপনি তো দেখছি গল্প বানাতে শুরু করে দিয়েছেন!'

BanglaBook.org

‘না, মোটেও গল্প বানাচ্ছি না আমি। কাজটা যদি লরারও হয় তা হলেও কিছু যায়-আসে না আমার। কেন, জানেন? কারণ মেয়েটাকে সুখী দেখতে চাই আমি। আমি চাই, খুব সুখে থাকুক সে।’

হাঁটতে হাঁটতে ফ্রেঞ্চউইণ্ডোর কাছে চলে গিয়েছিল স্টার্কওয়েডার, বাইরে তাকিয়ে ছিল, কিছু একটা দেখতে পেয়ে হঠাৎ চাঞ্চল্য দেখা দিল ওর মধ্যে। চট করে খুলে ফেলল জানালাটা, বাইরে তাকিয়ে জোরে বলল, ‘কী করছ তুমি?’

জানালার কাছে এসে বাইরে তাকাল মিস বেনেটও।

লনে দাঁড়িয়ে আছে জ্যান, ওর হাতে একটা রিভলভার; বলা ভালো, ট্রিগার-গার্ডটা ডান হাতের তর্জনীতে আটকে অস্ত্রটাকে ঘোরাচ্ছে সে।

‘জ্যান!’ গলা ফাটাল মিস বেনেট, ‘রিভলভারটা দাও আমাকে!’

কথাটা শোনামাত্র চরকির মতো প্যাক খেয়ে ঘুরল জ্যান, দুষ্টুমিতে ভরা হাসি হেসে চিৎকার করে বলল, ‘পারলে এসে নিয়ে যাও!’ কথা শেষ করেই ছুট লাগাল।

যত দ্রুত সম্ভব দৌড় দিল মিস বেনেটও। প্রথমে টেরেস, তারপর লনে নামল সে, দৌড়াতে দৌড়াতেই চেঁচাচ্ছে, ‘জ্যান! জ্যান!’

স্টার্কওয়েডারের পায়ে যেন শিকড় গজিয়েছে; একজায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে দেখছে সে কী হচ্ছে লনে। কিছুক্ষণ পর সংবিৎ ফিরে পেল যেন, ঘুরল, বুঝতে পারছে না কী করা উচিত ওর। চলে যাবে? কিন্তু...কেমন কেমন যেন করছে মনের ভেতরে—লরার সঙ্গে কি শেষবারের মতো দেখা হবে না? লনে যাবে? রিভলভারটা উদ্ধার করার চেষ্টা করবে জ্যানের কাছ থেকে? কিন্তু...ছেলেটা মানসিক প্রতিবন্ধী; মিস বেনেটকে হয়তো কিছুই

করবে না, স্টার্কওয়েডারকে নাগালে পেয়ে যদি গুলি চালায়?

স্টাডির দরজাটা খুলে গেল এমন সময়, ভেতরে ঢুকল লরা।

ঢুকেই স্টার্কওয়েডারকে দেখতে পেল মেয়েটা, সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, 'ইন্সপেক্টর থমাসকে দেখেছ?'

জবাব না দিয়ে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল স্টার্কওয়েডার।

দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে দ্রুত পায়ে স্টার্কওয়েডারের কাছে চলে এল লরা। 'মাইকেল, শোনো, জরুরি একটা কথা বলতে চাই তোমাকে। রিচার্ডকে খুন করেনি জুলিয়ান।'

'তা-ই নাকি?' স্টার্কওয়েডারের কণ্ঠে ব্যঙ্গ। 'কথাটা কি সে বলেছে আপনাকে?'

'আমার কথা হয়তো বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার, কিন্তু কথাটা সত্যি।'

লরা যে অবচেতন মনে স্টার্কওয়েডারকে আপন করে নিয়েছে, সেটা টের পেল সে। প্রচণ্ড উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা-দুশ্চিন্তায় খসে পড়েছে মেয়েটার সব অকারণ ভদ্রতা, অকপট হয়ে গেছে সে। কিন্তু...নিজেকে সংযত করল স্টার্কওয়েডার—এমন কিছু বলা বা করা উচিত হবে না যা শোভা পায় না ওর মতো একজন আগন্তুককে। বলল, 'কথাটা সত্যি না হলেও সত্যি বলে মেনে নিয়েছেন আপনি।'

'না, আমি জানি ওটা সত্যি। জুলিয়ান কিন্তু ভাবছে আমি খুন করেছি রিচার্ডকে।'

তিতা হাসি হাসল স্টার্কওয়েডার। 'সেটা সে ভাবতেই পারে, তা-ই না? আমিও তো প্রথমে ভেবেছিলাম আপনিই খুন করেছেন আপনার স্বামীকে।'

'কথাটা ভাবছে বটে জুলিয়ান,' লরার কণ্ঠে অন্যরকম একটা সুর টের পাওয়া গেল, 'কিন্তু সেটা সে প্রমাণ করতে পারবে না

BanglaBook.org

কখনও। অথচ...অথচ ওর সেই ধারণা শীতল করে দিয়েছে আমাদের সম্পর্ক, আপনাআপনি একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে আমাদের দু'জনের মধ্যে। আমার কেন যেন মনে হয়...আমাকে আর ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না লোকটা।'

শীতল দৃষ্টিতে লরার দিকে তাকাল স্টার্কওয়েডার। 'যে-মেয়েরা তাদের স্বামীর বিশ্বাস ভাঙে, বড় রকমের একটা ধাক্কা না খাওয়ার আগপর্যন্ত তারা কোনোদিনও জানতে পারে না যে, প্রেমিকদের ভালোবাসা হয়তো পায় তারা, কিন্তু বিশ্বাস কোনোদিন পায় না।'

কথাটা শুনে চেহারা কালো হয়ে গেল লরার, কিছু বলল না অথবা বলতে পারল না, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে স্টার্কওয়েডারের দিকে; একটু যেন ছলছল করছে সুন্দর চোখ দুটো।

'অথচ দেখুন,' বলে চলল স্টার্কওয়েডার, 'কাল রাতে আপনি যখন দেখতে পেলেন আপনার স্বামীর মৃতদেহ, যখন অনুমান করলেন খুনটা কে করে থাকতে পারে, তখন কিন্তু ওই লুচ্চা মেজরকে বাঁচানোর জন্য খুনের দায় নিয়ে নিলেন নিজের কাঁধে, কিছু না ভেবেই। তখন আপনার বিশ্বাসেও চিড় ধরেনি, ভালোবাসাতেও কমতি হয়নি। আফসোস, চব্বিশটা ঘণ্টা পার হওয়ার আগেই টের পেলেন, এতদিন ধরে যাকে বিশ্বাস করে যার সঙ্গে প্রেমের খেলা খেলেছেন, সে-লোক বিশ্বাস করে না আপনাকে। টের পেলেন, মনপ্রাণ উজাড় করে দিয়ে এতদিন যাকে ভালোবেসেছেন, তার ভালোবাসা আসলে অভিনয় ছাড়া আর কিছু না। ঠিক না?'

ঠোঁট দুটো কাঁপছে লরার, কথা বলতে পারছে না সে।

'হুঁহ্!' যেন নিমের রস ঝরছে স্টার্কওয়েডারের মুখ থেকে, 'মেয়েরা আসলেই...তুলনাহীন!' কয়েক কদম হেঁটে গিয়ে বসে

BanglaBook.org

পড়ল সোফার হাতলে। 'আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো। আপনার প্রাণপ্রিয় জুলিয়ান, ইন্সপেক্টর থমাসের কাছে হঠাৎ করে কেন স্বীকার করল কাল রাতে এখানে এসেছিল সে? কী এমন আজাব নাজিল হলো যে, কথাটা পেটের ভেতরে রাখা মুশকিল হয়ে গেল লোকটার জন্য? দয়া করে বলবেন না, সত্যের খাতিরে কথাটা বলেছে সে। দয়া করে বলবেন না, আপনার যাতে কোনো ক্ষতি না হয় সেজন্য সমস্ত দায় নিতে চাচ্ছে সে নিজের কাঁধে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল লরা, চোখ মুছল। একবার নাক টেনে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'অ্যাঞ্জেল।'

'অ্যাঞ্জেল! মানে? সে আবার কী করল?'

'তেমন কিছু করেনি। তবে নিরালায় কথা বলেছে জুলিয়ানের সঙ্গে, দাবি করেছে কাল রাতে জুলিয়ানকে নাকি দেখেছে লনে, প্যান্ট্রির জানালা দিয়ে।'

আবারও তিতা হাসি হাসল স্টার্কওয়েডার। 'ও...দাবি করেছে, না? তারমানে...ব্ল্যাকমেইলিং-এর গন্ধ পাচ্ছি মনে হয়?'

কিছু না বলে মাথা ঝাঁকাল লরা।

'কথাবার্তা শুনলে,' বলে চলল স্টার্কওয়েডার, 'আর আচারআচরণ দেখলে মনে হয় অ্যাঞ্জেল একটা ভিজে বেড়াল, যেন ভাজা মাছটা উল্টে খেতে জানে না, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সে আসলে একটা চিতাবাঘ—শিকারের জন্য লুকিয়ে থাকে উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায়। ...ঈশ্বর! আর কতরকমের মানুষ যে দেখতে হবে এই জীবনে!'

'সে বলেছে কাল রাতে গুলির আওয়াজের পর পরই নাকি দেখেছে জুলিয়ানকে। ...মাইকেল, মাইকেল, ভীষণ ভয় লাগছে আমার। মনে হচ্ছে একটা জাল যেন গুটিয়ে আসছে আমার চারপাশে। মনে হচ্ছে সেটা থেকে নিস্তার পাওয়ার কোনো উপায়ই নেই।'

BanglaBook.org

এগিয়ে গিয়ে লরার কাঁধে হাত রাখল স্টার্কওয়েডার। 'শুধু শুধু এত ভয় পাচ্ছেন। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

মাথা নাড়ল লরা। 'না, কিছুই ঠিক হবে না।'

'হবে, বলছি তো,' দু'হাতে মেয়েটার দু'কাঁধ ধরে ওকে আলতো করে ঝাঁকুনি দিল স্টার্কওয়েডার।

'আমরা কি কখনও জানতে পারবো কে গুলি করেছে রিচার্ডকে?'

জবাব না দিয়ে লরার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল স্টার্কওয়েডার। তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে তাকাল বাগানের দিকে। 'মিস বেনেটের সঙ্গে কথা বলে কী মনে হয়েছে আমার, জানেন? মনে হয়েছে, আপনার প্রশ্নটার জবাব জানেন তিনি।'

'সবসময় সবজান্তার ভান করাটা ওর দোষ। কখনও কখনও দেখা যায়, যা বলে সে, ঠিক তার উল্টোটা ঘটে।'

ওদের দু'জনকে চমকে দিয়ে স্টাডির দরজাটা খুলে গেল এমন সময়, হলওয়ে থেকে ভেতরে ঢুকল মিস বেনেট। একটুও দেরি না করে বলল, 'মিস্টার স্টার্কওয়েডার, জলদি পাশের ঘরে যান। ইন্সপেক্টর থমাস আছেন সেখানে।'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল স্টার্কওয়েডার আর লরা, তারপর দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এল করিডরে।

ওরা চলে যাওয়ার পর দরজাটা লাগিয়ে দিল মিস বেনেট। তারপর দ্রুত পায়ে গিয়ে দাঁড়াল ফ্রেঞ্চউইণ্ডোর কাছে। নিচু, সতর্ক গলায় বলল, 'জ্যান, এবার ভেতরে এসো। আর বিরক্ত কোরো না দয়া করে। এসো, ভেতরে এসো।'

BanglaBook.org

বিশ

যেন ভোজবাজির মতো টেরেসে হাজির হলো জ্যান; বিদ্রোহ আর বিজয়ের মিশ্র একটা আবেগ খেলা করছে ওর চেহারায়। ছেলেটার হাতে একটা রিভলভার।

ওকে একনজর দেখল মিস বেনেট। 'ওটা তুমি কীভাবে পেলে, বলো তো?'

ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ল জ্যান। 'নিজেকে খুব চালাক মনে করতে, তা-ই না, বেনি? খুব চালাক—রিচার্ডের সব পিস্তল-বন্দুক তালা দিয়ে রাখো, নাকি? দেখলে তো, তোমার চেয়েও চালাক মানুষ আছে এই বাড়িতে। ...খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলাম একটা চাবি, আর সেটা ঠিকমতোই লেগে গেল গানকাবার্ডের কী-হোলে। এখন আমার হাতে রিচার্ডের মতোই একটা রিভলভার। এখন রিচার্ডের মতোই এটা-সেটার উপর গুলি চালাবো আমি,' ঝট করে রিভলভারটা তুলল সে, তাক করল মিস বেনেটের দিকে।

চোখমুখ কুঁচকে গেল মহিলার, সভয়ে পিছিয়ে গেল সে।

'সাবধান, বেনি!' হাসতে হাসতে বলে চলল জ্যান, 'ইচ্ছা করলে তোমাকেও ফুটো করে দিতে পারি।'

'লক্ষ্মী ছেলে! সোনামণি! তুমি এ-রকম কাজ করতে পারো না! আমি জানি তুমি এ-রকম কিছু কখনোই করবে না।'

তবুও মিস বেনেটের দিকে কিছুক্ষণ রিভলভার তাক করে রাখল জ্যান। তারপর একসময় নামিয়ে নিল সেটা।

BanglaBook.org

চেহারায় স্বস্তির ছাপ পড়ল মিস বেনেটের।

'ঠিক আছে, যাও, গুলি করবো না তোমাকে,' কোমল গলায় বলল জ্যান।

'এই তো, দায়িত্ববান পুরুষের মতো কথা! যত যা-ই হোক, তুমি এখন আর বেপরোয়া বাচ্চাছেলে না।'

মুচকি হাসল জ্যান, এগিয়ে গেল ডেস্কের দিকে, বসে পড়ল একটা চেয়ারে। 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ, আমি এখন একজন পুরুষ। আর শুধু পুরুষই না, যেহেতু রিচার্ড মারা গেছে, সেহেতু এই বাড়ির একমাত্র পুরুষ।'

'সেজন্যই তো আমাকে গুলি করবে না! তুমি গুলি করবে...তোমার শত্রুদেরকে।'

'ঠিক,' জ্যানের চোখেমুখে অদ্ভুত এক আভা।

'জানো, অনেক আগে যুদ্ধের সময় লোকে কী করত? গুলি করে কাউকে মারলে পিস্তল বা বন্দুকের গায়ে খাঁজ কেটে রাখত।'

'তা-ই নাকি?' রিভলভারটা চোখের সামনে তুলে ধরে উল্টেপাল্টে দেখছে জ্যান। 'আসলেই? কারও কারও আগ্নেয়াস্ত্রের গায়ে কি অনেকগুলো খাঁজ কাটা থাকত?'

'হ্যাঁ।'

'কী মজা!'

'অবশ্যই মজা। কোনো কোনো মানুষ জীবহত্যা পছন্দ করে না। আবার কেউ কেউ কিন্তু করে।'

'যেমন রিচার্ড?'

'হ্যাঁ। গুলি করে এটা-সেটা মারতে মজা পেত তোমার ভাই।' উল্টো ঘুরল মিস বেনেট। 'তোমারও কি কাজটা করতে ভালো লাগে, জ্যান?'

মহিলা দেখছে না টের পেয়ে পকেট থেকে একটা পেননাইফ বের করল জ্যান, খাঁজ কাটতে আরম্ভ করল রিভলভারটাতে।

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, লাগবে না কেন? গুলি করে কোনোকিছু মারা তো রীতিমতো উত্তেজনাকর।'

ঘুরে ছেলেটার মুখোমুখি হলো মিস বেনেট। 'তুমি চাওনি তোমাকে কোনো...মানে, কোনো জায়গায় পাঠিয়ে দিক রিচার্ড, না?'

'সে বলেছিল সে নাকি পাঠিয়ে দেবে। শালা জানোয়ার কোথাকার!'

'তুমি একবার বলেছিলে রিচার্ড যদি ওই ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে তা হলে ওকে নিজের হাতে খুন করবে।'

'বলেছিলাম নাকি?'

'কিন্তু তুমি তো ওকে খুন করোনি, না?'

'না, না, আমি খুন করিনি ওকে।'

'কাউকে খুন করার হুমকি দিয়ে খুন না করাটা কিন্তু দুর্বলতা।'

'তা-ই?'

'হ্যাঁ...আমার তা-ই মনে হয়।'

'তা হলে...শোনো...হয়তো...হতে পারে আমিই খুন করেছি রিচার্ডকে।'

'নাহ্, হতে পারে না। তুমি বাচ্চাছেলে, তোমার এত সাহস হবে কোত্থেকে?'

একলাফে উঠে দাঁড়াল জ্যান। 'আমার এত সাহস হবে কোত্থেকে, না? জানতে চাও তুমি?'

'অবশ্যই জানতে চাই। রিচার্ডকে খুন করার মতো সাহস হওয়ার কথা না তোমার। কাউকে খুন করতে হলে প্রচণ্ড সাহসী হতে হয়, এবং বয়সেও যথেষ্ট বড় হতে হয়।'

মিস বেনেটের দিকে উল্টো ঘুরল জ্যান। 'তুমি সব কথা জানো না, বেনি।'

BanglaBook.org

'সব কথা জানি না মানে? জানার কিছু বাকি আছে নাকি আমার?' একটু একটু করে পিছিয়ে দরজার কাছে যাচ্ছে মিস বেনেট। 'আমার কথা শুনে তুমি হাসছ নাকি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি হাসছি,' অকারণেই চিৎকার করে বলল জ্যান। 'হাসছি, কারণ তোমার চেয়ে আমি অনেক অনেক চালাক,' ঘুরল সে।

ততক্ষণে দরজার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে মিস বেনেট, জ্যানকে ঘুরতে দেখে আঁকড়ে ধরল দরজার পাল্লা।

ওর দিকে এক পা আগে বাড়ল জ্যান। 'আমি এমন কিছু জানি, যা তুমি জানো না।'

'কী সেটা?' কণ্ঠের উদ্বেগ চেপে রাখার চেষ্টা করছে মিস বেনেট।

কিছু বলল না জ্যান, রহস্যময় হাসি হাসল।

'কী সেটা, বলো?' আবার বলল মিস বেনেট। 'বলবে না? তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করো না?'

'আমি কাউকেই বিশ্বাস করি না।'

'চালাক মানুষরা কিন্তু কাউকে-না-কাউকে বিশ্বাস করে।'

'আমি কতটা চালাক তা টের পাবে খুব শীঘ্রিই।'

'আমি তা হলে তোমার ব্যাপারে অনেক কিছুই জানি না, নাকি?'

'হ্যাঁ, অনেক অনেক কিছু জানো না। আমি কিন্তু অন্যদের ব্যাপারে অনেক কিছু জানি। তবে সবকথা সবার সামনে বলি না। এসব কথা কীভাবে জানতে পারলাম, জানো? মাঝেমধ্যে গভীর রাতে ঘুম ভেঙে যায় আমার, তখন ঘর থেকে বের হয়ে বাড়ির ভেতরে হেঁটেচলে বেড়াই। ফলে অনেক কিছু দেখি, অনেক কিছু জানতে পারি, অনেক কিছু বুঝতে পারি। কিন্তু কাউকে কিছু বলি না।'

BanglaBook.org

'তারমানে তোমার কোনো গোপন কথা আছে?'

'গোপন কথা! গোপন কথা! হ্যাঁ, আছে তো। আর সেটা জানতে পারলে ঘাবড়ে যাবে তুমি,' হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো হাসছে জ্যান।

'আসলেই? আসলেই কি ঘাবড়ে যাবো?'

'হ্যাঁ, ঘাবড়ে যাবে।'

'মনে হয় না।'

'তোমার কী মনে হয় না-হয় তাতে কিছু যায়-আসে না আমার। আমি কী, তা জানে না কেউ। আমি বিপজ্জনক। আমার ব্যাপারে সাবধান থাকা উচিত সবার। আমি খুবই বিপজ্জনক।'

'রিচার্ড জানত না তুমি কতটা বিপজ্জনক। যদি তোমার আসল রূপ দেখত সে, নিশ্চয়ই তাজ্জব হয়ে যেত।'

'সেটা তো সে হয়েছেই!'

'মানে?'

'আমাকে দেখে বোকার মতো হয়ে গেল ওর চেহারা। তারপর...তারপর যখন কাজটা করা শেষ হলো, মাথাটা ঝুলে পড়ল ওর। রক্তের রেখা দেখা দিল ওর কপালে। তারপর আর একটুও নড়ল না সে। ...ওকে দেখিয়ে দিয়েছি আমি কী! সে আর কখনও কোথাও পাঠাতে পারবে না আমাকে।' রিভলভারটা ঘোরাচ্ছে জ্যান। 'দেখো, বেনি, এটার গায়ে একটা দাগ কেটেছি আমি। দেখতে পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, পাচ্ছি। কেন করলে কাজটা?'

'কেন করলাম?' হা হা করে হাসল জ্যান। 'কেউ আমার হাত থেকে নিতে পারবে না এটা। যদি পুলিশও আসে, যদি আমাকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করে, ওদেরকে গুলি করবো আমি।'

'কাজটা করার দরকার আছে কি? তুমি না খুব চালাক? চালাক লোকদেরকে সন্দেহ করতে পারে না পুলিশ।'

BanglaBook.org

'সন্দেহ করুক বা না-করুক, ওদের খবর আছে! শালা হারামি বুড়ো রিচার্ড! আমি তোকে...' কথা শেষ না করে রিচার্ডের একটা অবয়ব কল্পনা করে নিল জ্যান, সেদিকে তাক করল রিভলভারটা।

ঠিক তখনই খুলে গেল স্টাডিরুমের দরজা।

মৃদু একটা আর্তচিৎকার করে ফ্রেঞ্চউইণ্ডোর দিকে ছুট লাগাল জ্যান, একলাফে গিয়ে পড়ল টেরেসে, পরমুহূর্তেই উধাও হয়ে গেল সেখান থেকে, ঘনায়মান সন্ধ্যার ফ্যাকাসে আলোয় ঠিক ঠাহর করা গেল না কোন্‌দিকে গেল সে।

ধপ করে সোফায় বসে পড়ল মিস বেনেট, ভেঙে পড়ল কান্নায়।

ঘরের ভেতরে ঢুকল ইন্সপেক্টর থমাস, পেছনে সার্জেন্ট ক্যাডওয়ালাডার।

একুশ

'জলদি যাও!' জ্যানকে ছুটে পালাতে দেখে চিৎকার করে উঠল ইন্সপেক্টর থমাস, 'ক্যাডওয়ালাডার, ছেলেটাকে ধরো এখনই!'

ছুট লাগাল সার্জেন্ট। একদৌড়ে ফ্রেঞ্চউইণ্ডো দিয়ে বেরিয়ে এল টেরেসে। ততক্ষণে হলওয়ে থেকে দৌড়ে স্টাডিতে ঢুকেছে স্টার্কওয়েডার। ওর পেছন পেছন দৌড়ে এসেছে লরা, এগিয়ে গেছে ফ্রেঞ্চউইণ্ডোর দিকে, উঁকি দিয়ে দেখছে কী হচ্ছে বাইরে।

স্টাডিরুমে এরপর ঢুকল অ্যাঞ্জেল। দ্রুত পায়ে সে-ও এগিয়ে

BanglaBook.org

গেল ফ্রেঞ্চউইণ্ডোটার দিকে, এককোনায় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল বাইরের ঘটনা।

দরজার কাছে তখন দাঁড়িয়ে আছেন মিসেস ওয়ারউইক।

মিস বেনেটের দিকে ঘুরল ইন্সপেক্টর থমাস। 'এত ভেঙে পড়ার কিছু নেই। কী করা যায় দেখছি আমরা।'

'সব জানতাম আমি,' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল মিস বেনেট। 'সব আগে থেকেই অনুমান করেছিলাম। মানুষ হিসেবে জ্যান কেমন, সেটা সবার চেয়ে ভালো জানতাম আমি। আসলে...সব দোষ ওঁর একার না। ওকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে খাদের কিনারায় নিয়ে গিয়েছিল রিচার্ড, বেচারা তাই বাধ্য হয়ে...। ছেলেটা চুপিচুপি কতটা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল, সেটা হয়তো আমি ছাড়া টের পায়নি এ-বাড়ির কেউই।'

'জ্যান?' কণ্ঠ শুনে মনে হলো যেন দম আটকে গেছে লরার। 'জ্যান! ওহ্, না, না, হতে পারে না!' ধপ করে বসে পড়ল ডেস্কচেয়ারে। 'জ্যান খুন করতে পারে না রিচার্ডকে। আমি বিশ্বাস করি না।'

মিস বেনেটের দিকে শীতল দৃষ্টিতে তাকালেন মিসেস ওয়ারউইক। 'কথাটা কীভাবে বলতে পারলে তুমি, বেনি? আর কেউ চেপে রাখতে পারুক বা না-পারুক, আমি ভেবেছিলাম অন্তত তুমি চেপে রাখতে পারবে কথাটা।'

'কখনও কখনও এমন সময় আসে,' মেঝের দিকে তাকিয়ে বলছে মিস বেনেট, 'যখন সত্য প্রকাশ করাটা জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। আপনারা কেউই দেখেননি...কেউই না...কতটা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল জ্যান। সবার আদরের ছেলেটা...লক্ষ্মী ছেলেটা...উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা সহ্য করতে না পেরে শেষপর্যন্ত...'

ধীরে ধীরে আর্মচেয়ারটার দিকে এগিয়ে গেলেন মিসেস ওয়ারউইক, বসে পড়লেন সেটাতে, চেহারাই বলে দিচ্ছে তাঁর

BanglaBook.org

মনের কী অবস্থা। ফ্রেঞ্চউইণ্ডো দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকলেন ফাঁকা দৃষ্টিতে।

'শেষপর্যন্ত একটা নির্দিষ্ট বয়সে উপনীত হওয়ার পর,' মিস বেনেটের শেষ-না-করা কথাটা শেষ করে দিচ্ছে ইন্সপেক্টর থমাস, 'জ্যানের মতো একজন মানসিক প্রতিবন্ধী হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। কী করছে সে তা বুঝবার মতো অবস্থা ছিল না ওর। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ছিল না।' মিসেস ওয়ারউইকের দিকে তাকাল সে। 'হা-হুতাশ করবেন না, ম্যাডাম। বন্ধ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সব শুনেছি আমি আর সার্জেন্ট ক্যাডওয়ালাডার। আইন যাতে অন্যায় আচরণ না করে একজন মানসিক প্রতিবন্ধীর সঙ্গে, সেটা দেখবো আমরা। কেসটা এখন অনেক সহজে দাঁড় করাতে পারবো আমি, কারণ সবাই জানে জ্যানের মতো মানুষরা তাদের আচার-আচরণের জন্য পুরোপুরি দায়ী না। আর...আমাদেরকে সাহায্য করার প্রস্তাবে রাজি হওয়ার জন্য, সাহায্য করার জন্য আপনাকে যারপরনাই ধন্যবাদ।'

মিস বেনেটের দিকে তাকালেন মিসেস ওয়ারউইক। 'বেনি, তুমি বলছিলে এ-বাড়ির আর কেউ টের পায়নি কতটা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল জ্যান। কথাটা ঠিক না। আমিও জানতাম। আমিও টের পেয়েছিলাম। কিন্তু...করার মতো কিছু ছিল না আমার।'

'কিন্তু কারও-না-কারও কিছু-না-কিছু করা উচিত ছিল এ-ব্যাপারে,' বলল মিস বেনেট।

নীরবতা।

উদ্বেগের ছাপ পড়েছে সবার চেহারায়। সবাই অপেক্ষা করছে, কখন জ্যানকে ধরে নিয়ে আসবে সার্জেন্ট ক্যাডওয়ালাডার।

ক্যাসল হাউস থেকে তখন কয়েক শ' গজ দূরে, মূল রাস্তার ধারে পাক খেয়ে খেয়ে ঘন হচ্ছে কুয়াশার চাদর, অত্যন্ত ধীরগতিতে কিন্তু নিশ্চিতভাবে এগিয়ে আসছে বাড়িটার দিকে।

Banglabook.org

ঘনায়মান সন্ধ্যার আলোআঁধারিতে অদ্ভুত এক প্রতিযোগিতা চলছে যেন আগাছায় ভরা বাগানটাতে। একদিকের উঁচু দেয়ালের কাছে আটকা পড়ে গেছে জ্যান, দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে দিয়ে ওর পথরোধ করে দিয়েছে সার্জেন্ট ক্যাডওয়ালাডার, একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে ছেলেটার দিকে।

'খবরদার!' চিৎকার করে সার্জেন্টকে সতর্ক করল জ্যান, 'আর এক পা-ও আগে বাড়বে না! কেউ আমাকে ধরতে পারবে না। কেউ আমাকে কোথাও নিয়ে গিয়ে আটকাতে পারবে না। সাবধান! যদি আরও এগোও তা হলে কিন্তু গুলি করুবো আমি। মিথ্যে হুমকি দিচ্ছি না কিন্তু! কাউকে ভয় পাই না আমি, কাউকে না!'

ছেলেটার থেকে ফুট বিশেক দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল সার্জেন্ট ক্যাডওয়ালাডার। 'শোনো, ছোকরা, কেউ তোমার কোনো ক্ষতি করবে না। পিস্তল-বন্দুক খুব বিপজ্জনক জিনিস, ওসব তোমার হাতে না থাকাই ভালো। দাও, ওটা দিয়ে দাও আমাকে। চলো ঘরে যাই আমরা। তোমার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বোলো, ওরা সাহায্য করতে পারবে তোমাকে,' আরও এককদম আগে বাড়ল সে।

সঙ্গে সঙ্গে হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো চেঁচিয়ে উঠল জ্যান, 'আবারও বলছি, গুলি করবো কিন্তু তোমাকে! পুলিশদের পরোয়া করি না আমি। ভয় পাই না তোমাকে।'

'কেন ভয় পাবে আমাকে? আমাকে ভয় পাওয়ার কী আছে? তোমার কোনো ক্ষতি করবো না। তোমাকে শুধু সঙ্গে করে বাড়ির ভেতরে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি আমি। এবার চলো,' আরও এককদম আগে বাড়ল ক্যাডওয়ালাডার।

সঙ্গে সঙ্গে একঝটকায় রিভলভারটা তুলল জ্যান, গুলি করল পর পর দু'বার।

Banglabook.org

প্রথম গুলিটা মিস্ হলো, কিন্তু দ্বিতীয়টা গিয়ে লাগল ক্যাডওয়ালাডারের বাঁ হাতে। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল সে। সঙ্গে সঙ্গে ছুট লাগাল জ্যান, একধাক্কায় ধরাশায়ী করার চেষ্টা করল সার্জেন্টকে। কিন্তু ওর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে ওকে একহাতে জাপ্টে ধরল ক্যাডওয়ালাডার, আরেক হাতে ধরল ওর রিভলভার-ধরা হাতটা—অস্ত্রটা কেড়ে নিতে চায়।

শুরু হলো ধস্তাধস্তি। কয়েক মুহূর্ত পরই আবার গর্জে উঠল রিভলভারটা, হাঁপানি রোগী যেভাবে হাঁপায় সেভাবে দু'-তিনবার দম নেয়ার চেষ্টা করল জ্যান, তারপরই উল্টে পড়ে গেল, নড়ছে না আর।

ভয়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেছে ক্যাডওয়ালাডারের। জ্যানের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া রিভলভারটা ফেলে দিল সে হাত থেকে, হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ছেলেটার পাশে। 'ওহ্, না, না,' যে-ঘটনাটা ঘটেছে সেটা যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না, 'কেন এত বড় বোকামিটা করলে তুমি? না! তুমি মারা যেতে পারো না! ওহ্, ঈশ্বর, দয়া করো!' জ্যানের পালস চেক করল সে, তারপর হতাশ হয়ে মাথা নাড়ল ধীরে ধীরে। এমনভাবে উঠে দাঁড়াল, যেন কয়েক মণ ওজনের বোঝা চেপেছে কাঁধে। পিছিয়ে গেল কয়েক কদম, হঠাৎ করেই খেয়াল করল দরদর করে রক্ত পড়ছে ওর বাঁ হাত থেকে। একটা রুমাল বের করল পকেট থেকে, ওটা পেঁচাল ক্ষতস্থানে, ছুট লাগাল বাড়ির উদ্দেশে। একটু উঁচু করে রাখতে হচ্ছে বাঁ হাতটা, বিস্ময়ের প্রাথমিক ধাক্কাটা কেটে যেতেই প্রচণ্ড ব্যথা টের পাচ্ছে, গোঙাচ্ছে সমানে।

স্টাডিরুমে যারা ছিল তারা গুলির আওয়াজ শুনেছে আগেই; হুড়মুড় করে সবাই ফ্রেঞ্চউইণ্ডো দিয়ে বেরিয়ে এসেছে বাগানে, ততক্ষণে রাতের অন্ধকার গিলে নিয়েছে লনটাকে, আঁধারের চাদর ভেদ করে ক্যাডওয়ালাডার যখন টলতে টলতে হাজির হলো

BanglaBook.org

টেরেসে তখন সবাই বিস্ময়াভিভূত না হয়ে পারল না।

ইন্সপেক্টর থমাস আর অ্যাঞ্জেল মিলে ধরাধরি করে ক্যাডওয়ালাডারকে নিয়ে গেল স্টাডিরুমের ভেতরে, বসিয়ে দিল টুলটাতে।

'কী হয়েছে?' জানতে চাইল থমাস।

'ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছে, স্যর!' হাঁপাতে হাঁপাতে কোনোরকমে বলল ক্যাডওয়ালাডার।

'তোমার হাত!' ভ্রূ কুঁচকে গেছে থমাসের। 'অনেক রক্ত পড়ছে তো!'

'আমি দেখছি,' বলে এগিয়ে এল স্টার্কওয়েডার, সাবধানে ধরল ক্যাডওয়ালাডারের আহত হাতটা। রক্তে প্রায় পুরো ভিজে যাওয়া রুমালটা সরিয়ে নিল সার্জেন্টের ক্ষতস্থান থেকে, নিজের পকেট থেকে বের করল আরেকটা রুমাল। সময় নিয়ে সাবধানে সেটা পেঁচিয়ে বাঁধল ক্যাডওয়ালাডারের ক্ষতস্থানে।

'কুয়াশা ঘন হচ্ছে,' দাঁতে দাঁত চেপে বলতে শুরু করল সার্জেন্ট, 'হয়তো খেয়াল করেছেন আপনারা। বাগানের এককোনায় আটকে ফেলেছিলাম আমি ছেলেটাকে। ভালোমতো কিছু দেখা যাচ্ছিল না। হঠাৎই রিভলভার তোলে ছেলেটা, পর পর দু'বার গুলি করে আমাকে লক্ষ্য করে।'

অকৃত্রিম আতঙ্কে চেহারা বিকৃত হয়ে গেল লরার, ফ্রেঞ্চউইণ্ডোর পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে।

'ওর দ্বিতীয় গুলিটা আমার বাঁ হাতে লেগেছে,' জানাল ক্যাডওয়ালাডার।

আর্তচিৎকার চাপা দেয়ার জন্য একটা হাত তুলে মুখ ঢাকল মিস বেনেট।

'ওর হাত থেকে রিভলভারটা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করছিলাম আমি, কিন্তু ঠিকমতো পারছিলাম না, কারণ আমার বাঁ হাত তখন

BanglaBook.org

প্রায় অসাড়। তারপর...তারপর...'

'তারপর?' জানতে চাইল থমাস।

'যে-কোনোভাবেই হোক ছেলেটার আঙুলের চাপ পড়ে যায় ট্রিগারে,' ব্যথা সহ্য করার জন্য দাঁতে দাঁত চাপল ক্যাডওয়ালাডার, 'সঙ্গে সঙ্গে গুলি বেরিয়ে আসে। ওটা ওর বুকে লেগেছে, হৃৎপিণ্ড ফুটো করে দিয়েছে। মারা গেছে ছেলেটা।'

বাইশ

থমথমে নীরবতা নেমে এসেছে স্টাডিরুমে। যেন বজ্রাহত হয়ে গেছে সবাই।

ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাওয়া কান্না চাপতে হাত দিয়ে মুখ ঢাকল লরা। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল ডেস্কচেয়ারটার দিকে, বসে পড়ল, মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে।

মিসেস ওয়ারউইকের মাথাটা যেন ঝুলে পড়েছে তাঁর বুকের উপর, বসে থাকার পরও শরীরের ভারসাম্য যেন বজায় রাখতে পারছেন না তিনি—দু'হাতে আঁকড়ে ধরেছেন লাঠিটা।

বিক্ষিপ্তচিত্তে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে স্টাকওয়েডার, কেমন হতবিহ্বল মনে হচ্ছে ওকে।

'তুমি নিশ্চিত মারা গেছে ছেলেটা?' জানতে চাইল ইন্সপেক্টর থমাস।

'জী, স্যর,' বলল ক্যাডওয়ালাডার, 'আমি নিশ্চিত। পালস চেক করেছি ওর। বেচারা! চিৎকার করে সাবধান করছিল

BanglaBook.org

আমাকে, তারপর গুলি করল—যেন অপার্থিব কোনো মজা পেয়েছিল ট্রিগারে টান দিয়ে!'

ফ্রেঞ্চউইণ্ডোটার দিকে এগিয়ে গেল ইন্সপেক্টর। 'কোথায় সে?'

টলমল পায়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল ক্যাডওয়ালাডার। 'চলুন, দেখিয়ে দিই আপনাকে।'

'না, দরকার নেই। তুমি বরং এখানেই থাকো।'

'সমস্যা নেই, স্যর। এখন আর অতটা খারাপ লাগছে না। বাঁ হাতের চামড়া কেটে দিয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট, বুঝতে পারছি হাড়ের কোনো ক্ষতি হয়নি, রক্তপাতও কমে এসেছে। আপাতত আর কোনো সমস্যা হবে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া, কুয়াশা আরও বেড়ে যাওয়ার আগেই লাশটা নিয়ে পুলিশ স্টেশনে পৌঁছানো উচিত আমাদের। চলুন, একবারে বেরিয়ে যাই আমরা, স্টেশনে গিয়েই না হয় ডাক্তার দেখাবো,' উঠে দাঁড়াল ক্যাডওয়ালাডার, হেঁটে বেরিয়ে এল টেরেসে, কিছুটা টলছে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল সবাইকে, তারপর বলল, ' "ওয়ান শুড নট, শিওর, বি ফ্রাইটফুল হোয়েন ওয়ান'স ডেড।" কবিতাটা কার, জানেন? আলেক্সাণ্ডার পোপের।'

মিসেস ওয়ারউইকের দিকে তাকাল ইন্সপেক্টর থমাস্। 'আমার যে কতটা খারাপ লাগছে তা বলে বোঝাতে পারবো না। তবে...যা ঘটল শেষপর্যন্ত, সেটাই সম্ভবত ভালো হলো সবদিক দিয়ে,' সার্জেন্টকে অনুসরণ করে চলে গেল বাগানে।

মিস বেনেটের দিকে তাকালেন মিসেস ওয়ারউইক। 'আমাকে একটু ধরো তো। নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকি।'

এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল স্টার্কওয়েদার। ওকে পাশ কাটিয়ে যখন বেরিয়ে যাচ্ছেন মিসেস ওয়ারউইক, তখন পকেট থেকে বের করল এনভেলপটা, বাড়িয়ে ধরল ভদ্রমহিলার দিকে। 'আমার মনে হয় এটা এখন আপনার কাছে রাখলেই ভালো হয়।'

Banglabook.org

থেমে ওর দিকে ঘুরলেন মিসেস ওয়ারউইক, নিলেন এনভেলপটা। 'হ্যাঁ, এখন আর এটা তোমার কাছে রাখার দরকার নেই,' মিস বেনেটকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

দরজাটা আটকে দিতে যাচ্ছিল স্টার্কওয়েডার, এমন সময় খেয়াল করল, অ্যাঞ্জেল এখনও রয়ে গেছে ঘরে, পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে লরার দিকে।

মেয়েটার কাছে গিয়ে থামল অ্যাঞ্জেল। 'ম্যাডাম, আমার যে কী পরিমাণ খারাপ লাগছে তা যদি বোঝাতে পারতাম! আপনাদের জন্য কি...'

'না, আমাদের জন্য আর কিছুই করার নেই তোমার,' অ্যাঞ্জেলের দিকে না তাকিয়েই বলল লরা। 'এ-মাসের বেতনের টাকা একটা চেকের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেয়া হবে তোমার কাছে। আর...খুব ভালো হয় যদি আজ রাতেই এ-বাসা থেকে চলে যাও তুমি।'

'জী, ম্যাডাম, ধন্যবাদ,' ঘর থেকে বের হয়ে গেল অ্যাঞ্জেল।

দরজাটা লাগিয়ে দিল স্টার্কওয়েডার।

তেমন একটা আলো নেই ঘরে, হয়তো অতিরিক্ত উত্তেজনায় পর্যাপ্ত লাইট জ্বালানোর কথা মনে ছিল না কারোরই। ঘরের ভেতরে ছায়া ছায়া অন্ধকার।

এগিয়ে দিয়ে একদিকের দেয়ালের লাইট জ্বালিয়ে দিল স্টার্কওয়েডার। 'ব্ল্যাকমেইলিং-এর অভিযোগে অ্যাঞ্জেলের বিরুদ্ধে মামলা করবেন নাকি?' জানতে চাইল লরার কাছে।

'না,' লরার কণ্ঠ যেন প্রাণহীন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল স্টার্কওয়েডার, তারপর বলল, 'আমার তো...করার মতো আর কিছু আছে বলে মনে হয় না। এবার তা হলে যাই। বিদায় বলার সময় হয়েছে আমার পক্ষ থেকে।'

BanglaBook.org

কিছু বলল না লরা, মুখ তুলে তাকালও না স্টার্কওয়েডারের দিকে।

'এত আপসেট হবেন না,' বলল স্টার্কওয়েডার।

'তোমার পক্ষে কথাটা বলা খুব সহজ। কারণ তুমি এ-বাড়ির কে? একটা ঘটনায় মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল আমাদের পরিবার, বুঝতে পারো? আপসেট না হয়ে উপায় আছে আমার?'

বিবেকের দংশন টের পেল স্টার্কওয়েডার। আবারও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, 'ছেলেটাকে ভালোবাসতেন আপনি, না?'

এবার মুখ তুলে তাকাল লরা। 'হ্যাঁ, বাসতাম। তারচেয়েও বড় কথা হলো, সব দোষ আমার। দেখো, রিচার্ড মারা গেছে, মারা গেছে জ্যানও; এখন বুঝতে পারছি রিচার্ড যা বলেছিল ঠিকই বলেছিল—আসলেই কোনো একটা প্রতিষ্ঠানে নিয়ে গিয়ে রাখা উচিত ছিল জ্যানকে। ছেলেটাকে এমন কোথাও বন্দি করে রাখা উচিত ছিল যেখানে কারও কোনো ক্ষতি করতে পারত না সে। কিন্তু...আমিই কাজটা করতে দিইনি রিচার্ডকে। আমার কারণেই মারা গেল লোকটা, আমার কারণেই মারা গেল জ্যান।'

'থাক, এখন আর এসব কথা বলে লাভ কী? এত আবেগতাড়িত হয়েই বা কী লাভ?' ধীর পায়ে হেঁটে লরার কাছে এসে দাঁড়াল স্টার্কওয়েডার। 'রিচার্ড মরেছে...আসলে নিজের খারাবি নিজেই ডেকে এনেছিল সে। ইচ্ছা করলেই মানসিক প্রতিবন্ধী ভাইটার প্রতি মায়াদরদ দেখাতে পারত সে, তা-ই না? কিন্তু তা কি করেছে? ...এখন আপনি যদি সব দোষ নিজের উপর টেনে নেন, অবস্থার কোনো পরিবর্তন হবে? এখন আপনাকে যা করতে হবে তা হলো, সুখী হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। ওই যে, গল্প-উপন্যাসে বলে না...তাহার পর তাহারা সুখেশান্তিতে দিন

Banglabook.org

কাটাইতে লাগিল? অনেকটা সে-রকম।'

'তাহারা?' কথাটা ধরল লরা, ওর কণ্ঠে নিখাদ তিক্ততা। 'তুমি কি আমার আর জুলিয়ানের কথা বোঝাচ্ছ? আমার উপর থেকে বিশ্বাস উঠে গেছে যে-লোকের, তার সঙ্গে আর কখনও সুখী হতে পারবো আমি? বিপদে পড়লে বন্ধু চেনা যায়—জুলিয়ান ফারার কী জিনিস তা জানা হয়ে গেছে আমার। ওর মতো একটা লোকের সঙ্গে আর কখনও সুখী হতে পারবো আমি?'

আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকাল স্টার্কওয়েডার। 'পারার কথা না।'

'হ্যাঁ, পারার কথা না, এবং পারবোও না। ...কাল রাতের কথা একটাবার ভেবে দেখো। স্টাডিরুমে ঢুকলাম, দেখলাম মাথায় গুলি খেয়ে মারা গেছে রিচার্ড। সঙ্গে সঙ্গে অনুমান করলাম কাজটা জুলিয়ানের। কিন্তু দেখো, তারপরও ওর প্রতি আমার ভালোবাসা একবিন্দু কমেনি তখনও। স্টাডিরুমে হঠাৎ করে ঢুকে পড়লে তুমি, জুলিয়ানকে বাঁচানোর জন্য সব দোষ নিয়ে নিলাম নিজের উপর। পিস্তল-বন্দুক চালাইনি জীবনে, তারপরও বললাম রিচার্ডকে গুলি করে মেরেছি।'

'জানি। একটা কথা বলি, কিছু মনে করবেন না। অনেকে বলে, মেয়েরা বোকা...শুধু শুধু বলে না কথাটা। অন্ধপ্রেমে আত্মাহুতি দিতে জুড়ি নেই মেয়েদের। প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খাওয়ার আগে ওরা কখনও বোঝে না, এবং সব হারিয়ে ঠকবার আগে কখনও জানতে পারে না, ওদেরকে নিয়ে খেলে ওদের তথাকথিত প্রেমিকরা। এই খেলায় শরীরই সব, এখানে ভালোবাসার চেয়ে যৌনতার গুরুত্ব বেশি—তাই যখন নিঃস্ব হয়ে যায় মেয়েরা তখন আর কিছু করার থাকে না তাদের, ঠিক আপনার মতো।'

'জুলিয়ান যখন অনুমান করল,' স্টার্কওয়েডারের কথাগুলো লরা শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না, 'বলা ভালো যখন ধরেই নিল আমি খুন করেছি রিচার্ডকে, সঙ্গে সঙ্গে আমূল বদলে গেল

BanglaBook.org

সে। ভালোবাসা টের পাওয়া যায়, ভালোবাসা যখন ফুরিয়ে যায় সেটাও টের পাওয়া যায়; আমার প্রতি জুলিয়ানের প্রেম রাতারাতি নিঃশেষ হতে দেখলাম নিজচোখে।'

আবারও মাথা ঝাঁকাল স্টার্কওয়েডার। 'হবে হয়তো। তবে আমার একটা ধারণার কথা বলি। একটা ছেলে আর একটা মেয়ে কিন্তু একই হত্যাকাণ্ডকে দু'রকম দৃষ্টিতে দেখে। যদি ওই খুন মেয়েটার জন্য করে ছেলেটা, তা হলে মেয়েটার চোখে রীতিমতো নায়ক হয়ে যাবে সে। কিন্তু যদি উল্টোটা ঘটে? উল্টো ঘটনাটা ঘটলে ছেলেটা ঘাবড়ে যাবে, সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করবে মেয়েটাকে। কারণ এ-রকম কোনোকিছুর জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল না সে।'

'কিন্তু তুমি তো সেটা করোনি, মাইকেল? যখন আমার মুখ থেকে শুনলে রিচার্ডকে খুন করেছি আমি, ঘাবড়ে যাওনি। সন্দেহের চোখে দেখোনি আমাকে। বরং সাহায্য করার চেষ্টা করেছ।'

কিছুটা যেন থতমত খেয়ে গেল স্টার্কওয়েডার। 'আসলে...আমার কাছে অন্যরকম মনে হয়েছিল গতরাতের ঘটনাটা। মনে হয়েছিল, আপনাকে সাহায্য করা উচিত।'

'কেন মনে হয়েছিল?'

জবাব না দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল স্টার্কওয়েডার, তারপর বলল, 'আমার কিন্তু এখনও মনে হচ্ছে আপনাকে সাহায্য করা দরকার।'

'সাহায্য?' করুণ হাসি হাসল লরা। 'এখন আর কী সাহায্য করবে? খুনের দায় মাথায় নিয়ে মারা গেল মানসিক প্রতিবন্ধী একটা ছেলে, যাকে পৃথিবীর কোনো আদালত দণ্ডিত করতে পারত না। অথচ শাস্তি পাওয়ার কথা ছিল আমার, কারণ আমি প্রতারণা করেছি রিচার্ডের সঙ্গে, আমিই গোয়ার্তুমি করে জ্যানকে

BanglaBook.org

রেখে দিয়েছিলাম এ-বাড়িতে। ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো, রিচার্ডকে যদি কেউ খুন করে থাকে, তা হলে সেটা আমি ছাড়া আর কেউ না। জ্যানের অপমৃত্যুর জন্য যদি কেউ দায়ী হয়ে থাকে, তা হলেও সেটা আমি ছাড়া কেউ না।'

'চিন্তাটা কুঁরে কুঁরে খাচ্ছে আপনাকে, না?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু যদি বলি জ্যান গুলি করেনি রিচার্ডকে?'

স্থির দৃষ্টিতে স্টার্কওয়েডারের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল লরা। তারপর বলল, 'তুমি জানলে কী করে?'

'জানলাম কীভাবে সেটা বড় কথা না। জানি, এবং সেটাই আসল। ...আচ্ছা, আপনি কি মন্ত্রণাশক্তি শব্দটার সঙ্গে পরিচিত?'

'মন্ত্রণাশক্তি? সেটা আবার কী?'

'সেটা হলো, ক্রমাগত পরামর্শদানের মাধ্যমে কাউকে দিয়ে কোনো ভালো বা খারাপ কাজ করানো। বুঝিয়ে বলি। প্রত্যেক মানুষের ভেতরই ভালো বা খারাপ কাজ করার ক্ষমতা আছে। আপনি যদি বার বার ভালো কাজ করার পরামর্শ দেন একজন মানুষকে, দেখবেন একদিন-না-একদিন কাজটা ঠিকই করবে সে। একইভাবে আপনি যদি বার বার খারাপ কাজ করার পরামর্শ দেন তাকে, দেখবেন, ঠিক ঠিকই ভুল পথে পা বাড়িয়ে দেবে সে।'

'তো?'

'জ্যান ছিল মানসিক প্রতিবন্ধী। ভালোমন্দ বিচার করার ক্ষমতা তেমন ছিল না ওর। যদি বলি, তথাকথিত মন্ত্রণাশক্তির মাধ্যমে ওর সঙ্গে খেলা করেছে আপনাদের মিস বেনেট? যদি বলি, ওকে দিয়ে নিজের কোনো উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিয়ে নিয়েছে মহিলাটা?'

চুপ করে আছে লরা, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে স্টার্কওয়েডারের দিকে।

BanglaBook.org

'অস্বীকার করতে পারবেন,' বলে চলল স্টার্কওয়েডার, 'বার বার বোঝানো হলে কোনো কাজ করত না জ্যান? মনে আছে, সন্ধ্যার কিছুক্ষণ আগে আমাদের দু'জনকে স্টাডিরুমের পাশের ঘরে চলে যেতে বলল মিস বেনেট? তারপর বাগান থেকে ডেকে ঘরে ঢোকাল জ্যানকে? বলল, আগেরদিনের লোকেরা নাকি কাউকে খুন করার পর পিস্তল-বন্দুকে দাগ কাটত। কথাটা শুনে আপ্লুত হলো জ্যান, দাগ কাটল রিভলভারে। মনে আছে?'

'হ্যাঁ, আছে, কিন্তু...'

'তাতেই কি প্রমাণিত হয় রিচার্ডকে গুলি করেছে জ্যান? সহজে কেস দাঁড় করানোর কথা বলে চলে গেল ইন্সপেক্টর থমাস, অথচ আমরা কেউই কিন্তু দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার সময় একটাবারের জন্যও শুনিনি, রিচার্ডের উপর গুলি চালানোর কথা স্বীকার করেছে জ্যান।'

'মানে? সে কিন্তু বলছিল...'

'আমি জানি কী বলছিল সে। বলছিল, "আমাকে দেখে বোকার মতো হয়ে গেল ওর চেহারা। তারপর...তারপর যখন কাজটা করা শেষ হলো, মাথাটা ঝুলে পড়ল ওর। রক্তের রেখা দেখা দিল ওর কপালে। তারপর আর একটুও নড়ল না সে। ...ওকে দেখিয়ে দিয়েছি আমি কী! সে আর কখনও কোথাও পাঠাতে পারবে না আমাকে।" কিন্তু যদি বলি, কথাটা মিথ্যা বলেছে জ্যান? যদি বলি, মিস বেনেটের মতো একজন তথাকথিত মন্ত্রণাদাত্রীর কাছে নিজের বীরত্ব জাহির করার জন্য কিছু কথা বানিয়ে বলেছে ছেলেটা, তা হলে? সে কি কখনও মিথ্যা বলত না?'

'বলত, মাঝেমধ্যে। কিন্তু যে-ছেলে সার্জেন্ট ক্যাডওয়ালাডারের উপর বিনাকারণে গুলি চালাতে পারে, সে...'

'সে যে রিচার্ড ওয়ারউইককেও গুলি করেছে, প্রমাণ কী?

BanglaBook.org

কাজটা তো অন্য কারও হতে পারে। বলুন, পারে না?'

'অন্য কারও? কার?'

'মিস বেনেটের হতে পারে। মিসেস ওয়ারউইকের হতে পারে। আবার, আপনার বয়ফ্রেণ্ড জুলিয়ান ফারারেরও হতে পারে। হতে পারে, সে-ই খুন করেছে আপনার স্বামীকে, তারপর এমন ভান করেছে, যার ফলে আপনি নিজেই নিজেকে খুনি ভাবতে শুরু করেছেন। লাভ হয়েছে লোকটার—আপনার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের অবসান চাচ্ছিল সে, এবং করতে পেরেছে কাজটা।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল লরা। 'তুমি আসলে কোনো সমাধান দিতে পারছ না, মাইকেল। পারবেই বা কীভাবে? আসলে কোনো সমাধান তো নেই তোমার কাছে। আসলে...আমাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বলছ কথাগুলো। একই কথা...ঘুরিয়েফিরিয়ে...বার বার।'

'কিন্তু বার বার বলার পরও একটা কথা বোঝাতে পারছি না আপনাকে।'

'কোন্ কথা?'

'যে-কেউ খুন করে থাকতে পারে আপনার স্বামীকে। এবং হত্যাকারীকে যে ক্যাসল হাউসেরই বাসিন্দা হতে হবে, এমন কোনো কথা নেই।'

'মানে?'

'যেমন ম্যাকগ্রেগর। ওই লোকটাও কিন্তু...'

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে, মাইকেল?' স্পষ্ট বিরক্তি লরার কণ্ঠে। 'যে-লোক মারা গেছে আজ থেকে...'

'প্রায় দু'বছর আগে সে কীভাবে মারবে আরেকজনকে, তা-ই তো? কিন্তু আসল খুনি কে, সেটা বের করতে হলে সম্ভাব্য সবদিক খতিয়ে দেখা উচিত আমাদের, নাকি?'

BanglaBook.org

'সবদিক মানে?'

'যেমন, ধরুন, আসলে মারা যায়নি ম্যাকগ্রেগর। ধরে নিন ভুল তথ্য এসেছে পুলিশের কাছে। পুলিশ যা জানতে পারে, তার সবই যে ঠিক, সেটার নিশ্চয়তা কী? যদি বলি, নিজের ছেলেকে হারিয়ে ওই প্রতিশোধপরায়ণ লোকটা ঠিক করে, এমন কোনো উপায়ে বদলা নেবে, যাতে কাকপক্ষিও কিছু টের না পায়, তা হলে?'

লরা কিছু বলল না, নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে স্টার্কওয়েডারের দিকে।

'যদি বলি,' বলে চলল স্টার্কওয়েডার, 'ম্যাকগ্রেগর লোকটা প্রথমেই ঠিক করে, নিজের নামপরিচয় মুছে ফেলবে, তা হলে? এটা খুব কঠিন কোনো কাজ? আলাস্কার মতো প্রায় সভ্যতাবিচ্ছিন্ন একটা জায়গায় একটা দুর্ঘটনার "আয়োজন" করে নিজের মৃত্যুনাটক সাজানো কি অসম্ভব কিছু? সামান্য টাকপয়সা খরচ করে দু'-চারজন মিথ্যা সাক্ষী যোগাড় করলেই তো...ব্যস, আর কী লাগে? যদি বলি, দুর্ঘটনার মাধ্যমে নিজের মৃত্যুসংবাদ রটিয়ে দিয়ে নিজের নামপরিচয় মুছে ফেলেছিল লোকটা, তারপর নিজেই নিজের নতুন নাম রেখেছিল, তা হলে? যদি বলি, নতুন একটা দেশে, নতুন একটা পরিচয়ে নতুনভাবে শুরু করেছিল জীবনটা, তা হলে?'

কিছু বলছে না লরা, বলতে পারছে না আসলে। ওকে দেখে মনে হচ্ছে ভাষা হারিয়েছে যেন।

'যদি বলি,' বলে চলল স্টার্কওয়েডার, নতুন জীবন শুরু করার পরও রিচার্ড ওয়ারউইকের খবর রাখত সে? লোকটা জানত, নরফোক ছেড়ে চলে এসেছেন আপনারা, ঘাঁটি গেড়েছেন ব্রিস্টল চ্যানেলের একপ্রান্তে। যদি বলি, এখানে নিয়মিত আসাযাওয়া ছিল ওর? এককালে ঘন দাড়ি ছিল ওর, ধরুন ক্লিন

Banglabook.org

শেভ করে ফেলেছে সে। নিজেকে আরও ভালোমতো গোপন করার জন্য চুলে রঙ করিয়েছে। কথাবার্তায়, চালচলনে আরও যা যা পরিবর্তন আনার দরকার ছিল, এনেছে। কী বলবেন সেক্ষেত্রে?'

কিছুই বলল না লরা, বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে।

'তারপর...বদলা নেয়ার উপযুক্ত সময়ে, ঘন কুয়াশায় ঢাকা ভীষণ ঠাণ্ডা এক রাতে হাজির হয়ে গেল ম্যাকগ্রেগর এই বাড়িতে,' বলতে বলতে ফ্রেঞ্চউইণ্ডোটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল স্টার্কওয়েডার। 'সে জানে রাতের বেলায় খোলা থাকে জানালাটা, গুলি করে কুকুর-বিড়াল মারে রিচার্ড ওয়ারউইক। কিন্তু গতরাতে ওটা বন্ধ ছিল। ধরুন, ওটা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল লোকটা। ওকে দেখে চমকে উঠল রিচার্ড, ঠিক বুঝতে পারল না কে এসেছে। ম্যাকগ্রেগর তখন রিচার্ডকে বলল, "আমার হাতে একটা রিভলভার আছে। তোমার কাছেও আছে একটা। অবিচার করবো না তোমার সঙ্গে, ন্যায্য সুযোগ দেবো তোমাকে। এক থেকে তিন পর্যন্ত গুনবো আমি, তারপর গুলি করবো দু'জনই। যে আগে গুলি করতে পারবে, সে বেঁচে থাকবে।" রিচার্ড বলল, "কে তুমি?" ম্যাকগ্রেগর বলল, "তোমার নিয়তি।" রিচার্ড বলল, "মানে?" ম্যাকগ্রেগর বলল, "মনে পড়ে, বাচ্চা একটা ছেলেকে চাপা দিয়ে মেরেছিলে তোমার গাড়ির নীচে? পয়সা দিয়ে কিনে নিয়েছিলে আইন-আদালতকে? ন্যায্য বিচার পায়নি ছেলেটার বাবা সেদিন, মনে পড়ে?" '

লরাকে দেখে মনে হচ্ছে সে যেন একটা কাঠপুতুল।

'আফসোস!' বলছে স্টার্কওয়েডার, 'সবাই জানে আপনার স্বামী এককালে খুব বড় শিকারী ছিল। সবাই জানে, পিস্তল-বন্দুকে হাত সাংঘাতিক পাকা ওর। কিন্তু চোখের সামনে নিয়তিকে দেখলে হাত পাকা হলেই বা লাভ কী, কাঁচা হলেই বা

BanglaBook.org

ক্ষতি কী? ...অবিচার করা যার স্বভাব, তার কাছ থেকে কখনও ন্যায়বিচার আশা করা যায় না—তাই ম্যাকগ্রেগর তিন পর্যন্ত গুনবার আগেই গুলি করল সে। কিন্তু পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে থাকার পরও মিস্ করল, বুলেট ছুটে গেল বাগানের দিকে। ম্যাকগ্রেগর কিন্তু মিস্ করল না। লোকটার একগুলিতে কপালে ফুটো তৈরি হলো আপনার স্বামীর, মারা গেল সে।'

'তারপর?' এতক্ষণে আওয়াজ বের হলো লরার মুখ দিয়ে।

'তারপর? ম্যাকগ্রেগর লোকটা নিজের রিভলভার রেখে দিল রিচার্ডের পাশে, আর রিচার্ডেরটা তুলে নিয়ে ঢোকাল পকেটে। তারপর যেদিক দিয়ে এসেছিল, চলে গেল সেদিক দিয়েই। কিন্তু ফিরে এল কিছুক্ষণ পর।'

'ফিরে এল? কেন?'

তাৎক্ষণিক কোনো জবাব না দিয়ে লরার দিকে কয়েকটা মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল স্টার্কওয়েডার। তারপর বলল, 'কারণটা কি আসলেই বুঝতে পারছেন না?'

'না তো! কী বুঝতে পারা উচিত আমার?'

'ধরুন এখান থেকে চলে যাওয়ার সময় কোনো একটা সমস্যা হলো ম্যাকগ্রেগরের, ফলে যেতে পারল না সে। তখন কী করবে সে? কী করলে একূল-ওকূল দু'কূলই রক্ষা হবে ওর? ফিরে আসবে ক্যাসল হাউসে, সাহায্য চাইবার নামে ঢুকে পড়বে ভেতরে, ভান করবে এইমাত্র যেন দেখল রিচার্ডের মৃতদেহটা।'

একলাফে দাঁড়িয়ে গেল লরা। 'তারমানে... তারমানে...'

'হ্যাঁ,' বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্টার্কওয়েডার, প্রতিশোধস্পৃহা বাস্তবায়নের সক্ষমতায় অহঙ্কারের মতো এক দীপ্তি খেলা করছে ওর চোখেমুখে, 'তারমানে...আমিই ম্যাকগ্রেগর।'

BanglaBook.org

তেইশ

নিখাদ অবিশ্বাসী দৃষ্টি লরার চোখে; দেখে মনে হচ্ছে যেন মাথা ঘুরাচ্ছে ওর, পড়ে যাবে যে-কোনো মুহূর্তে। কাঁপা কাঁপা একটা হাত তুলল সে স্টার্কওয়েডারের দিকে, রুদ্ধশ্বাসে কোনোরকমে বলল, 'তুমি...তুমি...'

'বিশ্বাস করো, লরা,' আবেগে কাঁপছে স্টার্কওয়েডারের কণ্ঠ, জোর খাটিয়ে সে-আবেগ চেপে রাখতে হচ্ছে বলে সমানে কাঁপছে ওর ঠোঁট দুটোও, 'ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারিনি এ-রকম কোনোকিছু ঘটবে কাল রাতে। মানে...মানে...কিছুতেই বুঝতে পারিনি আবার যখন ঢুকবো স্টাডিরুমে, দেখতে পাবো তোমাকে। ভাবিনি, দুর্বিষহ একটা পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে খুনের দায় নিজের ঘাড়ে নিতে চাইবে তুমি, পুলিশের কাছে দোষ স্বীকার করতে চাইবে। তোমাকে দেখে...তোমাকে দেখে...তোমার কথা শুনে কী যে হয়ে গেল আমার! কিছুতেই মেনে নিতে পারলাম না, যে-অপরাধ তুমি করোনি তার জন্য সাজা হবে তোমার। মেনে নিতে পারলাম না, আমার প্রতিশোধস্পৃহা শেষ করে দেবে তোমার জীবনটা। ...কতক্ষণ কথা বলেছি তোমার সঙ্গে গতরাতে? খুব বেশিক্ষণ তো না! অথচ দেখো, এর মধ্যেই কেমন এলোমেলো হয়ে গেল আমার সবকিছু। যেভাবে চুপিসারে এসেছিলাম, রিচার্ডকে খুন করে সেভাবেই চলে যাওয়ার কথা ছিল আমার; কিন্তু দেখো, এখনও দাঁড়িয়ে আছি তোমার সামনে,

ভালোলাগা...নাকি বলা উচিত ভালোবাসা নামের অসহ্য আবেগটা যেন ফাঁসির দড়ি পরিয়ে দিয়েছে আমার গলায়, বেহায়ার মতো তোমার কাছে স্বীকার করছি তোমারই স্বামীকে হত্যা করার কথা। অথচ...অথচ...ঈশ্বর...মানুষের জীবনটা এমন কেন? ...স্ত্রীকে হারিয়েছি, হারিয়েছি আমার ছেলেটাকেও; ধরেই নিয়েছিলাম আর কোনোদিন ভালোবাসা আসবে না আমার জীবনে, কিন্তু যে-লোককে নিজহাতে খুন করেছি তারই স্ত্রীকে...রাতারাতি...ঈশ্বর, মানুষের জীবনটা এমন কেন?' আবেগে কাঁপতে কাঁপতে কোনোরকমে আগে বাড়ল সে, লরার কাছে গিয়ে ধরল স্থাণুর-মতো-দাঁড়িয়ে-থাকা মেয়েটার একটা হাত, সেটা মুখের কাছে তুলে নিয়ে চুমু খেল তালুতে। অসহ্য মর্মবেদনায় ভেঙে-আসা কণ্ঠে বলল, 'বিদায়, লরা। আমার পক্ষ থেকে এর বেশি কিছু বলার নেই তোমাকে। যদি সম্ভব হয়, ক্ষমা করে দিয়ো।'

তারপর আর একটা মুহূর্তও দেরি করল না সে, প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল ফ্রেঞ্চউইণ্ডো দিয়ে; কুয়াশার পুরু চাদরটা ততক্ষণে গিলে নিয়েছে পুরো বাগান আর সংলগ্ন টেরেস, তাই কোন্‌দিকে উধাও হয়ে গেল সে তা ঠাহর করা গেল না।

হতবিহ্বল হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর সংবিৎ ফিরে পেল যেন লরা, একদৌড়ে বেরিয়ে এল টেরেসে, চিৎকার করে বলল, 'দাঁড়াও! দাঁড়াও! ফিরে এসো!'

বরফশীতল রাতের বাতাস হু হু করছে তখন, পাক খেয়ে খেয়ে আরও ঘন হচ্ছে কুয়াশা। গুমগুম শব্দে প্রতিধ্বনি তুলছে ব্রিস্টলের ফগ-সিগনাল।

'ফিরে এসো, মাইকেল!' আকুতি ঝরছে লরার কণ্ঠে। 'দোহাই লাগে ফিরে এসো!'

সাড়া দিল না কেউ।

'মাইকেল!' গলা ফাটাল লরা। 'প্লিয ফিরে এসো। আমিও

BanglaBook.org

তোমাকে...’

কান পাতল মেয়েটা।

রাস্তায় গর্জে উঠল একটা গাড়ির ইঞ্জিন। ঘন কুয়াশার কারণে বোঝা গেল না হেডলাইট জ্বালিয়েছে নাকি জ্বালায়নি ড্রাইভার। তবে এটা বোঝা গেল, ভীষণ তাড়া আছে লোকটার—কারণ এত কুয়াশার মধ্যেও গাড়ি ছুটিয়েছে সে তীব্র গতিতে।

আরও একবার গুমগুম শব্দে প্রতিধ্বনি তুলল ফগ-সিগনাল।

হঠাৎ করেই মাথাটা যেন ফাঁকা হয়ে গেল লরার, পা দুটো যেন আর ভর সইতে পারল না ওর শরীরের, ফ্রেঞ্চউইণ্ডোটার উপর আছড়ে পড়ে ভেঙে পড়ল সে অদম্য কান্নায়।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

দি আণ্ডারডগ

এক

কোঁচকানো গ্লাভ জোড়া নার্ভাস ভঙ্গিতে হাঁটুতে ঘষে সমান করার চেষ্টা করল লিলি মারগ্রেভ, মুখোমুখি বড় চেয়ারটাতে বসে-থাকা লোকটার দিকে তাকাল হঠাৎ। সুপরিচিত গোয়েন্দা এরকুল পয়রো'র কথা শুনেছে সে, কিন্তু রক্তমাংসের মানুষটাকে দেখছে এই প্রথম।

লোকটাকে দেখলেই হাসি আসে, বিদ্রূপ জাগে মনে। এত নামি একজন গোয়েন্দা যে-রকম হবে বলে ভেবেছিল লিলি, সে-রকম না-হওয়ায় হতাশ হয়েছে সে। ডিমের মতো মাথা আর বড় গোঁফওয়ালা এই আজব আর ছোটখাটো লোকটা কি আসলেই সেসব কাজ করেছে যা শোনা যায় ওর সম্বন্ধে?

এই মুহূর্তে যা করছে সে তা দেখলে বাচ্চাদের কথা মনে পড়ে। রঙিন কাঠের কতগুলো ছোট ছোট ব্লকের একটাকে রাখছে আরেকটার উপর, এবং দেখে মনে হচ্ছে লিলি যে-কাহিনি বলছিল তার চেয়ে অদ্ভুত সেই খেলার প্রতি মনোযোগ বেশি ওর।

লিলি হঠাৎ করে চুপ হয়ে যাওয়ায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়েটার দিকে তাকাল পয়রো। বলল, 'মাদমইয়েল, বলে যান। আমাকে দেখে হয়তো মনে হতে পারে, আপনার কথা শুনছি না, কিন্তু নিশ্চিত থাকুন, মনোযোগ দিয়েই শুনছি আসলে।' কথা শেষ করে কাঠের ব্লকগুলো নিয়ে খেলতে শুরু করল আবার।

যে-ভয়াবহ, হিংসাত্মক আর বিয়োগান্ত ঘটনাটা বলছিল লিলি, শান্ত আর আবেগহীন কণ্ঠে সেটা বলে শেষ করল সে। তারপর বলল, 'আশা করি সব বুঝিয়ে বলতে পেরেছি।'

সম্মতি জানানোর ভঙ্গিতে কয়েকবার মাথা ঝাঁকাল পয়রো। তারপর মাছি তাড়ানোর মতো করে হাত চালাল ব্লকগুলোতে, টেবিলের উপর ছড়িয়েছিটিয়ে গেল ওগুলো। চেয়ারে হেলান দিয়ে একত্রিত করল সবগুলো আঙুলের ডগা, ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে। বলতে লাগল, 'দশদিন আগে খুন হয়েছেন স্যর রুবেন অ্যাস্টওয়েল। বুধবার, মানে গত পরশু, পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছে তাঁর ভাগ্নে চার্লস লেভার্সন। আপনার জানামতে ওর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হচ্ছে, ...আমার বলতে ভুল হলে শুধরে দেবেন, মাদমঁইযেল, ...খাসকামরায়, মানে টাওয়ার রুমে বসে রাত জেগে লেখালেখি করছিলেন স্যর রুবেন। ল্যাচ-কী দিয়ে বাড়ির সদর-দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে পড়ে মিস্টার লেভার্সন। পরে কোনও এক বিষয়ে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ে ওর মামার সঙ্গে, দু'জনের কথা কাটাকাটি শুনেছে বাটলার—লোকটার ঘর টাওয়ার রুমের ঠিক নীচে। ঝগড়াঝাঁটি থেমে যায় হঠাৎ, কারণ ধুপ করে একটা শব্দ শোনা যায়, মনে হয় চেয়ার ছুঁড়ে মারা হয়েছে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শোনা যায় কারও চাপা আর্তচিৎকার। সচকিত হয়ে ওঠে বাটলার, ভাবে উপরতলায় গিয়ে দেখবে কি'না ঘটনা কী। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরই শোনে, খুশিতে শিস বাজাতে বাজাতে নেমে আসছে মিস্টার লেভার্সন; তাই উপরতলায় যাওয়ার চিন্তা বাদ দেয়। যা-হোক, পরদিন এক হাউসমেইড দেখে, নিজের রাইটিং-ডেস্কের পাশে পড়ে আছেন স্যর রুবেন—মৃত। ভারী কোনওকিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছে তাঁকে। খবর দেয়া হয় পুলিশে, কিন্তু আমার যতদূর মনে হয় বাটলার ওর কাহিনি জানায়নি তদন্তকারী অফিসারদেরকে তখন।

BanglaBook.org

সেটাই স্বাভাবিক, তা-ই না, মাদমইয়েল?'

হঠাৎ জিজ্ঞেস করা হয়েছে প্রশ্নটা, তাই হকচকিয়ে গেল লিলি। 'জী?'

'বাটলারের নাম কী?'

'পার্সন্স।'

'মানবিকতাবোধে আক্রান্ত হয়েছিল লোকটা, না? এমন কিছু বলেনি অথবা বলতে চায়নি সে পুলিশের কাছে, যাতে ওই পরিবারেরই একজন সদস্য ফেঁসে যায়। যা-হোক, জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছিল পুলিশ, এবং পরিবারের সদস্যরা যে যার মতো বক্তব্য দিচ্ছে, তা-ই তো? ...মিস্টার লেভার্সন কী বলেছে? খুনের রাতে দেরি করে বাড়ি ফিরেছিল সে এবং মামার সঙ্গে দেখা না-করেই শুয়ে পড়েছিল?'

'জী।'

'এবং ওর কথায় পার্সন্স বাদে অন্য কেউ সন্দেহ করার মতো কিছু পায়নি,' দেখে মনে হচ্ছে চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েছে পয়রো। 'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে এক ইন্সপেক্টর এসেছে...কী যেন নাম বললেন লোকটার...মিলার? চিনি ওকে। দু'-একবার দেখা হয়েছে আগে। বুদ্ধিমান লোক। তো, কী করেছে সে? স্থানীয় ইন্সপেক্টর যা করতে পারেনি তা-ই করেছে। পার্সন্সের কথায় ডাল মে কালা দেখতে পেয়েছে, বুঝে গেছে কিছু একটা লুকানোর চেষ্টা করছে বাটলার। ততক্ষণে পুলিশ বুঝে গেছে ওই রাতে বাইরে থেকে কেউ ঢোকেনি বা ঢোকার চেষ্টা করেনি বাড়িতে, তারমানে খুনি ঘরেরই কেউ। কথাটা জানতে পারামাত্র ভীষণ ঘাবড়ে যায় পার্সন্স, তখন নিজের সেই গোপন-কথা পুলিশের কাছে গড়গড় করে বলে দিয়ে যারপরনাই শান্তি পায়। ইন্সপেক্টর মিলারের মতো লোকের জন্য ও-রকম কোনও বক্তব্য যথেষ্ট। তারপর হয়তো দু'-একটা প্রশ্ন করেছে সে, ব্যক্তিগতভাবে তদন্তও করেছে, শেষে

BanglaBook.org

মিস্টার লেভার্সনের বিরুদ্ধে এমন একটা কেস দাঁড় করিয়েছে যেটাকে বেশ শক্ত না-বলে উপায় নেই। তখন প্রমাণিত হয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদের সময় মিথ্যা বলেছিলেন মিস্টার লেভার্সন।'

'জী। বলতে গেলে লোকটার টুঁটি চেপে ধরেছেন ইন্সপেক্টর।'

'কী কী যেন বললেন পাওয়া গেছে ক্লু হিসেবে? টাওয়ার রুমে রক্তমাখা-আঙুলের ছাপ—চার্লস লেভার্সনের। হাউসমেইড বলেছে, যে-রাতে খুনটা হয়েছে তার পরদিন সকালে মিস্টার লেভার্সনের ঘরে বেসিন পরিষ্কার করতে গিয়ে সেখানেও রক্তের দাগ দেখেছে। এ-ব্যাপারে মিস্টার লেভার্সনের বক্তব্য: আঙুল কেটে গিয়েছিল ওর, রক্ত লেগে গিয়েছিল ইভনিং শার্টের হাতায়। কিন্তু ওর কোটের হাতায়ও রক্তের দাগ পাওয়া গেছে। সবাই জানে, টাকার টানাটানি চলছিল ওর, আর স্যর রুবেনের মৃত্যুতে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভবান হওয়ার কথা ছিল লোকটার। ...হ্যাঁ, ওর বিরুদ্ধে কেসটা আসলেই বেশ শক্ত, মাদমইযেল,' থামল পয়রো। কিছুক্ষণ পর বলল, 'তারপরও আমার কাছে এসেছেন আপনি?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে সরু কাঁধ দুটো ঝাঁকাল লিলি মারগ্রেভ। 'আপনাকে আগেও বলেছি, মিস্টার পয়রো, লেডি অ্যাস্টওয়েল পাঠিয়েছেন আমাকে।'

'তারমানে আপনি নিজে থেকে আসেননি?' ধূর্ত দৃষ্টিতে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে আছে পয়রো।

লিলি কিছু বলল না।

'আমার প্রশ্নের জবাব দেননি কিন্তু।'

গ্লাভ জোড়া হাঁটুর সঙ্গে আবারও ঘষতে শুরু করল লিলি। 'জবাব দেয়াটা আসলে সহজ কোনও কাজ না আমার জন্য।'

'কেন?'

'কারণ লেডি অ্যাস্টওয়েলের সঙ্গে থাকি আমি, আর সেজন্য

BanglaBook.org

পয়সা দেয়া হয় আমাকে। আমাকে মেয়ে বা ভাগ্নীর মতো দেখেন তিনি। তিনি খুবই দয়ালু, এবং তাঁর দোষ যা-ই হোক না কেন, তাঁর গীবত গাওয়াটা উচিত হবে না আমার। ইচ্ছা হলে কেসটা না-ও নিতে পারেন আপনি, মিস্টার পয়রো...আসলে আমি তো বাধ্য করতে পারি না আপনাকে।'

'এরকুল পয়রোকে কেউই বাধ্য করতে পারে না। যা-হোক, আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে লেডি অ্যাস্টওয়েল ছিটগ্রস্ত স্বভাবের। ঠিক কি না?'

'লেডি অ্যাস্টওয়েলের বিরুদ্ধে কিছু বলতে চাই না আমি।'

'বুঝতে পেরেছি। সব বুঝতে পেরেছি।'

'আসলে...' আবারও নার্ভাস হয়ে পড়েছে লিলি, 'লেডি অ্যাস্টওয়েল খুবই দয়ালু একজন মহিলা। কিন্তু...তিনি...কীভাবে যে বলি...শিক্ষিত না। জানেন কি না জানি না, স্যর রুবেন যখন তাঁকে বিয়ে করেন তখন তিনি একজন অভিনেত্রী ছিলেন। তাঁর অনেক রকমের সংস্কার-কুসংস্কার ছিল, এখনও আছে। তিনি যা বলবেন তা-ই করতে হবে, কারও কোনও ওজর-আপত্তি চলবে না, এবং এখনও সে-রকম। ব্যাপারটা ধরতে পারেননি ইন্সপেক্টর মিলার, এবং সেটা গায়ে লেগেছে লেডি অ্যাস্টওয়েলের। তাঁর মতে, মিস্টার লেভার্সনকে সন্দেহ করার কোনও মানেই হয় না, কাজেই ভুল করছে পুলিশ, আর সে-কারণেই আপনার কাছে আসতে হয়েছে আমাকে।'

'তা-ই নাকি?'

'জী, তা-ই। আমি অবশ্য বলেছিলাম এত সামান্য কারণে সন্তুষ্ট না-ও হতে পারেন মিস্টার পয়রো।'

'ইন্টারেস্টিং!' পিঠ সোজা করে লিলি মারগ্রেভের উপর চোখ বুলিয়ে নিল পয়রো। পরিপাটি কালো স্যুট, সাদা হয়ে যাওয়া ঠোঁট আর ছোট কালো হ্যাটটা দেখল। মার্জিত ভাব আছে মেয়েটার

BanglaBook.org

মধ্যে, চেহারাও বেশ সুন্দর। তবে থুঁতনিটা একটু যেন চোখা। গাঢ় নীল দু'চোখে বড় বড় পাপড়ি। 'আমার কি মনে হয়, জানেন, মাদমইয়েল? আমার মনে হয়, লেডি অ্যাস্টওয়েল কিছুটা হলেও মানসিক ভারসাম্যহীন। আর স্নায়ুবিকারগ্রস্ত।'

মাথা ঝাঁকাল লিলি। 'তারপরও, আবারও বলছি, মানুষটা দয়ালু। সমস্যা একটাই: তর্কে কখনোই হারানো যাবে না তাঁকে, এবং যুক্তি দিয়ে বোঝানো যাবে না কিছুই।'

'আমার মনে হয় তাঁর স্বামীর খুনি হিসেবে কাউকে না কাউকে সন্দেহ করেন তিনি। এমন কাউকে, যার কথা হয়তো ভাবছেই না কেউ।'

'ঠিক। স্যর রুবেনের সেক্রেটারিকে সন্দেহ তাঁর। তাঁর মতে, ওই লোকই খুনি। কিন্তু পুলিশের তদন্তে ইতোমধ্যেই প্রমাণিত হয়ে গেছে, বেচারা ওয়েন ট্রেফুসিস কোনওভাবেই করতে পারে না কাজটা।'

'সেক্রেটারিকে ঠিক কী কারণে খুনি বলতে চান লেডি অ্যাস্টওয়েল?'

'কোনও কারণই নেই। এটা তাঁর অনুমান মাত্র।'

'বুঝতে পেরেছি, মাদমইয়েল,' হাসছে পয়রো। 'আপনি বোধহয় লেডি অ্যাস্টওয়েলের অনুমানে বিশ্বাসী নন?'

'না। স্যর রুবেনকে কেন শুধু শুধু খুন করবেন মিস্টার ট্রেফুসিস?'

পয়রো কিছু বলল না, গম্ভীর হয়ে গেছে।

উঠে দাঁড়াল লিলি। 'আমি তা হলে যাই। লেডি অ্যাস্টওয়েলকে বলবো...'

কিন্তু পয়রো উঠে দাঁড়াল না, বরং হেলান দিল চেয়ারে, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেয়েটার দিকে। ''চলে যাওয়ার জন্য তাড়া আছে বুঝি আপনার, মাদমইয়েল? আমার অনুরোধ, আর

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ বসুন।'

লাল হয়ে গেল লিলির চেহারা, কিন্তু কিছু বলল না সে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে বসে পড়ল ধীরে ধীরে।

'মাদমইযেল বোধহয় ভুল ভেবেছেন আমার ব্যাপারে। আমি বলেছি আমাকে কেউ বাধ্য করতে পারে না, কিন্তু তার মানে এই না, লেডি অ্যাস্টওয়েলের সঙ্গে দেখা করবো না।'

'তারমানে আসছেন আপনি?'

'জী, যাচ্ছি। আজ বিকেলে। কথাটা দয়া করে জানিয়ে দেবেন লেডি অ্যাস্টওয়েলকে।'

'ঠিক আছে, জানিয়ে দেবো। আপনি এলে খুব ভালো হবে, মিস্টার পয়রো। তবে...কিছু মনে করবেন না...আমার মনে হয় কোনও লাভ হবে না। পণ্ডশ্রম হবে আপনার।'

'খুব সম্ভব। তবে শেষপর্যন্ত কী হয় দেখা যাক,' এবার উঠে দাঁড়াল পয়রো, কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল লিলিকে। তারপর ফিরে এল নিজের সিটিংরুমে, ভ্রূ কুঁচকে গেছে, মগ্ন হয়ে গেছে চিন্তায়। দু'-একবার মাথা নাড়ল, তারপর দরজা খুলে ডাক দিল ব্যক্তিগত পরিচারককে। লোকটা আসার পর বলল, 'জর্জ, বাইরে কোথাও গেলে যে-ছোট ব্যাগটা নিয়ে যাই সবসময়, সেটা গুছিয়ে দাও। একজায়গায় যেতে হবে। আর তুমিও তৈরি হয়ে নাও।'

'খুব ভালো, স্যর,' বলল জর্জ।

'সুন্দরী যুবতী মেয়েদের ব্যাপারে তোমার ধারণা কী, বলো তো?'

'জী, স্যর?' হকচকিয়ে গেছে পোশাকে-চালচলনে পুরোপুরি ইংরেজ জর্জ।

মুচকি হাসল পয়রো। 'একটা সুন্দরী যুবতী মেয়ে মানে কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং একটা বিষয়, মনে রেখো সবসময়।' ধপ করে

BanglaBook.org

আর্মচেয়ারে বসে পড়ল সে, সিগারেট ধরাল। 'আর যদি সেই মেয়ের রূপের পাশাপাশি বুদ্ধিও থাকে, তা হলে তো কথাই নেই। কাউকে কোনও কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করা, আবার কাজটা করলে কোনও লাভ হবে না জানিয়ে দেয়া...নাহ্, স্বীকার করছি এ-রকম করতে হলে চাতুর্য লাগে, জর্জ।'

'আগেও আপনাকে এ-রকম কথা বলতে শুনেছি, স্যর।'

জর্জের দিকে তাকাল পয়রো, কিন্তু সে-দৃষ্টিতে শূন্যতা—আনমনা হয়ে কী যেন ভাবছে সে। 'স্যর রুবেনের বাড়িতে একটা নাটক অপেক্ষা করছে আমার জন্য। আমি কী ভাবছি, জানো? ভাবছি, নাটকটা শেষ হলে কী দেখতে পাবো।'

দুই

ট্রেনটা অ্যাবট'স ক্রস স্টেশনে থামল চারটা পঞ্চান্ন মিনিটে। কামরা থেকে নামল এরকুল পয়রো। পরনের পরিপাটি পোশাকের কারণে ফুলবাবুর মতো দেখাচ্ছে ওকে। মোম দিয়ে গোঁফে তা দিয়েছে সে, দুই প্রান্ত চোখা হয়ে আছে তাই। টিকেট হস্তান্তর করে ব্যারিয়ার পার হয়ে এল, ওকে দেখে এগিয়ে এল লম্বা এক শোফার।

'মিস্টার পয়রো?'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকাল পয়রো। 'হ্যাঁ, ওটাই আমার নাম।'

'প্লিয, স্যর, এদিকে,' এগিয়ে গিয়ে বড় একটা রোলস-

BanglaBook.org

রয়েসের দরজা খুলে ধরল লোকটা।

স্টেশন থেকে স্যর রুবেনের বাড়ি মাত্র তিন মিনিটের দূরত্বে। গাড়ি থামানোর পর নামল শোফার, দরজা খুলে ধরল আবারও। নামল পয়রো। বাড়ির সদর-দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে বাটলার ইতোমধ্যে। ঢুকে পড়ার আগে চারদিকে নজর বুলিয়ে নিল পয়রো চট করে।

বাড়িটা বেশ বড়; আসলে লাল ইট দিয়ে শক্তপোক্তভাবে বানানো ম্যানসন বলা উচিত। আহামরি কোনও কারুকাজ নেই, সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার অনর্থক চেষ্টা করা হয়নি। তারপরও, দেখলে মনে হয়, ভিতরটা যথেষ্ট আরামদায়ক।

সদর-দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল পয়রো, বেশ খানিকটা হেঁটে পা রাখল হলে। দ্রুত আর দক্ষ হাতে ওর হ্যাট আর ওভারকোট খুলে দিল বাটলার। তারপর নিচু গলায়, অনেকটা ফিসফিসানির মতো করে বলল, 'হার লেডিশিপ আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন, স্যর।'

ওর পিছু পিছু, নরম কার্পেট বিছানো সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল পয়রো। ওর সঙ্গের লোকটা নিঃসন্দেহে পার্সন্স। এবং এ-বিষয়েও সন্দেহ নেই, খানসামার কাজ করার জন্য ভালো ট্রেনিং আছে লোকটার। ওর ভদ্রতায় কোনও খুঁত নেই, একইসঙ্গে আবেগের ছিটেফোঁটাও নেই ওর আচরণে বা কথাবার্তায়।

উপরতলায় হাজির হয়ে ডানে মোড় নিল পার্সন্স, একটা করিডোর ধরে এগিয়ে যাচ্ছে এখন। খানিকটা হেঁটে একটা দরজা পার হয়ে ঢুকল ছোট একটা পার্শ্বকক্ষে। এ-ঘরের দু'দিকে দুটো দরজা দেখা যাচ্ছে। বাঁ দিকের দরজাটা খুলল সে, উঁচু গলায় বলল, 'মিস্টার পয়রো, মাই লেডি।'

এদিকওদিক তাকিয়ে ঘরের আসবাব আর টুকিটাকি জিনিস দেখছিল পয়রো, এমন সময় আপাদমস্তক কালো কাপড় পরিহিতা

Banglabook.org

এক মহিলা ঢুকলেন ঘরে। এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'মিস্টার পয়রো।' ফুলবাবু সেজে থাকা বিখ্যাত গোয়েন্দার উপর চোখ বুলিয়ে নিলেন দ্রুত।

আলতো করে হাতটা ধরল পয়রো, বাউ করে মৃদু গলায় বলল, 'মাদাম।'

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ভদ্রমহিলা বললেন, 'ছোটখাটো মানুষের উপর আস্থা বেশি আমার। আমি দেখেছি, ওরা বেশি বুদ্ধিমান হয়।'

পয়রো বলল, 'আমার যতদূর মনে পড়ে, ইন্সপেক্টর মিলার লম্বাচওড়া একজন মানুষ।'

'সেজন্যই তো লোকটা উদ্ধত প্রকৃতির, এবং একইসঙ্গে বোকা,' বললেন লেডি অ্যাস্টওয়েল। 'বসুন, এখানে আমার পাশে বসে পড়ুন। অসুবিধা নেই তো, মিস্টার পয়রো?' একটা সোফায় বসে পড়ে, কুশনে আরাম করে হেলান দিয়ে বলে চললেন, 'সরাসরি কাজের কথায় চলে যাই, কী বলেন?' পয়রো'র পক্ষ থেকে জবাবের অপেক্ষা না-করে বলতে লাগলেন, 'লিলি মেয়েটা ভালো। ঘটনার অনেকখানিই হয়তো শুনেছেন ওর কাছ থেকে। কিন্তু মুশকিল হলো, মেয়েটা মনে করে সে সবকিছু জানে। আসলে তা না। আমার অভিজ্ঞতা কি বলে, জানেন? আমার অভিজ্ঞতা বলে, যারা মনে করে তারা সবকিছু জানে, তারা ভুল জানে। আমি খুব চালাকচতুর না, মিস্টার পয়রো, কখনও ছিলামও না। কিন্তু অনেকবার খেয়াল করে দেখেছি, বেশিরভাগ বোকা লোক যা ভাবে, আমি যদি সেটার ঠিক উল্টোটা ভাবি, তা হলে ভুল করি না। যা-হোক, এবার বলুন খুনি কে। নাকি পরে বলবেন, মিস্টার পয়রো?'

'প্রশ্নটার জবাব কি জানা আছে মিস মারগ্রেভের?'

'সে কী বলেছে আপনাকে?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলেন

BanglaBook.org

লেডি অ্যাস্টওয়েল।

'তিনি শুধু আমাকে ঘটনাগুলো বলেছেন।'

'ঘটনা? ঘটনা তো একটাই—সবাই ভাবছে...সবাই জানে, চার্লসই খুনি। কিন্তু আপনাকে একটা কথা সাফ জানিয়ে দিই, মিস্টার পয়রো, খুনটা করেনি সে। আমি জানি করেনি সে কাজটা!'

'আপনি নিশ্চিত, লেডি অ্যাস্টওয়েল?'

'ট্রেফুসিস খুন করেছে আমার স্বামীকে, মিস্টার পয়রো। আমি শিওর।'

'কেন?'

'কেন মানে? আপনার প্রশ্নটা বুঝতে পারলাম না। আপনি কী জানতে চাচ্ছেন—ট্রেফুসিস কেন খুন করেছে আমার স্বামীকে? নাকি আমি কেন শিওর? যদি দ্বিতীয়টা হয়, তা হলে বলবো, কোনও কোনও ব্যাপার কীভাবে যেন খেলে যায় আমার মাথায়—আমি নিজেও ঠিক বুঝতে পারি না। কিন্তু ব্যাপারটা আঁকড়ে ধরে থাকি আমি, এবং শেষপর্যন্ত দেখা যায় আমার অনুমানই ঠিক।'

'স্যর রুবেনের মৃত্যুতে মিস্টার ট্রেফুসিস কি কোনওভাবে লাভবান হয়েছে?'

'এক পেনি লাভও হয়নি ওর। তারমানে, বুঝে দেখুন, লোকটাকে একটুও পছন্দ করত না রুবেন, বিশ্বাস করা তো পরের কথা।'

'কতদিন ধরে স্যর রুবেনের চাকরি করছে সে?'

'ন'বছরের কাছাকাছি হবে।'

'লম্বা সময়। বেশ লম্বা সময়। তারমানে নিয়োগকর্তাকে ভালোমতোই চিনত মিস্টার ট্রেফুসিস।'

পয়রো'র দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন লেডি

BanglaBook.org

অ্যাস্টওয়েল। 'আপনি কী বোঝাতে চাচ্ছেন, বলুন তো? নিয়োগকর্তাকে ভালোমতো চিনতে পারার সঙ্গে এ-খুনের সম্পর্ক কী?'

'হত্যাকাণ্ডটার ব্যাপারে ছোটখাটো একটা ধারণা আছে আমার। ধারণাটা ছোটখাটো, কিন্তু তেমন ইন্টারেস্টিং না।'

এখনও একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন লেডি অ্যাস্টওয়েল। 'আপনি খুব চালাক, না? সবাই তা-ই বলে।'

পয়রো হাসল। 'আমার প্রশংসায় অনেকেই অনেক কিছু বলে। আবার নিন্দুকেরা আমার গীবতও গায়। যা-হোক, চলুন, খুনের প্রসঙ্গে ফিরে যাই। যে-রাতে খুনটা হলো, সে-রাতে কে কে ছিল এই বাড়িতে?'

'চার্লস ছিল, নিঃসন্দেহে।'

'তিনি আপনার স্বামীর ভাগ্নে, আপনার না?'

'না, আমার না। চার্লস, রুবেনের বোনের ছেলে। অনেক পয়সাওয়ালা এক লোকের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল আমার ননদের। কিন্তু দুর্ঘটনায় মারা যায় লোকটা। কয়েক বছর পর মারা যায় আমার ননদও। তখন আমাদের সঙ্গে থাকতে আসে চার্লস। তখন ওর বয়স তেইশ। ব্যারিস্টার হওয়ার ইচ্ছা ছিল ওর। কিন্তু মা মারা যাওয়ায় দিশেহারা হয়ে পড়ে সে। কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। আমার স্বামী তখন নিজের অফিসে কাজে লাগিয়ে দেয় ওকে।'

'মিস্টার চার্লস লোক হিসেবে কেমন? পরিশ্রমী?'

'পরিশ্রমী মানুষদের চেয়ে বুদ্ধিমান মানুষদের বেশি ভালো লাগে আমার। ...না, চার্লস পরিশ্রমী না এবং সেটাই সমস্যা। দেখা যেত, কাজ করতে গিয়ে প্রায়ই তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে সে, এবং সেটা নিয়ে তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে গেছে ওর মামার সঙ্গে। বেচারা রুবেনও ছাড় দেয়ার পাত্র না,' অতীতের কথা মনে করে

Banglabook.org

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন লেডি অ্যাস্টওয়েল।

'ছাড় দেয়ার পাত্র না মানে? তিনি কি খুব কড়া লোক ছিলেন?'

'আসলে...রুবেনকে কড়া বলাটা উচিত হবে না। ওকে তো সবসময়ই ম্যানেজ করতে পারতাম আমি। তবে...মেজাজ বিগড়ে গেলে...চাকরদের সঙ্গে যে-ব্যবহার করত সে...বিব্রতকর পরিস্থিতিতেই পড়তে হতো তখন। আসলে একেকজনকে যে একেকভাবে সামলাতে হয় সে-কথা জানা ছিল না রুবেনের।'

'স্যর রুবেনের টাকাপয়সার ভাগবাঁটোয়ারার ব্যাপারে কিছু বলুন।'

'এটা তেমন জটিল কিছু না। ওর সহায়সম্পত্তি আর টাকাপয়সার অর্ধেক দিয়ে গেছে আমাকে, বাকি অর্ধেক চার্লসকে।'

মাথা ঝাঁকাল পয়রো। 'মিস লিলি মারগ্রেভের ব্যাপারে কিছু বলবেন?'

'লিলির ব্যাপারে জানতে চাচ্ছেন!'

'হ্যাঁ। তিনি কি অনেকদিন ধরে আছেন আপনার কাছে?'

'না, অনেকদিন না। বছরখানেক হবে। আসলে...ওকে আমার সেক্রেটারি কাম সঙ্গিনী বলা চলে। ওর মতো অনেকেই কাজ করেছে আমার কাছে। কিন্তু কাউকেই বেশিদিন সহ্য করতে পারিনি আমি। তবে লিলি মেয়েটা আলাদা। সে বুদ্ধিমতী, কোন্ কাজটা কীভাবে করতে হবে বোঝে। ওর কমনসেন্স বেশ ভালো। তা ছাড়া দেখতে-শুনতেও চমৎকার। আমি নিজেও সুন্দরী ছিলাম এককালে, তাই যারা সুন্দরী তাদেরকে পছন্দ করি। কিছু মনে করবেন না, মিস্টার পয়রো, পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারে খোলাখুলিই বলে ফেলি আমি, কে কী মনে করল না-করল তা নিয়ে মাথা ঘামাই না। ...লিলিকে যেদিন প্রথম দেখেছিলাম,

BanglaBook.org

সেদিনই মনে মনে বলেছিলাম, আহ্, এই মেয়েকে দিয়েই হবে।'

'তিনি আপনার কাছে চাকরি পেলেন কীভাবে, লেডি অ্যাস্টওয়েল? কোনও বন্ধুর মাধ্যমে?'

'না, সম্ভবত। যতদূর মনে পড়ে, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম, সেটার জবাব দিয়েছিল।'

'মিস লিলির ব্যাপারে আর কী জানেন? তিনি কোন্ জায়গার?'

'কোন্ জায়গার তা জানি না। তবে ওর বাবা-মা কী এক কাজে ভারতে চলে গেছে, ফিরে এসেছে কি না তা-ও বলতে পারবো না। ...কিন্তু...এসব জেনে আমার কী লাভ? আমার যা চাই তা কি পাচ্ছি না লিলির কাছ থেকে? সে যে একটা মেয়েমানুষ, সে-ব্যাপারে কোনও সন্দেহ আছে আপনার?'

'না, না, কোনও সন্দেহ নেই।'

'ওকে নিজের মেয়ের মতো দেখি আমি, মিস্টার পয়রো।'

'স্যর রুবেনও কি সে-দৃষ্টিতে দেখতেন?'

চট করে প্রশ্নটার জবাব দিলেন না লেডি অ্যাস্টওয়েল, কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, 'আমি একটা মেয়েমানুষ। কাজেই অন্য একটা মেয়েমানুষকে যে-দৃষ্টিতে দেখবো আমি, একজন পুরুষমানুষকে কি সে-দৃষ্টিতে দেখবো? মানুষ হিসেবে পুরুষরা কি খুব ভালো?'

'ধন্যবাদ, মাদাম,' বলল পয়রো, হাসছে আপনমনে। 'তা হলে সে-রাতে আর কেউ ছিল না এ-বাড়িতে? চাকরদের কথা বাদ দিয়ে বলছি আমি।'

'হ্যাঁ, ছিল।'

'কে?'

'ভিক্টর।'

'ভিক্টর?'

BanglaBook.org

'আমার দেবর—রুবেনের ভাই। এবং ওর পার্টনার।'

'তিনি কি আপনাদের সঙ্গেই থাকেন?'

'না। খুনের কয়েকদিন আগে দেখা করতে এসেছিল, তখন এখানেই ছিল। গত কয়েক বছর ধরে পশ্চিম আফ্রিকায় বসবাস করছে সে।'

'পশ্চিম আফ্রিকা,' বিড়বিড় করল পয়রো।

'অনেকে বলে দেশটা নাকি চমৎকার। কিন্তু...আমি দেখেছি, কোনও কোনও লোকের উপর কোনও কোনও চমৎকার দেশের খুব খারাপ প্রভাব পড়ে। অনেকে সেসব দেশে গিয়ে মাত্রাতিরিক্ত মদ খাওয়া ধরে, নিজেদের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। তার উপর অ্যাস্টওয়েল পরিবারের সদস্যদের মেজাজের দুর্নাম আছে। তাই ভিক্টর যখন আফ্রিকা থেকে ফিরল তখন ওকে দেখে...কী বলবো...ছোটখাটো একটা মানসিক ধাক্কা খেয়েছিলাম। সত্যি বলতে কী, ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম।'

'মিস মারগ্রেভও কি ভয় পেয়েছিলেন?'

'লিলি? আমার মনে হয় না লিলির সঙ্গে তেমন একটা দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে ওর।'

পকেট থেকে পেন্সিল আর ছোট একটা নোটবুক বের করে কী যেন টুকে নিল পয়রো। তারপর সেগুলো জায়গামতো ঢুকিয়ে রেখে বলল, 'ধন্যবাদ, লেডি অ্যাস্টওয়েল। এবার, যদি অনুমতি দেন, পার্সন্সের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'ওকে ডাকবো এখানে?' যে-সোফায় বসে আছেন লেডি অ্যাস্টওয়েল, সেটার পাশে, ছোট একটা টেবিলের উপর রাখা বেলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

'না, না, দরকার নেই,' তাড়াহুড়ো করে বলে উঠল পয়রো। 'আমিই যাচ্ছি নীচে।'

'ঠিক আছে...যদি ভালো মনে করেন।'

BanglaBook.org

দেখে মনে হচ্ছে, "নাটকের" পরের অঙ্কে "অংশগ্রহণ" করতে না-পেরে হতাশই হয়েছেন লেডি অ্যাস্টওয়েল।

তিন

প্যান্ট্রিতে পাওয়া গেল পার্সন্সকে, রূপার কিছু কাঁটাচামচ পলিশ করছে। কথাবার্তা শুরু করার আগে, যে-অদ্ভুত কায়দায় বাউ করে পয়রো সেভাবে বাউ করল। তারপর বলল, 'তোমার সুবিধার জন্য নিজের পরিচয় জানিয়ে রাখি। আমি একজন গোয়েন্দা।'

'জী, স্যর, বুঝতে পেরেছি,' পার্সন্সের কণ্ঠে একইসঙ্গে শ্রদ্ধা আর নিস্পৃহতা।

'লেডি অ্যাস্টওয়েল ডেকে পাঠিয়েছেন আমাকে,' বলে চলল পয়রো। 'স্যর রুবেনের খুনের ব্যাপারে যে-সমাধানে এসেছে পুলিশ, তাতে মোটেও সন্তুষ্ট নন তিনি।'

'কথাটা কয়েকবার বলতে শুনেছি হার লেডিশিপকে।'

'তা হলে তুচ্ছ ব্যাপারে কথা বলে সময় নষ্ট না-করাটাই উচিত হবে। সোজা তোমার বেডরুমে নিয়ে চলো আমাকে। ওখানে গিয়ে শুনবো খুনের রাতে ঠিক কী শুনেছিলে বা দেখেছিলে।'

পার্সন্সের ঘর একতলায়, সার্ভেন্টস্‌ হলের সঙ্গে। সরু জানালায় মোটা শিক দেখা যাচ্ছে। ইঙ্গিতে ছোট বিছানাটা দেখিয়ে সে বলল, 'সব কাজ সেরে রাত এগারোটার দিকে ঘরে আসি আমি। ততক্ষণে শুতে চলে গেছেন মিস মারগ্রেভ। আর

BanglaBook.org

টাওয়ার রুমে স্যর রুবেনের সঙ্গে ছিলেন লেডি অ্যাস্টওয়েল।'

'স্যর রুবেনের সঙ্গে লেডি অ্যাস্টওয়েল? ইন্টারেস্টিং। ...বলে যাও।'

'আমার ঘরের ঠিক উপরেই টাওয়ার রুম। ওখানে কেউ যদি কথা বলে, আমার এখানে ফিসফিসানির মতো আওয়াজ পাওয়া যায়। কিন্তু ঠিক কী বলা হচ্ছে তা ঠাহর করা মুশকিল। যা-হোক, আনুমানিক সাড়ে এগারোটার দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি। বারোটার দিকে, সদর-দরজা জোরে লাগানোর আওয়াজে ভেঙে যায় ঘুমটা। বুঝতে পারি, ফিরে এসেছেন মিস্টার লেভার্সন। উপরতলায় কারও পায়ের আওয়াজ শুনতে পাই তখন। কিছুক্ষণ পর স্যর রুবেনের সঙ্গে কথা বলতে শুনি মিস্টার লেভার্সনকে। তাঁর গলা শুনে...কী বলবো, স্যর, এসব বলাও ঠিক না...তাঁকে মাতাল বলে মনে হচ্ছিল তখন। আর...যদি মাতাল না-ও হন, মাতালের মতোই আচরণ করছিলেন।'

'যেমন?'

'প্রচণ্ড জোরে চেঁচাচ্ছিলেন তিনি তাঁর মামার সঙ্গে। ততক্ষণে ঘুম ভেঙে গেছে আমার, তা ছাড়া এ-রকম কোনও ঘটনার সাক্ষী হতে হবে কল্পনাও করিনি, তাই দু'-একটা কথা ছাড়া বেশিরভাগই বুঝতে পারছিলাম না। তাই ঠাহর করতে পারিনি দু'জনের ঝগড়াটা ঠিক কী নিয়ে। হঠাৎ চিৎকার করে উঠল কে যেন; তারপর ধুপ করে একটা আওয়াজ শুনলাম—মনে হলো আঘাত করা হয়েছে কাউকে।' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল পার্সন্স। তারপর বলল, 'শুনে মনে হলো, বেশ জোরেই করা হয়েছে আঘাতটা।'

'আঘাতের শব্দ...সাধারণত জোরালো হয় না,' বলল পয়রো।

'হতে পারে, স্যর। তবে আমার কাছে শব্দটা জোরালো মনে হয়েছে।'

'তা হলে আমি দুঃখিত। আমার ভুল হওয়াটা অস্বাভাবিক

না।'

'না, না, আপনার দুঃখিত হওয়ার কী আছে? যা-হোক, যা বলছিলাম—আঘাতের শব্দ শুনলাম, তারপর সব চুপচাপ। খানিক বাদে পরিষ্কার শুনতে পেলাম মিস্টার লেভার্সনের কণ্ঠ। গলা চিনতে অসুবিধা হয়নি, কারণ তখনও চেঁচাচ্ছিলেন তিনি। "মাই গড" শব্দ দুটো কয়েকবার বলতে শুনেছি তাঁকে তখন, স্যর।'

'তারপর?'

'খারাপ কোনওকিছু ঘটল কি না সে-চিন্তা পেয়ে বসল আমাকে। উপরতলায় গিয়ে সরেজমিন দেখবো কি না ভাবছিলাম। বিছানা থেকে নেমে লাইট জ্বালাতে গেছি, দুর্ভাগ্যক্রমে ধাক্কা লেগে উল্টে পড়ল একটা চেয়ার। যা-হোক, ঘরের দরজা খুলে বের হলাম, এগিয়ে যাচ্ছিলাম সার্ভেন্টস' হল ধরে। ওটার শেষমাথায় আরেকটা দরজা আছে, খেয়াল করেছেন কি না জানি না, তারপর আছে একটা প্যাসেজ। ওখান থেকে পেছনের-সিঁড়ি উঠে গেছে উপরতলায়। সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছে গেছি, উঠবো কি উঠবো না সে-দ্বিধা কাজ করছে মনে, এমন সময় শুনতে পেলাম হাসিখুশি গলায় মিস্টার লেভার্সন বলছেন, "কপাল ভালো, কোনও ক্ষতি হয়নি। গুডনাইট।" তারপর শুনি শিস বাজাতে বাজাতে প্যাসেজ ধরে এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি নিজের ঘরের দিকে। তখন ধরেই নিলাম গুরুতর কিছু হয়নি। তাই ফিরে এসে শুয়ে পড়লাম বিছানায়।

কিছু বলল না পয়রো, কী যেন ভাবছে ভ্রূ কুঁচকে।

'যদি কিছু মনে না-করেন, স্যর, একটা প্রশ্ন করি আপনাকে? মিস্টার লেভার্সন যে-গলায় গুডনাইট বলেছেন, শুনলে কি কারও মনে হবে, খুন হয়েছেন স্যর রুবেন?'

'তুমি নিশ্চিত মিস্টার লেভার্সনই বলেছেন কথাটা?' পার্সন্সের প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গেল পয়রো।

BanglaBook.org

ছোটখাটো বেলজিয়ান মানুষটার দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকাল পার্সন্স, কিছু বলল না।

পয়রো বুঝে নিল, ঠিক-বেঠিক যা-ই হোক, গুডনাইট কে বলেছে সে-ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চিত পার্সন্স।

'আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন, স্যর?'

'হ্যাঁ। মিস্টার লেভার্সনকে পছন্দ করো তুমি?'

'জী?'

'সহজ প্রশ্ন। মিস্টার লেভার্সনকে পছন্দ করো?'

প্রশ্নটা প্রথমবার শুনে হকচকিয়ে গিয়েছিল পার্সন্স, এবার মনে হচ্ছে অস্বস্তিতে পড়ে গেছে সে। বলল, 'আমরা যারা চাকরি করি এই বাড়িতে, স্যর, তাদের বেশিরভাগের মতে, মিস্টার লেভার্সন একজন দিলখোলা ভদ্র যুবক। কথাটা ঠিক না বেঠিক জানি না, কিন্তু তিনি যে বেশ চালাকচতুর তা জোর দিয়ে বলতে পারি।'

'লোকটাকে দেখিনি আমি, তারপরও একই মত আমার।'

'আরও যদি জানতে চান তা হলে বলতে পারি, তিনি বেশ চুপচাপ, শান্ত প্রকৃতির। সাধারণত এ-রকম কিছু করতে চান না যার ফলে ঝামেলায় পড়তে হয় অন্য কাউকে।'

'আসলেই?'

গলা খাঁকারি দিল পার্সন্স। 'তাঁর সম্বন্ধে হার লেডিশিপের চিন্তাভাবনা অন্যরকম হতে পারে, অস্বীকার করবো না।'

'তা হলে...যারা চাকরি করে এই বাড়িতে তাদের মতে...মিস্টার লেভার্সন কি খুনটা করেছেন?'

'আমরা কেউই ভাবতে চাই না কথাটা। আমাদের বিশ্বাস, খুন করার মতো লোক না মিস্টার লেভার্সন।'

'কিন্তু রাগলে লোকটা ভয়ঙ্কর, না?'

জবাব দেয়ার আগে কিছুক্ষণ ইতস্তত করল পার্সন্স, তারপর পয়রোর কাছে এসে নিচু গলায় বলল, 'রাগলে এ-বাড়ির কোন্

Banglabook.org

লোকটা ভয়ঙ্কর না, বলুন?'

চার

পার্সন্সকে আপাতত আর কিছু জিজ্ঞেস করার দরকার আছে বলে মনে হয় না। তাই সময় নষ্ট না-করে, আবারও সেই নম্র আর সৌহার্দ্যপূর্ণ বাউ করে বেরিয়ে এল পয়রো, ইতস্তত হেঁটে বেড়াতে লাগল বাড়ির চৌকোনা বড় হলটাতে।

হঠাৎ থামল সে, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল দু'-এক মিনিট, কী যেন ভাবছে। মৃদু একটা শব্দ শুনতে পেল এমন সময়, অহঙ্কারী রবিনপাখির মতো ঘাড়টা কাত করে তাকাল শব্দের উৎসের দিকে। তারপর, হলের দিকে খোলে, এ-রকম একটা দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল নিঃশব্দ পায়ে।

গোবরাটে দাঁড়িয়ে আছে পয়রো, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে ভিতরে। আসবাব আর সাজসজ্জা দেখে বোঝা যাচ্ছে, এটা একটা লাইব্রেরি। এককোনায়, বড় একটা ডেস্কের ধারে বসে আছে হালকাপাতলা গড়ন আর পাণ্ডুর চেহারার এক যুবক, কী যেন লিখছে। ওর থুঁতনিটা নীচের দিকে সামান্য বাঁকানো, চোখে চশমা।

লোকটাকে একদৃষ্টিতে কয়েক মিনিট দেখল পয়রো। তারপর, মঞ্চনাটকের অভিনেতারা কৃত্রিম ভঙ্গিতে যেভাবে কাশে, সেভাবে গলা খাঁকারি দিয়ে নীরবতা ভাঙল।

ডেস্কের ধারে বসে-থাকা যুবক লেখা থামিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে

BanglaBook.org

তাকাল ওর দিকে। দেখে মনে হচ্ছে না হকচকিয়ে গেছে লোকটা, তবে দ্বিধার ছাপ পড়েছে ওর চেহারায়।

বাউ করে ঘরের ভিতরে ঢুকল পয়রো। 'নিশ্চয়ই মিস্টার ট্রেফুসিসের সঙ্গে কথা বলছি আমি? আহ্, সম্মানিত বোধ করছি! আমার নাম পয়রো, এরকুল পয়রো। আমার নাম হয়তো শুনেছেন।'

'ওহ্, হ্যাঁ, অবশ্যই।'

মনোযোগী দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকাল পয়রো।

ওয়েন ট্রেফুসিসের বয়স বত্রিশ-তেত্রিশ হবে। ওর দিকে ভালোমতো তাকালে বোঝা যায়, কেন কেউ আমলে নিচ্ছে না লেডি অ্যাস্টওয়েলের অভিযোগ। নিখুঁত ভদ্রলোক বলতে যা বোঝায়, মিস্টার ট্রেফুসিস ঠিক তা-ই। ওর পোশাক পরিপাটি, কথাবার্তায় মার্জিত ভাব। দেখলে মনে হয় না লোকটা কারও কোনও কথার প্রতিবাদ করে অথবা করতে জানে। এ-রকম লোকেরা বেশিরভাগ সময় ভুগতে থাকে একধরনের মানসিক দুর্বলতায়, তাই কেউ কিছু করতে বললে বিনাবাক্যব্যয়ে করে কাজটা। এদের রাগ থাকে না, অথবা থাকলেও এদেরকে রাগ করতে দেখে না কেউ।

'লেডি অ্যাস্টওয়েল খবর দিয়ে নিয়ে এসেছেন আপনাকে,' পয়রো চুপ করে আছে দেখে মুখ খুলল ট্রেফুসিস। 'তিনি বলেছিলেন, পুলিশের লোকদের উপর আস্থা নেই তাঁর, তাই একজন পরামর্শদাতা গোয়েন্দার সাহায্য নেবেন। ...আমি কি কোনওভাবে সাহায্য করতে পারি আপনাকে?'

বিনয়ী আচরণ; কেন যেন মনে হয় সেটা মেকি না, আন্তরিকতার ছোঁয়া আছে তাতে।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল পয়রো। নরম গলায় বলল, 'পরামর্শদাতা গোয়েন্দার কথা যখন বলেছেন লেডি

BanglaBook.org

অ্যাস্টওয়েল, তখন কি খুনটার ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব বিশ্বাস আর সন্দেহের কথাও বলেছেন?'

তিতা হাসি হাসল ওয়েন ট্রেফুসিস। 'কোনও কোনও কথা না-বললেও বোঝা যায়, ঠিক না? আমি জানি লেডি অ্যাস্টওয়েল সন্দেহ করেন আমাকে। ব্যাপারটা উদ্ভট, অযৌক্তিক; তারপরও...। জানেন, স্যর রুবেনের মৃত্যুর পর থেকে আমার সঙ্গে ভালোমতো কথাও বলেন না তিনি। ওই ঘটনার পর থেকে আমাকে দেখলেই কেমন যেন কুঁকড়ে যান তিনি, মনে হয় আমিই যেন...' কথা শেষ না-করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আচরণ। তবে কণ্ঠে অসন্তোষের চেয়ে হাসিখুশি ভাব বেশি।

বুঝতে পারার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে পয়রো বলল, 'হার লেডিশিপের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। আপনি যা বলছেন, সেসব বলেছেন তিনি আমাকে। তবে ওই প্রসঙ্গে কোনও মন্তব্য করিনি আমি, মন্তব্য করার মতো সময় আসেনি এখনও। তা ছাড়া...যারা নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকে সবসময়, তাদেরকে তাদের মতের বিরুদ্ধে কোনওকিছু বলতে যাওয়াটা সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছু না। ঠিক কি না?'

'জী, সম্পূর্ণ ঠিক।'

'তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছি আমি। এখন পর্যন্ত মনে হচ্ছে, মিস্টার লেভার্সন ছাড়া অন্য কারও পক্ষে খুনটা করা সম্ভব না। তবে এ-কথাও সত্যি, এমন অনেক ঘটনা ঘটে পৃথিবীতে, যেগুলো আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হয়।'

'বুঝতে পেরেছি। আমি কী করতে পারি তা যদি বলতেন...'

'সে-রাতের ঘটনাটা বলতে পারেন আমাকে। ডিনার থেকে শুরু করুন।'

'ডিনারের সময় উপস্থিত ছিল না লেভার্সন। স্যর রুবেনের

BanglaBook.org

সঙ্গে ভীষণ মনোমালিন্য হয়েছিল ওর, তাই ডিনার করতে চলে গিয়েছিল দ্য গল্ফ হোটেলে। এই ঘটনায় মেজাজ খিঁচড়ে ছিল স্যর রুবেনের। ন'বছর ধরে কাজ করছি তাঁর কাছে, রেগে গেলে তিনি কেমন লোক জানতাম ভালোমতোই। মাথা গরম হয়ে গেলে তাঁকে মানানো খুব কঠিন ছিল, মিস্টার পয়রো। সে-সময় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যেতেন তিনি, হাতের কাছে যাকে পেতেন তার গায়েই হাত তুলতেন বলা যায়।'

'তা-ই? তা হলে তাঁর অধীনে কাজ করতে অসুবিধা হতো না আপনার?'

'কোনও কোনও মানুষকে মানিয়ে চলার আশ্চর্য ক্ষমতা দেন ঈশ্বর। আমাকেও দিয়েছেন হয়তো। তাই স্যর রুবেনের গালমন্দ আর দুর্ব্যব্হার সহ্য হয়ে গিয়েছিল আমার। তবে রাগের মাথায় যত খারাপ ব্যবহারই করুন না কেন, মানুষ হিসেবে স্যর রুবেন কিন্তু মন্দ ছিলেন না। তিনি রেগে গেলে, সবসময় যে-কায়দা অবলম্বন করতাম আমি তা হলো, কখনও তাঁর মুখের উপর কিছু বলতাম না, চুপ করে শুধু শুনে যেতাম।'

'অন্যরাও কি আপনার মতো একই কাজ করত?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ট্রেফুসিস। 'স্বামীকে মোটেও ভয় পেতেন না লেডি অ্যাস্টওয়েল। তাই স্যর রুবেন যদি রাগের মাথায় দুটো কথা শোনাতেন তাঁকে, প্রত্যুত্তরে তিনিও কথা শোনাতে ছাড়তেন না। কিন্তু পরে ঠিকই মিল হয়ে যেত দু'জনের। ...আসলে...স্যর রুবেন বোধহয় খুব ভালোবাসতেন তাঁর স্ত্রীকে।'

'সে-রাতে ঝগড়া হয়েছিল তাঁদের দু'জনের মধ্যে?'

এদিকওদিক তাকাল ট্রেফুসিস, দ্বিধা করছে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'মনে হয়। ...কেন জিজ্ঞেস করলেন কথাটা?'

'মনে হলো, তাই।'

BanglaBook.org

‘অবশ্য...আমি জোর দিয়ে বলতে পারবো না। তবে দেখে মনে হচ্ছিল কথা কাটাকাটি হয়েছে।’

‘ডিনারে আর কে কে ছিল?’

‘মিস মারগ্রেভ। মিস্টার ভিক্টর অ্যাস্টওয়েল। আর আমি।’

‘তারপর?’

‘ডিনার সেরে ড্রইংরুমে যাই আমরা। আমাদের সঙ্গে আসেননি স্যর রুবেন। তবে মিনিট দশেক বাদে হাজির হন তিনি। তখন একনজর দেখেই বুঝতে পারি মেজাজ সপ্তমে উঠে আছে তাঁর। আমাকে হাতের কাছে পেয়ে সামান্য একটা চিঠির ব্যাপারে ভীষণ গালমন্দ করেন। একটা কথাও না-বলে তাঁর সঙ্গে টাওয়ার রুমে যাই আমি তখন, সমস্যাটার সমাধান করে দিই। কিছুক্ষণ পর সেখানে যান মিস্টার ভিক্টর অ্যাস্টওয়েল, বলেন তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে নাকি কী একটা বিষয়ে জরুরি কথা আছে। তাই নীচে নেমে আসি আমি, গিয়ে বসি ড্রইংরুমে। তখন সেখানে বসে-ছিলেন লেডি অ্যাস্টওয়েল আর মিস মারগ্রেভ।’

মাথা ঝাঁকিয়ে বলে যাওয়ার ইঙ্গিত দিল পয়রো।

‘বিশ-পঁচিশ মিনিট পর শুনি, পাগলের মতো ঘণ্টা বাজাচ্ছেন স্যর রুবেন। হন্তদন্ত হয়ে ড্রইংরুমে হাজির হয় পার্সন্স, বলে স্যর রুবেনের কাছে যেতে হবে তৎক্ষণাৎ। টাওয়ার রুমে ঢোকার সময় দেখি, ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন মিস্টার ভিক্টর অ্যাস্টওয়েল। তাড়াহুড়োয় ধাক্কা লেগে গিয়েছিল তাঁর সঙ্গে, আরেকটু হলে পড়েই যাচ্ছিলাম। তখন তাঁর চেহারার দিকে তাকাই, একনজরেই বুঝতে পারি কিছু একটা হয়েছে, এবং সে-কারণে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে আছেন তিনি। ও...বলিনি বোধহয়...মিস্টার ভিক্টরের মেজাজও কিন্তু সাংঘাতিক। আমার না-হয় তাড়াহুড়ো ছিল, তাঁর তো ছিল না; তারপরও আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলেই দিয়েছিলেন...’

Banglabook.org

'ইচ্ছাকৃতভাবে?'

'হতে পারে।'

'বললেন, কিছু একটা হয়েছে। কী হয়েছিল? সে-ব্যাপারে পরে আপনাকে কিছু বলেছিলেন স্যর রুবেন?'

আবারও ইতস্তত করল ট্রেফুসিস। 'না, তেমন কিছু না। তবে...'

'তবে?'

'আমাকে দেখামাত্র স্যর রুবেন বললেন, "ভিক্টর একটা পাগল। রাগলে রক্ত উঠে যায় ওর মাথায়। যে-কোনওদিন যে-কাউকে খুন করে ফেলবে সে।"

পয়রো'র মনে হচ্ছে, কী কথা হয়েছিল স্যর রুবেন আর মিস্টার ভিক্টরের মধ্যে তা কিছুটা হলেও জানে ট্রেফুসিস, কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে চেপে যাচ্ছে। সিদ্ধান্ত নিল, এ-ব্যাপারে জোরাজুরি করবে না লোকটাকে। 'তারপর?' বলল সে, 'তারপর কী হলো?'

'তারপর প্রায় দেড় ঘণ্টার মতো ছিলাম স্যর রুবেনের সঙ্গে, একসঙ্গে কাজ করছিলাম দু'জনে। এগারোটার দিকে লেডি অ্যাস্টওয়েল গিয়ে ঢোকেন টাওয়ার রুমে। তখন স্যর রুবেন আমাকে বলেন, "যাও, গিয়ে শুয়ে পড়ো।" '

'আপনি চলে আসেন?'

'জী।'

'লেডি অ্যাস্টওয়েল কতক্ষণ ছিলেন স্যর রুবেনের সঙ্গে সে-ব্যাপারে কোনও ধারণা আছে আপনার?'

'জী না। হার লেডিশিপের বেডরুম একতলায়, আর আমারটা দ্বিতীয় তলায়। তাই তিনি ঠিক কখন বের হন টাওয়ার রুম থেকে, কখন নিজের ঘরে যান, কিছুই টের পাইনি।'

'আচ্ছা, যে-রাতে খুনটা হলো সে-রাতে কোনওকিছু কি খোয়া গেছে টাওয়ার রুম থেকে?'

BanglaBook.org

'না। তবে সিন্দুকটা...' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ট্রেফুসিস। 'আমি আসলে নিশ্চিত না। আন্দাজে কোনওকিছু বলাটা ঠিক হবে না। হাজার হোক, এটা একটা হত্যাকাণ্ড।'

'ও আচ্ছা,' দু'-একবার মাথা ঝাঁকিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল পয়রো। 'এবার, মসিঁয়ে, টাওয়ার রুমে নিয়ে চলুন আমাকে।'

পাঁচ

চওড়া সিঁড়ি ধরে ট্রেফুসিসের পিছু পিছু দোতলায় হাজির হলো পয়রো। করিডর ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওকে ট্রেফুসিস, শেষমাথায় পৌঁছে একটা দরজা পার হয়ে ছোট একটা প্যাসেজে হাজির হলো দু'জনে। সামনে আরেকটা দরজা। এটা পার হয়ে দু'জনে হাজির হলো ক্রাইম-সিনে।

ঘরটা বেশ বড়, বাড়ির অন্য যে-কোনও ঘরের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ উঁচু, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ত্রিশ ফুট বাই ত্রিশ ফুট হবে। দেয়ালে সাজানো আছে বেশ কয়েকটা তলোয়ার আর অ্যাসেগাই। কয়েকটা টেবিল দেখা যাচ্ছে, সেগুলোর উপর এলোমেলোভাবে রাখা আছে হাবিজাবি কিছু জিনিস। ঘরের এককোনায়, জানালার ধারে বড় একটা রাইটিং টেবিল। সেটার দিকে সোজা এগিয়ে গেল পয়রো। 'স্যর রুবেনকে কি এখানেই পাওয়া গিয়েছিল?'

মাথা ঝাঁকাল ট্রেফুসিস।

'পেছন থেকে আঘাত করা হয়েছিল তাঁকে, না?'

আবারও মাথা ঝাঁকাল ট্রেফুসিস। 'আদিবাসীদের কিছু জিনিস

Banglabook.org

আছে এই ঘরে, খেয়াল করেছেন হয়তো, সেগুলোর মধ্যে কয়েকটা মুগুরও আছে। পুলিশের ধারণা, ভারী কোনও মুগুর ব্যবহৃত হয়েছে হত্যাকাণ্ডের সময়। তাৎক্ষণিকভাবে মারা গেছেন স্যর রুবেন।'

'তারমানে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা হয়নি তাঁকে, হঠাৎ ঘটে গেছে ঘটনাটা। এককথায়-দু'কথায় মাথায় রক্ত উঠে গিয়েছিল খুনির, মুগুরটা চোখের সামনে দেখামাত্র...'

'বেচারা লেভার্সন!'

'মৃতদেহ কীভাবে পাওয়া গেছে? টেবিলে উপুড় হয়ে পড়ে ছিল?'

'না, টেবিল থেকে পিছলে মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল।'

'ইন্টারেস্টিং!'

'কেন?'

রাইটিং-টেবিলের পলিশ-করা উপরতলে বিষম আকৃতির একটা দাগের প্রতি ইঙ্গিত করল পয়রো। 'এই যে, আপনার প্রশ্নের জবাব।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পয়রো'র দিকে তাকাল ট্রেফুসিস, বুঝতে পারেনি কথাটা।

'বন্ধু আমার,' বুঝিয়ে বলল পয়রো, 'এটা রক্তের দাগ।'

'ওখানে...কোনও কারণে রক্ত লেগে গেছে হয়তো। অথবা...পরে যখন মৃতদেহটা সরানো হয়, তখন লেগে থাকতে পারে।'

'সম্ভবত। আচ্ছা, এই ঘরে কি একটাই দরজা?'

'বাইরের দিকে সিঁড়ি আছে,' বলে ঘরের আবেককোনায় গেল ট্রেফুসিস, ভেলভেটের একটা পর্দা সরাল। একটা সর্পিলাকার সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে, উঠে গেছে উপরের দিকে। 'বাড়িটা আসলে বানিয়েছিলেন এক জ্যোতির্বিদ। এই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলে

BanglaBook.org

টাওয়ারে যাওয়া যায়। ওখানে টেলিস্কোপ বসানো আছে। বাড়িটা কিনে নেয়ার পর প্রথম থেকেই ঘরটাকে বেডরুম হিসেবে ব্যবহার করেছেন স্যর রুবেন। কখনও কখনও, বেশি রাত পর্যন্ত কাজ করলে, উপরে ঘুমাতেন তিনি।'

ক্ষিপ্রগতিতে হেঁটে সিঁড়ির কাছে এল পয়রো, তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠে হাজির হলো টাওয়ারে। একটা ক্যাম্পবেড, একটা চেয়ার আর একটা ড্রেসিংটেবিল দিয়ে সাদামাটাভাবে সাজানো আছে এ-ঘর। এখানে ঢোকার বা বের হওয়ার আর কোনও রাস্তা নেই নিশ্চিত হওয়ার পর, নেমে এসে ক্রাইম-সিনে আবার পা রাখল পয়রো। জানতে চাইল, 'মিস্টার লেভার্সনকে আসতে শুনেছিলেন সে-রাতে?'

মাথা নাড়ল ট্রেফুসিস। 'তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি।'

মাথা ঝাঁকাল পয়রো, অলস দৃষ্টিতে দেখছে ঘরটা। 'এখানে আর তেমন কিছু দেখার আছে বলে মনে হয় না। ...জানালার পর্দাগুলো টেনে দেবেন?'

ওর কথামতো জানালার ভারী কালো পর্দাগুলো টেনে দিল ট্রেফুসিস। অ্যালাব্যাস্টারের বড় ঢাকনাওয়ালা একটা লাইট ঝুলছে ঘরের ছাদ থেকে, ওটা জ্বালাল পয়রো। জিজ্ঞেস করল, 'ডেস্কলাইটও আছে নাকি?'

জবাব না-দিয়ে স্যর রুবেনের রাইটিং-টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল ট্রেফুসিস, টেবিলের উপর রাখা সবুজ ঢাকনাওয়ালা একটা শক্তিশালী হ্যাণ্ডল্যাম্প জ্বালাল।

অ্যালাব্যাস্টারের ঢাকনাওয়ালা লাইটটা বন্ধ করে দিল পয়রো। তারপর আবার জ্বালাল। এরপর আবার বন্ধ করল। বলল, 'আমার কাজ শেষ।'

'ডিনার সাড়ে সাতটার সময়,' অনুচ্চ কণ্ঠে বলল ট্রেফুসিস।

Banglabook.org

'সাহায্য-সহযোগিতার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ, মিস্টার ট্রেফুসিস।'

'ও কিছু না।'

যে-ঘরে থাকতে দেয়া হয়েছে পয়রোকে, চিন্তিত ভঙ্গিতে সেখানে ফিরে এসেছে সে। ঘরে এখন ওর সঙ্গে আছে শুধু জর্জ, মনিবের জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখছে।

'জর্জ,' উদাস কণ্ঠে ডাকল পয়রো, 'আমার কি মনে হয়, জানো?'

'কী, স্যর?'

'স্যর রুবেনের হত্যাকাণ্ডটা যদি পরিকল্পিত হয়, তা হলে সেটার পেছনে যে আছে, সে-লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে আজ ডিনারের সময়।'

'লোকটা কে, স্যর?'

'এমন কেউ, রাগলে যে-লোক খুন করে ফেলতেও দ্বিধা করে না। এমন কেউ, যার ব্যাপারে আমাকে বলতে গিয়েও থেমে গেছে পার্সন্স। এমন কেউ, যার কথা, হয়তো ইচ্ছা করেই চেপে গেছে লিলি মারগ্রেভ।'

'কিন্তু...যদি কিছু মনে না-করেন...স্যর রুবেনের মেজাজমর্জিও নাকি সুবিধার ছিল না?'

মাথা ঝাঁকাল পয়রো, ভ্রূ কুঁচকে গেছে। 'খুনটা যে করেছে, তার মেজাজ, স্যর রুবেনের মেজাজের চেয়েও খারাপ। ...ভীষণ রগচটা দু'জন লোকের মধ্যে যদি ঝগড়া লাগে তা হলে কী হতে পারে, বলো তো?'

'খুনখারাপি ছাড়া আর কী?' অনেকদিন থেকে পয়রো'র সঙ্গে আছে জর্জ, বুঝতে পারছে তদন্তের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কিছু একটা ঘুরপাক খাচ্ছে ওর মনিবের মাথায়, তাই বলল, 'আমি কি

BanglaBook.org

আপনার জন্য কিছু করতে পারি, স্যর?'

'অবশ্যই। দুটো প্রশ্নের জবাব চাই আমার।'

'কী?'

'এক, সে-রাতে কী রঙের ইভ্‌নিংড্রেস পরেছিল মিস লিলি মারগ্রেভ।'

'আর?'

'ওর দেখাশোনার দায়িত্বে ছিল কোন্‌ হাউসমেইড।'

বরাবরের মতো অবিচলিত ভঙ্গিতে পয়রো'র কথা শুনল জর্জ। 'খুব ভালো, স্যর। আশা করছি প্রশ্ন দুটোর জবাব আগামীকাল সকালের মধ্যেই দিতে পারবো আপনাকে।'

ছয়

সে-রাতে ভিক্টর অ্যাস্টওয়েলের সঙ্গে দেখা হলো না পয়রো'র। ফোন করে জানিয়ে দিলেন লোকটা, জরুরি কাজ পড়ে গেছে, তাই আসতে পারবেন না লণ্ডন থেকে।

'আপনার স্বামীর ব্যবসা দেখাশোনা করেন তিনি, না?' লেডি অ্যাস্টওয়েলকে জিজ্ঞেস করল পয়রো, কিছুক্ষণ কথা বলার জন্য দু'জনে মুখোমুখি বসেছে ড্রইংরুমে ডিনারের পর, লিলিও আছে।

'ওই ব্যবসায় ভিক্টর একজন পার্টনার,' বুঝিয়ে বললেন লেডি অ্যাস্টওয়েল। 'আমাদের ফার্মের খনি-সংক্রান্ত কাজগুলো দেখে সে, আর সেজন্য প্রায়ই আফ্রিকায় যেতে হয় ওকে।' লিলির দিকে তাকালেন তিনি। 'খনিই তো, না?'

BanglaBook.org

'জী, ম্যাই লেডি।'

'কীসের খনি?' জানতে চাইল পয়রো।

'সোনার, মনে হয়। তামা বা টিনও হতে পারে। আমি আসলে...পুরোপুরি নিশ্চিত না। লিলি, তোমার তো জানা থাকার কথা—তুমি না সবসময় এ-বিষয়ে এটা-সেটা জিজ্ঞেস করতে রুবেনকে? ...সাবধান, আরেকটু হলে কিন্তু ধাক্কা লেগে পড়ে যাবে ফ্লাওয়ারভাসটা!'

'আগুনের পাশে খুব গরম লাগছে, ম্যা'ম,' বলল লিলি। 'জানালাটা খুলে দিই?'

'ইচ্ছা হলে দাও।'

জানালার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে লিলি, ওকে দেখছে পয়রো। জানালাটা খুলে দিল মেয়েটা। ওখানে দু'-এক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকল সে, দম নিচ্ছে রাতের ঠাণ্ডা বাতাসে। ফিরে এসে যখন আগের জায়গায় বসল, তখন ওকে জিজ্ঞেস করল পয়রো, 'খনির ব্যাপারে তা হলে আগ্রহ আছে মাদমইযেলের?'

'তেমন কিছু না,' নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বলল মেয়েটা। 'ওসব বিষয়ে মাঝেমধ্যে আমার সঙ্গে কথা বলতেন স্যর রুবেন, চুপ করে থেকে শুধু শুনতাম আমি। আসলে ওসব ব্যাপারে বলতে গেলে কিছুই জানি না।'

'কিন্তু রুবেন যখন কথা বলত তোমার সঙ্গে, তখন তো এমন ভান করতে যেন অনেক কিছুই জানো,' বললেন লেডি অ্যাস্টওয়েল। 'বেচারা রুবেন কি ভাবত, জানো? ভাবত, ওকে এটা-সেটা জিজ্ঞেস করার পেছনে কোনও-না-কোনও মতলব আছে তোমার।'

কথাটা শুনে বিরক্ত হলো লিলি, এবং সেটা নজর এড়াল না পয়রো'র।

কৌশলে প্রসঙ্গ পাল্টাল সে, টুকটাক বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ

BanglaBook.org

করতে লাগল। কিছুক্ষণ পর লেডি অ্যাস্টওয়েলকে বলল, 'মাদাম, আমি কি আপনার সঙ্গে একান্তে দুটো কথা বলতে পারি?'

উঠে ঘরের বাইরে চলে গেল লিলি।

পয়রো'র দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন লেডি অ্যাস্টওয়েল।

'সে-রাতে স্যর রুবেনকে জীবিত অবস্থায় শেষ দেখেছেন আপনিই, না?' জিজ্ঞেস করল পয়রো।

মাথা ঝাঁকালেন লেডি অ্যাস্টওয়েল, তাঁর চোখে পানি চলে এসেছে হঠাৎ করে, কালো কোনাওয়ালা একটা রুমাল দিয়ে অশ্রু মুছবার চেষ্টা করছেন।

'আহ্, কাঁদবেন না দয়া করে। মিনতি করি, এভাবে ভেঙে পড়বেন না।'

'কী করবো? সামলাতে পারি না তো।'

'আপনি এ-রকম করলে আপনাকে কোনওকিছু জিজ্ঞেস করতেও দ্বিধা হবে আমার।'

'না, না, জিজ্ঞেস করুন। ...কী যেন বলতে চাচ্ছিলেন?'

'রাত এগারোটার দিকে টাওয়ার রুমে গিয়েছিলেন আপনি, আর আপনাকে দেখে মিস্টার ট্রেফুসিসকে ছেড়ে দেন স্যর রুবেন। ঠিক?'

কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন লেডি অ্যাস্টওয়েল। 'সময়টা...ও-রকমই হবে।'

'কতক্ষণ ছিলেন আপনি স্যর রুবেনের সঙ্গে?'

'পৌনে বারোটার দিকে নিজের ঘরে চলে আসি আমি। সময়টা খেয়াল আছে, কারণ আসার আগে ঘড়ির দিকে তাকিয়েছিলাম।'

'সে-রাতে আপনার স্বামীর সঙ্গে ঠিক কী বিষয়ে কথা হয়েছিল আপনার, বলবেন?'

Banglabook.org

প্রশ্নটা শুনে কান্নায় ভেঙে পড়লেন লেডি অ্যাস্টওয়েল, ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, 'আমাদের মধ্যে...ঝগড়া হয়েছিল সে-রাতে।'

'কী নিয়ে?'

'অনেক, অনেক কিছু নিয়ে। শুরুটা হয় লিলিকে দিয়ে। ইদানীং মেয়েটাকে কোনও কারণ ছাড়াই দেখতে পারত না রুবেন। প্রায়ই অভিযোগ করত আমার কাছে, ওর কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে লিলি, এবং সে-ব্যাপারে রুবেন যদি কিছু জিজ্ঞেস করে লিলিকে তা হলে মেয়েটা নাকি এটা-সেটা বলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। আসলে রুবেন চাচ্ছিল বিদায় করে দেয়া হোক মেয়েটাকে। কিন্তু ওর মুখের উপর মানা করে দিয়ে বলি, লিলিকে পছন্দ করি আমি, এবং ওকে বিদায় করা আমার পক্ষে সম্ভব না।'

'তারপর?'

'রুবেন ছিল রগচটা স্বভাবের, এককথায়-দু'কথায় কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে যায় আমাদের মধ্যে সে-রাতে, চেঁচিয়ে গালমন্দ করতে থাকে সে আমাকে, তখন আমিও মুখে যা আসে শুনিয়ে দিই। কিন্তু মিস্টার পয়রো, বিশ্বাস করুন, মন থেকে বলিনি আমি ওকে কথাগুলো। ...রুবেন কি বলেছিল আমাকে, জানেন? বলেছিল, ও নাকি গরিব আর ইতর পরিবেশ থেকে তুলে নিয়ে এসে বিয়ে করেছে আমাকে। আমি বললাম, থাক, এখন আর এসব বলে কী লাভ?'

চুপ করে আছে পয়রো, সামলে নেয়ার সময় দিচ্ছে লেডি অ্যাস্টওয়েলকে।

'আমার কষ্টটা কোথায়, জানেন?' কিছুক্ষণ পর বলতে শুরু করলেন ভদ্রমহিলা। 'একটা মানুষ চলে গেল দুনিয়া ছেড়ে, ওর সঙ্গে আর কখনও দেখা হবে না হয়তো, কিন্তু যখন সে গেল, তার

BanglaBook.org

আগেও খারাপ ব্যবহার করেছি লোকটার সঙ্গে। নিজেকে কখনও ক্ষমা করতে পারবো না। কিন্তু...আমিই বা জানবো কী করে কেউ একজন খুন করতে যাচ্ছে ওকে সে-রাতে?' দু'হাতে চেহারা ঢাকলেন লেডি অ্যাস্টওয়েল।

পয়রো বলল, 'আমার কথা শুনে খারাপ লেগেছে আপনার, কষ্ট পেয়েছেন আপনি, তাই ক্ষমা চাই। আসুন, কাজের কথা বলি এখন। আপনার কি এখনও মনে হয়, মিস্টার ট্রেফুসিসই খুন করেছেন আপনার স্বামীকে?'

হাত সরিয়ে পয়রো'র দিকে তাকালেন লেডি অ্যাস্টওয়েল। 'একটা কথা সবসময় মনে রাখবেন, মিস্টার পয়রো। মেয়েলোকদের সহজাত প্রবৃত্তি কখনও ভুল হয় না।'

'কিন্তু...খুনটা কখন করলেন তিনি?'

'কখন? অবশ্যই আমি টাওয়ার রুম থেকে চলে আসার পর।'

'তা হলে আসুন ঘটনাগুলো মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করি। রাত পৌনে বারোটার দিকে স্যর রুবেনকে রেখে চলে এলেন আপনি। বারোটা বাজার মিনিট পাঁচেক আগে আবির্ভাব ঘটল মিস্টার লেভার্সনের। তারমানে, আপনি বলতে চাচ্ছেন, এই দশ মিনিটের মধ্যে নিজের বেডরুম থেকে টাওয়ার রুমে গিয়ে হাজির হন মিস্টার ট্রেফুসিস এবং খুন করেন স্যর রুবেনকে? সম্ভব ব্যাপারটা?'

'জী, সম্ভব।'

'আসলেই?'

'হ্যাঁ, আসলেই। কারণ ট্রেফুসিস বলেছে সে নাকি শুয়ে পড়েছিল এবং শোওয়ামাত্র ঘুমিয়ে গেছে। কিন্তু কথাটা সত্যি না মিথ্যা, সে-ব্যাপারে কি আদৌ সাক্ষ্য দিয়েছে কেউ?'

'না, দেয়নি। খুনের সময়টাতে ঠিক কোথায় ছিলেন মিস্টার ট্রেফুসিস, তা একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না হয়তো।'

BanglaBook.org

'বাড়ির প্রায় সবাই শুয়ে পড়েছিল ততক্ষণে, এবং যাকেই জিজ্ঞেস করবেন সে-ই বলবে, শোওয়ামাত্র ঘুমিয়ে গেছি। কাজেই, ঠিকই বলেছেন—খুনের সময়টাতে ঠিক কোথায় ছিল ট্রেফুসিস তা একমাত্র সে ছাড়া আর কেউ জানে না। কেউই দেখেনি ওকে।'

নীরবতা।

চুপ করে আছে পয়রো, কী যেন ভাবছে। চুপ করে আছেন লেডি অ্যাস্টওয়েলও।

কিছুক্ষণ পর উঠে দাঁড়াল পয়রো, লেডি অ্যাস্টওয়েলকে গুডনাইট জানিয়ে ফিরে এল নিজের ঘরে।

পরদিন খুব সকালে, পয়রো'র বেডসাইড টেবিলে মর্নিংকফির ট্রে নামিয়ে রাখতে গিয়ে জর্জ যখন দেখল ওর মনিব একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ছাদের দিকে তখন মৃদু গলায় বলল, 'স্যর, সে-রাতে হালকা সবুজ শিফনের একটা ড্রেস পরেছিলেন মিস মারগ্রেভ।'

'ধন্যবাদ,' ছাদের সঙ্গে যেন চুম্বকের মতো আটকে গেছে পয়রোর দৃষ্টি, 'তুমি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য।'

'বাড়ির তিন নম্বর হাউসমেইড দেখাশোনা করে মিস মারগ্রেভের, স্যর। ওর নাম গ্ল্যাডিস।'

'ধন্যবাদ, জর্জ। তুমি অমূল্য।'

'মোটেও না, স্যর।'

বিছানা ছেড়ে নামল পয়রো, হেঁটে গিয়ে দাঁড়াল জানালার কাছে, বাইরে তাকাল। 'সকালটা চমৎকার, না? দেখে মনে হচ্ছে, এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি বাড়ির কেউ। এই সুযোগে টাওয়ার রুমে গিয়ে ছোটখাটো পরীক্ষানিরীক্ষা করতে পারি আমরা। বলো, পারি না?'

BanglaBook.org

'আমাকে আসতে হবে, স্যর?'

'এক্সপেরিমেন্টটা করতে তেমন একটা কষ্ট হবে না আমাদের,' ঘুরিয়ে জবাব দিল পয়রো।

সাত

দু'জনে যখন এগিয়ে পৌঁছাল টাওয়ার রুমে, তখনও সরানো হয়নি ঘরের পর্দাগুলো। ওগুলো সরিয়ে দিতে যাচ্ছিল জর্জ, ওকে মানা করল পয়রো। 'ঘরটা যেভাবে আছে সেভাবেই থাক। শুধু ডেস্কল্যাম্পটা জ্বালাও।'

আদেশ পালন করল জর্জ।

'এবার, জর্জ, ওই চেয়ারটাতে বসে পড়ো। ...বসেছ? এখন এমন ভঙ্গি করো, যেন খুব মনোযোগ দিয়ে কোনওকিছু লিখছ। ...এই তো, সুন্দর হচ্ছে। তা হলে আমি কী করবো এখন? একটা মুগুর তুলে নেবো, চুপিসারে এগিয়ে যাবো তোমার দিকে, আমার দিকে পিছন ফিরে থাকবে তুমি। জায়গামতো হাজির হয়ে জোরে এক বাড়ি মারবো তোমার মাথায়।'

'জী, স্যর,' বলল জর্জ।

'কিন্তু বাড়ি খেয়ে যেন লেখা চালিয়ে যেয়ো না আবার! বুঝতেই পারছ, খুনি যেভাবে আঘাত করেছে স্যর রুবেনকে, সেভাবে আঘাত করবো না তোমাকে। কিন্তু এমন ভান করতে হবে তোমাকে, যেন ঠিক ঠিকই বাড়ি খেয়েছ। আঘাত পেয়ে সামনে ঝুঁকে মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে হবে তোমাকে ডেস্কের উপর। তখন শিথিল হয়ে যাবে তোমার হাত দুটো, নিস্তেজ হয়ে

BanglaBook.org

যাবে শরীরটা। ...দাঁড়াও, আমি ঠিক করে দিচ্ছি। ...না, না, পেশী ফোলানোর দরকার নেই।' অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে দীর্ঘশ্বাস ফেলল পয়রো। 'না, ঠিকমতো হচ্ছে না, জর্জ। ওঠো, আমি বসি তোমার জায়গায়।'

উঠে দাঁড়াল জর্জ, জায়গা ছেড়ে দিল পয়রোকে।

চেয়ারটাতে বসে পড়ল পয়রো। 'এবার আমি লিখছি। খুব ব্যস্ত আছি, কোনওদিকে খেয়াল নেই। চুপিসারে আমার পেছন থেকে এগিয়ে আসছ তুমি। মুগুর দিয়ে দিলে এক বাড়ি আমার মাথায়। ধুম! আমার হাত থেকে কলম পড়ে গেল, আমিও পড়ে গেলাম সামনে ঝুঁকে। কিন্তু খেয়াল করে দেখো, খুব বেশি দূর পড়ার উপায় নেই আমার, কারণ চেয়ারটা নিচু, আর ডেস্কটা উঁচু। তা ছাড়া যেহেতু লিখছিলাম সেহেতু আমার হাত দুটো আগেই রাখা ছিল ডেস্কে, সে-কারণে হাতের সাপোর্ট পাচ্ছি আমি। ...এবার, জর্জ, গোবরাটে গিয়ে দাঁড়াও, আমার দিকে তাকিয়ে বলো কী দেখতে পাচ্ছ।'

কথামতো কাজ করল জর্জ, তারপর গলা খাঁকারি দিল জোরে।

'হ্যাঁ, বলো, জর্জ।'

'স্যর, আমি দেখতে পাচ্ছি...ডেস্কের ধারে চেয়ারে বসে আছেন আপনি।'

'বসে আছি?'

'আসলে...ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে না আপনাকে, দূর থেকে দেখছি তো...। তা ছাড়া ল্যাম্পশেডটাও অনেক মোটা। ...ঘরে আরেকটা লাইট আছে, জ্বালিয়ে দেবো, স্যর?'

'কোনও দরকার নেই। এই আলোতেই কাজ চলবে আমাদের। ...আবার শুরু করা যাক। ডেস্কের উপর ঝুঁকে আছি আমি। গোবরাটে দাঁড়িয়ে আছো তুমি। এবার এগোও আমার

BanglaBook.org

দিকে, জর্জ, এগোও। কাছে এসে হাত রাখো আমার কাঁধে।'

কথামতো কাজ করল জর্জ।

'এবার ঝুঁকো একটুখানি। ভাবখানা এমন, কী হয়েছে তা যেন বুঝতে চাচ্ছ ভালোমতো। ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য ভর দাও একপায়ে। আহ্! এই তো...' পয়রো'র নিস্তেজ শরীরটা কাত হয়ে গেল একদিকে, 'পড়ে গেলাম! ...হুঁ, ঠিক যা ভেবেছিলাম। এবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটা করতে হবে।'

'কী, স্যর?'

'পেট ভরে নাস্তা খেতে হবে আমাকে,' নিজের কৌতুকে নিজেই হাসল পয়রো। 'পাকস্থলীর দাবি,' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'কখনও অগ্রাহ্য করতে হয় না।'

কিছু বলল না জর্জ।

আপনমনে মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে নীচে নেমে এল পয়রো। সবকিছু খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে, এবং সেজন্য খুশি সে।

ব্রেকফাস্টের পর বাড়ির তৃতীয় হাউসমেইড গ্ল্যাডিসের সঙ্গে দেখা হলো ওর। কথা বলে বোঝা গেল, চার্লসের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল হলেও কোনও সন্দেহ নেই মহিলার মনে, ওই লোকই করেছে খুনটা।

'বেচারা!' আন্তরিকই মনে হলো গ্ল্যাডিসের দরদ, 'কী একটা কাণ্ড করে বসল রাগের মাথায়!'

'মিস মারগ্রেভের সঙ্গে তো...ভালোই খাতির ছিল মিস্টার লেভার্সনের, না?' জানতে চাইল পয়রো, বিশেষ ইঙ্গিত আছে ওর প্রশ্নে। 'দু'জনেরই বয়স কম।'

মাথা নাড়ল গ্ল্যাডিস। 'মিস্টার লেভার্সনের ব্যাপারে মিস লিলির বলতে গেলে কোনও আগ্রহই নেই। অন্তত মিস লিলির আচরণে সন্দেহ করার মতো কিছু দেখিনি কখনও। তিনি সবসময়

BanglaBook.org

বুঝিয়ে দিয়েছেন, মিস্টার লেভার্সনের জন্য আলাদা কোনও আবেগ কাজ করে না তাঁর মনে।'

'কিন্তু মিস্টার লেভার্সনের মনে তো আলাদা আবেগ কাজ করে মিস লিলির জন্য, না?'

'স্যর, এ-ব্যাপারে কী বলবো, বলুন? একে তো সুন্দরী মেয়েছেলে, তার উপর বিয়েশাদী হয়নি। কাজেই মিস লিলিকে দেখলে মিস্টার লেভার্সনের মতো যে-কোনও অবিবাহিত যুবকের মনেই আলাদা আবেগ কাজ করতে পারে। তারপরও, আমি বলবো, মিস লিলির সঙ্গে মিস্টার লেভার্সনের ব্যবহারেও দোষের কিছু দেখিনি।' হাসল গ্ল্যাডিস। 'তবে...মিস্টার ভিক্টর অ্যাস্টওয়েলের কথা কিন্তু আলাদা।'

'আচ্ছা!'

আবারও হাসল গ্ল্যাডিস। 'জী, স্যর। মিস লিলিকে দেখামাত্র মিস্টার ভিক্টরের সে কী মিষ্টি ব্যবহার! মিস লিলি আসলেই লিলি—মানে পদ্মফুলের মতো, না? যেমন লম্বা, তেমন সুন্দর, সেইসঙ্গে কালো চুলে সোনালি ঝিলিক!'

'এ-রকম কাউকে তো সবুজ রঙের ইভ্‌নিংড্রেসে যারপরনাই সুন্দর লাগার কথা।'

'জী, স্যর। ও-রকম একটা ড্রেস আছে তাঁর। তবে ওটা এখন পরতে পারবেন না তিনি—স্যর রুবেনের হত্যাকাণ্ডের পর থেকে শোক প্রকাশ করছেন। ...আশ্চর্যের ব্যাপার, আপনি বলায় মনে পড়ল, স্যর রুবেন যে-রাতে খুন হলেন সে-রাতে ড্রেসটা পরেছিলেন মিস লিলি।'

'রঙ কী ওটার? হালকা সবুজ নিশ্চয়ই? গাঢ় সবুজ না তো আবার?'

'না, স্যর, হালকা সবুজ। যদি একটু অপেক্ষা করতে পারেন তা হলে ওটা নিয়ে এসে দেখাতে পারি আপনাকে।'

BanglaBook.org

'কিন্তু...মিস লিলি কিছু বলবে না?'

'না, স্যর। কুকুরগুলো নিয়ে বাইরে গেছেন তিনি, ফিরতে সময় লাগবে। এই ফাঁকে নিয়ে আসি আমি ড্রেসটা।'

মাথা ঝাঁকাল পয়রো।

দ্রুত পায়ে চলে গেল গ্ল্যাডিস, ফিরে এল কয়েক মিনিট পরই। ওর হাতে একটা হ্যাঙ্গার, সেটাতে ঝুলছে হালকা সবুজ রঙের একটা ইভ্‌নিংড্রেস।

'চমৎকার!' বিড়বিড় করল পয়রো, হাত বাড়িয়ে দিল ওটা নেয়ার জন্য। 'আলোতে নিয়ে গিয়ে ভালোমতো দেখি তো।'

গ্ল্যাডিসের হাত থেকে ড্রেসটা নিল সে, উল্টো ঘুরে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল জানালার দিকে। ঝুঁকে কী যেন দেখল ড্রেসটাতে, তারপর হ্যাঙ্গার-ধরা হাতটা সামনে মেলে দিল শপথ করার ভঙ্গিতে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'এটা দেখানোর জন্য তোমাকে একহাজারবার ধন্যবাদ।'

'ওভাবে বলে লজ্জা দেবেন না, স্যর। মেয়েদের পোশাকের ব্যাপারে ফরাসিরা একটু বেশিই আগ্রহী, জানি আমরা।'

'আমি আসলে ফরাসি না, বেলজিয়ান,' বলে ড্রেসটা ফিরিয়ে দিল পয়রো।

ওটা নিয়ে যেভাবে এসেছিল, তারচেয়েও দ্রুত গতিতে চলে গেল গ্ল্যাডিস।

নিজের দুই হাতের দিকে তাকাল পয়রো, মুচকি হাসল। ওর ডান হাতে নখ-ছাঁটার ছোট্ট একটা কেঁচি। আর বাঁ হাতে সবুজ শিফনের কাটা একটা টুকরো।

নিজের ঘরে ফিরে এল সে, জর্জকে ডেকে বলল, 'ড্রেসিংটেবিলের ড্রয়ারে সোনার একটা স্কার্ফপিন থাকার কথা। দেখো তো আছে নাকি।'

পিনটা বের করল জর্জ। 'পেয়েছি, স্যর।'

BanglaBook.org

'ওয়াশস্ট্যাণ্ডে কার্বলিক সলিউশন আছে। পিনের মাথাটা চুবাও তো ওই দ্রবণে।'

কথামতো কাজ করল জর্জ। সে জানে ওর মনিবের পেশা কী, তাই পয়রো'র মর্জিমাফিক কাজ করতে গিয়ে আশ্চর্য হয় না আর।

'করেছ? ভালো! এবার এসো আমার দিকে। এই যে, তোমার দিকে তর্জনী বাড়িয়ে দিলাম। পিনের মাথাটা ঢুকিয়ে দাও আমার আঙুলে।'

'মাফ করবেন, স্যর, আপনি কি আপনার আঙুল ফুটো করতে বলছেন আমাকে?'

'ঠিক ধরেছ। আমার রক্ত বের করতে হবে তোমাকে, বুঝতেই পারছ, কিন্তু বেশি না।'

মনিবের আঙুলটা ধরল জর্জ।

চোখ বন্ধ করল পয়রো, হেলান দিল।

স্কার্ফপিন দিয়ে খোঁচা দিল জর্জ।

মৃদু চিৎকার করে উঠল পয়রো। আঙুলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হয়েছে, আর লাগবে না।' পকেট থেকে সবুজ শিফনের টুকরোটা বের করল, আঙুলের ডগায় উদয়-হওয়া রক্তের ফোঁটাটা সাবধানে লাগিয়ে দিল টুকরোটায়। কী ঘটেছে, তা দেখল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, 'কী ব্যাপার, জর্জ, কিছু জানতে চাচ্ছ না যে? তোমার কি কোনও কৌতূহলই নেই? ...ভালো, কৌতূহল না-থাকাটাও একদিক দিয়ে ভালো। কারণ এর ফলে অনেক শান্তিতে থাকা যায়।'

জবাব না-দিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল জর্জ—একটা গাড়ি এসে থেমেছে এইমাত্র, আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। 'মাফ করবেন, স্যর,' বলল সে, 'এক ভদ্রলোককে দেখতে পাচ্ছি বড় একটা গাড়িতে চেপে হাজির হয়েছেন।'

কথাটা শোনামাত্র প্রায় লাফিয়ে দাঁড়িয়ে গেল পয়রো।

BanglaBook.org

'মিস্টার ভিক্টর অ্যাস্টওয়েল! যাচ্ছি আমি নীচে, পরিচিত হতে হবে লোকটার সঙ্গে।'

আট

'এই গাধার বাচ্চা গাধা!' হলের শেষমাথা থেকে শোনা যাচ্ছে ভিক্টর অ্যাস্টওয়েলের চিৎকার, 'যা করছিস দেখে কর্! ওই বাক্সের ভিতরে কাচের জিনিস আছে। ...হারামজাদা পার্সন্স, যা সর্, ওটা নামিয়ে রাখ্ বলছি! হাঁদারাম কোথাকার!'

তাড়াহুড়ো করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল পয়রো। লম্বাচওড়া লোক ভিক্টর অ্যাস্টওয়েল, তাঁকে সবিনয়ে বাউ করল সে।

'তুমি আবার কে?' খেঁকিয়ে উঠলেন মিস্টার অ্যাস্টওয়েল।

আবারও বাউ করল পয়রো। 'আমার নাম এরকুল পয়রো।'

'ঈশ্বর!' চোখ বড় বড় হয়ে গেছে মিস্টার অ্যাস্টওয়েলের। 'ন্যান্সি, মানে ভাবী ডেকে এনেছে আপনাকে, না?' পয়রো'র কাঁধে হাত রাখলেন তিনি, এবং ওই ভঙ্গিতেই ওকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন লাইব্রেরির দিকে। 'তা হলে আপনিই সেই লোক যাকে নিয়ে এত আলোচনা চলছে সারাবাড়িতে।' পয়রোকে আপাদমস্তক দেখলেন একবার। 'কিছু মনে করবেন না, খারাপ ব্যবহারের জন্য আমি দুঃখিত। আসলে আমার শোফারটা একটা রামছাগল। আর পার্সন্সটা একটা গাধা। বয়স যত বাড়ছে, বুদ্ধি তত কমছে লোকটার। এদেরকে নিয়ে আর পারছি না। বোকা লোকদেরকে দু'চোখে দেখতে পারি না আমি। কিন্তু এমনই

BanglaBook.org

কপাল আমার, যখনই যেদিকে যাই, কোনও-না-কোনও বোকা লোক জুটে যায় সঙ্গে। ...আপনি আবার বোকা না তো, মিস্টার পয়রো?'

'আমাকে যারা বোকা ভাবে, পরে দেখা যায় তাদের ধারণা ভুল হয়েছে, এবং সেজন্য পস্তায় তারা,' শান্ত গলায় বলল পয়রো।

'তা-ই নাকি? আপনাকে যারা চালাক ভাবে, তারাও কিন্তু পস্তাতে পারে পরে।'

'কার কথা বলছেন?'

'ন্যান্সির কথা। ওর মাথায় ছিট আছে, ইতোমধ্যে জেনেছেন হয়তো। আর সেজন্যই সন্দেহ করছে ট্রেফুসিসের মতো এক দুধের-বাচ্চাকে। যার নাক টিপলে এখনও দুধ পড়ে, সে-রকম এক হাবাকে আমার ভাইয়ের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়াতেই তো আপনাকে এখানে এনেছে সে, তা-ই না? সেক্ষেত্রে আগেই বলে রাখি, শুধু শুধু সময় নষ্ট করছেন।'

'যে-কাজে মানুষের স্বভাবচরিত্র পর্যবেক্ষণের সুযোগ পাওয়া যায়, সে-কাজে সময় নষ্ট হয় না কখনও।'

'স্বভাবচরিত্র, না?' কথা বলতে বলতে লাইব্রেরিতে পৌঁছে গেছেন তাঁরা, পয়রো'র কাঁধ থেকে হাত সরালেন মিস্টার অ্যাস্টওয়েল, ওর দিকে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে, তারপর ধপ্ করে বসে পড়লেন একটা চেয়ারে। 'আপনার জন্য করার মতো কিছু কি আছে আমার?'

'জী, আছে। যে-রাতে খুন হন আপনার ভাই, সেদিন সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল আপনার। সে-বিষয়ে জানতে চাই আমি।'

মাথা নাড়লেন ভিক্টর অ্যাস্টওয়েল। 'ওসব জেনে কোনও লাভ নেই।'

BanglaBook.org

'লাভ আছে কি নেই তা আপনি জানলেন কীভাবে?'

'জানলাম, কারণ আমাদের ঝগড়ার সঙ্গে চার্লস লেভার্সনের কোনও যোগাযোগ নেই।'

'লেডি অ্যাস্টওয়েল মনে করেন, খুনটার সঙ্গে মিস্টার লেভার্সনের কোনও যোগাযোগ নেই।'

'পাগলে কী না বলে, ছাগলে কী না খায়!'

'পার্সন্সের ধারণা, সে-রাতে স্যর রুবেনের ঘরে গিয়েছিলেন মিস্টার লেভার্সন। আমাদের মনে রাখতে হবে, এটা একটা ধারণামাত্র—পার্সন্স কিন্তু নিজচোখে মিস্টার লেভার্সনকে যেতে দেখেনি স্যর রুবেনের ঘরে। কেউই দেখেনি।'

'খুব সাধারণ একটা বিষয়কে কেন শুধু শুধু জটিল করছেন, বুঝতে পারছি না। উপযুক্ত কোনও কারণ ছাড়াই চার্লসের সঙ্গে যাচ্ছেতাই ব্যবহার করছিল রুবেন কয়েকদিন ধরে। আমার সঙ্গেও যারপরনাই বাজে ব্যবহার করেছে সে। ওর বিরক্তি যাতে আরও বাড়ে সেজন্য ঠিক করি, চার্লসের পক্ষ নেবো আমি। ...হ্যাঁ, রুবেনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম সে-রাতে, এককথায়-দু'কথায় আমাদের মধ্যে ঝগড়াও লেগে গিয়েছিল। পরে নিজের ঘরে ফিরে যাই আমি, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়িনি। একটা চেয়ারে বসে সিগারেট খাচ্ছিলাম। ঘরের দরজাটা খোলা ছিল তখন। আমার ঘরটা দ্বিতীয় তলায়, মিস্টার পয়রো, আর ঠিক পাশেই চার্লসেরটা।'

'মিস্টার ট্রেফুসিসের ঘরও কি দ্বিতীয় তলায়?'

মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার অ্যাস্টওয়েল। 'হ্যাঁ, আমার ঘরের ঠিক পেছনে।'

'সিঁড়ির কাছে?'

'না, অন্যদিকে।'

কৌতূহল ফুটে উঠেছে পয়রো'র চেহারায়, কিন্তু মিস্টার

BanglaBook.org

অ্যাস্টওয়েল তা খেয়াল করলেন না, বলে চললেন, 'চার্লসের জন্য অপেক্ষা করছিলাম আমি। যতদূর মনে হয়, বারোটা বাজার মিনিট পাঁচেক আগে, কে যেন দড়াম করে লাগায় সদর-দরজাটা। আমি ভাবি, ফিরে এসেছে চার্লস। কিন্তু মিনিট দশেক কোনও খবর ছিল না ওর। পরে যখন করিডর ধরে আসছিল সে, ওর অবস্থা দেখে বুঝতে পারি, ওর সঙ্গে কথা বলতে গেলে খবর আছে।'

'আচ্ছা,' বিড়বিড় করল পয়রো।

'সোজা হয়ে হাঁটতে পর্যন্ত পারছিল না সে। ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল ওকে। ওর অবস্থা দেখে ওকে কিছু না-বলার সিদ্ধান্ত নিই আমি। কিন্তু পরে বুঝতে পারি, কত বড় ভুলটাই না করেছি! আসলে রুবেনকে খুন করেছিল তো, তাই ওভাবে চুপিসারে উঠে আসছিল শয়তানটা।'

'টাওয়ার রুম থেকে কিছু শুনতে পাননি তখন?'

'না। কারণ, আপনার মনে রাখা উচিত, মিস্টার পয়রো, টাওয়ার রুম বাড়ির একপ্রান্তে, আর আমার ঘর ঠিক আরেকপ্রান্তে। এবং বাড়ির দেয়ালগুলোও অনেক মোটা—আগেরদিনের বেশিরভাগ বাড়ির মতো। কেউ যদি নিশুতি রাতেও পিস্তল দাগে টাওয়ার রুমে, আমার মনে হয় না আমার ঘর থেকে শোনা যাবে আওয়াজটা।'

মাথা ঝাঁকাল পয়রো।

'যা-হোক,' বলে চললেন মিস্টার ভিক্টর, 'চার্লসের সঙ্গে যে কোনও কথাই হয়নি আমার সে-রাতে, তা কিন্তু না। হাজার হোক আমার ভাগ্নে, তাই কিছুটা হলেও মায়া লাগছিল, সে-কারণে উঠে গিয়ে জিজ্ঞেস করি কোনও সাহায্য লাগবে নাকি, ওকে ধরে ওর ঘর পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিতে হবে কি না। কিন্তু সে বলে, কারও সাহায্যের দরকার নেই ওর, ঠিকই আছে সে। তারপর কোনওরকমে গিয়ে ঢোকে নিজের ঘরে, আবারও দড়াম

Banglabook.org

করে লাগায় দরজা। তখন আর কিছু করার নেই ভেবে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ি আমিও, কাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়ি বিছানায়।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে কার্পেটের দিকে তাকিয়ে পয়রো বলল, 'আপনি কি বুঝতে পারছেন, মিস্টার অ্যাস্টওয়েল, আপনার সাক্ষ্য কতখানি গুরুত্বপূর্ণ?'

'মনে হয়।...কী বোঝাতে চাচ্ছেন আসলে?'

'সদর-দরজা লাগানোর পর দশ মিনিট কোনও খবর ছিল না মিস্টার লেভার্সনের। পুলিশের কাছে বলেছেন তিনি, যতদূর মনে পড়ে আমার, বাড়িতে ফিরে আসার পর নাকি সোজা নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু আপনার কথার সঙ্গে মিলছে না সেটা। ওদিকে হত্যাকাণ্ডটার সঙ্গে স্যর রুবেনের সেক্রেটারিকে জড়িয়েছেন লেডি অ্যাস্টওয়েল, কিন্তু সেটা প্রমাণ করা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে এখন পর্যন্ত। অথচ আপনার কথায় একটা অ্যালিবাই তৈরি হয়ে গেছে।'

'কী রকম?'

'লেডি অ্যাস্টওয়েল বলেছেন পৌনে বারোটার দিকে টাওয়ার রুম থেকে চলে আসেন তিনি। মিস্টার ট্রেফুসিস শুয়ে পড়েছিলেন এগারোটার দিকে। তারমানে, সেক্রেটারি সাহেবই যদি খুনি হয়ে থাকেন, তা হলে পৌনে বারোটা থেকে মিস্টার লেভার্সনের ফিরে আসার আগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে করেছেন তিনি কুকর্মটা। এখন, আপনার কথামতো, দরজা খুলে বসে ছিলেন আপনি; কাজেই আপনার নজর এড়িয়ে টাওয়ার রুমের দিকে যাওয়ার উপায় ছিল না মিস্টার ট্রেফুসিসের।'

'হুঁ, ঠিক।'

'সেজন্যই বলছিলাম একটা অ্যালিবাই তৈরি হয়ে গেছে। ...আচ্ছা, একতলা থেকে দোতলায় ওঠার অন্য কোনও সিঁড়ি নেই?'

BanglaBook.org

'না, নেই। নিজের ঘর থেকে যদি টাওয়ার রুমের দিকে যেতে হয় ট্রেফুসিসকে, আমার ঘরের সামনে দিয়েই যেতে হবে, এবং আমি নিশ্চিত কাজটা করেনি সে সে-রাতে। যা-হোক, মিস্টার পয়রো, একটু আগেও বলেছি, আবারও বলছি, ওকে শুধু শুধু সন্দেহ করে লাভ নেই—মানুষ তো পরের কথা, একটা মাছি মারারও ক্ষমতা নেই ওর। কথায় বলে না, সাত চড়ে রা নেই? ট্রেফুসিস হচ্ছে সে-রকম।'

'বুঝলাম। স্যর রুবেনের সঙ্গে কী নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল আপনার, তা কি বলবেন না?'

লাল হয়ে গেল মিস্টার অ্যাস্টওয়েলের চেহারা। 'আমাকেও সন্দেহ করে লাভ নেই, মিস্টার পয়রো। ভাইকে খুন করিনি আমি।'

ছাদের দিকে তাকাল পয়রো। নিচু গলায়, কিন্তু যাতে মিস্টার অ্যাস্টওয়েল শুনতে পান এমনভাবে বলল, 'যেখানে মেয়েছেলে জড়িত, সেখানে ঝগড়া হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু না।'

লাফিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন ভিক্টর অ্যাস্টওয়েল। 'আপনার সাহস তো কম না! কী বলতে চাচ্ছেন আপনি?'

'মিস লিলি মারগ্রেভের কথা বলতে চাচ্ছি,' বলল পয়রো।

দু'-এক মিনিট ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলেন মিস্টার অ্যাস্টওয়েল, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন পয়রো'র দিকে। একসময় লালিমা বিদায় নিল তাঁর চেহারা থেকে, ধীরে ধীরে বসে পড়লেন আবার। 'আপনি দেখছি খুবই চালাক লোক, মিস্টার পয়রো। ...ঠিকই ধরেছেন, লিলির ব্যাপারেই ঝগড়া করেছিলাম সে-রাতে। মেয়েটাকে এই বাড়ি থেকে তাড়াতে চাচ্ছিল রুবেন। জোর দিয়ে বলছিল, সে নাকি জানতে পেরেছে যে-রেফারেন্স দিয়ে চাকরি নিয়েছে মেয়েটা সেটা নাকি ভুয়া। ওসব কথার একটা বর্ণও বিশ্বাস করিনি আমি।'

BanglaBook.org

'তারপর?'

'তারপর মেয়েটার ব্যাপারে এমন সব কথা বলতে শুরু করে সে, যা বলার কোনও অধিকারই ছিল না ওর।'

'যেমন?'

'যেমন লিলি নাকি রাতের বেলায় কার সঙ্গে দেখা করার জন্য প্রায়ই চুপিসারে বাড়ির বাইরে যায়। কথাটা মোটেও সহ্য হয়নি আমার, তাই মুখে যা আসে শুনিয়ে দিই। আমার রাগারাগি দেখে চুপ হয়ে যায় রুবেন। ও আবার একটু ভয়ই পেত আমাকে, বিশেষ করে যখন রেগে যেতাম আমি তখন।'

পয়রো কিছু বলছে না, চুপ করে তাকিয়ে আছে মিস্টার অ্যাস্টওয়েলের দিকে।

'লিলি মেয়েটা চমৎকার, না?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

জবাব দিল না পয়রো। ওকে দেখে মনে হচ্ছে কোনওদিকেই খেয়াল নেই ওর, আত্মচিন্তায় বিভোর হয়ে গেছে যেন। হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল ওর শরীরটা, তাড়াহুড়ো করে বলল, 'আমার মনে হয় একটু হাঁটাহাঁটি করতে হবে আমাকে। ...আচ্ছা, আশপাশে কোথাও কোনও হোটেল আছে?'

'আছে। দুটো। গল্ফ খেলার মাঠের সঙ্গে আছে একটা, নাম দ্য গল্ফ। অন্যটা রেলস্টেশনের পাশে, নাম দ্য মিটার।'

'ধন্যবাদ,' উঠে দাঁড়াল পয়রো।

ওকে স্থির দৃষ্টিতে দেখছেন মিস্টার অ্যাস্টওয়েল। 'মিস্টার পয়রো, হঠাৎ হাঁটাহাঁটির দরকার পড়ল কেন আপনার, জানতে পারি?'

'কেমন যেন ম্যাজম্যাজ করছে শরীরটা।'

BanglaBook.org

নয়

গল্ফ-খেলার মাঠের ঠিক পাশেই বলে হোটেলের নাম দেয়া হয়েছে দ্য গল্ফ। ক্লাব হাউসটাও ওটার সঙ্গে। তথাকথিত "হাঁটাহাঁটির" নাম করে এই হোটেলেই এল পয়রো আগে। এখানকার ম্যানেজার ল্যাংডন নামের এক মহিলা, তাঁর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেলতে তিন মিনিটও সময় লাগল না পয়রো'র।

'আমার কথা খারাপ লাগছে না তো আপনার?' ভাব দেখলে মনে হবে পয়রো যেন বিনয়ের অবতার। 'কোনওভাবে কষ্ট পাচ্ছেন না তো মনে?'

'ছি, ছি, কী বলছেন এসব? আপনার মতো সুন্দর করে কথা বলতে পারে না অনেকেই।'

'না পারারই কথা। আমি একজন গোয়েন্দা কি না।'

'গোয়েন্দা!' পয়রো'র দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন মিস ল্যাংডন।

'জী, গোয়েন্দা, তবে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের না। হয়তো ইতোমধ্যে বুঝতে পেরেছেন সেটা। আমি আবার ইংরেজও না। বেসরকারি পরামর্শদাতা বলা যেতে পারে আমাকে।'

'আচ্ছা।'

'স্যর রুবেন অ্যাস্টওয়েলের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করছি আমি।'

'এতক্ষণে বুঝেছি!'

'সবাইকে তো আবার সব কথা বলা যায় না, তাই শুধু

BanglaBook.org

আপনাকেই বললাম কথাটা। আপনাকে দেখে কেন যেন যথেষ্ট বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন বলে মনে হচ্ছে আমার।'

সন্তুষ্টির হাসি হাসলেন মিস ল্যাংডন।

'সেজন্যই ভাবছিলাম,' তোষামুদি চালিয়ে যাচ্ছে পয়রো, 'আমাকে হয়তো সাহায্য করতে পারবেন আপনি।'

'কীভাবে?'

'এমন কোনও ভদ্রলোকের কথা কি জানেন, যিনি, স্যর রুবেন যে-রাতে খুন হন সেদিন সন্ধ্যায় বেরিয়ে পড়েছিলেন হোটেল ছেড়ে, কিন্তু রাত বারোটা-সাড়ে বারোটার দিকে ফিরে এসেছিলেন হোটেলে?'

চোখ বড় বড় হয়ে গেছে মিস ল্যাংডনের। 'আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন না যে...'

'না, আমি ভাবছি না খুনি এই হোটেলে আছে। কিন্তু আমার ধারণা, এই হোটেলে এখন আছেন এ-রকম কোনও একজন অতিথি সে-রাতে পায়ে হেঁটে যাত্রা করেছিলেন স্যর রুবেনের বাড়ির দিকে। এবং যদি তা-ই হয়, তা হলে, হতে পারে এমন কিছু একটা দেখেছেন তিনি যার কোনও মানে নেই তাঁর কাছে, কিন্তু আমার তদন্তে কাজে লাগতে পারে সেটা।'

বিজ্ঞের মতো মাথা ঝাঁকালেন মিস ল্যাংডন। 'বুঝতে পেরেছি। দাঁড়ান, একটু ভেবে দেখি সে-রাতে কে কে ছিল হোটেলে।' ভ্রূ কুঁচকালেন তিনি, একটা একটা করে নাম মনে করছেন আর আঙুলে গুনছেন, 'ক্যাপ্টেন সোয়ান। মিস্টার এল্কিন্স। মেজর ব্লাইয়ান্ট, বুড়ো মিস্টার বেনসন। ...না, স্যর, আমার মনে হয় না এঁদের কেউ বের হয়েছিলেন সে-রাতে হোটেল ছেড়ে।'

'যদি বের হয়ে থাকেন, তা হলে জানার কোনও উপায় ছিল আপনার?'

BanglaBook.org

'ছিল মানে...ভদ্রলোকরা তো সাধারণত ডিনারের জন্যই রাতের বেলায় বাইরে যান, না? কিন্তু ডিনারের পর আর কোথাও যান না। তা ছাড়া, এই জায়গায়, মানে অ্যাবট'স ক্রসে, গল্ফ মাঠ ছাড়া যাওয়ার মতো আর কোনও জায়গাও তো নেই।'

'হুঁ, ঠিকই। তারমানে, মাদমইয়েল, আপনার যতদূর মনে পড়ে, হোটেলের অতিথিদের কেউ বাইরে বের হননি সে-রাতে?'

'স্ত্রীকে নিয়ে ডিনার খেতে বাইরে গিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন ইংল্যাণ্ড।'

'ঠিক আছে, মিস ল্যাংডন, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। এবার দ্য মিটার-এ গিয়ে দেখি কিছু জানা যায় কি না।'

'কিছু জানতে পারলে ওখানেই জানতে পারবেন। ওখান থেকে যে-কেউ যখন-খুশি-তখন বেরিয়ে যেতে পারে বাইরে।'

আশ্চর্যের ব্যাপার, দ্য মিটার-এর ম্যানেজারও একজন মহিলা, নাম কোল। তাঁর ব্যবহার রূঢ়, আর হোটেলটাও রেলস্টেশন-লাগোয়া বলে দ্য গল্ফের চেয়ে সস্তা।

পয়রো'র কথা শোনামাত্র ভ্রূ কুঁচকে গেল মিস কোলের, কাজের সময় যাতে বেশিক্ষণ বিরক্ত না-করে সে সেজন্য সরাসরি চলে গেলেন প্রাসঙ্গিক আলাপে, 'হ্যাঁ, যতদূর মনে পড়ে, সে-রাতে এক ভদ্রলোক বাইরে গিয়েছিলেন, ফিরে এসেছিলেন আনুমানিক সাড়ে বারোটার দিকে। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেও আশ্চর্য লাগেনি আমার কাছে।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করল পয়রো।

'কারণ রাতের বেলায় বাইরে যাওয়া, এবং বেশ কিছুক্ষণ বাইরে কাটিয়ে ফিরে আসা লোকটার স্বভাব।'

'তারমানে, আপনি বলতে চাচ্ছেন, কাজটা নিয়মিত করেন তিনি?'

BanglaBook.org

'ঠিক নিয়মিত না...আসলে আগেও তাঁকে ওভাবে যেতে-আসতে দেখেছি আমি দু'-একবার।'

'কী নাম তাঁর?'

'কী যেন নাম লোকটার...কী যেন নাম...। নাহ্, মনে করতে পারছি না। দাঁড়ান, দেখে বলি।' বড় একটা লেজার বের করলেন মিস কোল, সামনের টেবিলে রেখে পাতা উল্টাতে লাগলেন। 'উনিশ, বিশ, একুশ, বাইশ...এই যে, পেয়েছি। নেইলর, ক্যাপ্টেন হামফ্রে নেইলর।'

'এখানে আগেও ছিলেন তিনি? নাকি এ-ই প্রথম? তাঁকে কি ভালোমতো চেনেন আপনি?'

'এর আগেও একবার ছিলেন।'

'কতদিন আগে?'

ঠোঁট উল্টালেন মিস কোল। 'দু'সপ্তাহ হবে। আগের লেজার দেখলে ঠিক তারিখটা বলতে পারবো। ...লাগবে আপনার?' পয়রো মাথা নেড়ে মানা করে দেয়ায় বলে চললেন, 'তখনও রাতের বেলায় বাইরে যেতেন তিনি। দেখেছি আমি একবার, মনে আছে।'

'অ্যাবট'স ক্রসে কী কাজে আসেন তিনি? গল্ফ খেলতে?'

'মনে হয়। এখানে যাঁরা আসেন, তাঁদের বেশিরভাগেরই উদ্দেশ্য সেটাই।'

'ঠিক আছে, মাদমইযেল, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। গুড ডে।'

চিন্তিত চেহারায় ফিরতি পথ ধরল পয়রো। পকেট থেকে বের করে কী যেন দেখল দু'-একবার। 'করতে হবে কাজটা,' বিড়বিড় করে বলল নিজেকে, 'সুযোগ পাওয়ামাত্রই করতে হবে।'

BanglaBook.org

দশ

'পার্সন্স, মিস মারগ্রেভকে দেখেছ নাকি?' বাড়িতে ঢোকামাত্র বাটলারকে দেখতে পেয়ে কথাটা জিজ্ঞেস করল পয়রো।

'না, দেখিনি। তবে আমার মনে হয় স্টাডিরুমে আছেন তিনি, লেডি অ্যাস্টওয়েলের কিছু লেখাজোখার কাজ করছেন।'

দেখে মনে হলো, উত্তরটা শুনে সন্তুষ্ট হয়েছে পয়রো। বিনাকষ্টে নিজেই খুঁজে নিল স্টাডিরুমটা।

জানালার পাশে, একটা ডেস্কের ধারে বসে আছে লিলি, কী যেন লিখছে। ঘরে আর কেউ নেই।

সাবধানে দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে মেয়েটার দিকে এগিয়ে গেল পয়রো। 'মাদমইযেল, যদি কিছু মনে না-করেন, আপনার কাছে দু'-এক মিনিট সময় চাইতে পারি?'

'জী, অবশ্যই,' কাগজপত্র সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল লিলি, পয়রো'র দিকে ঘুরল। 'বলুন, কী করতে পারি আপনার জন্য?'

'কিছুক্ষণ কথা বলতে পারেন।'

'কী কথা?'

'যতদূর বুঝতে পেরেছি, মাদমইযেল, যে-রাতে খুনটা হলো সে-রাতে লেডি অ্যাস্টওয়েল যখন তাঁর স্বামীর ঘরে গিয়েছিলেন, তখন সোজা শুয়ে পড়েছিলেন আপনি। ঠিক?'

মাথা ঝাঁকাল লিলি।

'কোনও কারণে নীচে আসেননি আর?'

BanglaBook.org

মাথা নাড়ল মেয়েটা।

'যতদূর মনে পড়ে, মাদ্‌মইযেল, আপনি বলেছেন সে-রাতে একবারের জন্যও টাওয়ার রুমে যাননি আপনি। ঠিক?'

'সে-রকম কিছু বলেছি বলে তো মনে পড়ছে না। তবে সে-রাতে আসলেই টাওয়ার রুমে যাইনি আমি।'

ভ্রূ উঁচু করল পয়রো। 'ইণ্টারেস্টিং!'

'মানে?'

'মানেটা তো আপনাকে বলতে হবে, মাদমইযেল।'

'আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।'

পকেট থেকে সবুজ শিফনের সেই টুকরোটা বের করল পয়রো, লিলির চোখের সামনে ধরল যাতে ভালোমতো দেখতে পারে মেয়েটা।

ভাবের কোনও পরিবর্তন হলো না লিলির চেহারায়। তবে, পয়রো'র মনে হলো, দম আটকে গিয়েছিল মেয়েটার, হঠাৎ করে আবার শ্বাস নিতে শুরু করায় একটু যেন জোরে শোনাল শব্দটা।

'বুঝতে পারলাম না, মিস্টার পয়রো।'

'সে-রাতে সবুজ শিফনের একটা ড্রেস পরেছিলেন আপনি, মাদমইযেল।'

এবারও ভাবের পরিবর্তন নেই লিলির চেহারায়। 'যদি পরেও থাকি, কোনও সমস্যা হয়েছে?'

'সমস্যা? কত বড় সমস্যা হয়েছে তা আপনি বুঝতে পারছেন না।'

'কী বলছেন আপনি?'

'অস্বীকার করতে পারবেন, আমার হাতের এই টুকরোটা আপনার সে-ড্রেসের না? আপনি যদি টাওয়ার রুমে না-ই গিয়ে থাকেন, তা হলে বলবেন কি, এটা কীভাবে পাওয়া গেল সেখানে?'

BanglaBook.org

'ওটা টাওয়ার রুমে পাওয়া গেছে?' চিৎকার করে উঠল লিলি। 'কোন্ জায়গায়?'

ছাদের দিকে তাকাল পয়রো। 'টুকরোটা টাওয়ার রুমে পাওয়া গেছে—আপনাকে মিথ্যুক প্রমাণ করার জন্য সেটাই কি যথেষ্ট না?'

প্রথমবারের মতো ভীতি দেখা দিয়েছে লিলির চোখে, কিছু একটা বলতে চেয়েও সামলে নিল নিজেকে, দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে ডেস্কের একটা কোনা।

ব্যাপারটা খেয়াল করল পয়রো।

'টাওয়ার রুমে...কখন গিয়েছিলাম সে-রাতে?' নিচু গলায় নিজেকেই যেন প্রশ্ন করছে মেয়েটা, বোঝা গেল আত্মবিশ্বাস হারিয়েছে সে। 'ডিনারের আগে? মনে হয় না। তা ছাড়া...তা ছাড়া...কাপড়ের টুকরোটা ওই ঘরে থাকলে...পুলিশ খুঁজে পেল না কেন?'

'কারণ এরকুল পয়রো যেভাবে চিন্তা করে, পুলিশ সেভাবে চিন্তা করে না।'

'হয়তো...হয়তো...ডিনারের আগে চট করে গিয়েছিলাম ঘরটাতে দু'-এক মিনিটের জন্য। অথবা...হতে পারে আগের রাতে গিয়েছিলাম। হতে পারে...সে-রাতেও একই ড্রেস পরেছিলাম আমি। ...হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত, যে-রাতে খুনটা হলো তার আগের রাতে গিয়েছিলাম টাওয়ার রুমে।'

'আমার মনে হয় না।'

'কেন?'

জবাবে কিছু না-বলে আস্তে আস্তে শুধু মাথা নাড়ল পয়রো।

'কী...কী বলতে চাচ্ছেন?' জোরে কথা বলতেও সাহস পাচ্ছে না লিলি এখন, তাই ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল প্রশ্নটা। কিছুটা সামনের দিকে ঝুঁকেছে সে, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পয়রো'র

BanglaBook.org

দিকে, কালো হয়ে গেছে সুন্দর চেহারাটা।

'আপনি কি আপনার কাপড়ের-টুকরোয় কোনও দাগ দেখতে পাননি, মাদমইয়েল? আপনি কি এখনও বুঝতে পারেননি, ওটা রক্তের দাগ? কার রক্তের দাগ, সেটাও কি বলে দিতে হবে?'

'আপনি...আপনি বলতে চাচ্ছেন...'

'জী, আমি বলতে চাচ্ছি, খুনটা হওয়ার পর টাওয়ার রুমে গিয়েছিলেন আপনি, আগে না। এবার, মাদমইয়েল, সব কথা ঠিক ঠিক বলুন আমাকে। তা না হলে যদি খারাপ কিছু হয় আপনার, তা হলে সেটার জন্য আপনিই দায়ী থাকবেন।'

এগারো

বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পয়রো, অভিযোগ করার ভঙ্গিতে তর্জনী তাক করে রেখেছে লিলির দিকে।

'আপনি...জানতে পারলেন কীভাবে?' দম নিতেও যেন কষ্ট হচ্ছে মেয়েটার।

'কীভাবে জেনেছি সেটা কোনও ব্যাপার না। জেনেছি, সেটাই ব্যাপার। আর শুধু তা-ই না, ক্যাপ্টেন হামফ্রে নেইলরের ব্যাপারেও সব জানি আমি। জানি, লোকটার সঙ্গে গোপনে দেখাও করেছিলেন সে-রাতে।'

ডেস্ক ছেড়ে দিয়ে দু'হাতে মাথা চেপে ধরল লিলি, দেখে মনে হচ্ছে মাথা ঘুরাচ্ছে ওর। তারপর হঠাৎ করেই কান্নায় ভেঙে পড়ল সে।

BanglaBook.org

'এরকুল পয়রোকে ধোঁকা দেয়া এত সহজ না, মাদমইযেল। কথাটা যত তাড়াতাড়ি বুঝতে পারবেন, তত তাড়াতাড়ি শেষ হবে আপনার সমস্যা।'

'আপনি যা ভাবছেন, আসল ঘটনা তা না,' কিছুক্ষণ পর নিজেকে সামলে নিয়ে ধরা-গলায় বলতে শুরু করল লিলি। 'হামফ্রে আমার ভাই। স্যর রুবেনের একটা চুলও স্পর্শ করেনি ও।'

'আপনার ভাই, না? ধরা পড়ে গেলে ও-রকম অনেক ভাইবোনের কথাই শোনা যায়।'

আগের জায়গায় বসে পড়ল লিলি, কপালের উপর নেমে-আসা চুল সরাল। খাঁকারি দিয়ে পরিষ্কার করল গলা; দু'-এক মিনিট পর নিচু কিন্তু স্পষ্ট গলায় বলতে লাগল, 'আপনাকে সত্যি কথাই বলবো আমি, মিস্টার পয়রো। কারণ আমার ব্যাপারে কতদূর জেনেছেন আপনি জানি না, তাই মিথ্যা বলে ফেঁসে যেতে চাই না। ...আমার আসল নাম লিলি মারগ্রেভ না, লিলি নেইলর। হামফ্রে আমার একমাত্র ভাই। কয়েক বছর আগে আফ্রিকায় ছিল ও। তখন একটা সোনার-খনি আবিষ্কার করে, অথবা বলা ভালো, একটা খনিতে সোনার অস্তিত্ব আবিষ্কার করে। খনিটা ঠিক কোথায়; কীভাবে আবিস্কৃত হলো ইত্যাদি জানতে চাইবেন না দয়া করে—বলতে পারবো না, কারণ ওসব টেকনিকাল ডিটেইল্স বুঝি না আমি।'

'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকাল পয়রো। 'তারপর?'

'হামফ্রে'র মনে হলো ওখান থেকে সোনা তুলতে পারলে অনেক লাভ হবে। তাই বাড়ি ফিরে আসে ও। কিছু কাগজপত্র নিয়ে দেখা করে স্যর রুবেন অ্যাস্টওয়েলের সঙ্গে, ভেবেছিল খনিটার ব্যাপারে আগ্রহী করে তুলতে পারবে তাঁকে। কীসের কাগজ বলতে পারবো না, তা ছাড়া স্যর রুবেনের সঙ্গেই বা দেখা

BanglaBook.org

করল কেন তা-ও জানা নেই আমার। যা-হোক, খনিটার ব্যাপারে জানতে পারার পর একজন এক্সপার্টকে আফ্রিকায় পাঠালেন স্যর রুবেন। এর কিছুদিন পর হামফ্রেকে বললেন, এক্সপার্ট লোকটা যে-রিপোর্ট দিয়েছে তা নাকি মোটেও সন্তোষজনক না, বিরাট ভুল করেছে হামফ্রে। আমার বেচারা ভাইটা তখন আবার যায় আফ্রিকায়, খনির অনেক ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং হারিয়ে যায়। আমরা ধরেই নিই মারা পড়েছে ও, কাজেই ওর অভিযান শেষ।

'এই ঘটনার কিছুদিন পর, ম্পালা গোল্ডফিল্ড থেকে সোনা উত্তোলনের জন্য একটা কোম্পানি গঠন করা হয়। তারপর একদিন ভূত দেখার মতো চমকে উঠি, কারণ মরতে মরতে বেঁচে গেছে আমার ভাই, এবং কোনওরকমে ফিরে এসেছে ইংল্যাণ্ডে। এসেই শুনল ওই কোম্পানির কথা, আর শুনেই শুরু করে দিল চোটপাট। কারণ ওর কথা হচ্ছে, ও যে-খনি আবিষ্কার করেছিল সেটা, আর ম্পালা গোল্ডফিল্ড নাকি, খনিবিদ্যার ভাষায় যাকে বলে আইডেন্টিকাল। কোম্পানিটার সঙ্গে কোনও সংশ্লিষ্টতা ছিল না স্যর রুবেনের; কিন্তু হামফ্রে'র এক কথা, ওকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়েছেন তিনি। দিন যত যাচ্ছিল, এ-ব্যাপারে তত উত্তেজিত আর মারমুখী হয়ে উঠছিল ও।

'এ-পৃথিবীতে আমরা দুই ভাইবোন খুব একা, মিস্টার পয়রো, আমাদের জন্য কোথাও কেউ নেই। আমাদের সংসারেও তখন খুব টানাটানি চলছে, দুটো পয়সার জন্য কিছু একটা না করলেই নয় আমার। হামফ্রেকে বোঝালাম তখন, কোনওভাবে যদি ঢুকে পড়তে পারি স্যর রুবেনের বাড়িতে, তা হলে চাকরিও করা যাবে, আবার ম্পালা গোল্ডফিল্ডের সঙ্গে স্যর রুবেনের কোনও যোগাযোগ আছে কি না তা-ও দেখা যাবে। তাই নিজের নাম পাল্টে, ভুয়া রেফারেন্স দিয়ে নিয়ে নিলাম লেডি অ্যাস্টওয়েলের

BanglaBook.org

সেক্রেটারির চাকরিটা।

'সেটার বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছিল পত্রিকায়, আবেদনকারীও ছিল অনেক, আমার চেয়ে ভালো যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীর সংখ্যা ছিল বেশি। তাই ডাচেস অভ পার্থশায়ারের নাম দিয়ে ভুয়া একটা চিঠি লিখলাম আমি—জানতাম আমেরিকায় ঘুরতে গেছেন তিনি তখন। ভেবেছিলাম একজন ডাচেসের পক্ষ থেকে চাকরি দেয়ার অনুরোধপত্র যদি পান লেডি অ্যাস্টওয়েল, তা হলে কেল্লাফতে। ঠিক হয় আমার অনুমান, চাকরি পেয়ে যাই আমি।

'কিন্তু তারপর থেকে, প্রকৃতপ্রস্তাবে আমার ভূমিকা ছিল একজন গুপ্তচরের মতো, আজ পর্যন্ত সাফল্যের দেখা পাইনি যদিও। স্যর রুবেন, নিজের বিযনেস-সিক্রেট ফাঁস করার মতো লোক না। কিন্তু কথায় আছে, মওসুম বদলায় এবং সবুরে মেওয়া ফলে। একদিন আফ্রিকা থেকে ফিরে এলেন ভিক্টর অ্যাস্টওয়েল। এই লোকের মেজাজ স্যর রুবেনের চেয়েও কড়া, আর পেটটা অনেক পাতলা। তখন আমি বিশ্বাস করতে শুরু করি, যে-অভিযোগ করেছিল আমার ভাই, তা ভুল না।

'খুনটা হওয়ার সপ্তাহ দু'-এক আগে অ্যাবট'স ক্রসে এসে হাজির হয় হামফ্রে। তখন প্রায়ই গভীর রাতে ওর সঙ্গে দেখার করার জন্য চুপিসারে বেরিয়ে পড়তাম বাড়ি থেকে। ভিক্টর অ্যাস্টওয়েলের কাছ থেকে যেসব কথা জেনেছি সেগুলো বলতাম ওকে। শুনে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে হামফ্রে, আমাকে বলে কাজ চালিয়ে যেতে, কারণ আমি নাকি ঠিক পথেই আছি।

'সব ঠিকমতোই চলছিল, কিন্তু কথায় আছে চোরের দশদিন আর গৃহস্থের একদিন। একরাতে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় কে যেন দেখে ফেলল আমাকে, জানিয়ে দিল স্যর রুবেনকে। সন্দিহান হয়ে উঠলেন তিনি, ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করলেন আমার রেফারেন্স নিয়ে। ডাচেসের নামে লেখা চিঠি যে ভুয়া, জানতে

BanglaBook.org

বেশি সময় লাগল না তাঁর। এবং জানলেন তো জানলেন, যে-রাতে খুন হলেন তিনি সেদিন সকালেই জানতে পারলেন কথাটা। হয়তো ভেবেছিলেন, তাঁর স্ত্রীর গহনাগাটির উপর নজর আমার। তখন স্বাভাবিকভাবেই আমাকে এই বাড়িতে আর একদিনও থাকতে দিতে চাচ্ছিলেন না তিনি। যা-হোক, আমার পক্ষ নিয়ে সে-রাতে স্যর রুবেনের উপর বলতে গেলে ঝাঁপিয়ে পড়েন লেডি অ্যাস্টওয়েল।'

থামল লিলি, একটানা অনেকক্ষণ কথা বলে হাঁপিয়ে গেছে।

চেহারা ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেছে পয়রো'র। 'এবার, মাদমইয়েল, খুনের রাতে কী হয়েছিল সেটা বলুন।'

কষ্ট করে ঢোক গিলল লিলি। মাথা ঝাঁকিয়ে বলতে লাগল, 'প্রথমেই বলে রাখি, সে-রাতে দেখা করার কথা ছিল হামফ্রে'র সঙ্গে। লেডি অ্যাস্টওয়েল টাওয়ার রুমে যাওয়ামাত্র নিজের ঘরে যাই আমি—বলেছি আগেও, কিন্তু শুয়ে পড়িনি। বরং একলা বসে অপেক্ষা করছিলাম কখন ঘুমিয়ে যাবে বাড়ির সবাই। আমার কাছে যখন মনে হয়েছে সবাই ঘুমিয়ে গেছে, তখন চুপিসারে নামি সিঁড়ি দিয়ে, পার্শ্বদরজা দিয়ে চলে যাই বাড়ির বাইরে। দেখা করি হামফ্রে'র সঙ্গে, দ্রুত দু'-চার কথায় বুঝিয়ে বলি ওকে কী সর্বনাশ হয়েছে। আরও বলি, যে-কাগজপত্র চাচ্ছে সে, আমার ধারণা সেগুলো টাওয়ার রুমে স্যর রুবেনের সিন্দুকের ভিতরে আছে। তখন দু'জনে সিদ্ধান্ত নিই, মরিয়া হয়ে শেষচেষ্টা করে দেখবো কাগজগুলো উদ্ধার করা যায় কি না।

'প্রথমে আমি এসে ঢুকি বাড়ির ভিতরে, কথা ছিল রাস্তা পরিষ্কার কি না জানার পর সিগনাল দেবো হামফ্রেকে, তখন সে-ও ঢুকে পড়বে। যা-হোক, আমি পার্শ্বদরজা দিয়ে ঢুকতে-না-ঢুকতেই ঢং ঢং শব্দে জানিয়ে দেয় গির্জার ঘড়িটা, বারোটা বাজছে। সিঁড়ি বেয়ে উঠছি, অর্ধেকটা এসেছি, এমন সময় ধপ্

করে একটা আওয়াজ শুনতে পাই, মনে হয় কিছু একটা পড়েছে কোথাও। সঙ্গে সঙ্গে কে যেন চেঁচিয়ে বলে, “মাই গড!”

‘মূর্তির মতো স্থির হয়ে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ি আমি, কী করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। দু’-এক মিনিট পর দেখি, খুলে গেছে টাওয়ার রুমের দরজা, বেরিয়ে আসছে চার্লস লেভার্সন। করিডরের জানালা খোলা ছিল সে-রাতে, চাঁদের আলো ঢুকছিল ভিতরে, সে-আলোয় লোকটার চেহারা স্পষ্ট দেখেছি আমি। মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে পারি, আমি যদি ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকি তা হলে আমাকে দেখে ফেলবে সে। তাই গুটিসুটি মেরে বসে পড়ি সিঁড়ির অন্ধকার এককোনায়।

‘যা-হোক, দরজা দিয়ে বের হলো লোকটা, দেখতে পেল না আমাকে। করিডরে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ, কিছুটা টলছিল যেন, ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল ওকে। দেখে মনে হলো কিছু একটা শুনবার চেষ্টা করছিল। নিজের উপর জোর খাটিয়ে স্থির হলো একসময়, তারপর “সব ঠিক আছে, কিছুই হয়নি,” এ-রকম বোঝানোর জন্য কিছু একটা বলল। গলা শুনলে মনে হবে যেন খুব খুশি সে, কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখেছি, ঠিক উল্টো কথা বলছিল ওর চেহারা। আরও মিনিটখানেক অপেক্ষা করল সে, তারপর করিডর ধরে হাঁটতে লাগল আস্তে আস্তে, দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল একসময়।

‘লোকটা চলে যাওয়ার পর আরও দু’-এক মিনিট অপেক্ষা করি আমি, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাই টাওয়ার রুমের দিকে। তখন কেন যেন বার বার মনে হচ্ছিল আমার, দুঃখজনক কিছু একটা ঘটেছে। যা-হোক, ঢুকলাম ঘরে। মেইন লাইট নেভানো, কিন্তু ডেস্কল্যাম্প জ্বলছে। ওই আলোয় দেখি, নিজের রাইটিংডেস্কের পাশে, মেঝেতে পড়ে আছেন স্যার রুবেন। বিশ্বাস করুন, দৃশ্যটা দেখে আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার মতো অবস্থা, তারপরও কীভাবে সামলে নিলাম নিজেকে জানি না।

Banglabook.org

লোহা যেভাবে আকর্ষিত হয় চুম্বকের দিকে, নিজের অজান্তেই স্যর রুবেনের দিকে সেভাবে এগিয়ে যাচ্ছিলাম আমি। কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসি তাঁর পাশে, তাঁকে একনজর দেখেই বুঝতে পারি মারা গেছেন তিনি—ভারী কিছু একটা দিয়ে পেছন থেকে আঘাত করা হয়েছে এবং অল্প কিছু সময় আগে করা হয়েছে খুনটা। সাহস করে তাঁর একটা হাত ছুঁয়ে দেখি, তখনও গরম আছে সেটা। ওহ্, মিস্টার পয়রো, কী ভয়ঙ্কর!' ঘটনাটা মনে করতে গিয়ে কেঁপে উঠল লিলি।

'তারপর?' জিজ্ঞেস করল পয়রো, আগ্রহী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেয়েটার দিকে।

মাথা ঝাঁকাল লিলি। 'আমি বোধহয় বুঝতে পারছি কী ভাবছেন আপনি। কেন চিৎকার করলাম না তখন, কেন ঘুম থেকে ডেকে তুললাম না বাড়ির সবাইকে, তা-ই তো? ওটাই করা উচিত ছিল আমার, জানি আমি, কিন্তু স্যর রুবেনের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে থাকা অবস্থায় একটা চিন্তা খেলে গেল আমার মাথায়। যদি ডাকি সবাইকে, তা হলে প্রথমেই যে-প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করা হবে আমাকে তা হলো, এত রাতে কী করছি স্যর রুবেনের ঘরে? বলুন, কী জবাব দেবো প্রশ্নটার? কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে সাপ, চাকরি হারাতে পারি আমি, সবকিছুর সঙ্গে জড়িয়ে যেতে পারে আমার নিরপরাধ ভাইটাও। আর পুলিশ যদি জানতে পারে, বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ার জন্য তখন বাইরে অপেক্ষা করছিল ও, সঙ্গে সঙ্গে হাতকড়া পরাবে ওকে। কারণ হিসেবে বলবে, শোধ নেয়ার জন্য ও-ই খুন করেছে স্যর রুবেনকে। এদিকে যদি বলে দিই চার্লস লেভার্সনকে নিজচোখে দেখেছি টাওয়ার রুম থেকে বের হতে, তা হলেও একই কথা: এত রাতে কী করছিলাম সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে?

'আমার যে তখন কী অবস্থা, বলে বোঝাতে পারবো না

BanglaBook.org

আপনাকে, মিস্টার পয়রো। হাঁটু গেড়ে বসে আছি স্যর রুবেনের লাশের পাশে, কী করবো ভেবে পাচ্ছি না, এদিকে চলে যাচ্ছে মূল্যবান সময়। এবং যত ভাবছি ব্যাপারটা নিয়ে, নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছি তত। হঠাৎ দেখি, স্যর রুবেন মেঝেতে পড়ে যাওয়ায় তাঁর পকেট থেকে পড়ে গেছে সিন্দুকের চাবিও। ...ও, বলা হয়নি, সিন্দুকের কম্বিনেশন ওয়ার্ড জানা হয়ে গেছে আমার ততদিনে, কারণ সেটা একদিন আমার সামনে বলে ফেলেছিলেন লেডি অ্যাস্টওয়েল। চাবিটা নিয়ে সিন্দুকের দিকে এগিয়ে গেলাম তাড়াহুড়ো করে, খুললাম সেটা, ভিতরটা তছনছ করে খুঁজতে লাগলাম আমাদের সেই মহামূল্যবান ডকুমেন্ট।

'যা খুঁজছিলাম তা পেয়ে গেলাম শেষপর্যন্ত। একদম ঠিক বলেছিল হামফ্রে: ম্পালা গোল্ডফিল্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা আছে স্যর রুবেনের, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আমার ভাইকে ঠকিয়েছেন তিনি। তখন ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাই আমি স্যর রুবেনের মৃতদেহের দিকে, কী ঘৃণা যে হচ্ছিল লোকটার উপর! যে-মানুষটাকে এতদিন এত সৎ জেনেছি তিনি আসলে...। যা-হোক, বিধাতার শাস্তি বিধাতাই দিয়েছেন ভেবে কাগজগুলো ঢুকিয়ে রাখি সিন্দুকে, ডালা আটকে দিই, কিন্তু চাবিটা খুলে নিইনি। তারপর সোজা গিয়ে হাজির হই নিজের ঘরে। আমার কাছ থেকে যে-সিগনাল পাওয়ার কথা ছিল তা আর পাওয়া হয়নি হামফ্রে'র, তাই কিছু একটা গড়বড় হয়েছে বুঝে নিয়ে হোটেলে ফিরে যায় ও। পরদিন সকালে হাউসমেইড যখন খুঁজে পায় স্যর রুবেনের মৃতদেহ, তখন হত্যাকাণ্ডের খবর শুনে অন্যদের মতো আশ্চর্য হই, বলা ভালো আশ্চর্য হওয়ার ভান করি, সেইসঙ্গে এমন ভাব দেখাই যেন প্রচণ্ড ভয় পেয়েছি।' থেমে করুণ দৃষ্টিতে পয়রো'র দিকে তাকাল 'আমার কথা বিশ্বাস করেছেন, মিস্টার পয়রো? ওহ্, চুপ করে থাকবেন না দয়া করে, বলুন আমার কথা বিশ্বাস করেছেন কি

Banglabook.org

না।'

'করেছি, মাদমইযেল। এমন অনেক কিছু পরিষ্কার করে বলেছেন আপনি, যা ধাঁধায় ফেলে দিয়েছিল আমাকে।'

মাথা ঝাঁকাল লিলি। 'আগে থেকেই আপনার নাম জানতাম আমি। লেডি অ্যাস্টওয়েল যখন আপনার কাছে যাওয়ার কথা বলেছিলেন আমাকে, তখন কিছুটা ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। কারণ আপনি এলে ফাঁস হয়ে যেতে পারে অনেক কিছুই।'

'হুঁ!'

'স্যর রুবেনের খুনের ব্যাপারে যদি বলেন, আমার কোনও সন্দেহ নেই কুকর্মটা চার্লস লেভার্সনই করেছে। তারপরও আমি চাচ্ছিলাম আপনি যেন না-নেন কেসটা, যেন না-আসেন এই বাড়িতে।'

'কিন্তু কেসটা নিয়েছি আমি, এবং এসেছি এই বাড়িতে।'

'এবার,' কাঁপছে লিলির ঠোঁট দুটো, 'কী করবেন আপনি, মিস্টার পয়রো?'

'আপনার ব্যাপারে, মাদমইযেল, কিছুই না। কারণ আপনার কথা বিশ্বাস করেছি আমি, মেনে নিয়েছি।'

'তা হলে?'

'তা হলে এখন লণ্ডনে যেতে হবে আমাকে, দেখা করতে হবে ইন্সপেক্টর মিলারের সঙ্গে।'

'তারপর?'

'তারপর...' কাঁধ ঝাঁকাল পয়রো, 'দেখা যাক।'

স্টাডিরুম থেকে বেরিয়ে এল সে, দরজাটা আবারও লাগিয়ে দিয়ে পকেট থেকে বের করল সবুজ শিফনের টুকরোটা। আত্মতুষ্টির সুরে নিচু গলায় নিজেকেই বলল, 'এরকুল পয়রোর উদ্ভাবনী ক্ষমতা আসলেই বিস্মিত করার মতো!'

BanglaBook.org

বারো

ডিটেক্টিভ-ইন্সপেক্টর মিলার দু'চোখে দেখতে পারে না এরকুল পয়রোকে। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে কয়েকজন ইন্সপেক্টরের ছোট একটা দল আছে, যারা নিজেদের কাজে পয়রো'র সাহায্য-সহযোগিতা পেলে খুশি হয়; মিলার ওই দলের সদস্য না। বরং সুযোগ পেলেই বলে বেড়ায়, ছোটখাটো বেলজিয়ান লোকটার যতখানি গুণকীর্তন করা হয়, ততখানি প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য না সে। স্যর রুবেন হত্যাকাণ্ডের কেসে নিজের উপর আস্থার অভাব নেই মিলারের, ওর বিশ্বাস ঠিক লোককেই ধরে-বেঁধে এনেছে সে, তাই পয়রো যখন দেখা করতে গেল ওর সঙ্গে তখন কিছুটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, 'ও...আপনি তা হলে লেডি অ্যাস্টওয়েলের হয়ে কাজ করছেন? ভালো, খুব ভালো। কিছু মনে করবেন না, একটা কথা বলি। চার্লস লেভার্সন বাদে অন্য কেউ যদি থেকে থাকে আপনার সন্দেহের তালিকায়, তা হলে শুধু শুধু সময় নষ্ট করছেন।'

'তারমানে, আপনি নিশ্চিত, মিস্টার লেভার্সনই করেছে খুনটা?'

চোখ পিটপিট করল মিলার। 'এ-জীবনে এত সহজ কোনও কেস পাইনি আর। বলতে গেলে হাতেনাতে ধরেছি খুনিকে।'

'মিস্টার লেভার্সন কোনও বিবৃতি দিয়েছেন?'

'বিবৃতি? সে যা বলেছে এবং বার বার জেরার সময় বলছে, তা বলার চেয়ে মুখ বন্ধ রাখাটা অনেক ভালো।'

BanglaBook.org

'কেন?'

'কেন আবার? হাঁদারাম ছাড়া আর কেউ কি বলবে পুলিশের কাছে, "হ্যাঁ আমি গিয়েছিলাম আমার মামার ঘরে, কিন্তু বিশ্বাস করুন, মামার গায়ে ফুলের টোকাটাও দিইনি?" '

'তারমানে খুনের কথা স্বীকার করেনি এখনও। আচ্ছা, লোকটাকে দেখে কী মনে হয় আপনার?'

'আস্ত এক রামছাগল।'

'তারমানে দুর্বল চরিত্র, নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল মিলার।

'রামছাগলরা, দুর্বল মনের মানুষরা তা হলে খুনখারাপিও করছে আজকাল?' জিজ্ঞেস করল পয়রো।

'করছে। পেটে মদ পড়লেই এদের দুর্বল মন সবল হয়ে যায়, প্রতিশোধস্পৃহা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তখন, কিছু সময়ের জন্য, চাইলে আগুনও গেলানো সম্ভব ওদেরকে দিয়ে। এ-রকম লোক অনেক দেখেছি আমি, মিস্টার পয়রো। ...একটা কথা মনে রাখবেন, দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া একটা দুর্বল মানুষ কিন্তু একজন শক্তিশালী মানুষের চেয়ে অনেক ভয়ঙ্কর।'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন।'

পয়রোকে একটু খোঁচা মারার সিদ্ধান্ত নিল মিলার। 'ঠিক তো বলবোই, মিস্টার পয়রো, ঠিক বলার জন্যই তো বেতন দেয়া হয় আমাকে। কিন্তু আপনার মতো লোকদের সুবিধাটা দেখুন—ঠিক-বেঠিক যা-ই বলুন না কেন, ফিসটা ঠিকমতোই নিতে ভুল করেন না মক্কেলদের কাছ থেকে। চার্লস লেভার্সনের গলায় ফাঁসির দড়ি দেখতে চান না হার লেডিশিপ, আর সেজন্যই আমার সামনে বসে আছেন আপনি, কিন্তু যখন ঠিক ঠিকই ফাঁসি হবে লোকটার, তখন ওই ভদ্রমহিলাকে ভুলভাল কিছু একটা বুঝিয়ে দিয়ে আপনার ফিসটা পকেটে ভরে বাড়ির পথ ধরবেন বরাবরের মতো। ...বুঝি,

Banglabook.org

সবই বুঝি আমি।'

'আসলেই, আপনি যা বোঝেন তার বেশিরভাগই খুব ইন্টারেস্টিং,' বলে বিদায় নিল পয়রো।

এরপর মিস্টার মেহিউ, মানে চার্লস লেভার্সনের উকিলের সঙ্গে দেখা করল সে। হালকাপাতলা লোক মিস্টার মেহিউ, রসকষ বলতে কিছুই নেই তাঁর, চালচলনে সবসময় কেমন একটা সতর্ক ভাব। এমনভাবে হাত মেলালেন তিনি পয়রো'র সঙ্গে, যেন আজ প্রথম শুনছেন ওর নাম।

কিন্তু লোকের সঙ্গে আলাপ জমাতে পারে পয়রো, সে-লোক যেমনই হোক না কেন। দশ মিনিট পরই দেখা গেল, ওর সঙ্গে বন্ধুর মতো গল্প জুড়ে দিয়েছেন মিস্টার মেহিউ।

সুযোগ বুঝে কাজের কথায় চলে গেল পয়রো। 'বুঝতেই পারছেন, এই কেসে আপনার মক্কেলের পক্ষে, লেডি অ্যাস্টওয়েলের ইচ্ছায়, গোয়েন্দাগিরি করছি আমি। ভদ্রমহিলার বিশ্বাস, খুনটা করেননি মিস্টার লেভার্সন।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা-ই তো,' নীরস গলায় বললেন মিস্টার মেহিউ।

'লেডি অ্যাস্টওয়েলের সঙ্গে আপনি বোধহয় একমত না?'

শুকনো হাসি হাসলেন মিস্টার মেহিউ। 'একমত হই কী করে, বলুন? আমি তো কোনও আশা দেখতে পাচ্ছি না। তা ছাড়া, কার কী মনে হলো না-হলো, মাননীয় আদালত সেটা দেখবেন না। আদালত দেখবেন সাক্ষ্য আর প্রমাণ।'

'ঠিক। আচ্ছা, মিস্টার লেভার্সন পুলিশকে যা বলেছেন, একই কথা কি আপনাকেও বলেছেন?'

মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার মেহিউ। 'হুবহু এক, একটুও এদিক-ওদিক হয়নি। আমার কাছে কী মনে হয়েছে, জানেন? মনে হয়েছে, তোতাপাখির মতো বলেছেন তিনি কথাগুলো বার বার।'

'এবং এসব দেখে লোকটার উপর থেকে বিশ্বাস উঠে গেছে

BanglaBook.org

আপনার, তা-ই না? অস্বীকার করবেন না দয়া করে...আপনার চোখ দেখে বুঝতে পারছি...মুখে যা-ই বলুন না কেন, মনে মনে লেভার্সনকে ঠিকই দোষী মনে করেন আপনি। এবার আমার কথা শুনুন। এরকুল পয়রো কিছু কথা বলতে চায় আপনাকে, মন দিয়ে শুনুন সেগুলো।'

কিছু বললেন না মিস্টার মেহিউ।

'বাড়ি ফিরে এল মিস্টার লেভার্সন,' বলে চলল পয়রো। 'সে তখন মাতাল, কারণ প্রচুর মদ খেয়েছে। ওই অবস্থায় ল্যাচ-কী'র সাহায্যে খুলে ফেলল সদর-দরজা, ঢুকল ভিতরে। বেসামাল পদক্ষেপে গিয়ে হাজির হলো টাওয়ার রুমে। ঘরের দরজাটা তখন খোলা, ভিতরে শুধু ডেস্কল্যাম্প জ্বলছে। গোবরাটে দাঁড়িয়ে, অল্প আলোয়, লেভার্সনের মনে হলো, ডেস্কের উপর ঝুঁকে আছেন ওর মামা।

'আগেই বলেছি, মিস্টার লেভার্সন তখন মাতাল। ঘরে ঢুকল সে, স্যর রুবেনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল, যা মনে আসে তা-ই শুনিয়ে দিল বেচারা মামাটাকে। যাচ্ছেতাই বলে অপমান করল, এবং প্রত্যুত্তরে যখন কিছুই বললেন না স্যর রুবেন, তখন ওর সাহস আরও বাড়ল, সেই সঙ্গে উত্তরোত্তর বাড়ল গলার আওয়াজ। মাতাল তো, তাই বুঝতে পারেনি আসল ঘটনা কী। কিন্তু যখন দেখল টুঁ শব্দটাও করছেন না স্যর রুবেন তখন হুঁশ কিছুটা হলেও ফিরল ওর। আরও কাছে গিয়ে হাত রাখল মামার কাঁধে। সঙ্গে সঙ্গে স্যর রুবেনের প্রাণহীন দেহটা হুড়মুড় করে পড়ে গেল মেঝেতে, সেই সঙ্গে উল্টে পড়ল চেয়ারটাও।

'মামার উপর ঝুঁকল মিস্টার লেভার্সন, বুঝতে পারল কী ঘটেছে। হাতের দিকে তাকিয়ে দেখল, গরম আর লাল কিছু লেগে গেছে সেখানে। আতঙ্কিত হয়ে পড়ল সে, ওর গলা চিরে বেরিয়ে এল আর্তচিৎকার। যদি সম্ভব হতো, তা হলে দুনিয়ার যে-

BanglaBook.org

কোনওকিছুর বিনিময়ে চিৎকারটা ফিরিয়ে নিত, কারণ সেটা তখন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। যন্ত্রচালিতের মতো চেয়ারটা তুলে খাড়া করে দিল সে, ভূতের তাড়া খাওয়া লোকের মতো বেরিয়ে এল দরজা দিয়ে, কান খাড়া করে শুনল কিছুক্ষণ। ওর মাতাল আর আতঙ্কিত মস্তিষ্ক কিছু শুনতে পেয়েছিল হয়তো, তাই মামার সঙ্গে কথা বলার ভান করল তৎক্ষণাৎ, "সব ঠিক আছে" জানিয়ে "আশ্বস্ত" করার চেষ্টা করল মরা মানুষটাকে।

'যা শুনেছিল, অথবা শুনতে পেয়েছিল বলে মনে করেছিল মিস্টার লেভার্সন, তা আর শুনতে পায়নি সে, তাই সব চুপচাপ দেখে নিশ্চিন্ত মনে হাঁটা ধরল নিজের ঘরের দিকে। হয়তো ভেবেছিল, পুলিশ জানতে চাইলে বানিয়ে কিছু একটা বলে দেবে। কিন্তু কপাল খারাপ ওর—পার্সন্সকে যখন চেপে ধরে পুলিশ তখন আগের রাতে যা শুনেছে সে, সব বলে দেয় গড়গড় করে। একইসঙ্গে হাউসমেইড বলে, মিস্টার লেভার্সনের ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে রক্তের দাগ দেখেছে ওয়াশস্ট্যাণ্ডে। ...এবার, বলুন, মসিঁয়ে, যা বললাম তা কি একেবারেই অসম্ভব?'

'না,' মিস্টার মেহিউ'র চোখে আশ্চর্য দ্যুতি, 'যা বললেন তা খুবই অদ্ভুত, কিন্তু অসম্ভব না।'

উঠে দাঁড়াল পয়রো। 'মিস্টার লেভার্সনের সঙ্গে দেখা করার এবং কথা বলার সুযোগ আছে আপনার, মিস্টার মেহিউ। আমি যা বললাম আপনাকে, পরেরবার দেখা হলে কথাগুলো বলবেন তাঁকে। সেই সঙ্গে জিজ্ঞেস করবেন, আমার গল্পটা ঠিক কি না,' বলে বেরিয়ে এল মিস্টার মেহিউ'র অফিস থেকে।

রাস্তায় কিছুক্ষণ দাঁড়াল সে, হাত দেখিয়ে থামাল একটা খালি ট্যাক্সিকে। যাত্রীর আসনে উঠে বসার পর ড্রাইভারকে বলল, 'থ্রি-ফোর-এইট হার্লে স্ট্রিট। জলদি।'

BanglaBook.org

তেরো

পয়রো তাড়াহুড়ো করে লণ্ডনে চলে যাওয়ায় আশ্চর্যই হয়েছিলেন লেডি অ্যাস্টওয়েল। কারণ হঠাৎ করে লণ্ডনে যাওয়ার দরকার পড়ল কেন ওর, বলে যায়নি। চব্বিশ ঘণ্টার অনুপস্থিতির পর ফিরে এসেছে সে অ্যাবট'স ক্রসে। ওকে দেখামাত্র জানাল পার্সন্স, যত জলদি সম্ভব ওর সঙ্গে দেখা করতে চান লেডি অ্যাস্টওয়েল।

ভদ্রমহিলাকে পাওয়া গেল তাঁর খাসকামরায়।

কুশনে মাথা রেখে শুয়ে আছেন তিনি ডিভানে, দেখে মনে হচ্ছে দুশ্চিন্তা বা অনিদ্রায় বসে গেছে চোখমুখ। 'আপনি ফিরে এসেছেন তা হলে, মিস্টার পয়রো?' দুর্বল গলায় জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'জী, মাদাম।'

'লণ্ডনে গিয়েছিলেন?'

মাথা ঝাঁকাল পয়রো।

'যাওয়ার আগে বলে যাননি আমাকে।'

'হাজারবার ক্ষমা চাই আমি, মাদাম, ভুল হয়ে গেছে। স্বীকার করছি, বলে যাওয়া উচিত ছিল।'

'অথচ আপনাকে অন্যরকম ভেবেছিলাম আমি, মিস্টার পয়রো।'

'অন্যরকম মানে?'

'অনেকে আছে, যারা ভুল করে ফেলে এবং পরে সেটার জন্য

BanglaBook.org

ক্ষমা প্রার্থনা করে ভাবে, মুক্তি পেয়ে গেল সব দোষ থেকে। আপনিও দেখছি ওদের মতোই।' পয়রো কিছু বলতে যাচ্ছিল, হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিলেন লেডি অ্যাস্টওয়েল। 'থাক, আর কিছু বলতে হবে না। ...কেন গিয়েছিলেন লণ্ডনে? অসুবিধা না-থাকলে বলা যাবে?'

'না, না, অসুবিধা কীসের? ইন্সপেক্টর মিলার আর মিস্টার মেহিউ'র সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।'

স্থির দৃষ্টিতে পয়রো'র দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন লেডি অ্যাস্টওয়েল, দেখে মনে হচ্ছে তিনি যেন কিছু একটা খুঁজছেন ওর চেহারায়। 'ওদের সঙ্গে দেখা করে কোনও লাভ হলো? নতুন কিছু জানতে পারলেন?'

লেডি অ্যাস্টওয়েলের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পয়রোও। 'লাভ তেমন একটা হয়নি, নতুন কিছু জানতেও পারিনি। তবে নতুন কিছু জানাতে পেরেছি।'

'যেমন?'

'যেমন মিস্টার চার্লস লেভার্সন সম্ভবত নির্দোষ।'

ঝট করে মাথা তুললেন লেডি অ্যাস্টওয়েল, কুশন দুটো গড়িয়ে পড়ে গেল মেঝেতে। 'আহ্! ঠিকই বলেছিলাম তা হলে! আমার অনুমান একদম ঠিক!'

'মাদাম, আমি কিন্তু বলেছি, সম্ভবত।'

পয়রো'র কণ্ঠে এমন কিছু একটা আছে, যার কারণে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল লেডি অ্যাস্টওয়েলের খুশি। কনুইয়ে ভর দিয়ে আধশোওয়া হলেন তিনি, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখছেন পয়রোকে। 'আমি কি কিছু করতে পারি সে-ব্যাপারে?'

'জী, পারেন,' মাথা ঝাঁকাল পয়রো। 'ওয়েন ট্রেফুসিসকে কেন সন্দেহ করেন, বলতে পারেন?'

'বলেছি আগেও—আমার অনুমান।'

BanglaBook.org

'দুঃখজনক হলেও সত্যি, আইন-আদালত কারও অনুমানের উপর নির্ভর করে চলে না। কাজেই আপনি যদি বলেন, আমার অনুমান, তা হলে সেটা যথেষ্ট না।'

'কী বলতে চান?' খনখনে গলায় জিজ্ঞেস করলেন লেডি অ্যাস্টওয়েল।

'বলতে চাই, একটু কষ্ট করতে হবে আপনাকে। ফিরে যেতে হবে সে-রাতে। প্রতিটা ঘটনা, সেটা যত তুচ্ছ বা মামুলিই হোক না কেন, মনে করতে হবে। কেন সন্দেহ করেন আপনি স্যর রুবেনের সেক্রেটারিকে? লোকটার চালচলনে বা কথাবার্তায় কী এমন দেখেছেন? ...কেন যেন মনে হচ্ছে আমার, কোনও-না-কোনও কারণ আছেই।'

'সে-রাতের কথা যদি বলেন, সন্ধ্যার পর থেকে ওকে আদৌ দেখেছি কি না সন্দেহ আছে। আসলে ওর কথা ভাবছিলাম না মোটেও।'

'তারমানে অন্য কিছু ভাবছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'কী সেটা? মিস লিলি মারগ্রেভের সঙ্গে আপনার স্বামীর ঝামেলাটা?'

'হ্যাঁ, সেটাই। মনে হচ্ছে ওই ব্যাপারে সবকিছুই জানেন আপনি, মিস্টার পয়রো।'

'জী, জানি।'

'লিলিকে পছন্দ করি আমি, মিস্টার পয়রো, হয়তো খেয়াল করেছেন ব্যাপারটা। সেদিন সকাল থেকেই ঘ্যানঘ্যান শুরু করে দিয়েছিল রুবেন, ভুয়া রেফারেন্স দিয়ে নাকি চাকরি নিয়েছে মেয়েটা। আমি কিন্তু একবারও বলিনি, খেয়াল করেছেন কি না জানি না, লিলির রেফারেন্স ভুয়া না। বরং আমার ধারণা, আসলেই জাল চিঠি দেখিয়ে চাকরি নিয়েছে মেয়েটা। কারণ

BanglaBook.org

নিশ্চিত না-হয়ে কিছু বলার মতো লোক রুবেন না। যা-হোক, ওই চিঠি আসল হোক বা নকল—আমার কিছু যায়-আসে না, কারণ আমার বয়স যখন কম ছিল তখন নকল চিঠির চেয়েও জঘন্য কিছু জালিয়াতি করেছি আমিও, বলা ভালো করতে বাধ্য হয়েছি। থিয়েটারের ম্যানেজারদেরকে হাত করতে হলে এবং হাতে রাখতে হলে ওসব করতেই হবে।'

কিছু বলল না পয়রো।

'চাকরিটা দরকার ছিল লিলির,' বলে চললেন লেডি অ্যাস্টওয়েল, 'সেজন্য ছোটখাটো একটা বাটপারি করেছে সে। কিন্তু যতদিন চাকরি করেছে, সৎ থেকেছে, কখনও কিছু চুরি করেনি, খারাপ কোনও কাজের সঙ্গে জড়ায়নি। এ-ব্যাপারটা আমার মাথায় ছিল। তাই আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলাম, লিলির ব্যাপারে দরকার হলে ঝগড়া করবো রুবেনের সঙ্গে। সে-ও হয়তো একগুঁয়েমি করবে, কিন্তু শেষপর্যন্ত ফেলতে পারবে না আমার কথা। আসলে এসব নিয়ে এত উত্তেজিত ছিলাম যে, ট্রেফুসিসের কথা মাথায়ই ছিল না। কোথায় ছিল সে, কী করছিল, খেয়াল করতে পারিনি ভালোমতো। তাই ঠিকমতো মনেও করতে পারছি না এখন।'

'বুঝলাম। মিস্টার ভিক্টর অ্যাস্টওয়েলের কথা খেয়াল আছে?'

'ভিক্টর? কথায় আছে না, যত গর্জে তত বর্ষে না, কিংবা ঘেউ ঘেউ করা কুকুর সবসময় কামড়ায় না? ভিক্টর হচ্ছে ঠিক সে-রকম। প্রচণ্ড রাগ ওর, তারপরও ওকে ভয় পাই না আমি, কারণ জানি শেষপর্যন্ত কিছুই করতে পারবে না সে।'

ছাদের দিকে তাকাল পয়রো। 'তার মানে মিস্টার ট্রেফুসিসের ব্যাপারে কিছুই বলতে পারছেন না?'

'বললাম তো, না।'

'তা হলে আমার বিচারে নির্দোষ একটা লোক বাঁচতে পারছে

BanglaBook.org

না ফাঁসির দড়ি থেকে। আর যে দোষী, তার শাস্তির ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না, কারণ নিরেট কোনও প্রমাণ নেই। ...ঠিক আছে, সব সমস্যারই সমাধান আছে।'

'কী-রকম?'

'সেটা জানতে হলে ছোট একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে আমাকে, আর সে-কাজে সাহায্য চাই আপনার।'

'কীসের এক্সপেরিমেন্ট? কীসের সাহায্য?'

'আমি চাচ্ছি, আপনাকে হিপ্নোটাইয করা হোক।'

'হিপ্নোটাইয? ঈশ্বর! কেন?'

সামনের দিকে ঝুঁকল পয়রো। 'স্যর রুবেনের খুনি হিসেবে মিস্টার ট্রেফুসিসকে সন্দেহ আপনার। আমার কী ধারণা, জানেন? আমার ধারণা, সে-রাতে বিশেষ কিছু একটা দেখেছিলেন আপনি। হতে পারে, সেই বিশেষ কিছু একটা আপনার কাছে মামুলি কোনও ঘটনা। আবার, হয়তো, চেষ্টা করেও মনে করতে পারছেন না আপনি ঘটনাটা, কারণ বেশিমাত্রায় উত্তেজিত ছিলেন সে-রাতে, তাই সেটা গিয়ে ঠাঁই নিয়েছে আপনার অবচেতন মনে। ...যদি সেই নির্দোষ চার্লস লেভার্সনের দোহাই দিয়ে সাহায্য চাই আপনার কাছে, তা হলেও কি প্রত্যাখ্যান করবেন, মাদাম?'

দ্বিধা করছেন লেডি অ্যাস্টওয়েল। 'শুনেছি...এসব করলে নাকি ক্ষতি হয়। তা ছাড়া...কে হিপ্নোটাইয করবে আমাকে? আপনি?'

'না, আমি না, আমার এক বন্ধু। নিশ্চিন্ত থাকুন, কোনও ক্ষতি হবে না আপনার, কারণ এসব ব্যাপারে তিনি একজন এক্সপার্ট। ...যদি ভুল না-হয়ে থাকে আমার, তা হলে বাইরে গাড়ির শব্দ শুনতে পাচ্ছি, আর আমার মনে হয় সে-গাড়িতে করে আমার সেই বন্ধুই এসেছেন।'

'তিনি কে?'

BanglaBook.org

'ডক্টর কাযালেট। থাকেন লণ্ডনে, হার্লে স্ট্রিটে।'

এখনও দ্বিধা যায়নি লেডি অ্যাস্টওয়েলের। 'ঠিক বলছেন তো—আসলেই কোনও ক্ষতি হবে না আমার?'

'ডক্টর কাযালেট হাতুড়ে কেউ নন, মাদাম। ওঁকে নিশ্চিন্তে বিশ্বাস করতে পারেন।'

'ঠিক আছে,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন লেডি অ্যাস্টওয়েল। 'গোয়েন্দাগিরির মধ্যে সম্মোহন-টম্মোহন কেন আসছে বুঝতে পারছি না। আমার মনে হয় কোনও লাভই হবে না শেষপর্যন্ত, তারপরও আপনার কথামতো কাজ করবো, কারণ কারও খোঁটা শুনতে রাজি না আমি। যদি আপনি ব্যর্থ হন তদন্তে, যদি ঠিক ঠিকই ফাঁসির দড়ি পড়ে চার্লসের গলায়, তা হলে পরে যাতে কেউ বলতে না-পারে, আমার কাছে সাহায্য চেয়ে তা পাননি। ...ডাকুন আপনার বন্ধুকে।'

চোদ্দ

বলতে গেলে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল পয়রো; কয়েক মিনিট পর ফিরে এল হাসিখুশি আর গোলগাল চেহারার, চশমা পরা এক লোককে সঙ্গে নিয়ে।

একে তো ডক্টর, তার উপর হিপ্নোটিস্ট; লেডি অ্যাস্টওয়েল ভেবেছিলেন আহামরি গোছের কেউ হবেন, কিন্তু পয়রো'র সঙ্গীকে দেখে আশাহত হতে হলো তাঁকে। তাঁর সঙ্গে নিজের বন্ধুর পরিচয় করিয়ে দিল পয়রো।

BanglaBook.org

'তা হলে...' পরিহাসতরল গলায় বললেন লেডি অ্যাস্টওয়েল, 'কীভাবে শুরু করতে যাচ্ছি আমরা?'

'খুবই সহজ, লেডি অ্যাস্টওয়েল, খুবই সহজ,' আশ্বাস দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন ডক্টর। 'আসুন, ডিভান ছেড়ে উঠে এসে সোফায় বসুন, হেলান দিন আরাম করে। উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই।'

'উদ্বিগ্ন হইনি। তবে কথা হচ্ছে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে হিপ্নোটাইয করা হচ্ছে আমাকে।'

চওড়া হাসি হাসলেন ডক্টর কাযালেট। 'ও কিছু না। ...মিস্টার পয়রো, লাইটটা বন্ধ করে দেবেন, প্লিয? ...লেডি অ্যাস্টওয়েল, মনে করুন ঘুমিয়ে পড়েছেন আপনি।' ভদ্রমহিলার পজিশন ঠিকঠাক করে দিলেন তিনি। তারপর একঘেয়ে সুরে বলতে শুরু করলেন, 'ঘুম পাচ্ছে আপনার, ম্যাডাম, ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। ভারী হয়ে আসছে চোখের পাতা, কিছুতেই খুলে রাখতে পারছেন না। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়বেন আপনি...' সামনে ঝুঁকলেন তিনি, লেডি অ্যাস্টওয়েলের বন্ধ হয়ে যাওয়া ডান চোখের পাতা খুলে দেখলেন। তারপর সন্তুষ্ট হওয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন পয়রো'র দিকে তাকিয়ে। 'সব ঠিকঠাক। কাজ চালিয়ে যাবো?'

'জী।'

লেডি অ্যাস্টওয়েলের দিকে ফিরলেন ডক্টর। আবারও সেই একঘেয়ে গলায় বলতে শুরু করলেন, 'ঘুমিয়ে পড়েছেন আপনি, লেডি অ্যাস্টওয়েল, তারপরও শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা। আমি জানি, যা যা জানতে চাইবো, তার সবগুলোরই জবাব দিতে পারবেন আপনি।'

একচুল নড়লেন না লেডি অ্যাস্টওয়েল, একটুও খুলল না তাঁর চোখের পাতা, মূর্তির মতো বসে থেকে একঘেয়ে কণ্ঠে বললেন,

BanglaBook.org

'শুনতে পাচ্ছি। আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে পারবো।'

'লেডি অ্যাস্টওয়েল, আমি চাই আপনি মনে মনে ফিরে যান সে-রাতে। কোন্ রাতের কথা বলছি, বুঝতে পারছেন? যে-রাতে আপনার স্বামী খুন হলো। কি, কিছু মনে পড়ে?'

'হ্যাঁ।'

'ডিনার টেবিলে বসে আছেন আপনি। এখন বলুন, কী দেখতে পাচ্ছেন? কী অনুভব করতে পারছেন?'

একটু যেন কেঁপে উঠলেন লেডি অ্যাস্টওয়েল। মনে হলো, কয়েকটা মুহূর্তের জন্য ছটফট করলেন। তারপর আবার সেই একঘেয়ে সুরে বললেন, 'খুব চিন্তার মধ্যে আছি। যত ভাবছি কী হবে লিলির, তত বাড়ছে আমার অস্থিরতা।'

'জানি। কী দেখতে পাচ্ছেন?'

'লবণ মাখানো বাদাম সব খেয়ে ফেলছে ভিক্টর একাই। সে খুব লোভী। আগামীকাল ডিনারের আগে রুবেনকে বলতে হবে, ভিক্টর যে-চেয়ারে বসে, বাদামের পাত্রটা যাতে সেখানে না-রাখে।'

'বলে যান, লেডি অ্যাস্টওয়েল।'

'আজ রাতে রুবেনের মেজাজ খারাপ, এবং আমার মনে হয় লিলির ব্যাপারটা ছাড়াও অন্য কারণ আছে। আমার মনে হয়...মনে হয়...ওর ব্যবসায় কোনও একটা গণ্ডগোল হয়েছে। কারণ ওর দিকে বার বার অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে ভিক্টর।'

'মিস্টার ট্রেফুসিসের ব্যাপারে কিছু বলুন, লেডি অ্যাস্টওয়েল।'

'ওর শার্টের বাঁ হাতায় কীসের যেন দাগ লেগে আছে। ...ইস্‌স্, চুলে এত তেল দেয় কেউ! ওকে ছাড়া আর কোনও পুরুষমানুষকে এত তেল দিতে দেখিনি চুলে। এজন্যই তো ওর বালিশের কভারটার বারোটা বেজেছে।'

BanglaBook.org

পয়রো'র দিকে তাকালেন কাযালেট। মাথা ঝাঁকিয়ে বিশেষ ইঙ্গিত করল পয়রো।

'ডিনার শেষ হয়েছে, লেডি অ্যাস্টওয়েল, এখন আপনারা কফি খাচ্ছেন। কী ঘটছে, বলুন।'

'আজ রাতের কফিটা ভালো হয়েছে। যে-মহিলা বাবুর্চি হিসেবে কাজ করে আমাদের বাড়িতে, ওর কোনও ঠিক নেই—একদিন কফি ভালো বানায়, আবার হয়তো পরদিনই ওর বানানো কফি মুখে দেয়া যায় না। তবে আজকের কফিটা খেতে বেশ ভালো লাগছে। লিলি গিয়ে দাঁড়িয়েছে জানালার কাছে, কী যেন দেখছে বাইরে তাকিয়ে। মেয়েটা ইদানীং মাঝেমধ্যেই উদাস হয়ে যাচ্ছে, বিশেষ করে রাতের বেলায়, কে জানে কেন। ঘরে এসে ঢুকল রুবেন, ওকে দেখে মনে হচ্ছে ওর মেজাজ আরও খারাপ হয়েছে। মুখে যা আসছে তা-ই শুনিয়ে দিচ্ছে ট্রেফুসিসকে, এমনকী গালমন্দ করতেও ছাড়ছে না। ট্রেফুসিসের হাতে...কী যেন...চকচক করছে। ও, ওটা তো পেপার-নাইফ; আকারে বড়, ফলাটা সাধারণ ছুরির মতোই ধারালো। গালি শুনে নিজেকে সামলে রাখতে কষ্ট হচ্ছে বেচারার, শক্ত করে চেপে ধরেছে ছুরিটা। এত শক্ত করে যে, সাদা হয়ে গেছে ওর আঙুলের গাঁটগুলো। ...ও মা, এ কী! এটা কী করল ট্রেফুসিস! একদিক দিয়ে চলে গেল রুবেন আর সঙ্গে সঙ্গে ছুরিটা সর্বশক্তিতে গেঁথে দিল ডাইনিংটেবিলে! খুনি যেভাবে ওর শিকারের পিঠে ছুরি চালায়, ঠিক সেভাবে হাতলটা ধরে আছে সে; এত জোরে মেরেছে ছুরিটা টেবিলে যে, চোখা মাথাটা মট্ করে ভেঙে গেছে। এখন আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াচ্ছে সে, একটু আগে রুবেন যেদিকে গেছে সেদিকে যাচ্ছে, কারণ চলে যাওয়ার আগে ওকে ডেকেছে রুবেন। সাত চড়ে যার রা নেই তার যে এত রাগ তা তো আগে জানতাম না!'

BanglaBook.org

'বলে যান, লেডি অ্যাস্টওয়েল, আর কী দেখতে পাচ্ছেন বলুন।'

'জানালার কাছ থেকে সরে আসছে লিলি, ওকে দেখে খুশি খুশি লাগছে। নাহ্, মেয়েটার মেজাজমর্জি কিছুই বুঝতে পারছি না আজকাল। সবুজ রঙের একটা ইভ্‌নিংড্রেস পরেছে সে, পদ্মফুলের মতোই সুন্দর লাগছে ওকে। ওকে একটা কাজ দিতে হবে সামনের সপ্তাহে। ধুইয়ে পরিষ্কার করাতে হবে সোফার কভারগুলো, ওকে বলবো, ধোপানির সামনে দাঁড়িয়ে থেকে যাতে তদারক করে ধোলাইয়ের কাজটা। তা না-হলে ঠিকমতো ধোয়া হবে না।'

পয়রো'র কানের কাছে মুখ নামালেন ডক্টর। 'পেয়ে গেছি, সম্ভবত। পিঠে ছুরি চালানোর ভঙ্গিতে টেবিলে পেপার-নাইফ চালিয়েছে মিস্টার ট্রেফুসিস, ব্যাপারটা খেয়াল করেছিলেন লেডি অ্যাস্টওয়েল, সেই থেকে তাঁর ধারণা হয়েছে স্যর রুবেনকে খুন করেছে তাঁর সেক্রেটারিই।'

মাথা ঝাঁকাল পয়রো, ফিসফিস করে বলল, 'এবার তা হলে জিজ্ঞেস করুন কী হয়েছিল টাওয়ার রুমে।'

'লেডি অ্যাস্টওয়েল, আপনি এখন টাওয়ার রুমে। রাত গভীর হয়েছে। আপনার স্বামী আছেন আপনার সঙ্গে। একটু আগে ভীষণ ঝগড়া করেছেন আপনারা, ঠিক না?'

'হ্যাঁ, ঠিক। ভীষণ ঝগড়া হয়েছে আমাদের মধ্যে। যা ইচ্ছা তা-ই বলেছি আমরা একজন আরেকজনকে।'

'ঘরটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন আপনি। পর্দাগুলো সব নামানো। দুটো লাইটই জ্বলছে।'

'না, ঘরের মেইন লাইট নেভানো। শুধু ডেস্কল্যাম্প জ্বলছে।'

'এখন আপনি আপনার স্বামীকে টাওয়ার রুমে রেখে চলে আসছেন বাইরে। তাঁকে গুডনাইট বলছেন।'

BanglaBook.org

'না, বলছি না। কারণ আমারও মেজাজ খুব খারাপ।'

'কেন বলছেন না? বলুন। কারণ আর কখনও দেখা হবে না আপনাদের। আর কখনও তাঁকে গুডনাইট বলার সুযোগ পাবেন না। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই খুন করা হবে তাঁকে। আপনি কি জানেন, লেডি অ্যাস্টওয়েল, কে করবে খুনটা?'

"জানি।'

'কে?'

'ট্রেফুসিস।'

'কেন?'

'কারণ ঘরের একদিকের পর্দা ফুলে আছে।'

'ঘরের একদিকের পর্দা ফুলে আছে?' পয়রো'র সঙ্গে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন ডক্টর কাযালেট।

'হ্যাঁ।'

'আপনি দেখেছেন?'

'হ্যাঁ। শুধু দেখিইনি, আরেকটু হলে স্পর্শ করে ফেলেছিলাম।'

'তারমানে...পর্দার আড়ালে কেউ লুকিয়ে আছে?'

'আছে।'

'কে?'

'ট্রেফুসিস।'

'কীভাবে জানলেন?'

প্রথমবারের মতো লেডি অ্যাস্টওয়েলের একঘেয়ে কণ্ঠে ছেদ পড়ল। মনে হচ্ছে, ইতস্তত করছেন তিনি হিপ্নোটাইয্ড্ অবস্থাতেও। 'জানলাম...' কেঁপে উঠল তাঁর শরীরটা, 'জানলাম...' কাঁপছে তাঁর বন্ধ চোখের পাতাও, 'কারণ...পেপার-নাইফ।'

আবারও পয়রো'র সঙ্গে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন ডক্টর। 'বুঝলাম না, লেডি অ্যাস্টওয়েল। ঘরের একদিকের পর্দা ফুলে

BanglaBook.org

আছে বলছেন? তারমানে কেউ কি লুকিয়ে আছে সেখানে? আপনি কি দেখতে পেয়েছেন লোকটাকে?'

'না।'

'তারমানে আপনার ধারণা মিস্টার ট্রেফুসিস লুকিয়ে আছেন সেখানে? এ-রকম ধারণা হওয়ার কারণ কী? ডাইনিংটেবিলে ছুরি মারতে দেখেছেন লোকটাকে, সেজন্য?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু মিস্টার ট্রেফুসিস তো অনেক আগেই শুয়ে পড়েছেন, তা-ই না?'

'হ্যাঁ, অনেক আগেই ওর ঘরের দিকে গেছে সে।'

'তা হলে লোকটা টাওয়ার রুমে ঢুকল কীভাবে? পর্দার আড়ালে লুকাল কখন?'

'জানি-না।'

'বেশ কিছুক্ষণ আগে আপনার স্বামীকে গুডনাইট বলেছে সে, ঠিক না?'

'ঠিক।'

'তারপর আর দেখেছেন লোকটাকে?'

'না,' ছটফটানি বেড়ে গেছে লেডি অ্যাস্টওয়েলের, রীতিমতো হাত-পা ছুঁড়ছেন তিনি, এমনকী একটু একটু গোঙাচ্ছেনও।

'এখনকার মতো আর কাজ করবে না আমার হিপ্নোটিযম,' নিচু গলায় পয়রোকে বললেন ডক্টর। 'তবে আমাদের কাজ হয়ে গেছে মনে হয়, না?'

মাথা ঝাঁকাল পয়রো। নিচু গলায় বলল, 'লেডি অ্যাস্টওয়েলের কী হবে এখন?'

'কিছুই না। আস্তে আস্তে জেগে উঠবেন তিনি। তাঁর মনে হবে, ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, এবং যা যা বলেছেন আমাদেরকে তার সবই দেখেছেন স্বপ্নে। অল্প অল্প মাথাব্যথাও হতে পারে তাঁর।

BanglaBook.org

কাউকে ভালো করে এক কাপ কফি বানিয়ে আনতে বলুন, মিস্টার পয়রো, ওটা খেলে লেডি অ্যাস্টওয়েলের আর কোনও সমস্যা থাকবে না আশা করি।'

পনেরো

পয়রো'র ঘরে, ওর মুখোমুখি বসে আছেন ডক্টর কাযালেট।

'মোটামুটি গ্রহণযোগ্য একটা ব্যাখ্যা পেয়ে গেছি আমরা, নাকি?' বললেন ডক্টর। 'মিস লিলির ব্যাপারে ভীষণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন লেডি অ্যাস্টওয়েল, তাই মিস্টার ট্রেফুসিসকে টেবিলে ছুরি মারতে দেখেও দেখেননি, এবং যখন শুনেছেন খুন হয়েছেন তাঁর স্বামী তখন প্রচণ্ড মানসিক আঘাতের কারণে তাঁর অবচেতন মন প্রায় ভুলেই গিয়েছিল ঘটনাটা। কিন্তু কথায় আছে মানুষের মনের চেয়ে রহস্যময় আর কিছু নেই পৃথিবীতে, তাই খুনটা হওয়ার পর বার বার বলেছেন লেডি অ্যাস্টওয়েল, ট্রেফুসিসই খুনি—তাঁর সেই অবচেতন মনই কথাটা ভাবতে বাধ্য করেছে তাঁকে। এবার আসা যাক পর্দার ফুলে থাকার ব্যাপারটায়। ঘটনাটা কিন্তু ইন্টারেস্টিং। টাওয়ার রুমে এ-রকম কোনও পর্দা আছে নাকি?'

'আছে,' জবাব দিল পয়রো, 'কালো ভেলভেটের পর্দা।'

'ওখানে লুকিয়ে থাকতে পারবে কেউ, এতখানি জায়গা আছে?'

'জানালার সঙ্গে যেটা আছে সেখানে নেই হয়তো। কিন্তু পেঁচানো-সিঁড়ির সঙ্গে যেটা আছে সেখানে...' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল পয়রো। 'দিনের বেলায়, অথবা ঘরের মেইন লাইট

BanglaBook.org

যদি জ্বলতে থাকে তা হলে সেখানেও হয়তো নেই। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, শুধু ডেস্কল্যাম্প জ্বলছিল তখন, আর যে-দু'জন ছিলেন ঘরে তাঁরা ভীষণ ঝগড়ায় ব্যস্ত।'

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন ডক্টর। 'তা হলে টাওয়ার রুমে খুনির উপস্থিতি সম্পর্কে সম্ভাব্য একটা ব্যাখ্যা পেলাম, যদিও ব্যাখ্যাটা মনঃপূত হচ্ছে না আমার। যদি ধরে নিই ওটাই ঠিক, তা হলে প্রশ্ন হচ্ছে, লোকটা কে? ট্রেফুসিস হতে পারে না, কারণ স্যর রুবেন আর লেডি অ্যাস্টওয়েল দু'জনই চলে যেতে দেখেছেন লোকটাকে। ভিক্টর অ্যাস্টওয়েলও হতে পারে না, কারণ বেরিয়ে যাওয়ার সময় লোকটার সঙ্গে দেখা হয়েছে ট্রেফুসিসের। আরার লিলি মারগ্রেভও না—যদি মেয়েটার বক্তব্য সত্যি বলে ধরে নিই। ...আমার কি মনে হয়, জানেন? আমার মনে হয়, এমন কেউ লুকিয়ে ছিল পর্দার আড়ালে, যে, ডিনারের পর স্যর রুবেন ওই ঘরে ঢোকার আগেই ঢুকে পড়েছিল ঘরটাতে। আচ্ছা, ক্যাপ্টেন নেইলরের ব্যাপারে কী ধারণা আপনার? মিস লিলি যে সব কথাই সত্যি বলেছে আপনাকে, নিশ্চয়তা কী? এমনও তো হতে পারে স্যর রুবেনকে খুন করেছে নেইলরই? হতে পারে না?'

'পারে,' স্বীকার করল পয়রো। 'সন্দেহ নেই হোটেলে ডিনার করেছে লোকটা, কিন্তু ঠিক কখন বেরিয়ে পড়েছে হোটেল ছেড়ে তা নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই। তবে রাত সাড়ে বারোটার দিকে ফিরেছে, ম্যানেজার বলেছে।'

'উপযুক্ত মোটিভ ছিল লোকটার। টাওয়ার রুমে লম্বা সময় ধরে লুকিয়ে থাকার কারণে নিজের জন্য যুৎসই অস্ত্র খুঁজে নিতেও সমস্যা হয়নি। ...আপনি কী বলেন?'

'আমি? আমার মাথায় অন্য কিছু একটা ঘুরপাক খাচ্ছে। ...একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন?'

'কী?'

BanglaBook.org

'ধরুন, লেডি অ্যাস্টওয়েল নিজেই করেছেন খুনটা। সেক্ষেত্রে হিপ্নোটাইয্‌ড্ অবস্থাতেও কি তাঁর পক্ষে মিথ্যা বলা সম্ভব?'

মৃদু শিস বাজালেন ডক্টর। 'এ-ই তা হলে ঘুরপাক খাচ্ছে আপনার মাথায়? লেডি অ্যাস্টওয়েলই খুনি? হুঁ, উড়িয়ে দেয়া যায় না সম্ভাবনাটা। সে-রাতে স্যর রুবেনের সঙ্গে শেষপর্যন্ত ছিলেন লেডি অ্যাস্টওয়েল, তিনি টাওয়ার রুম থেকে চলে আসার পর আর জীবিত দেখা যায়নি তাঁর স্বামীকে। যা-হোক, আপনার প্রশ্নের জবাবে বলছি, না, সম্ভব না। কেন সম্ভব না, তা বোঝাতে হলে হিপ্নোটিযমের অনেক কিছু বলতে হবে আপনাকে। আমি অত বিস্তারিত আলোচনায় যেতে চাচ্ছি না। শুধু জেনে রাখুন, সাবজেক্ট, মানে একজন হিপ্নোটাইয্‌ড্ লোক যদি হিপ্নোটিক স্টেটেও মিথ্যা বলতে চায়, তা হলে দীর্ঘদিনের চর্চায় অ্যান্টি-হিপ্নোটিয্‌ম শিখতে হবে তাকে। লেডি অ্যাস্টওয়েল কি শিখেছেন সে-বিদ্যা? মনে হয় না। যদি তিনিই খুনি হয়ে থাকেন তা হলে আমার যেসব প্রশ্নের জবাবে ফেঁসে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল তাঁর, সেগুলোর ক্ষেত্রে চুপ করে থাকতেন, কারণ তাঁর চেতন মন কিছুতেই সত্যি ফাঁস হতে দেবে না।'

পয়রো কিছু বলল না, ভ্রূ কুঁচকে গেছে ওর, কী যেন ভাবছে তন্ময় হয়ে।

'কেসটা ইন্টারেস্টিং,' দু'-এক মিনিট পর বললেন ডক্টর কাযালেট। 'আমরা যদি রায় দিই চার্লস লেভার্সন নির্দোষ তা হলে তিন তিনজন সম্ভাব্য খুনি থাকে: লেডি অ্যাস্টওয়েল নিজে, হামফ্রে নেইলর আর লিলি মারগ্রেভ।'

'ভিক্টর অ্যাস্টওয়েলের কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন? সে-রাতে তিনি নাকি দরজা খুলে অপেক্ষা করছিলেন কখন ফিরে আসে তাঁর ভাগ্নে। কথাটা সত্যি না মিথ্যা জানছি কী করে?'

'তা ছাড়া লোকটা ভীষণ রগচটা। রাগলে...থাক, এসব

BanglaBook.org

পুরনো কথা, আর বলে লাভ নেই,' উঠে দাঁড়ালেন ডক্টর। 'যদি কিছু মনে না-করেন, শহরে ফিরে যেতে হবে আমাকে, জরুরি কাজ আছে। ...একটা অনুরোধ করবো আপনাকে, রাখবেন?'

অতিথির সম্মানে উঠে দাঁড়াল পয়রোও। 'কী?'

'কৌতূহল সামলাতে পারছি না, তাই নতুন কিছু যদি জানতে পারেন, যদি নতুন কোনওদিকে মোড় নেয় ঘটনাপ্রবাহ, জানাবেন আমাকে?'

'অবশ্যই জানাবো,' হ্যাণ্ডশেক করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল পয়রো।

ডক্টর চলে যাওয়ার পর বেল বাজিয়ে জর্জকে ডাকল সে। 'কড়া এক কাপ টিসান (tisane) নিয়ে এসো তো। মাথার ভিতরে কেমন জট লেগে গেছে আমার।'

'অবশ্যই, স্যর।'

মিনিট দশেক পর ধূমায়িত একটা কাপ নিয়ে এসে মনিবকে দিল জর্জ।

টিসানের ক্ষতিকর ধোঁয়া তৃপ্তির সঙ্গে বুক ভরে টেনে নিচ্ছে পয়রো। ওই বিষবাষ্প যত টানছে সে, ওর চেহারা থেকে ক্লান্তির ভাব তত মুছে যাচ্ছে। কাজটা করতে করতে বলল, 'আচ্ছা, জর্জ, ঘরের পোষাবিড়াল কীভাবে ইঁদুর ধরে, জানো?'

'না, স্যর, জানি না।'

'ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকে ইঁদুরের গর্তের দিকে, একটুও ক্লান্ত হয় না। একটু নড়েও না, শক্তির অপচয়ও করে না। আবার দেখো, অপেক্ষা বাদ দিয়ে কোথাও চলেও যায় না।'

'স্যর, কিছু মনে করবেন না, আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারলাম না।'

'তুমি যে বুঝতে পারবে না তা আগেই জানতাম আমি। কাপটা ধরো। আমাদের বাক্সপেটরা যা আছে সব গোছাও। লণ্ডনে

Banglabook.org

ফিরে যেতে হবে।'

'লণ্ডনে? তারমানে আমাদের...আপনার কাজ কি শেষ?'

'না। নতুন করে কাজ শুরু করার জন্য আরও কমপক্ষে দু'সপ্তাহের রসদ নিয়ে ফিরে আসতে হবে।'

'খুব ভালো, স্যর,' বলল বটে, কিন্তু বরাবরের মতোই কোনও আবেগ নেই জর্জের কণ্ঠে।

ষোলো

'ন্যান্সি, এ-ধরনের লোকদের স্বভাবচরিত্র জানো তুমি?' ভাবীকে বলছেন ভিক্টর অ্যাস্টওয়েল, 'ওই পয়রো নামের লোকটা তো সিন্দাবাদের ভূতের মতো সওয়ার হয়ে বসেছে আমাদের ঘাড়ে! আহা, কী আমার গোয়েন্দা—তার দেখভালের জন্য আবার একজন সার্বক্ষণিক নফরও চাই! থাকার মতো খাসা একটা জায়গা পেয়ে গেছে দু'জনে, দিব্যি খাচ্ছেদাচ্ছে-ঘুমাচ্ছে, কাজের কাজ কী করছে ওরাই জানে, আর এভাবে পার করে দিচ্ছে দিনের পর দিন। সবচেয়ে বড় কথা, দিনপ্রতি কয়েক গিনি করে চার্জ করছে তোমার কাছ থেকে।'

'হ্যাঁ, ঠিক, কয়েক গিনি করে চার্জ করছে আমার কাছ থেকে,' স্বভাবসুলভ খনখনে গলায় জবাব দিলেন লেডি অ্যাস্টওয়েল, 'কিন্তু টাকা তো আমিই দিচ্ছি, নাকি? আমার বাড়িতে থাকছে ওরা, আমার অতিথি হিসেবে খাচ্ছে। কাজেই তোমার অসুবিধা কী?'

আর কিছু না-বলে বেজারমুখে চলে গেলেন ভিক্টর

BanglaBook.org

অ্যাস্টওয়েল।

তাঁর কথা শুনে রেগে গেছেন লেডি অ্যাস্টওয়েল, চেষ্টা করেও নিজেকে সামলাতে পারছেন না। যখন তদন্ত শুরু করেছিল পয়রো, তিনি ভেবেছিলেন, তাঁর কথা বিশ্বাস করেছে লোকটা। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, ভুল ভেবেছিলেন। সবকিছুতেই স্থির-অবিচল ভাব লোকটার। আর এত বেশি বিনয়ী যে, দেখলে মাঝেমধ্যে মনে হয় ঢং করছে যেন। পেটের কথা পেটে রাখায় ওস্তাদ, সে নিজে থেকে না-চাইলে কারও বোঝার উপায় নেই কী খেলা করছে ধুরন্ধর লোকটার মস্তিষ্কে।

হ্যাঁ, দেখলে মনে হবে, আসলেই কোনও কাজ করছে না পয়রো, দিন পনেরোর "রসদ" নিয়ে হাজির হওয়ার পর শুয়ে-বসে থেকে সময় কাটিয়ে দিচ্ছে বুঝি। কিন্তু না, যে-বাড়ির বাসিন্দাদের যে-কোনও একজন জড়িত হত্যাকাণ্ডটার সঙ্গে, সেখানে একজন তদন্তকারী গোয়েন্দার নিশ্চুপ বা নিষ্ক্রিয় উপস্থিতিও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে খুনির মনে। আর সেটাই চাচ্ছে পয়রো।

সে জানে, কী করছে সে তা নিয়ে যারপরনাই কৌতূহল তৈরি হয়েছে খুনির মনে। জানে, অভাবনীয় কোনও ক্লু পাওয়া গেল কি না, তা জানার জন্য সার্বক্ষণিক অস্থিরতার মধ্যে আছে খুনি।

মাইণ্ড গেম বলতে যা বোঝায়, সে-রকম একটা খেলা খেলছে পয়রো বাড়ির বাসিন্দাদের সঙ্গে। এ-খেলায় যদি জিততে পারে সে, তা হলেই ধরা পড়বে খুনি।

আর এ-খেলারই অংশ হিসেবে, বাড়িতে "ঘাটি গেড়ে বসার" পঞ্চম দিনে, ডিনারের পর, ছোট একটা থাম্বোগ্রাফ অ্যালবাম বের করল সে। উদ্দেশ্য, বাড়ির সবার থাম্বপ্রিন্ট নেয়া। জিনিসটা দেখতে জবরজং, কিন্তু বেশ কাজের।

ওটার উপযোগিতা বুঝিয়ে বলার পর পয়রো যখন বলল,

BanglaBook.org

'আমার মনে হয় একমাত্র খুনি ছাড়া আর কারোরই তার থাম্বপ্রিন্ট দিতে আপত্তি নেই,' তখন অনিচ্ছা থাকার পরও আঙুলের ছাপ দিল সবাই।

কাজ শেষে জিনিসটা নিয়ে যখন সন্তুষ্ট মনে ঘরে চলে গেল পয়রো, তখন লেডি অ্যাস্টওয়েলকে বললেন ভিক্টর, 'দেখলে তো, ন্যান্সি, এখন আমাদের পেছনে লেগেছে লোকটা।'

'আমাদের পেছনে না,' শুধরে দিলেন লেডি অ্যাস্টওয়েল, 'আমাদের কোনও একজনের পেছনে।'

মেজাজ বিগড়ে গেছে ভিক্টরের। 'আমি জানতে চাই, ওর সেই থাম্বপ্রিন্ট অ্যালবামের মানে কী।'

'মানেটা তোমার-আমার চেয়ে মিস্টার পয়রোই ভালো জানেন, এবং তাঁকেই জানতে দাও। ...আচ্ছা, তোমার এত অসুবিধা কেন, বলো তো?' দেবরের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালেন লেডি অ্যাস্টওয়েল।

জবাবে কিছু বলতে না-পেরে মুখ কালো করে থাকলেন ভিক্টর।

পরের রাতে ডিনারের সময়, মিস্টার ভিক্টরের মেজাজ আরও বিগড়ে দিয়ে, আলাদা আলাদা কাগজে বাড়ির সবার ফুটপ্রিন্ট যোগাড় করল পয়রো।

পরদিন সকালে, বিড়ালের মতো চুপিসারে লাইব্রেরিতে হাজির হয়ে ওয়েন ট্রেফুসিসকে চমকে দিল সে। ওকে দেখে লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল ট্রেফুসিস, মনে হলো গুলি খেয়েছে যেন।

'কিছু মনে করবেন না, মিস্টার পয়রো,' অল্প অল্প হাঁপাচ্ছে ট্রেফুসিস, 'একটা কথা না-বলে পারছি না। ইদানীং যেসব কাজকর্ম করছেন আপনি, তার ফলে যে-কোনও সময় হার্টঅ্যাটাক হতে পারে আমাদের যে-কারও।'

'উঁহুঁ,' সবিনয়ে মাথা নেড়ে কথাটা প্রত্যাখ্যান করল পয়রো,

BanglaBook.org

'যে-কারও না, বলুন হার্টঅ্যাটাক হতে পারে স্যর রুবেনের খুনির।...আচ্ছা, হঠাৎ করে হার্টঅ্যাটাকের কথা আসছে কেন?'

'আসছে, কারণ, আমি ভেবেছিলাম, হাতেনাতে ধরা পড়েছে চার্লস লেভার্সন, এবং কেসটা সেভাবেই আদালতে দাঁড় করাতে যাচ্ছে পুলিশ। কিন্তু একমাত্র আপনাকে দেখেই মনে হচ্ছে, অন্য সবার কাছে যা জলবৎ তরলং তা আপনার কাছে ভীষণ জটিল।'

ট্রেফুসিসের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল না পয়রো, বরং জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখছিল কী যেন। ঝট্ করে ট্রেফুসিসের দিকে তাকাল সে, আরও একবার চমকে দিল লোকটাকে, বলল, 'একটা কথা বলবো আপনাকে?'

'বলুন?'

কিন্তু বলি বলি করেও বলছে না পয়রো। দেখে মনে হচ্ছে ইতস্তত করছে সে, অনিশ্চয়তায় ভুগছে যেন। কে যেন সদর-দরজাটা খুলল এমন সময়, একটু পর বন্ধ করল, খানিকবাদে পায়ের-আওয়াজ পাওয়া গেল হলে। কান খাড়া করে শুনছে পয়রো, ওর সিদ্ধান্তহীনতা আরও বেড়েছে মনে হচ্ছে, শেষে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিচু গলায় বলল, 'কথাটা শুধু আপনাকেই বলছি, মিস্টার ট্রেফুসিস, কাউকে বলতে যাবেন না যেন। নতুন মোড় নিয়েছে আমার তদন্ত। কিছু নতুন প্রমাণ যোগাড় করতে সক্ষম হয়েছি আমি। ফলে...'

'ফলে?' ট্রেফুসিসের চেহারায় স্পষ্ট কৌতূহল।

'আসলে...কথাটা আপনাকে বলবো কি না বুঝতে পারছি না। আপনি যদি এসব নিয়ে আলোচনা করেন সবার সঙ্গে, সতর্ক হয়ে যেতে পারে খুনি। তখন...'

'না, না, কোনও চিন্তা করবেন না। নিঃসঙ্কোচে বলতে পারেন কথাটা। কাউকে বলবো না আমি। তা ছাড়া...এমনিতেই এ-বাড়ির লোকদের সঙ্গে কম কথা বলা হয় আমার।' করুণার হাসি

BanglaBook.org

হাসল ট্রেফুসিস। 'আমার মতো ছা-পোষা এক সেক্রেটারিকে দু'-পয়সা দামও দেয় না এ-বাড়ির কেউ।'

'ঠিক আছে, তা হলে বলছি। এমন কিছু প্রমাণ যোগাড় করতে পেরেছি আমি, যার ফলে ভাবতে বাধ্য হচ্ছি, সে-রাতে...' হলে কারও পায়ের-আওয়াজ পাওয়া গেল আবারও, নাটকীয়ভাবে থেমে যেতে বাধ্য হলো পয়রো।

আওয়াজটা মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ট্রেফুসিস, তারপর অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ, বলুন, বলুন। সে-রাতে?'

'সে-রাতে টাওয়ার রুমে যখন ঢোকেন মিস্টার লেভার্সন, ততক্ষণে মারা পড়েছেন স্যর রুবেন।'

পয়রো'র দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ট্রেফুসিস, কথা হারিয়েছে।

পয়রোও তাকিয়ে আছে লোকটার দিকে।

'কিন্তু...কী প্রমাণ আছে আপনার কাছে?' অবশেষে কথা ফুটল ট্রেফুসিসের মুখে। 'এতদিন তো এ-রকম কিছু শুনতে পাইনি আমরা?'

'এতদিন শুনতে পাননি বলেই তো বললাম নতুন মোড় নিয়েছে আমার তদন্ত,' রহস্যময় হাসি হাসছে পয়রো। 'আর প্রমাণ? হ্যাঁ, যথাসময়ে সব জানতে পারবেন। কিন্তু...ততক্ষণ পর্যন্ত...মনে থাকে যেন, কথাটা শুধু আমরা দু'জনই জানবো, আর কেউ না।'

দ্রুত পায়ে লাইব্রেরিরুম থেকে বেরিয়ে এল পয়রো, হল ধরে তাড়াহুড়ো করে এগোতে গিয়ে আরেকটু হলেই মিস্টার ভিক্টর অ্যাস্টওয়েলের সঙ্গে ধাক্কা লেগে গিয়েছিল ওর। 'মাফ করবেন, মসিঁয়ে, আপনি এইমাত্র এলেন নাকি?'

মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার অ্যাস্টওয়েল। 'বাইরে নোংরা আবহাওয়া। যেমন ঠাণ্ডা তেমন ঝোড়ো বাতাস।'

Banglabook.org

'আহ্!' দেখে মনে হলো আফসোস করছে পয়রো, কিন্তু আক্ষেপের সুর নেই ওর গলায়, 'তা হলে তো হাঁটাহাঁটি করার জন্য আজ বাইরে যাওয়া হচ্ছে না আমার। কী আর করা, বিড়ালের মতো আগুনের ধারে বসে থেকে গরম করতে হবে শরীরটা।'

পরদিন সকালে জরুরি একটা কাজে শহরে যেতে হলো ট্রেফুসিসকে। যে-ট্রেনে চেপে সে গেল, সে-ট্রেনে করেই অ্যাবট'স ক্রস ছাড়লেন মিস্টার ভিক্টর অ্যাস্টওয়েলও—তাঁরও জরুরি একটা কাজ আছে শহরে।

'এসো, জর্জ, তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করে দিই,' সুযোগ পাওয়ামাত্র খাস পরিচারককে ডাকল পয়রো। 'হাউসমেইড যদি আসে এদিকে, প্রেমালাপ করে অথবা অন্য যেভাবে পারো সেভাবে দেরি করিয়ে দিয়ো ওর। মোট কথা, করিডরে আটকে রেখো ওকে।'

প্রথমেই ট্রেফুসিসের ঘরে গিয়ে ঢুকল পয়রো, ভালোমতো খুঁজতে শুরু করল, একটা ড্রয়ার অথবা একটা শেল্ফও বাদ রাখল না। তারপর দ্রুত হাতে সব গুছিয়ে রাখল আগের মতো করে, দরজায়-দাঁড়িয়ে-থাকা জর্জকে নিচু গলায় বলল কাজ শেষ হয়েছে ওর।

গলা খাঁকারি দিল জর্জ। 'স্যর, একটা কথা বলি?'

'হ্যাঁ, জর্জ?'

'একটু ভুল হয়ে গেছে আপনার।'

'ভুল?'

'জী। দ্বিতীয় শেল্ফের বাদামি জুতো জোড়া রেখে দিয়েছেন তার নীচেরটায়, আর নীচের পেটেন্ট লেদারের জুতো জোড়া রেখেছেন বাদামি জুতো জোড়ার জায়গায়।'

'চমৎকার! তোমার তুলনা হয় না, জর্জ! এতকিছু খেয়াল

BanglaBook.org

করো কী করে? তবে ওগুলো ওভাবেই থাক, দেখি আমার এই "ভুল" ধরতে পারেন কি না মিস্টার ট্রেফুসিস... চলো, আরও কাজ বাকি আছে।'

এরপর মিস্টার ভিক্টর অ্যাস্টওয়েলের ঘরে গিয়ে ঢুকল পয়রো। আগেরবারের মতোই খুঁজল ভালোমতো, তারপর যেটা যেখানে ছিল সেটা সেখানে সাজিয়ে রাখল। শুধু মিস্টার অ্যাস্টওয়েলের আণ্ডারওয়্যারগুলো ঠিক ড্রয়ারে না-রেখে রেখে দিল অন্য আরেকটাতে।

এর ফল হলো সাংঘাতিক। সেদিন সন্ধ্যায়, শহর থেকে ফিরে আসার পর, ঘরে ঢুকেই ব্যাপারটা টের পেয়ে গেলেন মিস্টার অ্যাস্টওয়েল, বাইরের ঝোড়ো বাতাসের মতোই ধেয়ে এসে ঢুকলেন তিনি ড্রয়িংরুমে, রাগে লাল হয়ে পয়রো'র মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'শালা বেলজিয়ান বাঁদর! পেয়েছেন কী আপনি? আপনার এত বড় সাহস, আমার ঘর সার্চ করেন? কী ধারণা আপনার, কী লুকিয়ে রেখেছি আমি? কিছুই লুকাইনি...শুনতে পাচ্ছেন?' তারপর ভাবীর দিকে তাকিয়ে গলা ফাটালেন, 'আগেই বলেছিলাম, এসব লোকের স্বভাবচরিত্র ভালো না। এই লোক আসলে গোয়েন্দা না, গুপ্তচর—বেজীর মতো ঘুরে বেড়ায় বাড়ির এখানে-সেখানে। নিশ্চয়ই কোনও বদমতলব আছে ওর।'

'এক শ'বার ক্ষমা চাই আমি, মিস্টার অ্যাস্টওয়েল,' দু'হাত দু'দিকে প্রসারিত করে দিয়ে বলল পয়রো। 'না, না, এক শ' না, এক হাজারবার মাফ চাই। তা-ও না, এক লক্ষবার চাই। আসলে ভুল হয়ে গেছে আমার, যে-কাজ করা উচিত না সেটাই করে ফেলেছি...ঝোঁকের মাথায়। আসলে...দ্বিধার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম।

রাগে গজগজ করতে করতে নিজের ঘরে চলে গেলেন ভিক্টর

অ্যাস্টওয়েল।

পরদিন শুক্রবার, ব্রেকফাস্টের পর, লেডি অ্যাস্টওয়েলের অনুমতি নিয়ে আরও একবার টাওয়ার রুমে ঢুকল পয়রো।

সে কী করে, দেখার জন্য বাড়ির বেশিরভাগ সদস্য তখন জড়ো হয়েছে ঘরের বাইরে। দেখছে, কখনও শিশুদের মতো হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে পয়রো ঘরময়, গভীর মনোযোগ দিয়ে খুঁজছে কী যেন। কখনও আবার একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কালো ভেলভেটের পর্দার দিকে, হয়তো কল্পনার চোখে দেখছে কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে আড়ালে। আবার কখনও উঁচু চেয়ার নিয়ে আসতে বলছে জর্জকে, সেটায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকছে দেয়ালের ছবির-ফ্রেমগুলোর দিকে, বোঝার চেষ্টা করছে কী যেন।

ওর ধৈর্যের সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারলেন না লেডি অ্যাস্টওয়েল, প্রথমে অস্বস্তি এবং পরে বিরক্তি পেয়ে বসল তাঁকে, শেষে, কাজের সুবিধার জন্য যখন দরজা আটকে দিল পয়রো তখন নিচু গলায় বলেই ফেললেন, 'স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, আমি আর পারছি না। কিছু একটা জেনে গেছে লোকটা, এবং ইচ্ছাকৃতভাবে সেটা গোপন রাখছে আমাদের কাছ থেকে। বলি, কী এমন জানতে পেরেছে সে? ...লিলি, যাও তো, গিয়ে দেখো কী করছে লোকটা। ...না, থাক, দরকার নেই। এখানে, আমার সঙ্গেই থাকো তুমি।'

'আমি যাই, ম্যাডাম?' জিজ্ঞেস করল ট্রেফুসিস।

'গেলে ভালো হয়,' মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন লেডি অ্যাস্টওয়েল।

টাওয়ার রুমে ঢুকল ওয়েন ট্রেফুসিস।

ঘরটা ফাঁকা বলে মনে হচ্ছে—এরকুল পয়রো'র কোনও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না কোথাও। আশ্চর্য হয়ে কিছুক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল সে, চোখ পিটপিট করল, শেষে ফিরে যাওয়ার জন্য যখন ঘুরল

BanglaBook.org

তখন মনে হলো ওর, কিছু একটা শুনতে পেয়েছে যেন।

এদিক-ওদিক তাকাল সে, শব্দটা ঠিক কোত্থেকে এসেছে বুঝতে পারছে না। হঠাৎ দেখল, টাওয়ার রুম থেকে যে-পেঁচানো সিঁড়ি উঠে গেছে উপরের বেডরুমের দিকে, বেঁটে একটা লোকের অদ্ভুত একটা মূর্তি দেখা যাচ্ছে সেখানে।

এরকুল পয়রো।

ঝুলছে, না, ভুল হলো, ডান হাত আর দু'পায়ে ভর দিয়ে অদ্ভুত কায়দায় সিঁড়ির সঙ্গে লেপ্টে আছে পয়রো, ছোট্ট একটা পকেটলেন্স দেখা যাচ্ছে ওর বাঁ হাতে; সিঁড়ির কার্পেটের পাশে, একদিকের কাঠের-ফ্রেমের উপর সমস্ত মনোযোগ ওর।

হঠাৎ টের পেয়ে গেল সে, কেউ একজন এগিয়ে যাচ্ছে ওর দিকে। ঝট করে ঘাড় ঘুরাল সে, ওয়েন ট্রেফুসিসকে দেখতে পাওয়ামাত্র মৃদু একটা আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল ওর মুখ দিয়ে, পকেটলেন্সটা চট করে ঢুকিয়ে রেখে খাড়া হলো দু'পায়ে। একহাতের তালুতে লুকিয়ে কিছু একটা গোপন করার চেষ্টা করছে সে ট্রেফুসিসের কাছ থেকে, হাতটা ইচ্ছাকৃতভাবে নিয়ে গেছে কোমরের পেছনে। 'মিস্টার ট্রেফুসিস!' বিস্ময়বিহ্বলতার ছাপ ওর চেহারায়, 'শুনতেই পাইনি কখন ঢুকলেন ঘরে।'

সম্পূর্ণ অন্য একটা মানুষ বলে মনে হচ্ছে পয়রোকে এখন। ওর চেহারায় চাপা বিজয়োল্লাস।

আশ্চর্য হয়ে ওর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ট্রেফুসিস। 'কী ব্যাপার, মিস্টার পয়রো? আপনাকে দেখে খুব সন্তুষ্ট বলে মনে হচ্ছে?'

লোকে যেভাবে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ে, মুখ দিয়ে সেভাবে বাতাস বের করল পয়রো। 'হ্যাঁ, অবশ্যই। সেই শুরু থেকে যে-জিনিসটা খুঁজছিলাম, সেটা পেয়েছি এতদিনে। কিন্তু...'

'কিন্তু?'

BanglaBook.org

‘আপনাকে বলাটা উচিত হবে কি না...

‘কেন? আগেরবার যে-গোপন কথাটা বলেছেন আমাকে, তা কি কাউকে বলেছি আমি?’

‘বলেননি? শিওর?’ মিটিমিটি হাসছে পয়রো।

‘কেন?’ দ্বিধায় পড়ে গেছে ট্রেফুসিস। ‘আমি কারও কাছেই কিছু বলিনি।’

‘ঠিক আছে। তা হলে আপনাকে বিশ্বাস করে আরও একটা গোপন কথা বলি। এমন কিছু একটা পেয়েছি আমি, এমন কিছু একটা লুকানো আছে আমার হাতে, যা, খুনিকে খুনি হিসেবে প্রমাণ করতে সাহায্য করবে।’

‘তারমানে,’ ভ্রূ উঁচু করল ট্রেফুসিস, ‘চার্লস লেভার্সন খুনি না?’

‘না, চার্লস লেভার্সন খুনি না। তবে খুনটা কে করেছে, সেটাও বলা যাচ্ছে না এখনই, কারণ নামটা সম্বন্ধে এখনও নিশ্চিত না আমি। তবে কীভাবে হয়েছে খুনটা সে-ব্যাপারে পরিষ্কার ধারণা পেয়ে গেছি।’ এগিয়ে গিয়ে ট্রেফুসিসের কাঁধ চাপড়ে দিল পয়রো। ‘খুবই জরুরি একটা কাজ আছে আমার, এই মুহূর্তে লণ্ডন যেতে হবে আমাকে। কাজটা এতই জরুরি যে, লেডি অ্যাস্টওয়েলের সঙ্গে দেখা করে বলে যাওয়ার মতো সময়ও নেই হাতে। ...একটা উপকার করতে পারবেন? আমার হয়ে লেডি অ্যাস্টওয়েলকে জানাতে পারবেন কথাটা? আর আজ রাত ন'টার সময় বাড়ির সবাইকে থাকতে বলতে পারবেন টাওয়ার রুমে? আশা করছি ওই সময় নাগাদ ফিরে আসতে পারবো লণ্ডন থেকে, স্যর রুবেনের হত্যারহস্যের জট খুলবো সবার সামনে। ...আরেকটা কথা বলবো, মিস্টার ট্রেফুসিস?’

‘জী, বলুন?’

‘আমি খুবই সন্তুষ্ট,’ বলে ট্রেফুসিসকে যারপরনাই তাজ্জব

করে দিয়ে, হাস্যকর ভঙ্গিতে, নিজস্ব কায়দায়, নাচল কিছুক্ষণ পয়রো; নাচতে নাচতেই বেরিয়ে এল টাওয়ার রুম থেকে।

কয়েক মিনিট পর হন্তদন্ত হয়ে হাজির হলো সে লাইব্রেরিরুমে, খুবই তাড়া আছে এমন ভঙ্গিতে বলল, 'আপনাদের কারও কাছে কি কার্ডবোর্ডের ছোট কোনও বাক্স হবে?'

মাথা নাড়ল সবাই, শুধু ট্রেফুসিস, পয়রো যে-রকম চাচ্ছে সে-রকম একটা বাক্স বের করে দিল ডেস্কের একটা ড্রয়ার থেকে।

কৃতজ্ঞচিত্তে বাক্সটা নিয়ে ডালা খুলল পয়রো, পকেট থেকে কিছু একটা বের করে রাখল বাক্সে, তারপর ডালা আটকে দিয়ে পাশে-দাঁড়ানো জর্জকে বলল, 'ধরো এটা, জর্জ। আমার ড্রেসিংটেবিলের দ্বিতীয় ড্রয়ারে, যে-জুয়েলকেসে আমার মুক্তোর-বোতামগুলো থাকে সেটার ঠিক পাশে রাখবে। সাবধান, ভেঙে ফেলো না যেন! ওটার ভিতরে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস রেখেছি কিন্তু।'

উঠে দাঁড়ালেন লেডি অ্যাস্টওয়েল, বিরক্ত চেহারায় তাকিয়ে আছেন পয়রো'র দিকে, ইতোমধ্যে ট্রেফুসিসের কাছ থেকে জেনেছেন কোথায় যাচ্ছে সে।

কাজেই কথা না-বাড়িয়ে নিজের হ্যাটটা নিয়ে ছুট লাগাল পয়রো।

BanglaBook.org

সতেরো

টাওয়ার রুম।

রাত ন'টা।

মাসখানেক আগে এখানেই সংঘটিত হয়েছিল স্যর রুবেনের ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড।

ঘরে যারা উপস্থিত আছেন এ-মুহূর্তে তাঁদের সবাইকে একে একে দেখল পয়রো।

লেডি অ্যাস্টওয়েল। ভিক্টর অ্যাস্টওয়েল। লিলি মারগ্রেভ। ওয়েন ট্রেফুসিস। পার্সন্স। শেষেরজন অনিশ্চিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে গোবরাটে; ঘরের ভিতরে, বাকিদের কাছে এসে দাঁড়াতে ইতস্তত করছে। 'স্যর,' ওর দিকে পয়রোকে তাকাতে দেখে বলল সে, 'জর্জ বলল আমাকেও নাকি এখানে লাগবে আপনার। কথাটা ঠিক না বেঠিক বুঝতে পারছি না।'

'সম্পূর্ণ ঠিক,' বলল পয়রো। 'থাকো তুমি।' কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়াল সে। নিচু গলায় বলতে লাগল, 'কেসটা খুবই ইন্টারেস্টিং ছিল। কেন, জানেন আপনারা? কারণ আপনাদের যে-কোনও একজন খুন করেছেন স্যর রুবেনকে, অথচ পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে এমন এক লোককে, যে, আমার বিবেচনায় নির্দোষ। ইন্টারেস্টিং ছিল, কারণ খুন করার পর থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় আছে খুনি, বলা ভালো ছিল; তার নাওয়া-খাওয়া, চালচলন, কাজকর্ম কোনওটাতেই তেমন কোনও ব্যাঘাত ঘটেনি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কে সেই খুনি?' থেমে ঘরের লোকদেরকে সময় নিয়ে দেখল, তারপর আবার বলতে লাগল, 'স্যর রুবেন মারা যাওয়ার পর তাঁর টাকাপয়সা পেয়েছে কে? চার্লস লেভার্সন এবং লেডি অ্যাস্টওয়েল। সে-রাতে শেষপর্যন্ত স্যর রুবেনের সঙ্গে কে ছিল? আবারও একই জবাব, লেডি অ্যাস্টওয়েল। সে-রাতে স্যর রুবেনের সঙ্গে সবচেয়ে ভয়াবহ ঝগড়া হয়েছিল কার? উত্তর একই—লেডি অ্যাস্টওয়েল।'

'কী বলছেন আপনি?' চেঁচিয়ে উঠলেন লেডি অ্যাস্টওয়েল।

BanglaBook.org

'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'কিন্তু সে-রাতে স্যর রুবেনের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল আরও একজনের,' বিষণ্ণ গলায় বলে চলল পয়রো, কান দেয়নি লেডি অ্যাস্টওয়েলের চেঁচানিতে, 'সে-রাতে আরও একজন প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ অবস্থায় চলে গিয়েছিল এ-ঘর থেকে। ...আসুন, আলোচনার খাতিরে ধরে নিই, সে-রাতে পৌনে বারোটার দিকে স্যর রুবেনকে এ-ঘরে রেখে বেরিয়ে গিয়েছিলেন লেডি অ্যাস্টওয়েল। তা হলে, সবার সাক্ষ্য অনুযায়ী, মিনিট দশেক পরই এখানে ঢোকেন মিস্টার লেভার্সন। এই দশ মিনিটের মধ্যেই খুনি ঢুকেছে এখানে, কুকর্মটা করেছে, তারপর বহাল তবিয়তে ফিরে গেছে নিজের ঘরে।'

চিৎকার করে উঠলেন ভিক্টর অ্যাস্টওয়েল, লাফিয়ে দাঁড়িয়ে গেছেন। 'কী আজেবাজে কথা বলছেন আপনি এসব? আপনার...' প্রচণ্ড রাগে কথা হারালেন তিনি, লাল হয়ে গেছে তাঁর চেহারা।

তাঁর দিকে শান্ত ভঙ্গিতে তাকাল পয়রো। 'এত রাগ কিন্তু ভালো না, মিস্টার অ্যাস্টওয়েল। পশ্চিম আফ্রিকায় যখন ছিলেন, ক্রোধোন্মত্ত অবস্থায় খুন করেছেন একজনকে। মনে আছে?'

'বিশ্বাস করি না কথাটা,' চেঁচিয়ে উঠল লিলি, দাঁড়িয়ে গেছে সে-ও। এগিয়ে এল সে, একহাত দিয়ে চেপে ধরেছে আরেকহাত, লাল হয়ে গেছে দু'গাল। 'বিশ্বাস করি না আমি,' বলল আবারও, গিয়ে দাঁড়াল ভিক্টর অ্যাস্টওয়েলের পাশে।

'কিন্তু কথাটা সত্যি, লিলি,' অপরাধ স্বীকার করার ভঙ্গিতে বললেন মিস্টার অ্যাস্টওয়েল, তাকালেন পয়রো'র দিকে। 'আপনি জানতে পারলেন কীভাবে?'

মুচকি হাসল পয়রো। 'লোকের অতীত জানাটাই তো আমার কাজ, তা-ই না? একজন ইংরেজ নাগরিক আফ্রিকায় যাবেন...কী মনে করেন...তিনি সেখানে কী করছেন না-করছেন কিছুই খবর

BanglaBook.org

রাখবে না সরকার? তিনি সেখানে গিয়ে খুনখারাপি করবেন আর সেসব অজানা থাকবে সবার কাছে?'

মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার অ্যাস্টওয়েল, উধাও হয়ে গেছে তাঁর রাগ। 'আফ্রিকার এক ওঝাকে খুন করেছি আমি। স্বীকার করছি উচিত হয়নি কাজটা, কিন্তু রাগের মাথায়...। পনেরোটা নিষ্পাপ বাচ্চাকে খুন করেছিল ওই লোক। ওকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিয়ে ভেবেছিলাম, উচিত কাজটাই করেছি বুঝি।'

পয়রো'র দিকে তাকাল লিলি। 'মিস্টার পয়রো, ভুল হচ্ছে আপনার। বদমেজাজী হওয়া, রাগের মাথায় যা-তা বলা কিংবা অসভ্য কোনও দেশের কোনও ওঝাকে...কী বলবো...শেষ করে দেয়ার মানেই কিন্তু স্যর রুবেনকে খুন করা না। আমি জানি...আমি খুব ভালোমতোই জানি...জোর দিয়ে বলতে পারি আপনাকে...মিস্টার ভিক্টর অ্যাস্টওয়েল করতে পারেন না কাজটা।'

মেয়েটার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পয়রো, দাঁত বের করে হাসছে। 'তারমানে, মাদমইযেল, মিস্টার অ্যাস্টওয়েলকে বিশ্বাস করেন আপনি?'

অস্বস্তি বোধ করছে লিলি। 'মিস্টার অ্যাস্টওয়েল একজন ভালো মানুষ, সৎ লোক। মৃপালা গোল্ডফিল্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কোনও সম্পৃক্ততা ছিল না তাঁর, তাঁকে সেখানে পাঠানো হয়েছিল বলে গিয়েছিলেন। ...আমি...আমি...'

'জী, আপনি?' একটু আগে ঝুঁকল পয়রো।

'আমি কথা দিয়েছি তাঁকে বিয়ে করবো।'

এগিয়ে এসে লিলির একটা হাত ধরলেন ভিক্টর অ্যাস্টওয়েল। 'ঈশ্বরের শপথ, মিস্টার পয়রো, আমার ভাইকে খুন করিনি আমি।'

'জানি। কিন্তু অস্বীকার করতে পারবেন, আপনার ভাই মিস লিলিকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে চাচ্ছিলেন বলে তাঁর উপর

BanglaBook.org

ভীষণ চটে ছিলেন আপনি? অস্বীকার করতে পারবেন, মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন, এ-ব্যাপারে একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলবেন?' প্রশ্ন দুটোর জবাব না-পাওয়ায় লেডি অ্যাস্টওয়েলের দিকে তাকাল পয়রো। 'দেখলেন তো, মাদাম, প্রেমের ফুল কখন-কোথায়-কীভাবে ফোটে তা আগে থেকে কল্পনা করাও অসম্ভব? মন দেয়া-নেয়া হয়ে গেছে আপনার পার্সোনাল সেক্রেটারি আর আপনার দেবরের মধ্যে, এমনকী বিয়ের ব্যাপারে তাঁরা একজন আরেকজনকে কথাও দিয়ে ফেলেছে, অথচ কিছুই জানেন না আপনি! অথচ দু'জনের মধ্যে বয়সের কত ব্যবধান!' মাথা নাড়ল সে।

চুপ করে আছে ঘরের বাকিরা, লিলির সঙ্গে ভিক্টর অ্যাস্টওয়েলের প্রণয়ের খবরটা হজম করতে সময় লাগছে।

আবারও এদিক-ওদিক তাকাল পয়রো, তারপর আগের মতো বলতে লাগল, 'বন্ধুরা, ওই কালো ভেলভেটের পর্দাটা দেখতে পাচ্ছেন না? হিপ্নোটাইয্ড্ অবস্থায় লেডি অ্যাস্টওয়েল কী বলেছেন, জানেন? বলেছেন, সে-রাতে নাকি ফুলে থাকতে দেখেছেন তিনি পর্দাটাকে।'

সবার চোখ আপনাআপনি চলে গেল পর্দাটার দিকে।

'তারমানে আপনি বলতে চান একটা চোর লুকিয়ে ছিল ওটার আড়ালে?' আশ্চর্য হয়ে গেছেন ভিক্টর অ্যাস্টওয়েল। 'কী অদ্ভুত সমাধান!'

'অদ্ভুত সমাধান?' কথাটা ধরল পয়রো। 'হয়তো। কিন্তু...আপনারা সবাই যে-পর্দার দিকে তাকিয়ে আছেন সেটার কথা বলিনি আমি।'

'তা হলে?' ভ্রূ কুঁচকে গেছে লেডি অ্যাস্টওয়েলের।

'মাদাম, সে-রাতে জানালার সঙ্গের কালো পর্দাটা না, বরং,' নাটকীয় ভঙ্গিতে চরকির মতো পাক খেয়ে ঘুরল পয়রো, তর্জনীর

BanglaBook.org

ইশারায় দেখিয়ে দিল পেঁচানো সিঁড়ি ঢেকে রাখা পর্দাটা, 'ওটা ফুলে থাকতে দেখেছিলেন আপনি।'

আবার বাকরুদ্ধ হয়েছে ঘরের বাকিরা, কেউ কেউ মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে।

'যে-রাতে খুন হন স্যর রুবেন,' বলে চলল পয়রো, 'তার আগের রাতে উপরের বেডরুমটা ব্যবহার করেছিলেন তিনি। পরদিন সকালে, মানে খুনটা যেদিন হয়েছে সেদিন সকালে, বিছানাতেই ব্রেকফাস্ট সেরে নেন উনি। তখন তাঁর সামনে উপস্থিত ছিলেন মিস্টার ট্রেফুসিস, তাঁকে হয়তো প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিচ্ছিলেন স্যর রুবেন। কী সেই নির্দেশনা, তা আমার চেয়ে মিস্টার ট্রেফুসিসই ভালো বলতে পারবেন। কিন্তু আমার কী মনে হয়, জানেন? মনে হয়, সে-রাতে গুডবাই বলে বেরিয়ে যাওয়ার পর কথাটা হঠাৎ করেই মনে পড়ে মিস্টার ট্রেফুসিসের, আবার চট করে ঢুকে পড়েন তিনি এ-ঘরে, পেঁচানো সিঁড়ি বেয়ে হাজির হন উপরের বেডরুমে। স্যর রুবেন আর লেডি অ্যাস্টওয়েল তখন ঝগড়া শুরু করেছেন, তাই তাঁদের কেউই খেয়াল করেননি মিস্টার ট্রেফুসিসকে,' থামল সে।

'তারপর?' কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন লেডি অ্যাস্টওয়েল।

তাঁর দিকে তাকাল পয়রো। 'কাজ সেরে মিস্টার ট্রেফুসিস যখন নেমে আসছিলেন সিঁড়ি দিয়ে, স্যর রুবেনের সঙ্গে তখনও ঝগড়া চলছে আপনার। মিয়া-বিবি'র কথা কাটাকাটি, মানে খুবই ব্যক্তিগত বিষয়; তাই ভীষণ অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ে যান মিস্টার ট্রেফুসিস। বুঝতে পারেন, স্বামী-স্ত্রী দু'জনই ধরে নিয়েছেন অনেক আগেই ঘর ছেড়ে চলে গেছেন তিনি, তাই "মনের সুখে" ঝগড়া করছেন। এমনিতেই মেজাজ ভীষণ খারাপ ছিল স্যর রুবেনের, তার উপর মিস্টার ট্রেফুসিসকে দেখলে কী না কী করে বসেন ভেবে কী করলেন তিনি, জানেন? সিদ্ধান্ত নিলেন যেখানে আছেন

Banglabook.org

সেখানেই থাকবেন, পরে সুবিধামতো সময়ে চট করে বেরিয়ে কেটে পড়বেন ঘর থেকে। তাই পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকলেন তিনি।'

'থামলেন কেন?' কৌতূহল সামলাতে পারছেন না লেডি অ্যাস্টওয়েল, 'বলে যান।'

'ঝগড়া শেষ হলো আপনাদের, ঘর ছেড়ে চলে গেলেন আপনি। যাওয়ার সময় দেখলেন পেঁচানো সিঁড়ির সঙ্গের পর্দাটা ফুলে আছে। কিন্তু দেখেও দেখলেন না যেন, বুঝেও বুঝলেন না। পরে আপনার অবচেতন মন ভুলেই গেল ব্যাপারটা। যা-হোক, আপনি চলে যাওয়ার পর, সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে ভেবে নিয়ে, চুপিসারে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করলেন মিস্টার ট্রেফুসিস। কিন্তু কপাল খারাপ, কোনওভাবে আওয়াজ করে ফেললেন তিনি, আর সেটা শুনে ঘাড় ঘুরালেন স্যর রুবেন। ব্যস, আর যায় কোথায়? এমনিতেই মেজাজ সপ্তমে চড়ে ছিল, হাতের সামনে সেক্রেটারিকে পেয়ে ফেটে পড়লেন তিনি। আমার ধারণা, আড়িপাতা এবং গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ এনে যারপরনাই দুর্ব্যবহার করলেন তখন মিস্টার ট্রেফুসিসের সঙ্গে।

'আমি মনোবিজ্ঞানের ছাত্র। এই কেসে খুনিকে খুঁজতে গিয়ে কী দেখেছি আমি সবসময়, জানেন? দেখেছি, কার মেজাজ সবচেয়ে ঠাণ্ডা। কেন করেছি কাজটা, জানেন? বদমেজাজি লোকদের রাগে...বুঝিয়ে বলার জন্য যদি বলি, একরকমের সেফটিভাল্‌ভ থাকে। যখন নিজেদেরকে সামলাতে পারে না ওরা, তখন আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যায় ওই ভাল্‌ভ, ফলে বদমেজাজি লোকরা মাত্রাতিরিক্ত দুর্ব্যবহারের বেশি কিছু করতে পারে না। কিন্তু যাদের মাথা ঠাণ্ডা তারা প্রচণ্ড, বলা ভালো ভয়াবহ রেগে গেলে কী হয়?

'লোকে বলে, ঘেউ ঘেউ করা কুকুর কমই কামড়ায়। কথাটা

BanglaBook.org

কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ—কুকুর যখন কামড়ায়, তখন সেটা ঘেউ ঘেউ করে না। কাজেই আমি খুঁজেছি এমন একটা লোককে যার মেজাজ ঠাণ্ডা, ধৈর্যশীল আর আত্মসংযমী বলে সুনাম আছে যার, যে-লোক আণ্ডারডগ হিসেবে ন'টা বছর চাকরি করেছে স্যর রুবেনের কাছে।'

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের সবাই তাকাল ওয়েন ট্রেফুসিসের দিকে।

চুপ করে আছে লোকটা, নিস্পলক তাকিয়ে আছে পয়রো'র দিকে।

'বছরের পর বছর ধরে পুঞ্জীভূত ক্ষোভের চেয়ে ভয়ঙ্কর আর কিছু নেই,' বলে চলল পয়রো। 'একটু একটু করে জমাট বাঁধা অপমানবোধের চেয়ে মারাত্মক আর কিছু হয় না।'

কোনও প্রতিবাদ নেই ট্রেফুসিসের পক্ষ থেকে।

'ন'টা বছর ধরে নিজের সেক্রেটারিকে শাসনের উপর শাসন করেছেন স্যর রুবেন,' বলছে পয়রো, 'ন'টা বছর ধরে নীরবে সব সহ্য করে গেছে লোকটা। রাগে ফেটে পড়তে ইচ্ছা করেছে তাঁর অনেকবার, কিন্তু যেভাবেই হোক নিজেকে সামলেছেন তিনি। কিন্তু এক রাতে রাগ আর সামলাতে পারেননি, ভেঙে গেছে তাঁর ধৈর্যের বাঁধ, আর সে-রাতেই...। তাঁকে ইচ্ছামতো গালমন্দ করে চেয়ারে আবার বসে পড়লেন স্যর রুবেন, ঠিক সে-সময় ঘুম ভেঙে যাওয়ায় পার্সন্স ভাবল, ভাগ্নেকে বকছেন বুঝি ওর মনিব, এদিকে বকা খেয়ে বরাবরের মতো মাথা নিচু করে বেরিয়ে যাওয়ার বদলে একথাবায় কাছে-থাকা কাঠের ভারী মুগুরটা তুলে নিলেন মিস্টার ট্রেফুসিস, স্যর রুবেনের মাথার পেছনে সর্বশক্তিতে বাড়ি মেরে চিরতরে নিস্তব্ধ করে দিলেন তাঁকে,' ট্রেফুসিসের দিকে তাকাল সে।

দেখে মনে হচ্ছে, পাথরের মূর্তিতে পরিণত হয়েছে লোকটা।

'আপনার অ্যালিবাইটা,' কথা শেষ হয়নি পয়রো'র, 'একশব্দে

BanglaBook.org

যদি বলি, খাসা। স্যর রুবেন অথবা লেডি অ্যাস্টওয়েলের কথা বাদই দিলাম, মিস্টার ভিক্টর অ্যাস্টওয়েলও ভেবেছেন, খুনের সময়টাতে আপনার ঘরেই ছিলেন আপনি। অথচ কেউ আপনাকে দেখেনি আপনার ঘরে যেতে। স্যর রুবেনকে খুন করে চুপিসারে যখন বেরিয়ে যাচ্ছিলেন এ-ঘর থেকে, একটা আওয়াজ শুনতে পান আপনি—সম্ভবত মামার সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য আসছিলেন মিস্টার লেভার্সন, তখন চট করে ঘরে ঢুকে পড়েন আবার, আগের মতো লুকিয়ে পড়েন পর্দার আড়ালে। মিস্টার চার্লস লেভার্সন যখন ঘরে ঢোকেন, তখন সেখানেই ছিলেন আপনি। মিস লিলি মারগ্রেভ যখন আসেন, তখনও সেখানেই ছিলেন। ...মনে আছে, আপনার সঙ্গে যখন প্রথম দেখা হয়, জিজ্ঞেস করেছিলাম, কোনওকিছু খোওয়া গেছে কি না এ-ঘর থেকে? মনে আছে, কী জবাব দিয়েছিলেন আপনি? সিন্দুক শব্দটা উচ্চারণ করে থেমে গিয়েছিলেন...আসলে সামলে নিয়েছিলেন নিজেকে...কারণ সে-রাতে খুনের পর কেউ একজন সিন্দুকটা খুলেছিল, আর পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে থেকে সব দেখছিলেন আপনি। কথাটা আরেকটু হলেই বেরিয়ে যাচ্ছিল আপনার মুখ দিয়ে, তখনই খট্‌কা লাগে আমার। ...অস্বীকার করতে পারেন, আমার ধারণা ভুল?'

'আমি...আমি...' তোতলাচ্ছে ট্রেফুসিস।

'থাক, আপনাকে আর বলতে হবে না, আমিই বলে দিচ্ছি। প্রায় পনেরো দিন ধরে একটা কমেডি নাটকে অভিনয় করেছি আমি আপনার সঙ্গে, আসলে আমার জাল আস্তে আস্তে গুটিয়ে এনেছি আপনার চারপাশে। ফিঙ্গারপ্রিন্ট, ফুটপ্রিন্ট, এ-ঘরের ভেতরে এটা-সেটা খোঁজা...সব আসলে ভুয়া। আমি আসলে আপনার মনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছি। হঠাৎ করেই কালি পড়ে গেছে আপনার চোখের নীচে—নিশ্চয়ই দুশ্চিন্তায় ঠিকমতো ঘুম হচ্ছিল

না গত কয়েক রাত্ ধরে? নিশ্চয়ই ভেবে ভেবে কূল পাচ্ছিলেন না, কী না কী জেনে গেল এরকুল পয়রো?

'হ্যাঁ, বার বার সেটাই ভেবেছেন আপনি—কী এমন ভুল করেছেন সে-রাতে, অথবা সে-ভুল শোধরানোর কোনও উপায় আছে কি না। কাজেই শেষপর্যন্ত এমন একটা অবস্থায় নিয়ে এলাম আমি আপনাকে, যার ফলে ভুল করতে বাধ্য হলেন। আজ যখন পেঁচানো সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ছিলাম...খুনের রাতে যে-জায়গায় ছিলেন আপনি...আমাকে দেখে কী আবেগ খেলে গেল আপনার দু'চোখে, জানেন? ভয়—ধরা পড়ার ভয়। আস্তে আস্তে বাড়ল সেটা, আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন আপনি। শেষে কী করলেন?'

সবাই চুপ। ট্রেফুসিস স্থাণু।

'জর্জ?' দরজার দিকে তাকিয়ে ডাকল পয়রো।

'আছি, স্যর,' ঘরে এসে ঢুকল জর্জ।

'কার্ডবোর্ডের বাক্সটার ব্যাপারে আমার আদেশ কী ছিল, এই ভদ্রমহিলা আর ভদ্রলোকদেরকে বলবে?'

'জী, স্যর, বলবো। আপনি বলেছিলেন, আপনার ঘরে, ড্রেসিংটেবিলের দ্বিতীয় ড্রয়ারে, জুয়েলকেসের পাশে বাক্সটা রাখতে।'

'রেখেছিলে ঠিকমতো?'

'জী, রেখেছিলাম।'

'পরে কী হলো?'

'পরে আপনি জরুরি একটা কাজে চলে গেলেন।'

'হ্যাঁ, সেটা সবাই দেখেছে। সবাই যেটা দেখেনি সেটা বলো।'

'দুপুর সাড়ে তিনটার দিকে, বাড়ির প্রায় সবাই তখন ঘুমাচ্ছে, চোরের মতো আপনার ঘরে ঢোকেন মিস্টার ট্রেফুসিস। সোজা এগিয়ে যান তিনি সেই ড্রয়ারের দিকে, একটুও দেরি না-করে

BanglaBook.org

বাক্সটা বের করেন। আপনার কথামতো, স্যর, গোপন জায়গায় লুকিয়ে থেকে দেখেছি আমি।'

মুচকি হাসল পয়রো। 'আর সে-বাক্সে মামুলি একটা আলপিন দেখতে পেয়ে যারপরনাই তাজ্জব হয়ে যান মিস্টার ট্রেফুসিস। মজার ব্যাপার হচ্ছে, আজ সকালে ওটাই খুঁজে পেয়েছি আমি পেঁচানো-সিঁড়ির একজায়গায়।' ট্রেফুসিসের দিকে তাকাল সে। 'দেখলেন তো? নিজের সঙ্গে নিজেই বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন আপনি।'

আর সহ্য করতে পারল না ট্রেফুসিস, ভেঙে পড়ল হঠাৎ, ধপ্ করে বসে পড়ল একটা চেয়ারে, দু'হাত দিয়ে চেহারাটা ঢেকে ফোঁপাচ্ছে সমানে। 'পাগল হয়ে গিয়েছিলাম আমি,' গুঙিয়ে উঠল সে, 'স্রেফ পাগল হয়ে গিয়েছিলাম প্রচণ্ড রাগে। কিন্তু...ওই লোকটাও আমার সঙ্গে বছরের পর বছর ধরে যারপরনাই খারাপ ব্যবহার করেছে। আমি...আমি...আর সহ্য করতে পারছিলাম না। বছরের পর বছর ধরে ঘৃণা করে গেছি ওকে, এবং সুযোগ পাওয়ামাত্র...'

'জানতাম!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন লেডি অ্যাস্টওয়েল। 'জানতাম ওই লোকই খুন করেছে!'

'জী, ঠিকই জানতেন আপনি,' বলল পয়রো। 'আপনার অনুমান নির্ভুল। এবং সেজন্য আমার পক্ষ থেকে আপনাকে অভিনন্দন।'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

দ্য কম্প্যানিয়ন

'এবার ডক্টর লয়েড,' বলল মিস হেলিয়ার, 'এমন কোনো গল্প বলুন আমাদেরকে, যা শুনলে গা ছমছম করবে।' অপূর্ব সুন্দর দুই চোখ মেলে তাকিয়ে আছে ডক্টরের দিকে।

ডক্টর লয়েড বয়স্ক মানুষ, চিরকুমার। গত পাঁচ বছর ধরে আছেন তিনি সেইন্ট মেরি মীড গ্রামে, স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে যাচ্ছেন গ্রামবাসীদের। অনিন্দ্যসুন্দরী মিস হেলিয়ারের কথা শুনে কেমন আনমনা হয়ে পড়েছেন তিনি, কিছু একটা মনে করার জোর চেষ্টা চালাচ্ছেন সম্ভবত। খানিক বাদে বললেন, 'যেসব গল্প শুনলে গা ছমছম করে, মানে ভূতের গল্প, সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা কিন্তু আমাদের টুয়েস ডে নাইট ক্লাবের উদ্দেশ্য না। আমাদের আলোচনার বিষয় রহস্য। সেসব কাহিনি শুনলে সাধারণত কারোরই গা ছমছম করে না, মিস হেলিয়ার। তারপরও...যখন অনুরোধ করেছেন...একটা গল্প বলছি, কেমন লাগবে আপনাদের কাছে জানি না,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ারে হেলান দিলেন তিনি। 'ভুলেই গিয়েছিলাম অনেক বছর আগের ঘটনাটা, এখন আস্তে আস্তে মনে পড়ে যাচ্ছে সব।'

চেয়ার টেনে নিয়ে ডক্টরের আরেকটু কাছে গিয়ে বসল মিস হেলিয়ার। পার্স খুলে লিপস্টিক বের করে লাগাল ঠোঁটে। বাকিরাও কৌতূহলী চেহারায় তাকিয়ে আছে ডক্টরের দিকে।

'ক্যানারি আইল্যাণ্ডের নাম শুনেছেন আপনারা কেউ?' বললেন

BanglaBook.org

লয়েড।

'কোথায় ওটা?' পাল্টা প্রশ্ন করল জেন হেলিয়ার। 'দক্ষিণ সাগরে? নাকি ভূমধ্যসাগরে?'

'একবার দক্ষিণ আফ্রিকায় যাওয়ার সময় ওখানে গিয়েছিলাম আমি,' বললেন কর্নেল ব্যান্ট্রি। 'টেনেরিফ দ্বীপের পর্বতের চূড়ায় সূর্য অস্ত যাওয়ার দৃশ্য দেখতে দারুণ লাগে।'

'আমি যে-গল্প বলছি সেটা গ্র্যাণ্ড ক্যানারি আইল্যাণ্ডের, টেনেরিফের না। ...অনেক বছর আগের কথা। তখন হঠাৎ করেই স্বাস্থ্য খুব খারাপ হয়ে গেছে আমার। এত খারাপ যে, প্র্যাকটিস চালিয়ে যেতে পারছি না। ভাবলাম, ইংল্যাণ্ড ছেড়ে বাইরে কোথাও যাই, কিছুদিন কাটিয়ে আসি। দরকার হলে ডাক্তারিও করতে পারবো, আবার বায়ু পরিবর্তনও হবে। গেলাম লা পালমায়—গ্র্যাণ্ড ক্যানারির রাজধানী শহর বলা যায় ওটাকে।

'মনের সুখেই সময় কাটিয়ে দিচ্ছি সেখানে, বিভিন্নভাবে উপভোগ করছি জীবনটা, হারানো স্বাস্থ্য ফিরে পাচ্ছি আস্তে আস্তে। দ্বীপটার আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ, রৌদ্রোজ্জ্বল। সার্ফিং করার ভালো ব্যবস্থা আছে। খেয়াল করলাম, বন্দর এবং সেটার আশপাশের সমুদ্রভিত্তিক জীবন চুম্বকের মতো টানছে আমাকে। দুনিয়ার প্রায় সব জায়গা থেকে জাহাজ এসে ভেড়ে লা পালমায়। স্রোতের আঘাত ঠেকানোর জন্য তীর বরাবর পাথরের দেয়াল বানানো হয়েছে, প্রতিদিন সকালে ওই দেয়াল ঘেঁষে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে যাই আমি।

'আগেই বলেছি, বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন জাহাজ আসে লা পালমায়। কখনও মাত্র কয়েক ঘণ্টা থাকে কোনো কোনো জাহাজ, কোনোটা আবার দু'-একদিন। তাই শহরের এক নম্বর হোটেল মেট্রোপল সবসময় ভর্তি থাকে বিভিন্ন জাতের মানুষ দিয়ে। এমনকী যারা টেনেরিফে যাবে, তারাও সেখানে যাওয়ার

Banglabook.org

আগে কয়েকদিন থেকে যায় ক্যানারি আইল্যাণ্ডে।

'জানুয়ারির এক বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা। নাচ চলছে মেট্রোপলের বলরুমে, আমি আর আমার এক বন্ধু একটা টেবিলের পাশে বসে দেখছি। যারা নাচছে তাদের কেউ কেউ ইংরেজ, কেউ আবার অন্য দেশের—বেশিরভাগই স্প্যানিশ। ট্যাঙ্গো বাজাতে শুরু করল অর্কেস্ট্রা একসময়, এবার আধ ডজন স্প্যানিশ যুগল নাচার জন্য গেল ড্যান্সফ্লোরে। চমৎকার নাচতে পারে ওরা, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি আমরা আর প্রশংসা করছি। বিশেষ করে এক মহিলা আমাদের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে। সে যেমন লম্বা তেমন সুন্দরী, শরীরটাকে সাপের মতো পাক খাওয়াতে পারে সুরের সঙ্গে মিল রেখে, ওর প্রতিটা মুদ্রা যেন অর্ধেক পোষমানা চিতাবাঘের মতো ক্ষিপ্র ও সাবলীল। দেখতে যেমন ভালো লাগে, তেমনই বিপদের অদ্ভুত এক অনুভূতি কাজ করে দর্শকের মনে।

'কথাটা বললাম আমার বন্ধুকে। মুচকি হেসে বলল সে, "ও-রকম মহিলাদের জীবনে কোনো-না-কোনো ঘটনা থাকেই। ওদের জীবন এমনি এমনি কেটে যায় না।"

' "কোনো কোনো মেয়ের জন্য," বন্ধুর উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে তাকালাম মহিলার দিকে, "সৌন্দর্যই সবচেয়ে বড় বিপদ।"

' "শুধু সৌন্দর্য না," আমার সঙ্গে একমত হতে পারল না বন্ধু, "আরও কিছু আছে। ভালোমতো দেখো মহিলাকে। মনে হয় না, কিছু-না-কিছু ঘটবেই ওর? অথবা মনে হয় না, ওর কারণে কিছু-না-কিছু হবেই অন্য কারও? অদ্ভুত আর উত্তেজক ঘটনা সবসময় ঘিরে থাকে এদেরকে। ...শুধু দেখে যাও, নিজেই বুঝতে পারবে আমার কথা ঠিক, না বেঠিক।" আরও একবার মুচকি হেসে বলল, "কিন্তু ওই দুই মহিলাকে দেখো, ওদের কিছু হবে না। আটপৌরে জীবন যাপন করার জন্যই দুনিয়াতে এসেছে

ওরা।”

‘বন্ধুর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকালাম আমি। কিছুক্ষণ আগে হল্যাণ্ড লয়েড নামের একটা জাহাজ ভিড়েছে বন্দরে, জেটি ধরে নেমে আসছে যাত্রীরা, বেশিরভাগই এগিয়ে আসছে মেট্রোপলিসের দিকে। ওদের মধ্যে ওই দুই মহিলাও আছে। বিদেশে গেলে ওরকম ইংরেজ পর্যটকের দেখা মেলে হরহামেশাই। দু’জনের বয়সই চল্লিশের কাছাকাছি, উচ্চতাও সমান, এমনকী চেহারাতেও মিল আছে কিছুটা। একজন সুন্দরী, মেদ জমতে শুরু করেছে শরীরে, তবে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা যায়। আরেকজন খানিকটা রোগাটে। দু’জনের পরনেই চমৎকার ছাঁটের পরিপাটি কিন্তু সাধারণ টুইডের কাপড়, তাই পোশাকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হয় না। কোনোরকম মেকআপ ব্যবহার করেনি কেউই। ওদেরকে একনজর দেখলেই বলে দেয়া যায়, খানদানি ইংরেজ মহিলা।

‘ঠিকই বলেছে আমার বন্ধু, আটপৌরে জীবন কাটানোর জন্যই দুনিয়াতে এসেছে এরা।

‘চোখ ফিরিয়ে আবার তাকালাম সেই স্প্যানিশ মহিলার দিকে। নাচের আবেশে তখন জ্বলছে ওর আধবোজা দু’চোখ। নিঃশব্দে হাসলাম আমি।

‘কৌতূহলী হয়ে সে-রাতেই গেলাম হোটেলের রিসেপশন কাউন্টারে, চেক-ইন রেজিস্টারটা দেখলাম। সদ্যআসা দুই ইংরেজ মহিলার নাম খুঁজে পেতে সমস্যা হলো না। একজন মিস মেরি বার্টন। আরেকজন মিস অ্যামি ডুরাণ্ট।

‘পরদিন পিকনিকের আয়োজন করল আমার কয়েকজন বন্ধু, যোগ দিলাম আমিও। ব্যাপারটা এ-রকম—গাড়িতে করে দ্বীপের আশপাশে চক্কর লাগাবো আমরা, তারপর লা নেইভ নামের উপসাগরের কাছাকাছি জায়গায় লাঞ্চ সারবো। কারও ইচ্ছা হলে লাঞ্চের পর এবং বিকেলের নাস্তার আগে সমুদ্রস্নান করতে পারে

BanglaBook.org

সেখানে। রওনা হতে দেরি হয়ে যাওয়ার কথাটা বাদ দিয়ে বললে সব ঠিকমতোই চলছিল। ঝামেলাটা হলো লা নেইভে গিয়ে।

'সৈকতের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি আমরা, হঠাৎ তুমুল হইচই-এর আওয়াজ এল কানে। সৈকতে বেশ ভিড়, মনে হচ্ছে শহরের সব লোক সেখানে জড়ো হয়েছে বুঝি। আমাকে দেখামাত্র আমাদের গাড়ির দিকে ছুটে এল বেশ কয়েকজন—ওরা জানে আমি ডাক্তার, হড়বড় করে বলছে কী হয়েছে। কিন্তু আমরা যারা গাড়িতে আছি তারা কেউই স্প্যানিশ ঠিকমতো পারি না। কাজেই আসলে কী হয়েছে তা বুঝতে বেশ কয়েক মিনিট সময় লাগল আমার: দুই ইংরেজ মহিলা গোসল করার জন্য নেমেছিল সাগরে, সাঁতার কাটতে কাটতে বেশ দূরে চলে গেছে একজন এবং বিপদে পড়েছে। অন্যজন যখন বুঝতে পেরেছে ওর বান্ধবী ডুবে যাচ্ছে, তখন ফিরে গিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করেছে মহিলাকে। কিন্তু ততক্ষণে, যে বাঁচাতে গেছে তার গায়ের সব শক্তি শেষ। এই মহিলাও ডুবে মরত, কিন্তু তখন ওদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল একটা নৌকা, আরোহী ভদ্রলোক নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পানি থেকে তুলেছে দুই মহিলাকে।

'দেরি না-করে ছুট লাগালাম আমি। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছি স্রেফ-মজা-দেখতে-জড়ো-হওয়া লোকগুলোকে, কত তাড়াতাড়ি পৌঁছাবো সৈকতে সে-চিন্তা খেলা করছে মাথায়। ...ও, বলে রাখি, ঘটনার বর্ণনা শুনে আমি কিন্তু তখনও বুঝতে পারিনি কোন্ দুই ইংরেজ মহিলার কথা বলা হয়েছে।

'দূর থেকে দেখতে পেলাম, সৈকতে চিৎ হয়ে নিথর শুয়ে আছে এক মহিলা। পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছে আরেকজন, কৃত্রিম উপায়ে আনাড়ি কায়দায় শ্বাসপ্রশ্বাস চালু করার চেষ্টা করছে সঙ্গিনীর, পরনের আঁটসাঁট কালো স্টকিনেট কস্টিউম আর রাবারের সবুজ বাথিং ক্যাপের কারণে হৃষ্টপুষ্ট মনে হচ্ছে ওকে।

BanglaBook.org

'কাছে গিয়ে বললাম আমি একজন ডাক্তার, সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মহিলা। সৈকতের ধারের কোনো একটা কটেজ থেকে তোয়ালে আর শুকনো কাপড় নিয়ে আসতে বললাম ওকে। সঙ্গে সঙ্গে ছুট লাগাল সে, আমাদের পিকনিক পার্টির এক মহিলাও গেল ওর সঙ্গে। আমি ততক্ষণে ডুবে-যাওয়া মহিলাকে বাঁচিয়ে তোলার সবরকমের চেষ্টা শুরু করে দিয়েছি। কিন্তু যার কপালে মরণ লেখা আছে, তাকে সারানোর ক্ষমতা নেই পৃথিবীসেরা ডাক্তারেরও।

'আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো, স্থানীয় এক জেলের ছোট একটা কটেজে জড়ো হলাম আমরা কয়েকজন। সবাইকে জানালাম দুঃখজনক খবরটা। যে মহিলা বেঁচে গেছে সে সুইমিং কস্টিউম ছেড়ে হাতাকাটা ব্লাউয আর ঝুলওয়ালা লম্বা স্কার্ট পরে এসেছে—ওগুলোও আঁটসাঁট। এবার ওকে চিনতে অসুবিধা হচ্ছে না আমার—গতকাল যে দুই ইংরেজ মহিলা এসেছে দ্বীপে তাদের একজন। সঙ্গিনীর মৃত্যুর খবর শুনে তেমন একটা ভাবান্তর হলো না ওর, কারণ নিজেও ফিরে এসেছে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্ত থেকে, সেই বিভীষিকা কাটিয়ে উঠতে পারেনি এখনও।

' "বেচারী অ্যামি," ছলছল চোখে কোনোরকমে বলল সে, "কত আশা করে এসেছিল এখানকার সাগরে সাঁতার কাটবে! সাঁতার ভালো জানত বলেই চলে গিয়েছিল অত দূর। কিন্তু হঠাৎ করেই যে কী হলো বুঝতে পারলাম না। বড় বড় ঢেউও তো ছিল না সাগরে!" আমার দিকে তাকাল। "ডক্টর, আপনার কী ধারণা? আসলে কী হয়েছিল অ্যামির?"

' "আমি নিশ্চিত না—ক্র্যাম্প, মানে অতিরিক্ত পরিশ্রমে পেশীর সঙ্কোচন হয়ে থাকতে পারে। ...আমার চেয়ে তো আপনারই ভালো বলতে পারার কথা ঠিক কী ঘটেছিল।"

' "মিনিট বিশেক একসঙ্গে সাঁতার কাটি আমরা। তারপর

BanglaBook.org

ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিই আমি। কিন্তু অ্যামি বলে, আরও কিছুক্ষণ সাঁতার কাটবে। হঠাৎ করেই শুনি সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে সে, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখি সৈকত থেকে বেশ দূরে ডুবে যাচ্ছে বেচারী। তখন যত তাড়াতাড়ি পারি এগোতে শুরু করি ওর দিকে। ওর কাছাকাছি যখন গেছি তখনও ভাসছিল সে, আমাকে পাওয়ামাত্র জাপ্টে ধরে, দু'জনই তলিয়ে যাই। সে-সময় নৌকা নিয়ে এক ভদ্রলোক না-এলে হয়তো আমিও লাশ হয়ে যেতাম এতক্ষণে।"

'তারমানে, ভাবছি আমি তখন, যে মহিলা ডুবে মারা গেছে তার নাম অ্যামি ডুরান্ট। আর যে বেঁচে গেছে সে মিস মেরি বার্টন।

'কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আবার বলতে লাগল মিস বার্টন, "মানুষের জীবন কত অনিশ্চিত! গতকাল এসেছি আমরা এখানে, আসার পর থেকে সমানে হাসিতামাশা করছিলাম, কে জানত সাগরে গোসল করতে নামলেই এত বড় একটা দুর্ঘটনা..."

' "আপনার বান্ধবীর ব্যাপারে কিছু জানাবেন?" বললাম আমি।

' "অ্যামি আসলে আমার বান্ধবী না। ওকে সঙ্গে নিয়ে এখানে বেড়াতে এসেছি আমি। ওকে আমার...ব্যক্তিগত সহকারী বলতে পারেন। মাস পাঁচেক আগে আমার কাছে চাকরি নিয়েছে। আমরা একসঙ্গে আরও কয়েক জায়গায় ঘুরতে গেছি। সে কিছুটা চাপা স্বভাবের ছিল, জোরাজুরি না-করলে নিজের ব্যাপারে মুখ খুলতে চাইত না। কম বয়সে বাবা-মাকে হারায়, বড় হয় ওর এক আঙ্কেলের কাছে। একুশ বছর বয়স থেকে নিজের জীবিকা নিজেই উপার্জন করছিল।"

'আমার মনে ততক্ষণে অদ্ভুত এক খুঁতখুঁতানি শুরু হয়ে গেছে। অ্যামি ডুরান্ট আমার কেউ না, আমি পুলিশের লোকও না।

Banglabook.org

তারপরও গিয়ে দেখা করলাম স্থানীয় কয়েকজন জেলের সঙ্গে, যারা দুর্ঘটনাটা নিজচোখে দেখেছে। কিন্তু তেমন কিছু জানা গেল না। তখন এক স্প্যানিশ মহিলা, তাজ্জব হয়ে যাওয়ার মতো এক কাহিনি শোনাল আমাকে।

'জোর দিয়ে বলল সে, অ্যামি যখন সাহায্যের জন্য চিৎকার করছিল তখন ওর অবস্থা নাকি ততটা খারাপ ছিল না। কিন্তু ওর কাছে যাওয়ার পর মিস বার্টন নাকি জোর করে ওর মাথাটা চেপে ধরে রেখেছিল পানির নীচে।

'পাত্তা দিলাম না কথাটা। জেলেরা যা দেখেছে তার সঙ্গে এটা মেলে না একটুও। তা ছাড়া তীরে দাঁড়িয়ে দূর সমুদ্রের সবকিছু স্পষ্টভাবে দেখাও সম্ভব না। আমার ধারণা, মিস ডুরান্ট যাতে জ্ঞান হারিয়ে না-ফেলে সেজন্য ওর মাথাটা পানির উপর ভাসিয়ে রাখতে চাচ্ছিল মিস বার্টন। কারণ ডুবন্ত মানুষ আতঙ্কিত হয়ে এমন কাজ করে বসে, যার ফলে যে তাকে বাঁচাতে যায় তারই মরণদশা হয়। অথচ ওই স্প্যানিশ মহিলা ভাবছে ঠিক উল্টোটা।

'যা-হোক, মিস ডুরান্ট মারা যাওয়ার পর দেখা দিল আরেক সমস্যা। মিস বার্টন ওর সঙ্গিনীর কোনো আত্মীয়কেই চেনে না, আদৌ কোনো আত্মীয় আছে কি না তা-ও জানে না। এ-ব্যাপারে আমার কাছেই সাহায্য চেয়ে বসল সে, বলতে পারবো না কেন। আমিও কী ভেবে রাজি হয়ে গেলাম। মিস ডুরান্টের সঙ্গে যা যা ছিল, সেগুলো নিয়ে হোটেলরুমে বসলাম দু'জনে।

'মেয়েরা ব্যবহার করে এমন কিছু টুকটাকি জিনিস ছাড়া উল্লেখ করার মতো কিছু পাওয়া গেল না। তবে হ্যাঁ, লণ্ডনের একটা ঠিকানা পাওয়া গেল। দেরি না-করে সব জানিয়ে সে-ঠিকানায় চিঠি লিখলাম আমি। জবাব পেতেও দেরি হলো না।

' "*ডক্টর লয়েড, আপনি পরোপকারী মানুষ, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুক। দুঃখের বিষয়, যে-ব্যাপারে জানতে চেয়েছেন সে-*

BanglaBook.org

ব্যাপারে বিশেষ কিছু জানি না আসলে। আমার এখানে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকত মিস ডুরান্ট। একটু অদ্ভুত ধরনের ছিল সে—কেমন মুখচোরা আর চাপা স্বভাবের। ভাড়ার টাকাটা আদায় করার সময়ের কথা বাদ দিয়ে বললে ওর সঙ্গে দেখা হতো না আমার। বাড়িওয়ালি হিসেবে অন্যান্য ভাড়াটেদের সঙ্গে বেশ খাতির আছে আমার, কিন্তু মিস ডুরান্ট ব্যতিক্রম। আপনার কাছ থেকে দুঃখজনক ঘটনাটা জানতে পেরে তালা ভেঙে গিয়ে ঢুকলাম ওর ঘরে। কিন্তু দু'-একটা পুরনো আর সস্তা আসবাব, বেশ কয়েকটা পেইন্টিংস আর এক ট্রাঙ্কভর্তি হাবিজাবি কিছু জিনিস ছাড়া ব্যক্তিগত এমন কিছু পাইনি, যা থেকে ওর পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে কিছু জানা যেতে পারে। তবে, ভাড়া নেয়ার সময় আমাকে বলেছিল, সে যখন শিশু তখন ওর বাবা-মা নাকি মারা গেছে ভারতে। এক আঙ্কেল বড় করেছেন ওকে। ভদ্রলোক পেশায় যাজক। তবে তিনি ওর চাচা নাকি মামা তা বলেনি কখনও। এবং আমার যতদূর মনে পড়ে, আমার সামনে নামটাও উচ্চারণ করেনি কখনও। ...ভালো থাকবেন। আবার যদি কোনো দরকার হয়, নিঃসঙ্কোচে যোগাযোগ করবেন।"

'এখন আপনারাই বলুন কী বলা যায় ঘটনাটাকে? রহস্যজনক? তারচেয়ে বরং অসন্তোষজনকই বলি। মিস ডুরান্টের মতো এ-রকম নিঃসঙ্গ, মুখচোরা, চাপা স্বভাবের হাজার হাজার মহিলা আছে লণ্ডনে। ব্যস্ত নাগরিক জীবন তাদের পরিচয় গিলে খায়, ব্যস্ততার অজুহাত দিয়ে সে-পরিচয় জানতে চায়ও না কেউ।

'এক জোড়া ফটোগ্রাফ পাওয়া গেল মিস ডুরান্টের জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে। দুটো ছবিই অনেক পুরনো, তাই মলিন হয়ে গেছে; যে-ফ্রেমে আছে সেখানে যাতে আঁটে সেজন্য কেটে ছোট করা হয়েছে। কাটার কাজটা যে করেছে, খুব একটা সতর্ক ছিল না সে, তাই বাদ পড়েছে ফটোগ্রাফারের নাম। একটা

BanglaBook.org

দাগেরোচিত্রও (ফরাসি উদ্ভাবক জাক দাগের কর্তৃক ১৮৩৮ সালে উদ্ভাবিত আলোকচিত্র গ্রহণ পদ্ধতি অনুযায়ী গৃহীত আলোকচিত্র) পাওয়া গেল—সম্ভবত মিস ডুরাণ্টের মা অথবা নানির।

'কী করবো ভেবে পাচ্ছি না, এমন সময় মিস বার্টন বলল, "আমাকে একবার দু'জন আত্মীয়ের কথা বলেছিল অ্যামি।"

'আগ্রহী হয়ে উঠলাম। "যেমন?"

' "একজনের নামধাম ভুলে গেছি পুরোপুরি।"

'ফুঁ দিলে যেভাবে জ্বলন্ত মোমবাতি নিভে যায় সেভাবে নিভে গেল আমার উৎসাহ। তারপরও বললাম, "আরেকজন?"

' "আরেকজন...আরেকজন...সম্ভবত বিদেশে থাকে...অস্ট্রেলিয়া না কোথায় যেন। নাম-ঠিকানা কিছুই জানি না।"

'হতাশ হয়ে চলে এলাম হোটেল থেকে। আমার মনের সব শান্তি শেষ ততক্ষণে। কে এই অ্যামি ডুরাণ্ট? দেখা যাচ্ছে কেউই কিছু জানে না ওর ব্যাপারে। অদ্ভুত ওই গল্প কেন বলল স্প্যানিশ মহিলা? আরেকটা কথা। মিস ডুরাণ্টকে যখন বাঁচানোর চেষ্টা করছি আমি, সৈকতসংলগ্ন কটেজের দিকে যখন এগিয়ে যাচ্ছে মিস বার্টন, তখন ঘাড় ঘুরিয়ে আমাদের দিকে, বলা ভালো মিস ডুরাণ্টের দিকে তাকায় সে। আশ্চর্য, ওর চেহারায় একইসঙ্গে ক্রোধ আর অনিশ্চয়তায় ছাপ! সঙ্গিনীকে বাঁচানোর চেষ্টা করা হচ্ছে—এতে রাগ করার কী আছে? তা ছাড়া যে-অবস্থায় পাওয়া গেছে মিস ডুরাণ্টকে, তাতে ওর বাঁচা-মরা নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকতেই পারে, তা-ই না?

'তবে একটা কথা ঠিক—মিস ডুরাণ্টকে পছন্দ করত মিস বার্টন, এবং সঙ্গিনীর মৃত্যুতে মনে চোট পেয়েছে সে। তখন বিদ্যুচ্চমকের মতো একটা কথা মনে পড়ে গেল আমার। স্প্যানিশ মহিলার কথা যদি আসলেই ঠিক হয়, মানে যদি ঠাণ্ডা মাথায় মিস

ডুরান্টকে খুন করে থাকে মিস বার্টন, তা হলে আমার মতো একজন ইংরেজ ডাক্তারের হঠাৎ আবির্ভাবে রাগ করতেই পারে সে। আর অনিশ্চয়তা? সঙ্গিনীকে বাঁচানোর অভিনয় করে খুন করল; এখন যদি সুস্থ হয়ে যায় সঙ্গিনী, যদি আসল কথা বলে দেয় সবার কাছে, তা হলে বেরিয়ে যাবে থলের বেড়াল, পুরোপুরি ফেঁসে যাবে মিস বার্টন। কাজেই ওর চেহারায় অনিশ্চয়তা দেখা দেবে না তো কার চেহারায় দেখা দেবে?

'ব্যাপারটা নিয়ে যতই ভাবছি আমি, দিশেহারা হয়ে পড়ছি ততই। কিছুতেই ভেবে বের করতে পারছি না কীভাবে সমাধান করা যায় রহস্যটার। আমার সন্দেহ মিস বার্টনকে, কিন্তু ওর মতো একজন চমৎকার ব্যবহারের মানুষ কেন ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে যাবে মিস ডুরান্টের মতো কাউকে? নিয়োগদাত্রী হয়ে অধীনস্থ কাউকে এত নিষ্ঠুরভাবে...। কথাটা ভাবতে গিয়ে মনে মনে লজ্জিত হলাম নিজেই।

'স্প্যানিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কিছু ঝামেলায় জড়িয়ে গিয়েছিল মিস বার্টন, ভেবে দেখলাম একজন ইংরেজ হিসেবে ওকে সাহায্য করা আমার কর্তব্য, তাই যথাসম্ভব করলাম। তারপরও আমার মন থেকে সন্দেহ দূর হলো না। টের পেলাম পরোপকার করছি ঠিকই, কিন্তু আসলে তীব্র বিতৃষ্ণা টের পাচ্ছি মিস বার্টনের প্রতি।

'দু'সপ্তাহের মতো ওই দ্বীপে থাকল সে। তার অনেক আগেই দাফন করা হয়ে গেছে মিস ডুরান্টকে। যতদূর মনে পড়ে, দাফনকাফনের দশ-বারোদিন পর ইংল্যাণ্ডের উদ্দেশে রওনা হয় মিস বার্টন। যাওয়ার আগে বিষণ্ন চেহারায় আমাকে বলে, "প্ল্যান করেছিলাম এই দ্বীপে পুরো শীতকালটা কাটিয়ে তারপর ফিরবো দেশে। কিন্তু কী থেকে কী হয়ে গেল! মন ভেঙে গেছে আমার। এখানে থাকলে একাকীত্ব সহ্য করতে না-পেরে হয়তো পাগলই হয়ে যাবো!"

৬

BanglaBook.org

'যেদিন সে চলে গেল তার আগেরদিন সন্ধ্যায় লোক মারফত খবর পাঠাল আমার কাছে—সম্ভব হলে যেন দেখা করি। গেলাম ওর কাছে।

' "আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ দেবো বুঝতে পারছি না," আমি ওর রুমে যাওয়ার পর বলল ভদ্রতা করে। "আমার জন্য যা করেছেন আপনি, আজকালকার দিনে অচেনা কারও জন্য সে-রকম কিছু করে না কেউ।"

' "এখানে ধন্যবাদ দেয়ার কিছু নেই। একজন ইংরেজ হয়ে যদি নিজের দেশের মানুষের জন্য কিছু না-করি, তা হলে জংলিদের সঙ্গে পার্থক্য থাকল কই? আমি যা করেছি, আমার জায়গায় অন্য কোনো ইংরেজ থাকলেও তা-ই করত।"

' "আচ্ছা, ডক্টর," কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল মিস বার্টন, "একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন?"

'বিব্রত হয়ে গেলাম খানিকটা। "জানা থাকলে অবশ্যই দেবো।"

"কী মনে হয় আপনার—নিজের হাতে আইন তুলে নেয়া উচিত কারও?"

' "আপনি এমন একটা প্রশ্ন করেছেন, যার জবাব দেয়া খুব কঠিন। তারপরও বলবো, কাজটা করা উচিত না কারোরই। আইন আইনই, আমাদের তা মান্য করে চলতে হবে।"

' "আইনের যদি কোনো ক্ষমতা না-থাকে তারপরও?"

' "আমি আসলে...আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।"

' "বোঝানোটা মুশকিল। আমার মনে হয়, উপযুক্ত কারণ থাকলে, আইন বা সমাজের দৃষ্টিতে যা অপরাধ তা করলে দোষ দেয়া ঠিক না কাউকে।"

'মুচকি হাসলাম। "দুনিয়ার সব ক্রিমিনালই কিন্তু নিজের সাফাই গাইবার জন্য ওই কথাই বলে। যে চুরি করে, তাকে

BanglaBook.org

জিজ্ঞেস করলে বলবে, পেটের দায়ে করি কাজটা। আমরা যদি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি ব্যাপারটা, যদি ক্ষমা করে দিই চোরটাকে, তা হলে একদিন আমার-আপনার সবকিছু চুরি করে নিয়ে যাবে সে। সেদিন কোথাও অভিযোগ জানাতে পারবো না আমরা, কোনো প্রতিবাদ করতে পারবো না। ঠিক না?"

'সোফায় হেলান দিল মিস বার্টন। "বীভৎস!" বলল বিড়বিড় করে। তারপর গলার সুর পাল্টে বলল, "আচ্ছা, ডক্টর, এমন কোনো ওষুধ দিতে পারবেন আমাকে যা খেলে ভালো ঘুম হয়? অ্যামি মারা যাওয়ার পর থেকে ঠিকমতো ঘুমাতে পারছি না।"

' "দুশ্চিন্তায় ভুগছেন?"

' "কীসের দুশ্চিন্তা?"

' "সেটা তো আমার চেয়ে ভালো আপনার জানার কথা। অনেক সময় টানা দুশ্চিন্তায় ভুগতে থাকলে ঠিকমতো ঘুম হয় না।"

"কী বোঝাতে চাচ্ছেন বুঝতে পারছি না আসলে। আমার অতীতের কোনো ঘটনার কথা বলছেন? নাকি ভবিষ্যতের এমন কিছু যা চেষ্টা করলেও ঠেকাতে পারবো না?"

' "যে-কোনোটা হতে পারে।"

"দেখুন, ডক্টর, অতীত নিয়ে দুশ্চিন্তা করে লাভ নেই কোনো। যা ঘটে গেছে, হাজার চেষ্টা করলেও তা পরিবর্তন করা যায় না। ফিরিয়ে আনা যাবে না..." কথা শেষ না-করে থেমে গেল সে।

'ওকে হালকা ঘুমের ওষুধ দিয়ে চলে এলাম আমি। ফুটপাত ধরে হাঁটছি আর ওর কথাগুলো ভাবছি। কী, অথবা কাকে ফিরিয়ে আনার কথা বলছিল সে?

'যা-হোক, সে-বছর মার্চ মাসে, পত্রিকায় একটা খবর পড়লাম: *কর্নওয়ালের রহস্যময়ী*। ব্যাপারটা এ-রকম—ওখানকার

BanglaBook.org

এক সভ্যতার-ছোঁয়াবঞ্চিত গ্রামে, সাগরের ধারে, এক সরাইখানায় কয়েকদিন ধরে থাকছে জনৈক মিস বার্টন নামের অদ্ভুত স্বভাবের এক মহিলা। ছিটপাগলামির কারণে ইতোমধ্যে সবার নজরে পড়েছে সে। গভীর রাতে নিজের ঘরে পায়চারি করে বেড়ায়, কথা বলে নিজের সঙ্গেই। কখনও কখনও চিৎকার করে ওঠে, এবং ওর এই চেঁচামেচির কারণে আশপাশের ঘরের কেউ ঘুমাতে পারে না ঠিকমতো মহিলা একদিন হঠাৎ করেই গ্রামের যাজকের কাছে গিয়ে বলে, কী নাকি সাংঘাতিক এক কথা বলার আছে তাঁকে। মারাত্মক এক অপরাধ করে ফেলেছে, সেটাই স্বীকার করতে চায়। কিন্তু কিছু না-বলেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায় হঠাৎ, বলে, আরেকদিন এসে সব জানাবে। যাজক ধরে নেন, মহিলার মাথায় সমস্যা আছে, তাই কিছু বলেন না। এবং ওই "সাংঘাতিক কথা" অথবা "মারাত্মক অপরাধের" ব্যাপারেও কৌতূহল দেখান না।

'পরদিন সকাল থেকে খুঁজে পাওয়া যায় না ওই রহস্যময়ীকে। সরাইখানায় নিজের জন্য যে-ঘর ভাড়া নিয়েছিল সে, সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেল খাঁ খাঁ করছে সেটা। তবে করোনারকে উদ্দেশ্য করে লেখা একটা চিরকুট পাওয়া গেছে ওই ঘরে, যার বিষয়বস্তু:

'*গতকাল যাজকের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছি, ইচ্ছা ছিল সব বলবো তাঁকে, কিন্তু পারিনি। আসলে কাজটা করতে দেয়া হয়নি আমাকে। সে দেয়নি। এখন ভুল শোধরানোর একটা উপায়ই আছে আমার—জীবনের বিনিময়ে জীবন। এবং ওর জীবন যেভাবে শেষ করে দিয়েছি, আমার জীবনও সেভাবে শেষ হওয়া উচিত। আমাকেও ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে সাগরে, ডুবে মরতে হবে। অ্যামির ক্ষমা পেতে চাইলে ওর কাছে যেতে হবে আমাকে। সুতরাং আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী না। —মিস বার্টন।*

BanglaBook.org

‘সৈকতে, নির্জন এক খাঁড়ির ধারে পাওয়া যায় মহিলার কাপড়। বোঝাই যাচ্ছে ওখানে কাপড় ছেড়ে খাঁড়িতে নেমে পড়েছে সে, তারপর সাঁতার কেটে এগিয়ে গেছে উত্তাল সাগরের দিকে। সবাই জানে, ওই জায়গার স্রোত ভীষণ বিপজ্জনক।

‘রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পাওয়া যায়নি মিস বার্টনকে, এবং অতিবাহিত সময় বিবেচনা করে ধারণা করা হয়, আর পাওয়া যাবেও না। খোঁজখবর করে জানা গেছে, মহিলা যথেষ্ট ধনী, ওর সম্পত্তির মোট মূল্য আনুমানিক এক লক্ষ পাউণ্ড। মৃত্যুর আগে কোনো উইল না-করে যাওয়ায় সব সম্পত্তি পাচ্ছে অস্ট্রেলিয়ায় থাকা কয়েকজন নিকটাত্মীয়। মৃত্যুর কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, মস্তিষ্কবিকৃতিজনিত আত্মহত্যা,’ থামলেন ডক্টর লয়েড। চুপ করে আছেন।

‘কিছু বলছেন না যে?’ জিজ্ঞেস না-করে পারল না জেন হেলিয়ার।

‘আর কী বলবো? মিস ডুরান্ট মরল, ওদিকে আত্মহত্যা করল মিস বার্টন।’

‘কিন্তু আপনার কাহিনি নিশ্চয়ই শেষ হয়নি? আমার ধারণা, সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং অংশটা বাকি আছে এখনও।’

‘মিস হেলিয়ার, এটা বাস্তব জীবনের গল্প। বাস্তবতার বৈশিষ্ট্য জানেন নিশ্চয়ই? চলতে চলতে হঠাৎ থেমে যায়, পরে কী হবে বলতে পারে না কেউ।’

‘ঠিক আছে, ডক্টর লয়েড,’ বললেন স্যার হেনরি। ‘আপনি দম নিন, এই ফাঁকে একটু ব্রেইনওয়ার্ক করি আমরা। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, কেন নিজের সঙ্গিনীকে খুন করলেন মিস বার্টন?’

‘অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে,’ বলল মিস হেলিয়ার। ‘হয়তো আদেশ মানেনি মিস ডুরান্ট, তাই মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল মিস বার্টনের। অথবা হতে পারে ঈর্ষান্বিত হয়ে করেছে

Banglabook.org

সে কাজটা। আবার ভালোবাসাবাসিও জড়িত থাকতে পারে ঘটনাটার সঙ্গে। ডক্টর লয়েড সেভাবে কোনো পুরুষের কথা উল্লেখ করেননি, কিন্তু নৌকার ওই লোকটা...যে জীবন বাঁচিয়েছে মিস বার্টনের...জড়িত থাকতে পারে এসবের সঙ্গে।'

'ডক্টর লয়েড,' মুখ খুললেন মিস মার্পল, 'কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিন তো। সৈকতে যখন শুশ্রূষা করছেন মিস ডুরান্টের, তখন মিস বার্টনের পরনে কী ছিল?'

'কেন—সাঁতারের পোশাক? কালো স্টকিনেট কস্টিউম আর রাবারের সবুজ বাথিং ক্যাপ।'

'ওগুলো টাইট হচ্ছিল ওর গায়ে, না?'

'আ...খুব একটা না। তা ছাড়া সাঁতারের পোশাক তো একটু টাইট ফিটিংই পরে সবাই, তা-ই না?'

'কিন্তু যখন হাতাকাটা ব্লাউয আর ঝুলওয়ালা লম্বা স্কার্ট পরে এসেছিল, তখন?'

'হ্যাঁ, তখন বেশ মোটা দেখাচ্ছিল ওকে। মহিলা মনে হয় আঁটসাঁট কাপড় পরতেই পছন্দ করে। আবার এটাও হতে পারে, কোন্ সাইযের জামা লাগবে ওর গায়ে জানে না ঠিকমতো। যারা মুটিয়ে যেতে থাকে তারা এ-রকম সমস্যায় ভুগে হরহামেশা।'

'আমার কী মনে হয় জানেন?' বললেন মিসেস ব্যান্ট্রি। 'আমার মনে হয়, অ্যামি ডুরান্টের বাবাকে ঠকিয়ে বিষয়সম্পত্তি হাত করেছিল মিস বার্টনের বাবা। সেগুলোই পরে উত্তরাধিকার সূত্রে পায় সে। শোধ নেয়ার জন্য মিস বার্টনের কাছে চাকরি নেয় অ্যামি, ইচ্ছা ছিল সুযোগ পেলেই ছোবল দেবে। কিন্তু ব্যাপারটা টের পেয়ে যায় মিস বার্টন, নিজের হাতে পথের কাঁটা দূর করে ক্যানারি আইল্যাণ্ডে গিয়ে। আবার এ-রকমও হতে পারে, কমবয়সী কোনো ভাই ছিল মিস বার্টনের, যে মজেছিল অ্যামির প্রেমে। কিন্তু লোকটাকে পাত্তা দেয়নি অ্যামি, তাই অভিমানে

BanglaBook.org

আত্মহত্যা করে ওই লোক। মিসেস বার্টন ঠিক করেন, ভাইয়ের মৃত্যুর শোধ নেবেন, আর তাই...'

'বেশি বেশি অনুমান করা হয়ে যাচ্ছে আসলে,' স্ত্রীকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন কর্নেল ব্যান্ট্রি। 'আমার মনে হয় মিস হেলিয়ারের কথাই ঠিক—নৌকার ব্যাটাছেলেটা কোনো-না-কোনোভাবে জড়িত এ-সবের সঙ্গে। ওর সঙ্গে...বোঝো না...লীলাখেলা ছিল মিস বার্টনের—আসলে লীলাখেলার জন্যই ক্যানারি আইল্যাণ্ডে গিয়েছিল খাচ্চোর মহিলাটা—আর কোনোভাবে তা জেনে ফেলে মিস ডুরান্ট। তখন ওই লোক আর মিস বার্টন মিলে সিদ্ধান্ত নেয়, চিরতরে মুখ বন্ধ করে দেবে মিস ডুরান্টের। আহা, বেচারী!'

'আমার অনুমান,' মুখ খুললেন স্যর হেনরি, 'আগে থেকেই মানসিক ভারসাম্যহীন ছিল মিস বার্টন। মানসিক সমস্যা যে কতরকম হয়, বললে বিশ্বাস করবেন না আপনারা। এ-রকম কত কেস দেখেছি আমি! আমার মনে হয়, আসলে একরকম বাতিক ছিল মিস বার্টনের। হতভাগী মহিলাদেরকে সহ্য করতে পারত না সে, ওদেরকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়াটা নিজের কর্তব্য বলে মনে করত। আর সেটাই করেছে মিস ডুরান্টের বেলায়। ওই মহিলার অতীত সম্পর্কে কেউই কিছু জানে না। ওর বাড়িওয়ালি যে-চিঠি পাঠিয়েছে ডক্টর লয়েডের কাছে, সেটা থেকে বোঝা যায় হতভাগ্য জীবন ছিল মহিলার। তা ছাড়া যেভাবে জীবনের শেষ দিনগুলো কাটিয়েছে মিস বার্টন, যেভাবে আত্মহত্যা করেছে, শুনলে কারোরই সন্দেহ থাকার কথা না—আসলেই মানসিক ভারসাম্যহীন ছিল সে।'

'কিছু মনে করবেন না, স্যর হেনরি,' এতক্ষণে মুখ খুললেন মিস মার্পল, 'আপনার ধারণাটা সম্ভবত ঠিক না। মানসিক দিক দিয়ে আপনি-আমি যতটা সুস্থ, আমার মনে হয় মিস বার্টনও

BanglaBook.org

ততটা সুস্থ। সে আসলে খুব চালাক।'

চুপ হয়ে গেছে ঘরের সবাই। বুঝতে পারছে, চমকে ওঠার মতো কিছু একটা বলবেন এখন মিস মার্পল।

'কৌতূহলী হয়ে হোটেলের চেক-ইন রেজিস্টার দেখলেন ডক্টর লয়েড। কিন্তু তিনি কি জানতেন কে মিস বার্টন, আর কে মিস ডুরান্ট?'

জবাব নেই কারও মুখে।

'কথাটা, ওই দুই মহিলা, বলা ভালো অ্যামি ডুরান্টও জানত। ওদেরকে কেউ চেনে না ক্যানারি আইল্যাণ্ডে। ডক্টর লয়েড যদি বলতেন, দ্বীপসংলগ্ন সাগরে ডুবে মরেছে মিস বার্টন, কপালগুণে যে-মহিলা বেঁচে গেছে তার নাম মিস ডুরান্ট—তা হলে কী করার ছিল আমাদের?'

বিড়বিড় করে কী যেন বললেন স্যর হেনরি, ঠিক বোঝা গেল না।

'আলোচনার খাতিরে আগের নাম দুটোই রাখি আমরা। আচ্ছা বলুন তো, মিস বার্টনের মতো একজন ধনী মহিলা কী কারণে ওর অধীনস্থ আর আপাতদৃষ্টিতে নম্রভদ্র সঙ্গিনীকে খুন করবে? কিন্তু যদি উল্টোটা হয়—যদি বলি মিস ডুরান্টই খুন করেছে মিস বার্টনকে, তা হলে?'

'তা হলে আমি বলবো,' বললেন মিসেস ব্যান্ট্রি, 'অবাস্তব আর অসম্ভব এক হত্যাকাণ্ডের কথা বলছেন আপনি।'

'ঠিক এ-সুযোগটাই নিয়েছে মিস ডুরান্ট। চিন্তা করে দেখেছে, ক্যানারি আইল্যাণ্ডের মতো অপরিচিত জায়গায় মিস বার্টনকে খুন করে যদি নিজেকে মিস বার্টন বলে চালিয়ে দিতে পারে, ঘুণাক্ষরেও কিছু সন্দেহ করতে পারবে না কেউ।'

'কিন্তু...'

হাত তুলে মিসেস ব্যান্ট্রিকে থামিয়ে দিলেন মিস মার্পল।

BanglaBook.org

‘আমি বলছি, শুধু শুনে যান আপনারা। ডক্টর লয়েড, আমার কোনো ভুল হলে ধরিয়ে দেবেন। মিস বার্টন আর মিস ডুরান্টের চেহারায় মিল আছে। দু’জনেরই বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, উচ্চতাও সমান। ইংল্যাণ্ড থেকে গেছে—কাজেই ক্যানারি আইল্যাণ্ডের কর্মকর্তারা ওদের পাসপোর্টও ভালোমতো খেয়াল করে দেখেনি। দেখলে এত বড় একটা ধোঁকা দিয়ে পার পেয়ে যেত না মিস ডুরান্ট। যা-হোক, চেহারার সাদৃশ্য, কাছাকাছি বয়স, স্প্যানিশ কর্মকর্তাদের কর্তব্যে গাফিলতি—সবই খেয়াল করে ডুরান্ট। খুনের প্ল্যানটা তখনই খেলে যায় ওর উর্বর মস্তিষ্কে। তারপর খুন করে মার্চ মাসে গিয়ে উপস্থিত হয় সভ্যতার ছোঁয়াবঞ্চিত এক কর্নিশ গ্রামে, মিস বার্টন নামে ভাড়া নেয় সরাইখানার একটা ঘর। অদ্ভুত আচরণ করে নিজের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করে সবার। ঘরে লিখে রেখে যায় একটা চিরকুট, নির্জন জায়গায় কাপড় ফেলে রেখে প্রমাণ করার চেষ্টা করে “আত্মহত্যা” করেছে সে। তারপর...তারপর কী করেছে, বলুন তো? পারবেন না, তা-ই তো? ঠিক আছে, আমিই বলে দিচ্ছি। তারপর সোজা চলে গেছে অস্ট্রেলিয়ায়, মিস বার্টনের সেই নিকটাত্মীয় হয়েছে। আমার ধারণা, সে সত্যি সত্যিই মিস বার্টনের সেই নিকটাত্মীয়।’

‘আপনার তুলনা হয় না!’ বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টিতে মিস মার্পলের দিকে তাকিয়ে আছেন ডক্টর লয়েড। ‘ঘটনার বর্ণনা শুনেই...’

‘তারমানে আমার অনুমান ভুল না?’

‘অবশ্যই না।’

‘তা হলে কাহিনির বাকিটুকু...জেন হেলিয়ারের বক্তব্য অনুযায়ী সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং অংশটুকু বলুন এবার।’

‘ঠিক আছে।’ দম নিয়ে শুরু করলেন ডক্টর লয়েড, ‘স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার হলো আমার। ডাক্তার হিসেবে চাকরি নিলাম সমুদ্রগামী

BanglaBook.org

এক জাহাজে। নিয়তির কী খেলা...সেই জাহাজ আমাকে সবচেয়ে আগে যে-জায়গায় নিয়ে গেল তার নাম মেলবোর্ন। বন্দরে নেমে জেটি ধরে কিছুদূর এগোনোমাত্র বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো থমকে দাঁড়াতে হলো। রাস্তা দিয়ে ধীর পায়ে হেঁটে যাচ্ছে এক মহিলা, যে কিনা কর্নওয়ালের এক গ্রামসংলগ্ন সাগরে ডুবে মরেছে বলে পত্রিকার খবরে প্রকাশ।

'আমাকে দেখামাত্র বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো থমকে দাঁড়াল সে-ও, বুঝতে পেরেছে খেল খতম। তবে...মিস মার্পল যেমনটা বলেছেন...মহিলা ভীষণ চালাক, আর কে না জানে চালাক মানুষরাই সাহসী হয়? ধীর পায়ে এগিয়ে এল সে আমার দিকে, কাছে এসে বলল, "ভালো আছেন, ডক্টর লয়েড?"

'আমি তখন বুঝতে পারছি না কী করবো। তাই জবাব দিলাম না প্রশ্নটার।

'মহিলা বলল, "চলুন কোনো বারে গিয়ে বসি। গলা ভেজাতে ভেজাতে কথা বলি আপনার সঙ্গে। প্লিয।"

'গেলাম কাছের একটা বারে, বসলাম এককোনায়, মহিলা ড্রিঙ্কের অর্ডার দিতে চাওয়ায় বিরক্ত হয়ে বললাম, "আমি মদ খাই না। আপনার যা বলার সংক্ষেপে বলুন, তাড়া আছে আমার।"

' "আমরা নয় ভাইবোন," বলতে শুরু করল মহিলা। "বাবা ছিলেন হতদরিদ্র। আমাদের সবচেয়ে ছোট তিন ভাইবোন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ল একবার, কিন্তু ওদের চিকিৎসার খরচ বহন করার সামর্থ্য ছিল না তাঁর। সাহায্যের আশায় তিনি তখন গেলেন ইংল্যাণ্ডে, একমাত্র ধনী আত্মীয় এক চাচার কাছে কিছু সাহায্য চাইতে। কিন্তু চাচা ততদিনে মারা গেছেন, বাবাকে মুখের উপর মানা করে দিল চাচাতো বোন মিস বার্টন। শুধু তা-ই না, যাচ্ছেতাই বলে অপমান করল সে বাবাকে।

'পৃথিবী এমন এক জায়গা, ডক্টর লয়েড, যেখানে যদি প্রাণ

BanglaBook.org

খুলে হাসতে থাকেন আপনি তা হলে দু'-চারজন দুধের মাছি জুটে যাবে আপনার সঙ্গে, অথচ যদি হাপুস নয়নে কাঁদতে শুরু করেন তা হলে আপনার আপনজনরাও চলে যাবে যত দূরে সম্ভব। চোখের সামনে মরল আমার ভাইবোনরা, সেই শোক আর অসহায় দারিদ্র্য সহ্য করতে না-পেরে আত্মহত্যা করল বুড়ো বাপটা। একের পর এক আঘাতে ক্ষতবিক্ষত মনকে, চোখের-পানি মুছতে মুছতে সান্ত্বনা দিলাম এই বলে, যদি এক বাপের মেয়ে হয়ে থাকি তা হলে শোধ নেবোই একদিন-না-একদিন।

' "কাজে লেগে গেলাম। রক্ত পানি করে, হাড় ভাঙা খাটুনি খেটে টাকা জমাতে লাগলাম। তারপর একদিন রওনা হলাম ইংল্যাণ্ডের উদ্দেশে। সেখানে গিয়ে প্রথমেই শুরু করলাম ধাত্রীর কাজ—যেটা সবচেয়ে ভালো পারি। নিজের থাকার জন্য ছোট্ট একটা ঘর ভাড়া নিলাম, পুরনো আর সস্তা অথচ মজবুত কিছু আসবাব তুললাম সে-ঘরে যাতে আমার রুচির পরিচয় পায় বাড়িওয়ালি। তারপর একদিন দেখা হলো মিস বার্টনের সঙ্গে, নিজের পরিচয় দিলাম, আপাতদৃষ্টিতে ভালো কিন্তু আসলে দয়ামায়াহীন মহিলাটার ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে চাকরি শুরু করলাম। বাকিটা আপনি জানেন...ক্যানারি আইল্যাণ্ডে গিয়ে বুঝতে পারলাম মোক্ষম সুযোগ পেয়ে গেছি, তখন খাণ্ডারনিটাকে খুন করে ফিরে এলাম অস্ট্রেলিয়ায়। আজ থেকে বেশ ক'বছর আগে আমার বাবা টাকা ধার চাইতে গিয়েছিল ওর কাছে, কিন্তু দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিল সে, ওর মৃত্যুর পর ন্যায্য উত্তরাধিকারী হিসেবে আমরা ছ'ভাইবোন সে-সম্পত্তির পুরো হিস্যা পেয়েছি।" '

'কী সাংঘাতিক চালাক মহিলা!' বিস্ময় প্রকাশ না-করে পারলেন না স্যর হেনরি। 'হ্যাঁ, মিসেস ব্যান্ট্রি, ঠিকই বলেছেন আপনি—অবাস্তব আর অসম্ভব এক হত্যাকাণ্ড। ক্যানারি

BanglaBook.org

আইল্যাণ্ডে যদি "অ্যামি ডুরান্টের" বদলে "মিস বার্টন" মরত, তা হলে সবাই সন্দেহ করত অ্যামিকেই। পুলিশ ঠিকমতো তদন্ত করলে মিস বার্টনের সঙ্গে ওদের আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং উত্তরাধিকারের ব্যাপারটা বের করে ফেলত। ...নাহ্, নিখুঁত অপরাধ!'

'অ্যামি ডুরান্টের কী হলো শেষপর্যন্ত, ডক্টর লয়েড?' জানতে চাইলেন মিসেস ব্যান্ট্রি।

'সেদিন বারে ওর কথাগুলো শুনে ওর আবেগ স্পর্শ করল আমাকে—জানি না কেন। সে বলাতে গেলাম ওদের বাসায়, দেখলাম পরিবারটাকে। হাসিখুশি একটা সংসার, মা মারা গেছে অনেক আগেই, তাই বাকিরা মা'র মতো সম্মান করে বড় বোনটাকে, পারলে জান দিয়ে দেয় অ্যামির জন্য এমন অবস্থা। সে কত বড় অপরাধ করেছে সে-ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই কারোরই। ওদের ওখানে বসে ধূমায়িত চা খেতে খেতে ভেবে দেখলাম, ইচ্ছা করলেই যেতে পারি পুলিশের কাছে, কিন্তু তাতে কি বিশেষ কোনো লাভ হবে? এতদিন পরে কীভাবে প্রমাণ করতে পারবো, অ্যামি ডুরান্টের বদলে ক্যানারি আইল্যাণ্ডের সাগরে আসলে ডুবে মরেছে, বলা ভালো ডুবিয়ে মারা হয়েছে মিস বার্টনকে? কীভাবে প্রমাণ করবো, কর্নওয়ালের সাগরে আসলেই আত্মহত্যা করেনি "মিস বার্টন"? মেলবোর্নের বারে বসে আমার কাছে নিচু গলায় স্বীকারোক্তি দিয়েছে অ্যামি, কিন্তু তখন ধারেকাছে কেউ ছিল না; তাই এমন একটা লোকও নেই, যে আমার হয়ে কিছু বলতে পারবে আদালতে।

'কাজেই বিধাতার দুনিয়া ছেড়ে দিলাম বিধাতার হাতেই। আমি অস্ট্রেলিয়া থেকে চলে আসার ছ'মাস পর আকস্মিকভাবে মারা গেল মিস ডুরান্ট। যে-রকম ফুরফুরে মেজাজে এবং কৃতকর্মের জন্য অনুতাপহীন অবস্থায় দেখেছি ওকে মেলবোর্নে,

BanglaBook.org

জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সে-রকমই ছিল কি না কে জানে!'

'মনে হয় না,' মিসেস ব্যান্ট্রির কণ্ঠে দ্বিধা।

'আমার মনে হয়,' মুচকি হেসে বললেন মিস মার্পল। 'মিসেস ট্রাউটও সে-রকমই ছিল।'

'মিসেস ট্রাউট?' আশ্চর্য হয়ে মিস মার্পলের দিকে তাকালেন ডক্টর লয়েড।

'হ্যাঁ, মিসেস ট্রাউট। তাঁর কথা মনে পড়ে গেল বলেই তো আপনি বলার আগে সমাধান করে ফেললাম রহস্যটার।'

'কী করেছিলেন তিনি?'

'আমাদের গ্রামের ওই বুড়িকে দেখলে মনে হবে সাধু—ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না। অথচ ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়েছে সে আলাদা আলাদা তিন জেলার কর্মকর্তাদের, চেহারার সাদৃশ্যের কারণে এবং জাল কাগজপত্রের কল্যাণে মাসের পর মাস ধরে বয়স্কভাতা তুলেছে মারা-যাওয়া অন্য তিন বুড়ির নামে। কিন্তু ধরা পড়ার পর দোষ তো স্বীকার করেইনি, উল্টো চোরের মা'র বড় গলার মতো বলেছে যা করেছে ঠিকই করেছে এবং সে-রকমই করা উচিত সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে, যারা বয়স্কভাতার নামে আসলে নাকি ঠকায় বুড়োবুড়িদের।'

'কিন্তু মিসেস ট্রাউটের সঙ্গে অ্যামি ডুরান্টের ঘটনাটা মিল করলেন কী করে?'

'ওর গায়ে সুইমিং কস্টিউম টাইট হচ্ছিল—ব্যাপারটা মেনে নেয়া যায়। কিন্তু ব্লাউয-স্কার্ট টাইট হবে কেন? জাহাজ থেকে নামার সময় টুইডের যে-কাপড় পরে ছিল, সেটা তো ঠিকই ছিল। কোথাও বেড়াতে গেলে সঙ্গে আরামদায়ক কাপড় নেয় লোকে, নাকি বেছে বেছে আঁটসাঁট কাপড়গুলো নেয়? আসলে মিস বার্টনকে খুন করার পর, ওই মহিলার কাপড় পরে এসে নিজেকে মিস বার্টন বলে চালানোর চেষ্টা করছিল অ্যামি। চলে যাওয়ার

BanglaBook.org

আগেরদিন সন্ধ্যায় ডক্টর লয়েডকে ডেকে নিয়ে গেল সে নিজের হোটেলরুমে। এমন একটা ভান করছিল তখন, যেন চেষ্টার ত্রুটি না-থাকার পরও ওর কারণেই মরেছে "অ্যামি ডুরান্ট"। সঙ্গিনীর মৃত্যুতে ওর নাকি ঘুম আসে না! ঢং আর কাকে বলে? আসলে ডক্টর লয়েডকে বোঝাতে চাচ্ছিল, "অ্যামি ডুরান্টের" মৃত্যুতে অপরাধবোধে যারপরনাই জর্জরিত "মেরি বার্টন"। আরেকটা কথা। সাগরসংলগ্ন এবং সভ্যতার ছোঁয়াবঞ্চিত এক কর্নিশ গ্রামে যাবে কেন সে শুধু শুধু? পাপ স্বীকার করতে চাইলে গির্জার কি অভাব পড়েছে লণ্ডনে? ওখানে থাকেনি, কারণ ওখানকার সবাই তো আর ক্যানারি আইল্যাণ্ডের ইমিগ্রেশন কর্মকর্তাদের মতো দায়িত্বজ্ঞানহীন না যে, পাসপোর্টের ছবির সঙ্গে আসল মানুষটার চেহারাই মেলায় না! সে লণ্ডনে থাকলে কেউ-না-কেউ বুঝে ফেলত, ক্যানারি আইল্যাণ্ড থেকে ফিরে-আসা "মেরি বার্টন" আসল মেরি বার্টন না।

'ওহ্, কত কিছুই না ঘটে গ্রামে!' বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলল জেন হেলিয়ার। 'আমি যদি গ্রামে থাকতাম তা হলে আমার মাথাটাই খারাপ হয়ে যেত বোধহয়।'

***

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG